গায়েব বিষয়ে বিভিন্ন সংশয়ের নিরসন

[ফাযায়েল দুরুদের একটি ঘটনা ও ইবনে তাইমিয়া রহ . এর কিছু কারামত নিয়ে কয়েকটা নোট পূর্বে দিয়েছিলাম। আমাদের মূল আলোচনায় গায়েবের আলোচনা মোটামুটি মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের সালাফী ভাইয়েরা গায়েব সংক্রান্ত কোন কারামত দেখলেই শিরকের ট্যাগ লাগাতে অভ্যস্ত। এটা তারা তাদের শায়খদের কাছ থেকে শিখেছে। মতি মাদানী , তাউসিফুর রহমান রাশেদী , মুরাদ বিন আমজাদ , মিরাজ রব্বানীসহ সব ডক্টর বা ডাক্তাররা তাদেরকে এই সবক দিয়েছে। ফলে তারা শিরকের ট্যাগ লাগানোর জন্য মহা উৎসবের আয়োজন করেছে। গতকাল ইবনে তাইমিয়া রহ . ৯-১০ টা কারামত উল্লেখ করে তাদের এগুলো শিরক কী না , জানতে চেয়েছিলাম। উনাদের বড় বড় শিরক বিশারদ এখানে কোন কমেন্ট করেননি। দু এক জন ত্যানা - পেচিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। আমাদের সাধারণ ভাইদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য গায়েব বিষয়ে ছোট একটা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছি। সংক্ষেপে লিখতে চাইলে অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। পরবর্তীতে ইনশআল্লাহ iDEA এর পক্ষ থেকে পি . ডি. এফ আকারে সম্পূর্ণ আলোচনা পাবলিশ করবো।]

গায়েব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

কারামতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অদৃশ্যের কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হলো , আল্লাহর ওলীদের জন্য কাশফ ও ইলহাম সত্য। এটি কুরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। মূল আলোচনা শুরুর পূবের্ গায়েবের পরিচয় ও এর প্রকারভেদ আলোচনা করা জরুরি।
গায়েব শব্দের অর্থ হলো অদৃশ্য , যা চোখের সামনে নয়। মানুষের চোখের সামনে উপস্থিত নয় এমন জিনিসকে গায়েব বলে।
গায়েব প্রথমত দুই প্রকার।
১. গায়েবে মুতলাক।
২. গায়েবে মুকায়্যাদ।

প্রত্যেকটা আবার দু ’ভাগে বিভক্ত। এভাবে গায়েব মোট চার প্রকার।

গায়েবে মুতলাক এর পরিচয় :

وهو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه

এমন অদৃশ্য বিষয় যে সম্পর্কে মানুষ তার ইন্দ্রিয় শক্তি বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম নয়।
গায়েবে মুতলাক আবার দু ’প্রকার।
১. এমন কিছু বিষয় যা আল্লাহ তায়ালা মানুষ , ফেরেশতা বা জিনকে ওহী বা অন্য কোন ভাবে জানিয়ে দেন।
যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

হে নবী আপনি বলুন , আমার নিকট ওহী এসেছে যে একদল জিন পবিত্র কুরআন শুনেছে এবং তারা বলেছে নিশ্চয় আমরা আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। [সূরা জিন , আয়াত নং ১, সুরা নং ৭২]

এখানে জিনদের কুরআন শোনার বিষয়টি রাসূল স . ওহীর মাধ্যমে জেনেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই অদৃশ্যের বিষয়টি রাসূল স . কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। মানুষের কাছে বিদ্যমান উপায় - উপকরণ ব্যবহার করে এটা জানা সম্ভব নয়।

২. এমন অদৃশ্য বিষয় যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন , কোন সৃষ্টি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয়। যেমন, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে কেউ জানে না। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন , পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

আর তার নিকটই গায়েবের চাবিকাঠি। একমাত্র তিনিই এসম্পর্কে অবগত।
[সূরা আনয়াম , আয়াত নং ৫৯]

সূরা নামালে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ,

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

হে নবী আপনি বলুন , আসমান যমিনের কেউ গায়েব জানে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই গায়েব জানেন। [সূরা নমল , আয়াত নং ৬৫]

এখানে দু ’টি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি :
১. গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন। অন্য কেউ গায়েবের বিষয়ে অবগত নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে , নবী -রাসূলগণ ওহীর মাধ্যমে ও ওলীদেরকে কাশফ ও ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন অদৃশ্যের বিষয় জানিয়ে দেন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জানানোর মাধ্যমেই অন্যরা এসম্পর্কে জানতে পারে। সরাসরি অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। এমনকি কোন ফেরেশতাও নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী মাখলুককে অদৃশ্য সম্পর্কে জানান। যেমন জান্নাত -জাহান্নাম সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান থাকলেও মানুষ এসম্পর্কে কিছু জানত না। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। আবার কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে কোন সৃষ্টিই অবগত নয়।
২. দ্বিতীয় বিষয় হলো , গায়েব বা অদৃশ্য শব্দটি আপেক্ষিক। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস গায়েব অদৃশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রতি -মুহূর্তে সব কিছু সম্পর্কে অবগত , একমাত্র তার ক্ষমতায় সব কিছুই আবর্তিত। সুতরাং অদৃশ্য গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির তুলনায় এটি অদৃশ্য। আল্লাহ তায়ালার নিকট এটি এই অর্থে গায়েব বলা হয় না।

২. গায়েবে মুকায়্যাদ এর পরিচয় :

وهو ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه . فهذا إنما هو غيب لمن غاب عنه ، وأما من شهده فلا يعد عنده غيبا

এমন অদৃশ্য বিষয় যা সম্পর্কে কিছু মাখলুক বা সৃষ্টি অবগত। যেমন , ফেরেশতা , জিন, অথবা মানুষ যারা সরাসরি তা প্রত্যক্ষ করেছে। এই জাতীয় অদৃশ্য বিষয় কেবল তাদের ক্ষেত্রেই গায়েব হিসেবে প্রযোজ্য যারা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু যারা সরাসরি বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছে তাদের জন্য এটি গায়েব নয়।
যেমন বর্তমানে মদীনায় কী হচ্ছে সেটা আমি জানি না। এজন্য মদীনার বর্তমান অবস্থা আমার জন্য একটি অদৃশ্য বিষয়। কিন্তু যারা মদীনায় অবস্থান করছে , তাদের কাছে মদীনার অবস্থা গায়েব বা অদৃশ্য নয়। এজন্য দ্বিতীয় প্রকার গায়েবকে আপেক্ষিক গায়েব বলে। এই দ্বিতীয় প্রকার গায়েব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন , একথা বলা হয় না। বরং বিষয়গুলো মানুষ , জিন ও ফেরেশতাও জানেন। এগুলো আপাত গায়েব হলেও প্রকৃত গায়েব নয়।
গায়েবে মুকায়্যাদ আবার দু ’প্রকার :
ক. নাসাবী , গায়েবে নাসাবী হলো যে গায়েব ব্যক্তিকেন্দ্রিক আপেক্ষিক। অর্থাৎ কিছু লোকেরনিকট গায়েব হলেও অন্যদের নিকট তা গায়েব নয়। যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ।

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

৩. আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফে হযরত খাজির আ. এর সম্পর্কে বলেছেন,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

অত:পর তারা উভয়ে আমার একজন নেককার বান্দার দেখা পেল, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি। [সূরা কাহাফ, আয়াত নং ৬৫]

হযরত মুসা আ. ও হযরত খাজির আ. এর ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত খাজির আ. অনেকগুলো ঘটনা ঘটান, যেগুলো সব ছিলো গায়েবের সাথে সম্পর্কিত। এই গায়েবগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতে বলেছেন, আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি। এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য।

এ আয়াতের তাফসীরে সকলেই উল্লেখ করেছেন এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। কাযী শাওকানী ফাতহুল কাদীরে বলেন,

علمه سبحانه اشياء من علم الغيب الذى استاثر به

আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছেন যা একমাত্র তিনিই জানেন।

[ফাতহুল কাদীর, পৃ .৩৯০, বিন্যাস, ড. সুলাইমান আল-আশরক, প্রকাশনায়, দারুস সালাম রিয়াদ]

ইমাম বাগাভী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

وعلمناه من لدنا علما أي: علم الباطن إلهاما ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم

আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম শিখিয়েছি অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে কিছু বাতেনী ইলম শিখিয়েছি। আর খাজির আ. অধিকাংশ আলেমের মতে নবী ছিলেন না।

[মায়ালিমুত তানজীল, খ.৩, পৃ .৫৮৪]

এ আয়াতের তাফসীরে সব মুফাসসির একই কথা বলেছেন।

দলিল-৪:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

তিনি তাদের অগ্র ও পশ্চাত সম্পর্কে অবগত।তার ইলমের কোন অংশ কেউ অবগত হতে পারে না তবে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অবগত করান।

[সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫]

ইমাম বাইহাকী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي لا يعلمون من علمه إلا ما شاء أن يعلمهم إياه بتعليمه

তার ইলমের কোন অংশ কেউ জানে না, তবে যাকে ইচ্ছা তিনি তা জানান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ ইলম শিক্ষা দেন।

[আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহ. পৃ .১৪৩]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

وقوله : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه

অর্থাৎ আল্লাহর ইলমের ব্যাপারে কেউ অবগত হতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যদি অবহিত করেন তাহলে সে অবগত হতে পারে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর]

দলিল নং-৫:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
অর্থাৎ তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না। তবে তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।
[সূরা জিন , আয়াত নং ২৬-২৭]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহ . বলেন,
وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه
এখানে তিনি বলেছেন , আল্লাহ তায়ালা দৃশ্য -অদৃশ্য সব কিছু জানেন। কোন সৃষ্টি তার কোন ইলম সম্পর্কে জানতে পারে না তবে যাকে তিনি জানান , কেবল সেই জানতে পারে।
[তাফসীরে ইবনে কাসীর , খ.৬, পৃ .২৮৪]

ইমাম কুরতুবী রহ . বলেন,
قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غيرما آية من كتابه إلا من أصطفى من عباده....فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو : فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه , ومن شاء حجبه عنها حجبه
আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন , তবে তার নির্বাচিত বান্দাদেরকে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটই গায়েবের ইলম রয়েছে। গায়েবের ইলম পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সম্পর্কে তিনিই পরিজ্ঞাত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, যাকে ইচ্ছা তার থেকে গোপন রাখেন। [তাফসীরে কুরতুবী খ .৭, পৃ .২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ . ফাতহুল বারীতে লিখেছেন ,
وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال أنه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسف قال إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي ذلك مما ظهر من المعجزات والكرامات : فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ) ,فإنه يقتضي إطلاع الرسول على بعض الغيب , والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم , والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها , والولي لا يطلع على ذلك الا بمنام أو إلهام , والله اعلم
কুরআনের স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত ইসা আ . তারা কী খায় ও সন্চয় করে সে সম্পর্কে বলেছেন এবং হযরত ইউসুফ আ . তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন , গায়েব সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় , “ তিনিই গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি কারও সম্মুখে গায়েব প্রকাশ করেন না , তবে তার নির্বাচিত রাসূল ব্যতীত। ” কেননা , এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় , রাসূলগণ কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত। আর রাসূলের অনুসারী ওলীগণ তাদের কারণেই কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্মানিত হন। রাসূল ও ওলীর কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো , রাসূল ওহী পাঠানোর সবগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন , আর ওলী শুধু স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন। ” [ফাতহুল বারী , খ.৮, পৃ .৫১৪]

কাযী শাওকানী তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন ,
إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض غيبه
আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দাকে কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। [ফাতহুল কাদীর , কাযী শাওকানী , খ.৩, পৃ .২০, শামেলা]
يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب، والأولياء يقع لهم ذلك بالإلهام

[illegible]
[illegible, [illegible], [illegible]]

[illegible] -
January 30, 2014 at 6:45 AM

[illegible]?

February 4, 2014 at 7:02 AM

[[illegible]]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[illegible]! [illegible] ([illegible]) [illegible]; [illegible]”

[illegible]

[illegible],

فَإِن تَنَـازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পন কর।”

আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করে যে, কিয়াস শরীয়তের একটি অকাট্য হুজ্জত বা দলিল। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “তোমরা যদি মতানৈক্য কর” এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে,

১. তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান রয়েছে।

২. অথবা বিষয়টি এমন যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা উপরোক্ত তিন উৎসের কোনটিতে নেই।

প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নেয়া সঠিক হবে না, কেননা কোন বিষয়ের যদি কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের মাঝে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই অনুসরণ করতে হবে। এটি তখন “তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং উলুল আমরের অনুসরণ কর” এ নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত হবে। এবং এ বিষয়ে মতানৈক্য করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। যেমন, সালাত, হজ্জ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং প্রথম অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য নেয়া বিশুদ্ধ নয়।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হল, তোমরা যদি এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন, সুন্নাহ এবং ‘ইজমা’ তে পাওয়া না যায়, তার বিধান হল, মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়ের সমাধান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট সমর্পণ করা।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ কর, এর অর্থ অনেকে মনে করে যে, “ তোমরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করো”। যেমনটি ডাঃ জাকির বা অপরাপর আহলে হাদীসগণ মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তা নয়। কেননা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা যদি কুরআন ও সুন্নাহে পাওয়া যায় তাহলে প্রথমতঃ সেটাই মানা ফরয। এবং কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, যার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআনও সুন্নাহে নেই, কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুটি স্পষ্ট বিধান পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ হয়, তবে এক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

আর এ মতানৈক্য কোন নিন্দনীয় বিষয় নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলছেন, হে মুমিনগণ তোমরা যদি মতানৈক্য কর, অর্থাৎ এ মতানৈক্য যদি অবৈধ বা হারাম হত (যেমনটি ডাঃ জাকির নায়ক মনে

করে থাকেন) তাহলে সরাসরি মতানৈক্য করতেই নিষেধ করা হত। কিন্তু আয়াতের বাচনভঙ্গী এটাই প্রমাণ করে যে , যে সমস্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা (নস) নেই, সে বিষয়ে তোমাদের মতানৈক্য লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে , এখন যদি তোমরা কখনও মতাক্যৈ লিপ্ত হয়ে পড়ো তাহলে,

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

'বিষয়টিকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণ কর '

আয়াতের এ অংশের তাফসীর ¤œ উল্লেখ করা হল -

তাফসীরে বাগাবীতে ইমাম বাগাবী (রহঃ) লিখেছেন,

{ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول } أي: إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إلى سُنّته، والرَّد إلى الكتاب والسنة واجبٌ إن وُجد فيهما، فإن لم يُوجد فسبيله الاجتهاد.

"...আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর " অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের কাছে বিষয়টি অর্পণ কর , যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন। আর রাসূলের অবর্তমানে তাঁর সুন্নাতে বিষয়টির সমাধান অন্বেষণ কর। বিষয়টি যদি কুরআন ও সুন্নাহে বিদ্যমান থাকে, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য। আর যদি কুরআন ও সুন্নাহে বিষয়টির সমাধান না পাওয়া যায় , তাহলে এর সমাধানের পথ হল , ইজতেহাদ। "

তাফসীরে বায়যাবীতে ইমাম বায়যাবী (রহঃ) লিখেছেন,

فردوه (فراجعوا فيه) إلى الله (إلى كتابه) والرسول (بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعده واستدل به منكرو القياس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس

“ বিষয়টি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ কর , এর অর্থ হল , আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের দিকে বিষয়টি সমর্পণ কর , যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ; বিবাদমান বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তার মৃত্যুর পরে তার সুন্নতের মাঝে এর সমাধান অনুসন্ধান কর।

এ আয়াতের দ্বারা কিয়াস অস্বীকার কারীরা প্রমাণ পেশ করে থাকে যে , আল্লাহ তায়ালা মুখতালাফ বা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়কে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং এখানে কিয়াসের কোন সুযোগ থাকে না। এর উত্তর হল , বিবাদপূর্ণ বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রত্যর্পণের পদ্ধতি হল , তামসীল ও বেনা তথা সাদৃশ্যপূর্ণ দু ’টি বিষয়ের একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা , যার অপর নাম হল কিয়াস। আর এখানে যে কিয়াস উদ্দেশ্য , তার শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় , আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দেয়ার পর আবার বিবাদপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করার দ্বারা। কেননা এ নির্দেশ প্রমাণ করে যে , শরীয়তের বিধি -বিধান তিন প্রকার। যথা Ñ

১. কুরআন দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিল কিতাব)

২. সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত (মুসবাত বিস সুন্নাহ)

৩. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কিয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত বিধান ”

[তাফসীরে বায়যাবী , পৃষ্ঠা -২০৬]

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) লিখেছেন ,

أن المراد : فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع ، واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله : {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له ، وذلك هو القياس ، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس.

“(আয়াতের এ অংশের উদ্দেশ্য হবে).. যদি তোমরা এমন বিষয়ে মতানৈক্য কর যার বর্ণনা কুরআন , সুন্নাহ ও ইজমাতে বিদ্যমান নেই। সুতরাং ‘আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাছে সমর্পণ কর ’ এ আদেশ দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট বিধান উদ্দেশ্য হবে না। বরং উদ্দেশ্য হবে , ‘তোমরা মতানৈক্য পূর্ণ বিষয়টিকে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে তুলনা করো। আর একেই কিয়াস বলে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে , আয়াতটি কিয়াসের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে। ”

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) “আহকামুল কুরআনে” উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما

“রাসূল (সঃ) এর অবর্তমানে কেউ যদি কোন বিষয়ে মতাক্যৈ লিপ্ত হয়, তবে বিষয়টিকে সে আল্লাহর ফয়সালার দিকে সপর্দ করবে। অতঃপর তাঁর রাসূলের (সঃ) ফয়সালা গ্রহণ করবে। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের সমাধান যদি কুরআন ও সুন্নাহের কোনটিতে না থাকে, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে কিয়াস করে সমাধান করবে।”

সুতরাং ডাঃ জাকির নায়েকের জন্য এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণের বিষয়টি প্রমাণ করা এবং আয়াতের পরবর্তী অংশ উল্লেখ না করা বাস্তবতার পরিপন্থী।

ইসলামে আলেম ও ফকীহদের অনুসরণের গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব “ই‘লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাবিক্ষল আলামীন” এ আলাদা একটা পরিচ্ছেদ তৈরি করেছেন। পরিচ্ছেদের শিরোনাম হল, المنزلة العظمى لفقهاء الإسلام (ইসলামের ফকীহদের গৌরবময় অবস্থান)। তিনি লিখেছেন,

فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} ذلك خير وأحسن تأويلا قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري

“ইসলামের ফকীহগণ এবং যাদের ফতোয়াসমূহ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পরিচিত; যারা শরীয়তের বিধি-বিধান ইস্তেম্বাতের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত। যারা হালাল-হারাম নির্ণয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে তাদের অবস্থান আসমানের তারকার

[illegible]; [illegible]

[illegible],

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“[illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible]

[[illegible], [illegible]]

[illegible]

February 18, 2014 at 2:00 PM

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

https://www.facebook.com/photo.php?v=548970918543070&set=vb.497440567029439&type=2&theater

এসমস্ত ফেবু পন্ডিতদের কবে বোধোদয় হবে আল্লাহ পাক ভালো জানেন।

বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে দু 'একটি কথা বলবো।

এদের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হলো , ওলীপুরী তার এ বক্তব্যে শিরক করলেন কোথায় ? ওলীপুরী দা .বা . এর কোন কথাটি শিরক হয়েছে ?

এখানে অ্যাডমিন শিরোনাম দিয়েছেন , ওলীপুরী ডাইরেক্ট শিরক করে ফেললেন। এরপর লিখেছে , {শয়তানের অলি (বন্ধু) থেকে সাবধান }

তাদের আপলোড করা ভিডিও লেকচারটি শুনলাম। সেখানে এমন একটা কথা নেই যার কারণে ওলীপুরী ডাইরেক্ট শিরক করেছেন। এমন শিরোনাম তারা কেন দিলো ?

দ্বিতীয় বিষয় হলো , ওলীপুরী দা .বা . এই বয়ানে মনসুর হাল্লাজের কিছু সাফায়ী বর্ণনা করেছেন। মনসুর হাল্লাজের সাফায়ী গাওয়ার মধ্যে শিরকের কী হলো ?

মনসুর হাল্লাজের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আনাল হক্ক সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি।

সূফীদের মুখ নি :সৃত বিভিন্ন ধরনের উক্তি বিশ্লেষণ করে ইবনে তাইমিয়া রহ . বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ . লিখেছেন ,

সূফীদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা থাকেঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ " الصُّوفِيَّةِ " وَعُلُومَهُمْ تَخْتَلِفُ فَيُطْلِقُونَ أَلْفَاظَهُمْ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ لَهُمْ وَمَرْمُوزَاتٍ وَإِشَارَاتٍ تَجْرِي فِيمَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ لَمْ يُدَاخِلْهُمْ عَلَى التَّحْقِيقِ وَنَازَلَ مَا هُمْ عَلَيْهِ رَجَعَ عَنْهُمْ وَهُوَ خَاسِئٌ وَحَسِيرٌ

“জেনে রেখ , তাছাউফ এবং তার ইলম বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সূফীদের কথায় তাছাউফ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকে। কখনও কখনও তারা শব্দকে ব্যাপক রাখেন , তাদের পরিভাষার উপর বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন , তারা বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন , যার মর্ম কেবল তারাই অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে যে তাদের সংস্পর্শে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الْفَنَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " : نَوْعٌ لِلْكَامِلِينَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ؛ وَنَوْعٌ لِلْقَاصِدِينَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَنَوْعٌ لِلْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ الْمُشَبِّهِينَ . (فَأَمَّا الْأَوَّلُ) فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ إرَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ " بِحَيْثُ لَا يُحِبُّ إلَّا اللَّهَ . وَلَا يَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ وَلَا يَتَوَكَّلُ إلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَطْلُبُ غَيْرَهُ ؛ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقْصَدَ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي يَزِيدَ حَيْثُ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ إلَّا مَا يُرِيدُ . أَيْ الْمُرَادُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَنْ لَا يُرِيدَ وَلَا يُحِبَّ وَلَا يَرْضَى إلَّا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ وَأَحَبَّهُ وَهُوَ مَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ ؛ وَلَا يُحِبُّ إلَّا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ : { إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } قَالُوا : هُوَ السَّلِيمُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ يُسَمَّ هُوَ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَآخِرُهُ. وَبَاطِنُ الدِّينِ وَظَاهِرُهُ .

“[illegible]

[illegible]

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ([illegible])

[illegible]

উদ্দেশ্য এক। আর একে ফানা বলা হয়। এখন কেউ একে ফানা বলুক চাই না বলুক, এটিই মূলতঃ ইসলামের শুরু, এটিই শেষ, এটি দ্বীনের বাহ্যিক (জাহের) এবং এটিই দ্বীনের বাতেন (অভ্যন্তর)।

[মাজমুঊল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা -২১৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) “ফানার” দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي : فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِّوَى " . وَهَذَا يَحْصُلُ لِكَثِيرِ مِنْ السَّالِكِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ لِفَرْطِ انْجِذَابِ قُلُوبِهِمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ أَنْ تَشْهَدَ غَيْرَ مَا تَعْبُدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا تَقْصِدُ ؛ لَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ غَيْرُ اللَّهِ ؛ بَلْ وَلَا يَشْعُرُونَ ؛ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ : { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } قَالُوا : فَارِغًا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى . وَهَذَا كَثِيرٌ يَعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ أَمْرٌ مِنْ الْأُمُورِ إمَّا حُبٌّ وَإِمَّا خَوْفٌ . وَإِمَّا رَجَاءٌ يُبْقِي قَلْبَهُ مُنْصَرِفًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَمَّا قَدْ أَحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ طَلَبَهُ ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْعُرُ بِغَيْرِهِ . فَإِذَا قَوِيَ عَلَى صَاحِبِ الْفَنَاءِ هَذَا فَإِنَّهُ يَغِيبُ بِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُعَبَّدَةُ مِمَّنْ سِوَاهُ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزُلْ وَهُوَ الرَّبُّ تَعَالَى . وَالْمُرَادُ فَنَاؤُهَا فِي شُهُودِ الْعَبْدِ وَذِكْرِهِ وَفَنَاؤُهُ عَنْ أَنْ يُدْرِكَهَا أَوْ يَشْهَدَهَا . وَإِذَا قَوِيَ هَذَا ضَعُفَ الْمُحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ فِي تَمْيِيزِهِ فَقَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ مَحْبُوبُهُ كَمَا يُذْكَرُ : أَنَّ رَجُلًا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى مُحِبُّهُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ : أَنَا وَقَعْتُ فَمَا أَوْقَعَكَ خَلْفِي قَالَ : غِبْتُ بِكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِي

“দ্বিতীয় প্রকার হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দর্শন ও চিন্তা থেকে ফানা হওয়া। এটি অনেক সালেকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা তারা আল্লাহর যিকিরের প্রতি অধিক আসক্তি, অধিক ইবাদত ও মহব্বত এবং অন্তরের মুজাহাদার মাধ্যমে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, তাদের অন্তর মা’বুদ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রত্যক্ষ করে না, মা’বুদ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি তাদের ক্বলব ধাবিত হয় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু তাদের কল্পনায়ও আসে না বরং তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করতে পারেন না। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর মা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

“সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। [সূরা ক্বাসাস -১০]

সূফীগণ বলেছেন - তাঁর হৃদয় মুসা (আঃ) এর স্মরণ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন কেউ অধিক ভয়, মহব্বত কিংবা অধিক আশায় নিপতিত হলে তার অন্তর অন্য সব কিছু থেকে খালি হয়ে যায় এবং তার অন্তর ভয়, মহব্বত কিংবা আশা ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে এতটা নিমগ্ন থাকে যে, অন্য কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না। “ফানার” অধিকারীর উপর যখন এ অবস্থা প্রবল হয়, তখন সে তার অস্তিত্ব ভুলে যায়, নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের কথা ভুলে আল্লাহকে স্মরণ করে এমনকি অস্তিত্বহীন সকল কিছু তাঁর নিকট ফানা হয়ে যায়, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদত করা সব কিছু অস্তিত্বহীন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَفِي هَذَا الْفَنَاءِ قَدْ يَقُولُ : أَنَا الْحَقُّ أَوْ سُبْحَانِي أَوْ مَا فِي الْجُبَّةِ إلَّا اللَّهُ إذَا فَنِيَ بِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ . وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ عِرْفَانِهِ . كَمَا يَحْكُونَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي مَحَبَّةِ آخَرَ فَوَقَعَ الْمَحْبُوبُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى الْآخَرُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَوْقَعَك خَلْفِي ؟ فَقَالَ : غِبْت بِك عَنِّي فَظَنَنْت أَنَّك أَنِّي . وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقَعُ السُّكْرُ الَّذِي يُسْقِطُ التَّمْيِيزَ مَعَ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ كَمَا يَحْصُلُ بِسُكْرِ الْخَمْرِ وَسُكْرِ عَشِيقِ الصُّوَرِ . وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْفَنَاءُ بِحَالِ خَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ كَمَا يَحْصُلُ بِحَالِ حُبٍّ فَيَغِيبُ الْقَلْبُ عَنْ شُهُودِ بَعْضِ الْحَقَائِقِ وَيَصْدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ مِنْ جِنْسِ أُمُورِ السُّكَارَى وَهِيَ شَطَحَاتُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ : كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : أَنْصِبُ خَيْمَتِي عَلَى جَهَنَّمَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلشَّرْعِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا غَيْرَ مَأْثُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ أَمْرَ خُفَرَاءِ الْعَدُوِّ وَمَنْ يُعِينُ كَافِرًا أَوْ ظَالِمًا بِحَالِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ . وَيَحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا . وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي عُقَلَاءِ الْمَجَانِينِ والمولهين الَّذِينَ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ مَقَامًا دَائِمًا كَمَا أَنَّهُ يَعْرِضُ لِهَؤُلَاءِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ حَتَّى تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ . إنْ كَانَ زَوَالُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِثْلِ الْإِغْمَاءِ بِالْمَرَضِ أَوْ أُسْقِيَ مُكْرَهًا شَيْئًا يُزِيلُ عَقْلَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمِ . وَكَمَا أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَلَا حَمْلُ كَلَامِهِمْ وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ هُمْ فِي الْخَاصَّةِ مِثْلُ الْغَافِلِ وَالْمَجْنُونِ فِي التَّكَالِيفِ

[illegible]

ক্ষমতা দূর করে দেয়, কিন্তু ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে, যেমন মদ্যপ ব্যক্তি মদের স্বাদ এবং গাইরুল্লাহর প্রেমিক তার প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে। কখনও ভয় ও আশার কারণে "ফানা" এর অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন মহব্বতের কারণেও ফানার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় অন্তর কিছু কিছু হাকীকত বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার থেকে এমন কিছু কাজ বা কথা প্রকাশ পায়, যা মাতালদের থেকে পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) □□□□-

"قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من ا لحلول والاتحاد .. لماورد عليه ماغيب عقله أولإناه عما سوى محبوبه. ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورًا غير معاقب عليه مادام غيرعاقل... وهذا كما يحكى : أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم , فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أناوقعت, فما الذي أوقعك ؟ فقال: غبت بك عني, فظننت أنك أني.

فهذه الحال تعتري كثيرً امن أهل المحبة والإرادة في جانب الحق, وفي غيرجانبه... فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه , وبمذكوره عن ذكره... فلا يشعر حينئذ بالتميز ولابوجوده , فقد يقول في هذه الحال : أنا الحق أوسبحاني أومافي الجبة إلا الله ونحوذلك ...

"কিছু মাজযুবের উপর যখন তাদের হালত প্রবল হয়ে যায়, তাদের থেকে এমন কিছু কথা প্রকাশ পায় যা "হুলুল" (অনুপ্রবেশ) ও ইত্তেহাদ (সত্ত্বাগত একাত্মতা) এর অন্তর্ভুক্ত। তার উপর আরোপিত বিষয়ের কারণে তার আক্বল চলে যায়, অথবা তাঁর মাহবুবের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণে। এটি তার পক্ষ থেকে কোন গোনাহর কারণে নয়। এক্ষেত্রে তিনি মা'জুর এবং যতক্ষণ তিনি আক্বলহীন থাকবেন ততক্ষণ কোন শাস্তির যোগ্য হবেন না। তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ঘটনার মত যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, দু'ব্যক্তি একে অপরকে মহব্বত করত। প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও সাগরে পড়ে যায়। তখন প্রেমাস্পদ বলল, আমি পড়ে গেছি, তোমাকে কে ফেলল? প্রেমিক বলল - আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি ধারণা করেছি, আমি তুমিই।

...এ সমস্ত অবস্থা মহব্বত ও ইরাদার অধিকারী অনেককে হকের পথে পরিচালিত করে, অনেককে তা অন্য দিকে পরিচালিত করে। কেননা সে তার প্রেমাস্পদের মাঝে হারিয়ে যায় এমনিক নিজের প্রেম ও অস্তিস্ত ¡ সম্পর্কে ভুলে যায়, যিকিরের মাধ্যমে সে আল্লাহর ইশকের মাঝে হারিয়ে যায়, তখন তার কোন পার্থক্য জ্ঞান থাকে না এবং সে নিজের অস্তিস্ত ¡ বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় কখনও তারা বলে থাকে যে, আমি হক্ব, আমার সত্ত্বা মহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছ্ইু নয় ইত্যাদি।

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২, পৃষ্ঠা -৩৯৬]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, সূফীদের এজাতীয় বক্তব্যের কারণে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই তাদেরকে কাফের বলা হবে না।

মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্যের অনুরূপ।
মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খতীব বাগদাদীর তারিখে অনেক কথা লেখা হয়েছে।

এর অধিকাংশ সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ নয়। এছাড়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে অনেক মিথ্যা ঘটনাও ছড়ানো হয়েছে।

যেমন, জুনায়েদ বাগদাদী রহ. মনসুর হাল্লাজের শুলিতে চড়ানোর প্রায় ৯ বছর আগে মৃত্যু বরণ করেন।

অথচ অনেকেই বলে থাকে, মনসুর হাল্লাজের হত্যার ব্যাপারে জোনায়েদ বাগদাদীও ফতোয়া দেন। এধরনের আরও অনেক মিথ্যা বর্ণনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে।

ইমাম ইবনে খাল্লিকান বলেন, মনসুর হাল্লাজের হত্যার পিছে শরয়ী কোন কারণ ছিলো না।
অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে এমন কোন কুফুরীর প্রমাণ পাওয়া যায়নি যার কারণে তাকে হত্যা করা হতে পারে।

তার হত্যার ফতোয়াটি সেই সময়ের উজীরের জোরপূর্বক নেয়া একটা ফতোয়া ছিলো। এটা ছিলো একটা প্রহসন।

এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. একটি কিতাব লিখেছেন।
কিতাবের নাম, আল-কাউলুল মানসুর ফি ইবনিল মানসুর। কিতাবটি উর্দুতে লেখা।

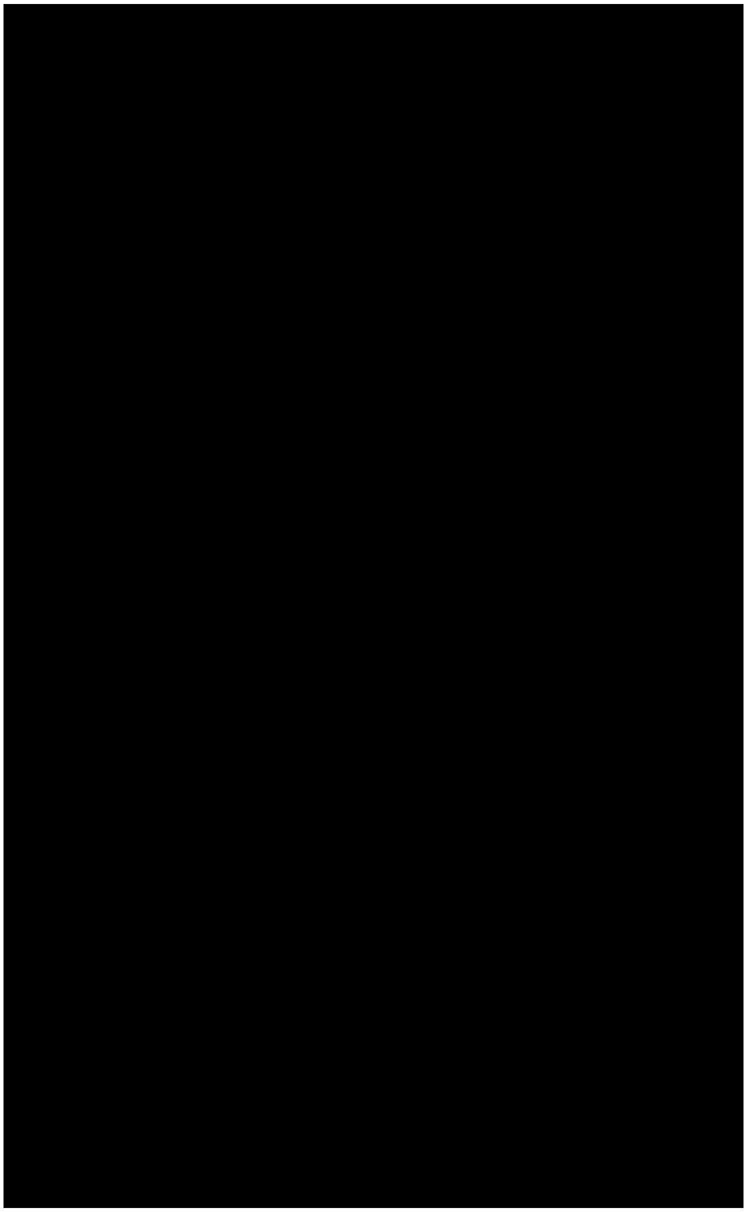

এটি সিরাতে মনসুর হাল্লাজ নামে মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচী থেকে ছাপা হয়েছে। এটি মূলত: হযরত মাওলানা আশরাফী আলী থানবী রহ. এর দিক-নির্দেশনায় লেখা হয়েছে। কিতাবের লিংক:

কিতাবের শুরুতে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে।

এই কিতাবে মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে যতোগুলো অপপ্রচার সমাজে প্রচলিত আছে, সবগুলোর বিস্তারিত উত্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনাটি তাকী উসমানী দা.বা. এর একটি বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি।

তাকী উসমানী দা.বা. এর মতো জগৎ বিখ্যাত আলেম যখন বিষয়টির বাস্তবতা স্বীকার করেছেন, তখন তথাকথিত ফেবু মুফতীদের কাছে নিবেদন থাকবে, আপনারাও বইটি পড়ে প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করে ফতোয়াবাজি করুন।

বইয়ের লিংক:

https://archive.org/details/Seerat-e-MansoorHallajShaykhZafarAhmadUsmanir.a

ফাযায়েলে আমলের ভূমিকাতে শিরক আছে কি?
February 20, 2014 at 11:11 AM

[ফাযায়েলে আমলের ভূমিকার উপরে শিরকের অভিযোগ করা হয়। যারা এটাকে শিরক বলে প্রচার করছে, এদের অধিকাংশ তথাকথিত ভার্চুয়াল মুফতী। এদের ইলমের অবস্থা এমন যে, সব কিছুতেই তারা শিরক দেখতে পায়। কথা বার্তায় মনে হয়, এদেরকে দুনিয়ার সব মুসলমানকে মুশরিক বানানোর ঠিকাদারি দেয়া হয়েছে। যাকেই নিজের মতের বিরোধী পাবে, তাকে মুশরিক বলে দিবে। পেট্র-ডলারের নেশায় বুদ হয়ে থাকা এসব জাহেলদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই মহা পন্ডিত সেজে সেগুলো প্রচারও করছে। মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিযে তোলার জন্য খুব সূক্ষ্মভাবে এসব জাহেলরা অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। এদের উপর মুশরিক ট্যাগ লাগানোর ভুত এমনভাবে চেপেছে যে, এদের হাত থেকে কেউই মুক্ত নয়। যাই হোক, এখানে আমার কিছু কমেন্ট একত্র করেছি। পৃথকভাবে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হলে পরে ইনশাআল্লাহ পোস্ট করবো।]

হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. এর বক্তব্য:

আমাদের সংক্ণিপ্ত বিশ্লেষণ :

রাসূল স . হাদীসে বলেছেন ,

رضي الرب في رضي الولد و سخط الرب في سخط الوال

অর্থাৎ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্ট এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্ট। [তিরমিযী , খ.১, পৃ .৩৪৬, ইবনে হিব্বান , হা .২০২৬, হাদীসটি সহীহ]

এখন কোন সন্তান যদি পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু করে , তবে সেটা শিরক হবে কি

আপনার জানা থাকা উচিৎ , যাকারিয়া কান্ধলবী রহ . এর চাচা ছিলেন ইলিয়াস রহ .।

রাসূল স . হাদীসে বলেছেন ,

عم الرجل صنو أبيه

অর্থাৎ চাচা পিতার মতো। [মুসলিম শরীফ , হা .৯৮৩]

এবার আপনি ফয়াসালা করুন যাকারিয়া রহ . শিরক করেছেন কি না ? পিতার সমতুল্য একজন বুযুর্গ চাচার সন্তুষ্টি কামনা করা কি হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী শিরক ? নাউযুবিল্লাহ।

এটা সাদামাটা কিছু কথা। এবার আরেকটু বলি।

أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه و سلم

অর্থ : হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূল স . যখন কোন সফরের ইচ্ছা করতেন , তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। যার নাম উঠত , তাকে সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হতেন। রাসূল স . তার স্ত্রীর মাঝে রাত ও দিন ভাগ করে নিতেন। তবে উম্মুল মু 'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে

জাময়া রা . রাসূল স . এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের রাত ও দিনকে হযরত আয়েশা রা . এর জন্য দিয়ে দিতেন। " বোখারী , মুসলিম ও নাসায়ী সহ আরও অনেক কিতাবে হাদীসটি রয়েছে ||। উপরের আরবী নাসায়ী শরীফের। এই হাদীসের শেষে রয়েছে , আল্লাহর রাসূল স . এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি নিজের হককে আয়েশা রা . এর জন্য দিয়ে দিতেন। তাহলে কী উম্মুল মু 'মিনীন হযরত যাওদা রা . শিরক করেছেন?

এবার আরেকটু শুনুন।

সূরা তাহরীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন , يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
অর্থ : হে নবী , আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যা হালাল করেছেন , তা আপনি হারাম করেন কেন ?

এই আয়াতে রাসূল স .কে একটা হালালকে নিজের উপর হারাম করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এখান থেকে প্রমাণিত হয় , রাসূল স . তার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেছেন। এবার বলুন , (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর রাসূল স . কি শিরক করেছেন ?

আপাদের পক্ষ থেকে উত্তরের অপক্ষায় .....।

ফতোয়া ও মাসআলা প্রদানের জন্য যেসব বিষয়ের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক

March 18, 2014 at 11:04 AM

সম্প্রতি ৯ নভেম্বর ২০০৪ সালে আম্মানে ইসলামী স্কোলারদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশের ২০০ স্বোলারের নিকট তিনটি বিষয়ে তাদের ফতোয়া বা মতামত চাওয়া হয়। আম্মান ম্যাসেজ সম্পর্কে উইকিপিডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ,

The Amman Message (Arabic: رسالة عمان) is a statement which was issued on 9 November 2004 (27th of Ramadan 1425 AH) by King Abdullah II bin Al-Hussein of Jordan, calling for tolerance and unity in the Muslim world.[1] Subsequently, a three-point ruling was issued by 200 Islamic scholars from over 50 countries, focusing on issues of: defining who a Muslim is; excommunication from Islam (takfir), and; principles related to delivering religious edicts (fatāwa).

http://en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message

আমাদের আলোচনা এই অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে। অর্থাৎ principles related to delivering religious edicts (fatāwa), ইসলামে ফতোয়া দেয়া কার জন্য জায়েজ ?

এ অধিবেশনে যে তিনটি প্রশ্ন করা হয় , তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি হল ,

من يجوز أن يعتبر مفتيا في الإسلام؟ وما هي المؤهلات الأساسية لمن يتصدى للفتوى وهداية الناس الى أحكام الشريعة الإسلامية وتعريفهم بها؟

অর্থাৎ ইসলামে কে মুফতী হতে পারবেন ? এবং মৌলিক কি কি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে কেউ মানুষকে শরীয়তের বিধি -বিধানের ব্যাপারে নির্দেশনা ও ফতোয়া প্রদানে সক্ষম হবে ?

এ বিষয়ে অনেক স্কোলার তাদের ফতোয়া উল্রেখ করেছেন। আমারা এখানে ও .আই,সির ফেকাহ একাডেমীর পক্ষ থেকে দেয়া উত্তরটি উল্লেখ করছি।

সম্পূর্ণ ফতোয়ার লিংক :

http://ammanmessage.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=42

প্রথম পৃষ্ঠার স্ক্রিনশট :

[illegible]

ولـه مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبي(ص)، وموقّع عن رب العالمين(عزوجل)، يبين أحكامه ويطبقها على أفعال الناس؛ لأنه يعتبر من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم حيث قال جل شأنه: (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)([illegible]).

ولما كانت للمفتي هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للإفتاء أن تتوافر فيه شروط المجتهد، وأن يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها مايلي:

“ইসলামে মুফতীর গুরুত্ব অপরিসীম। সে হল রাসূল (সঃ) এর ইলমের উত্তরসূরী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি। সে আল্লাহর বিধি -বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেটিকে মানুষের অবস্থা ও কাজের জন্য আমলযোগ্য করে তোলে। মুফতীকে “আহলুয যিকির” এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে , যাদের নিকট জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

“ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর , যদি তোমাদের জানা না থাকে ”

“মুফতীর সুউচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে উলামায়ে কেরাম মুফতীর মাঝে মুজতাহিদের শর্তসমূহের উপস্থিতিকে অপরিহার্য করেছেন এবং তাঁর মাঝে ¤œ বর্ণিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক-

এক.

أولاً: أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقياً، غير مبتدع في الدين، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة: لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وخبر الفاسق لا يقبل.

“মুসলমান , মুকাল্লাফ (বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া), ন্যায়পরায়ণ , বিশ্বস্ত (সিকা), আমনতদার, পরহেযগার , মুত্তাকী হওয়া। এবং দ্বীনি বিষয়ে বিদআতী না হওয়া , পাপাচার ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ ফাসেক ও অসভ্য না হওয়া। কেননা কারও মাঝে যদি উল্লেখিত শর্তগুলো না থাকে , তবে কোনভাবেই তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা ইসলামে ফাসেকের কোন বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়। ”

দুই .

ثانياً: أن لا يكون متساهلا في فتواه، لأن من عرف بالتساهل فيها لم يجز أن يُستفتى، ولأن من واجب المفتي أن لا يدلي برأيه إلا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس. ورد في سنن الدارمي مرفوعا ، قال رسول الله(ص): أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار.

ফতোয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং উদাসীন না হওয়া। কেননা যে ফতোয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া , তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নয়। কেননা মুফতীর জন্য আবশ্যক হল যে , সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অধ্যয়ন ও সম্যক ধারণা লাভের পূর্বে কোন ফতোয়া প্রদানে অগ্রসর হবে না। রাসূল (সঃ) এর হাদীসে রয়েছে -

“তোমার মাঝে যে ফতোয়া প্রদানে সাহস দেখাল , সে যেন জাহান্নামের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাল ”

তিন.

ثالثاً: أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صريح القول، واضح العبارة، صحيح التصرف والاستنباط، فطنا مدركا لوقائع الأمور في شتى نواحي الحياة.

“প্রত্যুৎপন্ন ফকীহ হওয়া। সাথে সাথে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন সঠিক চিন্তা -ধারার অধিকারী এবং দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাষী হওয়া। মাসআলা আহরণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণ করা। জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন ঘটনা গভীর ও তিক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা। ”

رابعاً: أن يكون عارفا باللغة العربية، وموارد الكلام ومصادرها بما يمكنه من فهم مراد الله عزوجل ومراد رسوله(ص) في خطابيهما، فإن اللغة العربية هي الذريعة لمدارك الشريعة.

চার .

আরবী ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া। এবং আরবী ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ; যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর বক্তব্য ও বাচনশৈলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কেননা শরীয়তকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করার মাধ্যম হল আরবী ভাষা।

পাঁচ .

خامساً: العلم بكتاب الله(ص) على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام؛ من محكم، ومتشابه، وعموم، وخصوص ومجمل، ومفسر، وناسخ، ومنسوخ.

“পবিত্র কুরআনের উপর এই পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা , যার মাধ্যমে কুরআনে বর্ণিত বিধি -বিধান সমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ কুরআনের মুহকাম , মোতাশাবেহ , আম, খাস, মুজমাল , মুফাসসার এবং নাসেখ -মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

ছয়.

سادساً: العلم بسنة رسول الله(ص) الثابتة من أقواله، وأفعاله، وطرق ورودها من التواتر والآحاد والصحة والفساد، وحال الرواة، من تعديل وتجريح.

“রাসূল (সঃ) এর প্রমাণিত সুন্নাহের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত বিষয় সমূহ, তাঁর কাজ ও বক্তব্য এবং এগুলো বর্ণনার পরম্পরা সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন হাদীসটি মুতাওয়াতির, কোনটি খবরে ওয়াহেদ, কোন সহীহ কিংবা যয়ীফ সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।”

سابعا: معرفة مذاهب الفقهاء المتقدمين فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الأحكام ، ولا يفتي بخلاف ما أجمعوا عليه، ويجتهد رأيه فيما اختلفوا فيه.

“পূর্ববর্তী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে তাদের মাঝে ইজমা হয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা; যেন এর আলোকে সে ফতোয়া দিতে পারে এবং ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের বিপরীত সে কোন ফতোয়া দিবে না এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সে ইজতেহাদ করবে।”

আট.

ثامناً: معرفة القياس وطرق العلة والاجتهاد؛ ليرد الفروع الى اصولها، ويجد الطريق الى العلم بأحكام النوازل.

“ক্বিয়াস, ইল্লত ও ইজতেহাদের পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেন শাখাগত মাসআলা-মাসাইল ও উদ্ভুত সমস্যার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসের আলোকে এর সমাধান দিতে পারে।”

নয়.

تاسعاً: أن يكون متأدبا بالآداب التي رسمها الفقهاء لمن يمارس الإفتاء، ومنها : أن لا يفتي وهو في غضب أو خوف أو جوع أو شغل قلب أو مدافعة للأخبثين لئلا يخرج عن حالة الاعتدال وكمال التثبت، وأن يتحرى الحكم

بما يرضي ربه، ويجعل نصب عينيه قولـه تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك((٣).

“মুফতীর জন্য যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদব অর্জন আবশ্যক , সেগুলো অর্জন করা। অর্থাৎ

১. ক্রোধ , ভয়, ক্ষুধা , মানসিক চিন্তা , প্রাকৃতিক চাহিদা থাকা অবস্থায় সে কোন ফতোয়া প্রদান করবে না ; যেন সে পূর্ণ স্থিরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে বিচ্যুত না হয়। এবং বিধি -বিধান আহরণে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাঁর দৃষ্টি থাকবে পবিত্র কুরআনের ¤œ বর্ণিত আয়াতের দিকে -

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتَّبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

“ আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পার¯পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন ; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না ” [সূরা মায়েদা , আয়াত নং৪৯]

وأن لا يفتي بالحيل المحرمة أو المكروهة، وأن لا يبتغي بفتواه مصالح دنيوية من جر مغنم أو دفع مغرم، وأن لا يحابي في فتواه فيفتي بالرخص من أراد نفعه.

২. হারাম বা মাকরুহ হিলার মাধ্যমে কোন ফতোয়া প্রদান না করা। মুফতী ফতোয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব কোন কল্যাণ -অকল্যাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।এবং এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করবে না অর্থাৎ কারও উপকারের লক্ষ্যে শিথিল বিষয়ের উপর ফতোয়া প্রদান করবে না।

وأن يكون متهيبا للإفتاء، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا واضحا، أما فيما عدا ذلك فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له الجواب وأفتى يكون قد أفتى بغير علم، والإفتاء بغير علم كذب على الله ورسوله وكبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: (قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون.ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري.

“ফতোয়ার ব্যাপারে যারপর নাই সতর্ক হওয়া এবং কোন হুকুম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ফতোয়া প্রদান করবে না। নতুবা তার জন্য এ বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান ও স্থিরতা আবশ্যক যতক্ষণ না বিষয়টি তার নিকট বিষয় পূর্ণ বিকশিত না হয়। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই যদি সে ফতোয়া প্রদান করে , তবে সে অজ্ঞতাবশতঃ ফতোয়া দিল। আর

অজ্ঞতাবশতঃ ফতোয়া প্রদান হল , আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর উপর মিথ্যারোপ এবং এটি বড় বড় কবীরা গোনাহের অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

“আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ , অন্যায় -অত্যাচার আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা , তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা , যা তোমরা জান না। ”

এজন্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের থেকে এধরণের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে , যখন তাদের অজানা কোন বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে , তখন তারা বলে দিয়েছেন -“ আমি জানি না ”

أن يكون دارسا للفقه دراسة واسعة، متسماً بالاعتدال والوسطية، متمرسا في فهم مسائل الفقه المذكورة في الكتب، ويكون ذا باع في دراسة قضايا الفقه الجزئية.

৩. ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক ও দীর্ঘ অধ্যয়ন করা এবং মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যের উপর অটল থাকা। ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত মাসআলা -মাসাইল অনুশীলন করা এবং শাখাগত মাসআলা -মাসাইলের সমাধান প্রদানে সিদ্ধহস্ত হওয়া।

وأن يكون محيطاً بأكثر ما صدر من فتاوى وأحكام في موضوع فتواه، معتمداً على ما كتبه المحققون من الفقهاء والمفتين. وعليه أن يأخذ بما يترجح لديه من أحكام بالشروط المعتبرة في الاجتهاد الفقهي، بحسب الدليل دون الأخذ بالأقوال الضعيفة غير المعتبرة أو الشاذة.

৪. ফতোয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত ফতোয়া সমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। এবং এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুফতী এবং বিশ্লেষক আলেমগণের লিখিত ফতোয়ার কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করা। ফিকহ শাস্ত্রে ইজতেহাদের শর্ত অনুযায়ী দলিলের আলোকে কোন মাসআলাকে প্রাধান্য দিয়ে সেটা গ্রহণ করা বৈধ হবে কিন্তু তার পক্ষে কোন দূর্বল কিংবা কোন বিরল বক্তব্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।

وأن يراعي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والفروق بين المسائل الجزئية، كما يراعي المآلات.أن يكون عارفاً بالكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصطلحاتها، فهي مفاتيح لفهم النصوص الفقهية.

৫. মাকাসেদে শরইয়্যাহ তথা শরীয়তের চাহিদা ও উদ্দেশ্য , ফিকহের মূলনীতি সমূহ এবং বিভিন্ন মাসআলার মাঝে মৌলিক তারতম্যের ব্যাপারে যত œ শীল হওয়া। ফিকহ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহ এবং ফিকহের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। কেননা এগুলো হল, ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল চাবিকাঠি।

والحرص على الالتزام بهذا وتطبيقه في السير على المنهج الإلهي وحماية المؤمنين من الحرج والخطأ فيما يصدر عن غير المفتيين المتثبتين هو القصد الأساسي من كل هذه الشروط.

৬. উপরোক্ত বিষয়গুলি অর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এবং মানুষকে ভুল ও সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করা। আর এটি ফিকহের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞ পাঠক ! বর্তমান সময়ে যারা স্বশিক্ষিত মুফতী রয়েছেন , তাদের ক’জনের মাঝে উল্লেখিত শর্ত সমূহের কতটি পাওয়া সম্ভব ? অনেকের ক্ষেত্রে হয়ত একটিও পাওয়া যাবে না , তবুও তারা ইসলামের বিষয়ে অবলীলায় মতামত পেশ করে থাকেন ! আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন!

বর্তমানে কি কেউ মুজতাহিদ হতে পারবে না ?

April 2, 2014 at 3:00 PM

গতকাল ইবনে তাইমিয়া রহ . ও আলবানী সাহেবের মধ্যকার একটি মতানৈক্য নিয়ে পোস্ট দিয়েছিলাম।

গতকালের পোস্ট :

আলবানী সাহেবের মতে ইবনে তাইমিয়া রহ . কি বিদয়াত করেছেন ?

****

ইবনে তাইমিয়া রহ.এর নিকট আরাফার দিনে গোসল করা সুন্নত। এটি রাসূল স. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [১]

আলবানী সাহেবের মতে আরাফার দিনে গোসল করা বিদয়াত। [2]

তাহলে আলবানী সাহেবের মতে ইবনে তাইমিয়া রহ. কি বিদয়াত করেছেন?

রেফারেন্স:

[১] মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.২৬, পৃ.১৩২

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php? bk_no=22&ID=2092&idfrom=3357&idto=3453&bookid=22&startno=27

[২] মানাসিকুল হজ্জি ওয়াল উমরা, পৃ.৫১।

http://www.alalbany.net/4404

এই পোস্টের কমেন্টে এক ভাইয়ের ভাইয়ের সাথে আমার সংক্ষিপ্ত কথোপকথন:

****

ক: দুইজন পন্ডিতের মধ্যে মতবিরোধ হতেই পারে।

আমার উত্তর: মতবিরোধ যখন হতেই পারে, তখন মাযহাবের বিরুদ্ধে এতো বিষোদগার কেন? মাযহাবের ইমামরা বুঝি পন্ডিত ছিলো না?

ক:

অবশ্যই ছিলো।

চার মাযহাবেই হক বিদ্যমান। সেই জন্য চার মাযহাবই মানা প্রয়োজন। কিন্তু অন্ধভাবে মাজহাব অনুসরণ বা তাকলিদ নয়। ইসলামে অন্ধভাবে যে কোন এক মাজহাবের অনুসরণ সম্পূর্ণ নিষেধ।

উত্তর :

আপনারা চোখ খুলে শায়খদের মানেন ? আলবানি সাহেব হাজার হাজার হাদীসে স্ববিরোধীতা করেছেন সেগুলো নিজে কখনো যাচাই করেছেন ?

যখন চার মাযহাবকে হক্ব বললেন তখন কেউ চোখ খুলে মানুক আর চোখ বন্ধ করে মানুক , তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ সে হক্বকে মানছে। হক্ব হকই। সেটা চোখ বন্ধ করলেও হক , চোখ খুললেও হক। আপনার প্রথম বক্তব্য আর শেষের বক্তব্য সাংঘর্ষিক।

ক:

একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু যাচাই করা সম্ভব সে ততটুকু যাচাই করবে।

সে যেই মাহজাবের-ই হক্বকে অনুসরণ করুক তাতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু কেউ যদি তাকে বলে তো অমুক আমলটা ঠিক নয়। তখন যদি সে তাহকিক করে দেখে তাহলে সে হকপন্থী। আর যদি বলে- ঠিক, বেঠিক দেখা দরকার নেই, আমার মাহযাবে যা আছে সেটাই আমি মানবো, এবং আমার মাহযাবে যা নেই সেটা আমি মানবো না- তাহলে সে গোঁড়ামি করল। আর এটাই তার জাহান্নামের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

উত্তর:

মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত হকের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মানুষের গবেষণার কোন দাম নেই। বিভিন্ন মাসআলায় সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়া হয়। মাযহাবে যেটা আছে সেটা আলেমদের গবেষণা অনুযায়ী কুরআন সুন্নাহ থেকে বের করা হয়েছে। যে তাকে ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে তার কথাও যে সঠিক হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার যেই সাধারণ মানুষ এক সিদ্ধান্তকে ভুল বলে নতুন মত গ্রহণ করছে, তার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন যে ঠিক তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন, ইবনে তাইমিয়ার মতকে আলবানী সাহেব বিদয়াত বলে দিয়েছে। অথচ আলবানীর এই বক্তব্য যে ঠিক, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ক:

নিশ্চয়তা নেই ঠিক আছে। কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে যেটা এখন প্রমানিত হক বলে মনে হবে সেটাই আপনাকে মেনে নিতে হবে। যদি আপনি এই চিন্তায়- বর্তমানে প্রমানিত হক বর্জন করেন যে- এই সিদ্ধান্তই যে ঠিক তারও কোন নিশ্চয়তা নেই এটাও পরিবর্তন হতে পারে, তাহলে সেটা হবে গোঁড়ামি। লোক-লজ্জার ভয়ে যদি নিজেকে পরিবর্তন না করেন তাহলে সেটাতো আবু তালিবের ন্যায় হবে।

উত্তর:

সাধারণ মানুষের কোন দৃষ্টি নেই। কুরআন ও সুন্নাহের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে মতামত দেয়া স্পষ্ট হারাম। সাধারণ মানুষের এই অধিকার নেই যে যখন যেটা হক্ব মনে করে সেটা গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ শিশুর মতো। শরীয়তে তাদের ফতোয়া দেয়া জায়েজ নেই এবং ইচ্ছামতো শরীয়তের মাসআলা পরিবর্তনেরও অধিকার নেই। এই জন্য সে প্রতিষ্ঠিত হক মেনে নিবে। পরবর্তী কারও বক্তব্য যেহেতু সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা নেই এজন্য যেসব বক্তব্যের উপর হাজাার হাজার আলেম আমল করছে সেগুলো মানতে হবে।

ক:

তার মানে কি এই জামানায় কেউ আর মুজতাহিদ হতে পারবেন না?

উত্তর:

মুজতাহিদ হতে পারবে না এমন কোন বিধি-নিষেধ নেই। আপনাকে যদি প্রশ্ন করি, ইমাম বোখারী বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, এই জামানায় কি তার মতো মুহাদ্দিস হতে পারবে না? পারবে তো অবশ্যই। তবে পেরে তো কোন লাভ নেই। এখন যদি কেউ বলে, আমি ইমাম বোখারীর মতো মুহাদ্দিস।

আমি আমার বাবা থেকে, সে তার বাবা থেকে এভাবে রাসূল স. পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা শুরু করে, তাহলে কি আপনি তাকে মেনে নিবেন? অবশ্যই মানবেন না। এই জামানায় ফিকহের পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ে মুজতাহিদ হয়ে কোন লাভ নেই। প্রত্যেকটা মাসআলার গবেষণা চার মাজহাবের মাঝে রয়েছে। ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, সুন্নত, কেউ বলেছেন ওয়াজিব। এখন আপনি মুজতাহিদ হয়ে কী করবেন? একে হারাম বলে দিবেন? শরীয়তের যেসব মাসআলা নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত গবেষনা হয়ে গেছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণার জন্য নতুন মুজতাহিদের প্রয়োজন নেই। যেমন হাদীস সংকলনের জন্য নতুন মুহাদ্দিসের প্রয়োজন নেই। তবে যেসব নিত্য-নতুন আধুনিক মাসআলার উৎপত্তি হচ্ছে, যেমন শেয়ার বাজার, ব্যাংকিং এগুলো চার মাজহাবের আলোকেই সমাধান করা সম্ভব, চার মাজহাব বাদ দিয়ে নতুন মুজতাহিদরা এগুলো সমাধান করতে সক্ষম নয়। নতুন মুজতাহিদ হওয়ার দাবি যারা করে তারা ইজতেহাদের নামে শরীয়ত নিয়ে তামাশা করে নতুন নতুন বিদয়াত চালু করে। যেমন, নামাযে বুকের উপর হাত বাধার বিদয়াত চালু হয়েছে, পা ফাক করে পায়ের সঙ্গে পা মিলানোর বিদয়াত চালু হয়েছে।

সহীহ হাদীসের দাবিদার আহলে হাদীসদের দৈন্যদশা
April 14, 2014 at 3:48 PM

[আমীন জোরে বলার ব্যাপারে আহলে হাদীসদের কাছে কোন সহীহ হাদীস নেই। আমীন বলার অনেক সহীহ হাদীস আছে। কিন্তু আমীন জোরে বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। এই বিষয়ে আহলে হাদীসদের চ্যালেন্জ করলেও তারা কোন সহীহ হাদীস দেখাতে পারেনি। বিস্তুারিত পড়ুন এবং জানুন এই মাসআলায় আহলে হাদীসরা কেন ইয়াতীম। আমরা নিজেরাও আমীন বলি। এজন্য শুধু আমীন বলার হাদীস নয়, বরং জোরে আমীন বলার সহীহ হাদীস দেখাতে বলা হয়েছে। এখানে তাদের দেয়া দলিলগুলো সংক্ষেপে খন্ডন করা হলো]

প্রথম দলিল:

হাদিস নং ১: আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্নিত: রাসুল স. যখন সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। (মুসতাদারাকে হাকিম ২২৩ পৃ., বায়হাকি ২য়, ৫৮ পৃ)

খন্ডন:

আপনি প্রথম দলিল হিসেবে একটা দুর্বল হাদীস এনেছেন। এই হাদীসে তিনজন রাবী সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে, ১. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আলা। সে দুর্বল ও মিথ্যুক। ২. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম এর উস্তাদ আমর ইবনে হারেস মাজহুল বা অজ্ঞাত। ৩. আমর ইবনে হারেস এর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম নাসেবী ছিলো। সতুরাং এধরনের মনগড়া বর্ণনা আনলেন কেন? আপনাকে সহীহ সনদ আনতে বলা হয়েছিলো।

দ্বিতীয় দলিল:

ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযি. সুত্রে বর্ণিত। তিনি রাসুল স.-এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন। রাসুল স. 'ওলাদদোয়াল্লিন' বলার পর সশব্দে ‘’আমীন’’ বলেছেন।

(আবু দাউদ; হাসান সহীহ; হাদীস নঃ ৯৩৩, পৃ ১/১৩৫)

খন্ডন:

এই হাদীসে আলা ইবনে সালেহ আল-আসাদী একজন নিতান্ত দুর্বল রাবী রয়েছে।ইমাম আবু হাতিম রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে শিয়াদের সর্দার ছিলো। দেখুন, মিজানুল ই'তেদাল খ.২, পৃ.২১২।

তৃতীয় দলিল:

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূল স. নামাযে গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওলাদ জল্লিন এমনভাবে বলতেন যে রাসূল স. এর নিকটবর্তী কাতারের লোকেরা শুনতে পেত।

ইবনে মাজা, হাদীস নং ৯৩৪।

খন্ডন: এই হাদীসটি খুবই দুর্বল। এই হাদীসের বর্ণনায় বিশর ইবনে রাফে নামে একজন রাবী রয়েছে যে হাদীস জাল করতো। তার মতো জালকারী বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও হাদীসের বর্ণনায় আবু আব্দুল্লাহ নামে একজন মাজহুল ও অজ্ঞাত রাবীর রয়েছে।

চতুর্থ দলিল:

সাহাবী আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে! অথচ নবী (সঃ) যখন ‘ মাগযূবিআলাইহিম ওয়ায্যল্লীন’ তখন এতটা জোরে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের সমস্ত লোক তা শুনতে পেতেন এবং মসজিদ বেজে উঠত (ইবনে মাযাহ ১ম খন্ড ৬২ পৃঃ);

খন্ডন:

এই হাদীসের বর্ণনায় বিশর ইবনে রাফে রাবী রয়েছে। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীস জাল করতো। মুহাদ্দিসদের ঐকমত্যে সে দুর্বল।

পণ্চম দলিল:

নারী সাহাবী উম্মে হোসাইন (রাঃ) তিনি বলেন- রাসুল (সঃ) আমীন বললেন । আমি পিছনের মেয়েদের কাতার হতে তা শুনতে পেলাম (মাসমাউজ যাওয়াদের ১৮৭ পৃঃ; আহওয়াযী ১ম খন্ড ২০ পৃঃ; তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০৫);

খন্ডন:

এই বর্ণনায় ইসমাইল ইবনে মুসলি আল-মক্কী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

এই বর্ণনাটি উম্মে হোসাইন থেকে ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেছে। ইবনে উম্মে হোসাইন মাজহুল বা অজ্ঞাত।

এই বর্ণনায় আরেকটা সমস্যা হলো, ইসমাইল ইবনে মুসলিম হাদীসটি আবু ইসহাক সাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে। আবু ইসাহাক সাবেয়ী শেষ জীবনে ভ্রমগ্রস্ত হন।

এই বর্ণনার আরেকটি ত্রুটি হলো, আবু ইসহাক সাবেয়ী মুদাল্লিস ছিলো। এখানে সে ইবনে উম্মে হোসাইন থেকে আন সূত্রে বর্ণনা করেছে।

ষষ্ঠ দলিল:

হযরত আযেশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

ইহুদীরা আমীন ও সালামের উপর যে পরিমাণ হিংসা করে অন্য কিছুর উপর এতোটা হিংসা করে না।

(ইবনে মাজা, মুসানদে আহমাদ)

খন্ডন:

প্রথমত এই হাদীসের সাতে নামাজে আমীন আস্তে বা জোরে বলার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এই হাদীস থেকে নামাযে আমীন আস্তে বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ নামাযে সালাম আস্তে বলা হয়, ঠিক তেমনি আমীনও আস্তে বলা হবে। কানযুল উম্মালে এই হাদীসটির আরেকটি অংশ হলো, ইহুদীরা রব্বানা লাকাল হামদ এর উপরও হিংসা করে। নামাযে কেউ রব্বানা লাকাল হামদ জোরে বলে না।

২. এই হাদীসের সবগুলো সনদই দুর্বল। ইবনে মাজার বর্ণনায় সুহাইল ইবনে আবি সালেহ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। শেষ জীবনে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়।সুহাইল ইবনে আবি সালেহ এর শাগরেদ হাম্মাদ ইবনে আবি সালামা এরও শেষ জীবনে স্মৃতিতে ত্রুটি দেখা যায়।

৩. মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আলী ইবনে আসেম নামে একজন নিতান্ত দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

সপ্তম দলিল:

আবু দাউদের ৯৩২ নং হাদীসটিতে রয়েছে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত "ওয়ালাদ্দাল্লীন” পাঠ করার পর জোরে আমীন বলতেন।

এই হাদীসের উপর একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। পাঠকের সমীপে নিবেদন ধৈর্য্য সহকারে পুরো আলোচনা পড়ুন।

এই “জোরে আমীন” বলার কথাটি শায ও বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। এই হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য কিতাবে জোরে আমীন বলার কথা নেই। সেখানে আমীন মাদসহ পড়ার কথা আছে। অর্থাৎ আমীন টেনে মাদসহ পড়েছেন। এই হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে রাসূল স. নামাযে মাদসহ আমীন বলেছেন না কি নামাযের বাইরে। সুতরাং এই হাদীসের শায ও বিছ্চিন্ন বর্ণনা দ্বারা আমীন জোরে বলার প্রমাণ দেয়া কখনও সমীচিন নয়।

এই হাদীসটি শায বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ:

এই হাদীসটি ইমাম সুফিয়ান সাউরী থেকে তার দশজন ছাত্র বর্ণনা করেছে। এর মাঝে ৮জন বর্ণনা করেছে যে, রাসূল স. আমীন টেনে মাদসহ পড়েছেন আর দুইজন বলেছে রাসূল স. জোরে আমীন বলেছেন। তাদের এই দুইজনের বক্তব্য শায ও দুর্বল।

সুফিয়ান সাউরী রহ. এর ৮জন ছাত্রের বর্ণনা:

১. ইমাম ওকী তার উস্তাদ ইমাম সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ টেনে পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.২, পৃ.৪২৫। দারে কুতনী, খ.১, পৃ.১২৭।মুসনাদে আহমাদ, খ.৩, পৃ.৩১৬।

২. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহারেবী সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

দেখুন, দারে কুতনী, খ.১, পৃ.১২৭।

৩. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী সুফিয়ান সাউরী থেকে مد بها صوته (মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি, খ.১, পৃ.৫৭, দারে কুতনী, খ.১, পৃ.১২৭।

৪. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান সাউরী থেকে مد بها صوته (মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি, খ.১, পৃ.৫৭।

৫. ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান আল-আশজায়ী সুফিয়া সাউরী থেকে يمد بها صوته (মাদসহ টেনে পড়েছেন) বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী, খ.২, পৃ.৫৭।

৬. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল -ফারইয়াবী মাদসহ পড়ার বর্ণনা করেছেন।

৭. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ সুফিয়ান সাউরী থেকে মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। (জুযউল কিরায়া , পৃ .২৬)

৮. সুফিয়ান সাউরী রহ . এর অষ্টম শাগরিদ হলো ইমাম কবীসা। তিনিও মাদসহ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। জুযউল কিরায়া , পৃ .২৬।

সুফিয়ান সাউরী রহ . এর নবম ছাত্র খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া। সে এই হাদীস বর্ননা করেছে এভাবে , قال أمين رفع بها صوته في الصلوة অর্থাৎ তিনি আমীন বলেছেন এবং নামাযে জোরে আমীন বলেছেন।

খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত এই বর্ণনাটি মূলত : জাল। এই শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। এই সনদের আবু আব্দুর রহমান সুলামী নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ তার শক্ত সমালোচনা করেছেন। আবু আব্দুর রহামন সুলামী সূফীদের পক্ষে জাল হাদীস তৈরি করতো। এছাড়াও এই হাদীসের বর্ণনাকারী খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়ার এর ছাত্র মুয়াজ ইবনে নাজদাও বিতর্কিত।

সুফিয়ান সাউরী রহ . এর দশম ছাত্র হলো মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর । আবু দাউদের হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কাসীরের সূত্রে বর্ণিত । মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর একজন বিতর্কিত রাবী। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন বলেন , لا تكتبوا عنه، لم يكن بالثقة অর্থাৎ তার কাছ থেকে হাদীস লিখবে না। কেননা সে বিশ্বস্ত নয় । (মিজানুল ই ’তেদাল , খ.৩, পৃ .১৬৬)।

সুতরাং সার কথা হলো , সুফিয়ান সাউরী থেকে হাদীসটি দশজন রাবী বর্ণনা করেছে। এর মাঝে আটজন টেনে পড়ার শব্দে বর্ণনা করেছে। কিন্তু দু ’জন জোরে আমীন বলার কথা বলেছে। এই দু ’জনের মাঝে একজনের বর্ণনা জাল। অপর বর্ণনাকারী বিতর্কিত। সুতরাং এতোজন মুহাদ্দিসের বিপরীতে মুহাম্মাদ ইবনে কাসীরের বর্ণনা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে ন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো :

ইমাম সুফিয়ান সাউরী নিজে এই হাদীসের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে আস্তে আমীন বলতেন।

সুতরাং এধরনের শায বর্ণনাকে যারা সহীহ বলে চালিয়ে দেয় তারা আর যাই হোক কখনও প্রকৃত আহলে হাদীস হতে পারে না।

কাজী শাওকানী ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে ফতোয়া চাই

May 3, 2014 at 2:40 PM

আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী দা .বা . মনসুর হাল্লাজের পক্ষে বলায় আপনারা অনেক ব্যাঙ্গ করেছেন। এমনকি তার নামে ভিডিও তৈরি করেছেন। সালাফী ভাইদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, কাজী শাওকানী ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কেও একটু ফতোয়াবাজি করুন। এদেরকেও কাফের-মুশরিক বলে ফতোয়া দিন। আপনাদের ফতোয়ার অপেক্ণায় ......

মনসুর হাল্লাজ , ইবনে আরাবী সম্পর্কে কাজী শাওকানীর অভিমত

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম , কাজী শাওকানীর বিশিষ্ট ছাত্র নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার “আত-তাজুল মুকাল্লাল ” কিতাবে লিখেছেন ,

" والذهب الراجح فيه على ماذهب اليه العلماء المحققون الجامعون بين العلم والعمل والشرع والسلوك السكوت في شأنه " ، وصرف كلامه المخالف لظاهر الشرع الى محامل حسنة ، وكف اللسان عن تكفيره وتكفير غيره من المشائخ الذين ثبت تقواهم في الدين ، وظهر علمهم في الدنيا بين المسلمين ، وكانوا ذروة

عليا من العمل الصالح ، ومن ثم رأيت شيخنا الامام العلامة الشوكاني في الفتح الرباني مال الى ذلك ، وقال :
" لكلامه محامل " ، ورجع عما كتبه في أول عمره بعد أربعين سنة

অর্থ :[ইবনে আরাবী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে] সঠিক বক্তব্য সেটিই যা গ্রহণ করেছে শ্রেষ্ঠ আলেমগণ। যারা ইলম ও আমল ও তাসাউফের সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। তাদের অভিমত হলো, এসব সুফী ইমামদের সম্পর্কে চুপ থাকা। তাদের শরীয়ত বিরোধী কথাগুলোর সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া এবং তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা। সাথে সাথে অন্যান্য সূফী শায়খদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা , দ্বীনের ব্যাপারে যাদের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। যাদের ইলম মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নেক আমলের ক্ষেত্রে যারা ছিলেন সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন। আমি আমার উস্তাদ শায়খ কাজী শাওকানীকে দেখেছি , তিনি এই মত গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদের বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন , তাদের বক্তব্যের সম্ভাব্য সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি তার প্রথম জীবনে তাদের সম্পর্কে

যা লিখেছিলেন, চল্লিশ বছর পরে সেগুলো প্রত্যাহার করে নেন।

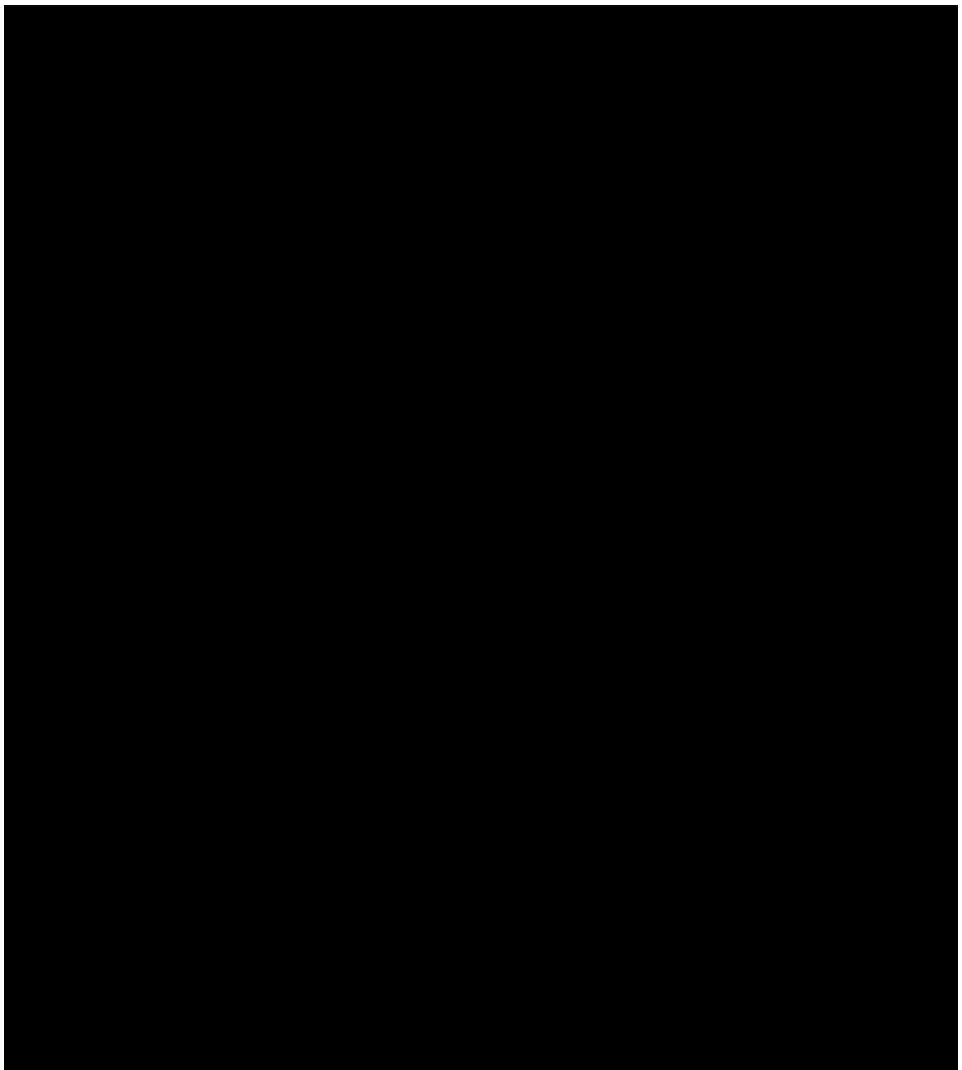

وأقول في هذا الكتاب : إن الصواب ماذهب اليه الشيخ أحمد السهرندي - مجدد الالف الثاني - ، والشيخ الاجل مسند الوقت أحمد ولي الله - المحدث الدهلوي - ، والإمام المجتهد الكبير محمد الشوكاني من قبول كلامه الموافق لظاهر الكتاب والسنة ، وتأويل كلامه الذي يخالف ظاهرهما ، تأويله بما يستحسن من المحامل الحسنة ، وعدم التفوه ، فيه بما لا يليق ، بأهل العلم والهدى ، والله أعلم بسرائر الخلق وضمائرهم

এবং বিশিষ্ট ইমাম কাজী শাওকানী। তারা বলেছেন, মনসুর হাল্লাজ ও অন্যান্য সূফীদের যেসব কথা কুরআন ও সুন্নাহের অনুগামী, সেগুলো গ্রহণ করা উচিৎ এবং কুরআন ও সুন্নাহের বাহ্যিক বিধানের বিপরীত বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করা উচিৎ। এগুলোর সঠিক-সুন্দর ব্যাখ্যা করা এবং এগুলো নিয়ে তাদের ব্যাপারে অন্যায় সমালোচনা না করা। কেননা আলেম ও বুজুর্গদের সম্পর্কে মন্দচারিতায় লিপ্ত হওয়া কখনও শোভনীয় নয়।

[আত-তাজুল মুকাল্লাল, পৃ.১৬৮-১৬৯]

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১)
May 23, 2014 at 9:56 AM

মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সম্মান সস্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটা শিশুও সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেমন ছিলেন সত্যের মাপকাঠি, তেমনি তারা দুনিয়া থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণাপ্রাপ্ত। ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর অনুসৃত পথের অনুসরণ। যুগে যুগে যারাই সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তারাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম। যারা সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করে, তাদের অনুসৃত পথে চলে,তারাই মুলত: কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসারী। সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ব্যতীত লক্ষ-কোটি বারও কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দাবী করলেও তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

যুগে যুগে যারা সাহাবায়ে কেরামের বুঝকে পায়ে দলে, তাদের অনুসৃত পথকে দূরে সরিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদ চালু করেছে, তারাই মুলত: ভ্রষ্টতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা না দিয় যারা তাদের সমালোচনা করেছে, তারাই

যুগে যুগে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং হক ও বাতিলের পরিচয়ের জন্য আমাদের বিস্তর গোবেষণার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, আমরা দেখবো, কারা রাসূল স. এর সাহাবাদের অনুসৃত পথে চলে। যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সাহাবায়ে কেরাম এর বুঝ অনুযায়ী অনুসরণ করে তারাই মুলত: মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। এর বাইরে যতো দল, মত বা মতবাদ রয়েছে, সবগুলোই ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

একবার মোনাজেরে জামান হযরত মাওলানা আমীন সফদর রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলো, জামাতে ইসলাম বা মাওলানা মওদুদী ও দেওবন্দী আলেমদের মাঝে পার্থক্য কী?

তিনি তাকে বললেন, হায়াতুস সাহাবা বইটি নিয়ে যান। এক সপ্তাহ পড়ার পর আমার কাছে আসবেন।

লোকটি এক সপ্তাহ পরে আবার এলো। আমীন সফদর রহ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই এক সপ্তাহে হায়াতুস সাহাবা পড়ে কী শিখেছেন?

লোকটি বলল, বইটি পড়ে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও মহব্বত বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। তাদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছে।

আমীন সফদর রহ. বললেন, এবার আপনি মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখা খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইটা নিয়ে যান। এক সপ্তাহ বইটা পড়ে আমাকে প্রতিক্রিয়া জানাবেন।

লোকটি এক সপ্তাহ পরে এসে বলল, এই বই পড়ে তো সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অন্তরে ঘৃণাবোধ তৈরি হয়েছে। তাদের সমালোচনা ও দোষত্রুটিই শুধু চোখে ভাসে।

আমীন সফদর রহ. বললেন, এটিই হলো দেওবন্দ ও মাওলানা মওদুদীর মাঝে পার্থক্য।

বর্তমান আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু শাখাগত মাসআলা নিয়ে নয়। বরং এদের সাথে আমাদের বিরোধ মৌলিক আকিদা বিষয়ে। এদের সাথে আমাদের বিরোধ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ ও তাদের মর্যাদা বিষয়ে। আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের বিরোধকে যারা একান্ত শাখাগত মাসআলা কেন্দ্রিক মনে করে থাকেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের অধিকাংশ বিরোধ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কিত। আমাদের এই সিরিজে সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা:

[illegible]. [illegible]
[illegible]

[illegible]. [illegible],

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [illegible] سورة التوبة

‘[illegible], [illegible], [illegible]’

[[illegible]-[illegible]]

[illegible]. [illegible]:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [illegible] سورة الفتح

‘[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]:[illegible], [illegible], [illegible]

[[illegible] Ñ [illegible], [illegible]]

[illegible]. [illegible]:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [illegible] وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [illegible]
سورة الحشر

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

[illegible]

[illegible]

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

[illegible]

৬. সূরা নিসার ৯৫নং ও সূরা হাদীদের ১০নং আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

وكلا وعد الله الحسنى

অর্থাৎ , তাদের (মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও) সবাইকে আল্লাহ তা 'আলা হুসনা তথা উত্তম পরিণতির (জান্নাত ও মাগফিরাতের) ওয়াদা দিয়েছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের জন্য হুসনা এর ওয়াদা করেছেন।সূরা আম্বিয়ার ১০১নং আয়াতে হুসনা লাভকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে , إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون অর্থাৎ , যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ওয়াদা হয়ে গেছে , তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

৭. সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ,

- لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيانط أولئك هم الراشدون ০
- অর্থাৎ , কিন্তু আল্লাহ তা 'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পান্তরে কুফর , শিরক, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই (সাহাবীগণ) সৎপথ অবলম্বনকারী।

[সূরা হুজুরাত -৮]

৮. সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ,

- إنما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللهط أولئك هم الصدقون ০
- অর্থাৎ , তারাই মুমিন , যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই (সাহাবীগণ) সত্যনিষ্ঠ (বা সত্যবাদী)।

[সূরা হুজুরাত -১৫]

৯. আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করে বলেছেন ,

فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم في شقاق

অর্থাৎ , যদি তারা ঈমান আনে , যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ , তবে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এথেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় , তবে তারা হঠকারিতায় রয়েছে। [সূরা বাক্বারা -১৩৭]

১০. সাহাবায়ে কেরাম এর ইমানের গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপহাস করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

- و إذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا o يعلمون
- অর্থাৎ , যখন তাদেরকে বলা হয় , মানুষরা অর্থাৎ সাহাবীরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন। তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনব? মনে রেখো প্রকৃতপে তারাই বোকা ; কিন্তু তারা তা বোঝে না।

[সূরা বাক্বারা -১৩]

১১. সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা বলেন ,

- أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجت عند ربهم و مغفرة و رزق كريمo

অর্থাৎ , এমন সব লোকই (সাহাবীরা) সত্যিকারের মুমিন (যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ)। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা ও মাগফিরাত এবং সম্মানজনক রিয্ক। [সূরা আনফাল-৪]

১২. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ,

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها

অর্থাৎ, (আল্লাহ তা'আলা) তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) জন্য কালিমায়ে তাক্বওয়া তথা সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। (সূরা ফাত্হ-২৬)

[চলবে....]

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-২)

May 23, 2014 at 12:02 PM

[.....পূর্বের পর। মূল আলোচনা তৃতীয় পর্ব থেকে।]

রাসূল স. এর হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা:

১. বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত। (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ) (বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪)

২. সাহাবাদের মর্যাদা সম্মন্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم

অর্থাত-সাবধান!তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাঁদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে"। (তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হা. ২২৮৪, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ.৮৭, আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, হা.৯৯২)

৩. তিনি আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

অর্থাত -তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ,তবেও তাঁদের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ (এক মুদ=১ রতল। আল্লামা শামী (রাঃ)বয়ান করেছেন যে , এক মুদ্দ ২৬০ দিরহামের সমপরিমাণ। দ্রষ্টব্যঃ আওযানে শরিয়্যাহ)আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমতূল্য হবেনা। (সহি বুখারী -হাদিস নং ৩৭১৭)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)হতে বর্ণিতঃ রাসুলুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন - " من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين " .অর্থাৎ -“যারা আমার সাহাবীদেরকে গালী দেয় , তাদের প্রতি আল্লাহর ,ফেরেস্তাদের ,এবং জগতবাসীর অভিশাপ বর্ষিত হোক ।(তাবরানী ফিল কাবির , হা .১২৭০৯)

৪. হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স . বলেন,

اكرموا أصحابى فإنهم خياركم

অর্থাৎ -তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব।

[মুসনাদে আহমাদ , খ.১, পৃ .১১২, তাহকীক, আহমাদ শাকের, নাসায়ী , হাকেম , মেশকাত, খ.৩, পৃ .১৬৯৫]

৫. হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে ,রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে

عن أبى بردة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ,তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের (সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা -ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। [মুসলিম শরীফ , হা .২৫৩১]

৬. ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ)হতে বর্ণিত যে ,রাসুলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা

قال النبى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা . এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ হা .৪৬০৭,তিরমিযী -২৮৯১,ইবনে মাজা [ভূমিকা , ৪২], মুসনাদে আহমদ হা .১৭৬০৬, মুসনাদে বাযযার ,ইবনে হিব্বান ,মুসতাদরাক লিল -হাকিম ,তারীখে দিমাশক লি -ইবনে আসাকির, আল-মু 'জামুল কাবীর , হা . ৬২৩, আল-আওসাত, আল-কাবীর লিত্তাবরানী)

৭. রাসুলে কারীম (সাঃ) সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة : قالوا من هى يا رسول الله! قال: ما أ نا عليه وأصحابى

অর্থঃ " অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর (৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর ? উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন,যে নীতি ,তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন। (তিরমিজী শরীফ , হা .২৬৪০, ইবনে মাজা , হা .৪৭৯, মুসনাদে আহমদ খ .৪, পৃ .১০২, আল-মুসতাদরাক , খ.১, পৃ .১২৮)

৮. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স . বলেন,

آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار

অর্থ : ঈমানের নিদর্শন হলো , আনসারী সাহাবীদের মহব্বত এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো , আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ। [বোখারী শরীফ , খ.৭, পৃ .১১৩, মুসলিম শরীফ , হা .৭৪, ইমান অধ্যায়]

৯. রাসূল স . ইরশাদ করেন,

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأي من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني

অর্থ : তোমরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমাকে যারা দেখেছে এবং আমার সংস্পর্শে থেকেছে তারা বর্তমান থাকবে। আল্লাহর শপথ , তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন লোক থাকবে , যারা আমার সাহাবী ও সংস্পর্শ অবলম্বনকারীদেরকে দেখেছে।

[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা , খ.১২, পৃ .১৭৮, ত্ববরানী ফিল কাবির , খ.২২, পৃ .৮৫, ফাতহুল বারী , খ.৫, পৃ .৭]

সাহাবায়ে কেরাম রা . এর সমালোচনার ভয়ঙ্কর পরিণতি :

ইমাম মালেক রহ . বলেন,

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

অর্থ : যারা সাহাবাদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় এরা মূলত : রসূল (স.) এর বিরুদ্ধেও কুৎসা রটাতে চেয়েছিলো , কিন্তু তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। তাই তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে এবং বলেছে , অমুক সাহাবী নিকৃষ্ট লোক ছিল , অমুকে এমন ছিল তেমন ছিল ইত্যাদি। রাসূল স . যদি নেককার ও সৎ হয়ে থাকেন , তবে তাদের নিকট তার সাহাবীরাও সৎ ও নেককার বিবেচিত হতো। (আস-সরিমূল মাসলূল , পৃ . ৫৫৩)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ . বলেন,

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام

অর্থাৎ যদি কাউকে রাসূল স . এর কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখো , তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খ.৮, পৃ .১৪২]

আবূ যুর 'আ রহ. বলেন,

فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة

¤ বলেন, তোমরা যখন কাউকে কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখ, তখন বিশ্বাস করে নাও যে, সে যিন্দীক ও বির্ধমী। তা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল স. সত্য নবী, পবিত্র কুরআন সত্য; কুরআন হাদীস তথা পুরা দ্বীন যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার প্রথম যোগসূত্র হলেন সম্মানিত এ জামাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবাগণের সমলোচনা করবে, সে আমাদের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সমালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেঅগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চায়। অর্থাত্ ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং এজাতীয় লোকদের সমালোচনা করা উত্তম বরং এরা হলো যিন্দিক।

[আল-কিফায়া, খতীব বাগদাদী, পৃ.৯৭]

¤ ইমাম আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা হতে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, কোন সাহাবী রাযি. এর পূত- পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই।

- উলূমুল হাদীসঃ ২৬৪

¤ ইমাম ইবনে হুমাম রহ. বলেন-

আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা হল, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে পূত ও পবিত্র মনে করা, তাঁদের উপর আপত্তি উত্থাপন থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব।

মুসায়েরা- ১৩২পৃঃ

¤ সকল সাহাবা রাযি. এর

সঙ্গে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের মাঝে পারস্পরিক যে সকল ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে তা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা, শ্রবণ

করা এবং করানো হতে বিরত

থাকা এবং তাঁদের সুনাম

সুখ্যাতি আলোচনা করা, তাঁদের

প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি প্রর্দশন থেকে বেচে থাকা ফরয।

(শরহে আকীদায়ে সাফারানীঃ ২/৩৮৬)

সাহাবীগণের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের অবস্থান:

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের কিছু বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ইমামের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সালাফে- সালেহীনের এসব বক্তব্যের সারমর্ম নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দেয়া, তাদের সম্পর্কে অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার, তাদের সমালোচনা, তাদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। এজাতীয় কাজের কারণে একজন মুসলিম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভূক্ত হয়।

২. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, তাদের প্রতি কুধারণা, এবং তাদের কুৎসা রটনা করা বিধর্মী যিন্দিকদের কাজ।

৩. সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

৪. সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম রা. এর ভালো গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা উচিৎ।

৫. সব সাহাবীই রাসূল স. এর প্রিয় ছিলেন।

৬. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সমালোচনাকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি।

৭. অনেক সময় সাহাবীদেরকে গালা-গালি করার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

৮. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ও চাহিদা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ বেইমানীর আলামত।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-3)
May 23, 2014 at 3:12 PM

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কাজী শাওকানী ও নওযাব সিদ্দিক হাসান খানের জঘন্য বক্তব্য:

এ পর্বে আহলে হাদীসদের বিখ্যাত দুই গুরুর বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

হযরত ত্বলহা ও যোবায়ের রা. এর ব্যাপারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ:

কাজী শাওকানী ওবালুল গামাম নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি তাহকীক করেছেন, মুহাম্মাদ সাবহী হাসান হাল্লাক। এটি প্রকাশ করেছে, মাকতাবাতুল ইলম, জিদ্দা ও মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রো। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬ হি:

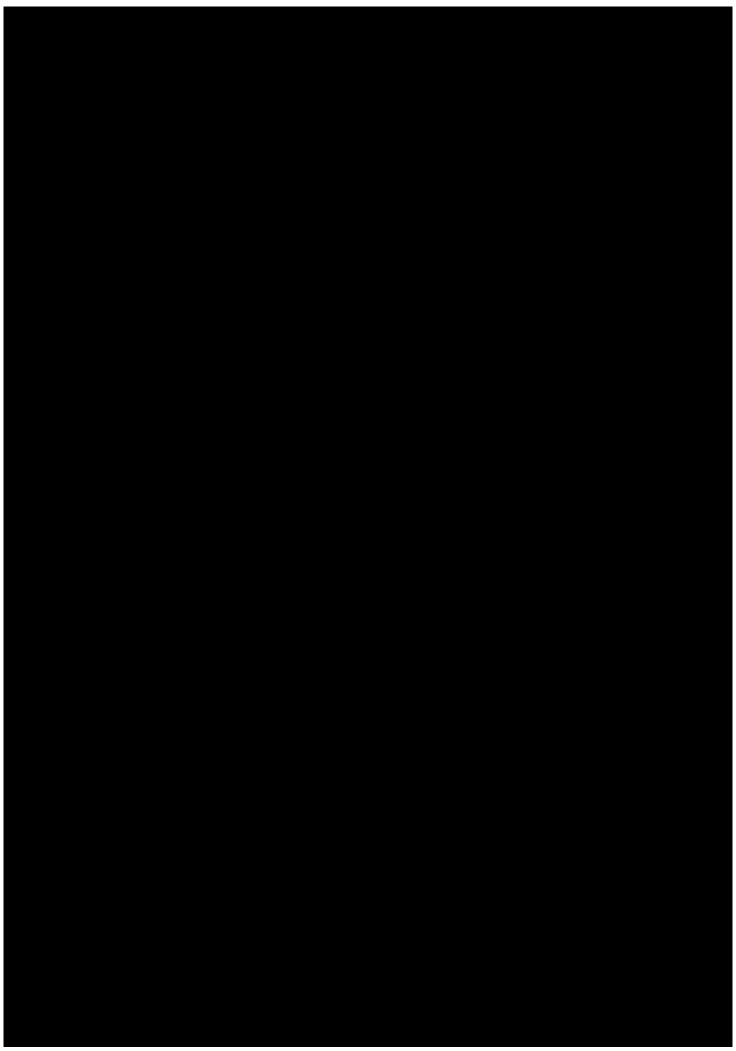

ওবালুল গামামের দ্বিতীয় খন্ড , পৃ .৪১৪-৪১৫ পৃষ্ঠায় হযরত ত্বলহা ও হযরত যুবায়ের রা . সম্পর্কে কাজী শাওকানী লিখেছে ,

أما طلحة والزبير ومن معهم , فلأنهم قد كانوا بايعوه , فنكثوا بيعته بغياً عليه , وخرجوا في جيوش من المسلمين , فوجب قتاله

অর্থ : ত্বলহা , যোবায়ের ও তাদের সাথীরা যেহেতু হযরত আলী রা . এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন , অত:পর তার সাথে বিদ্রোহ করে তার বাইয়াত ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছে , সুতরাং তাদের সাথে হযরত আলী রা . এর যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন ,

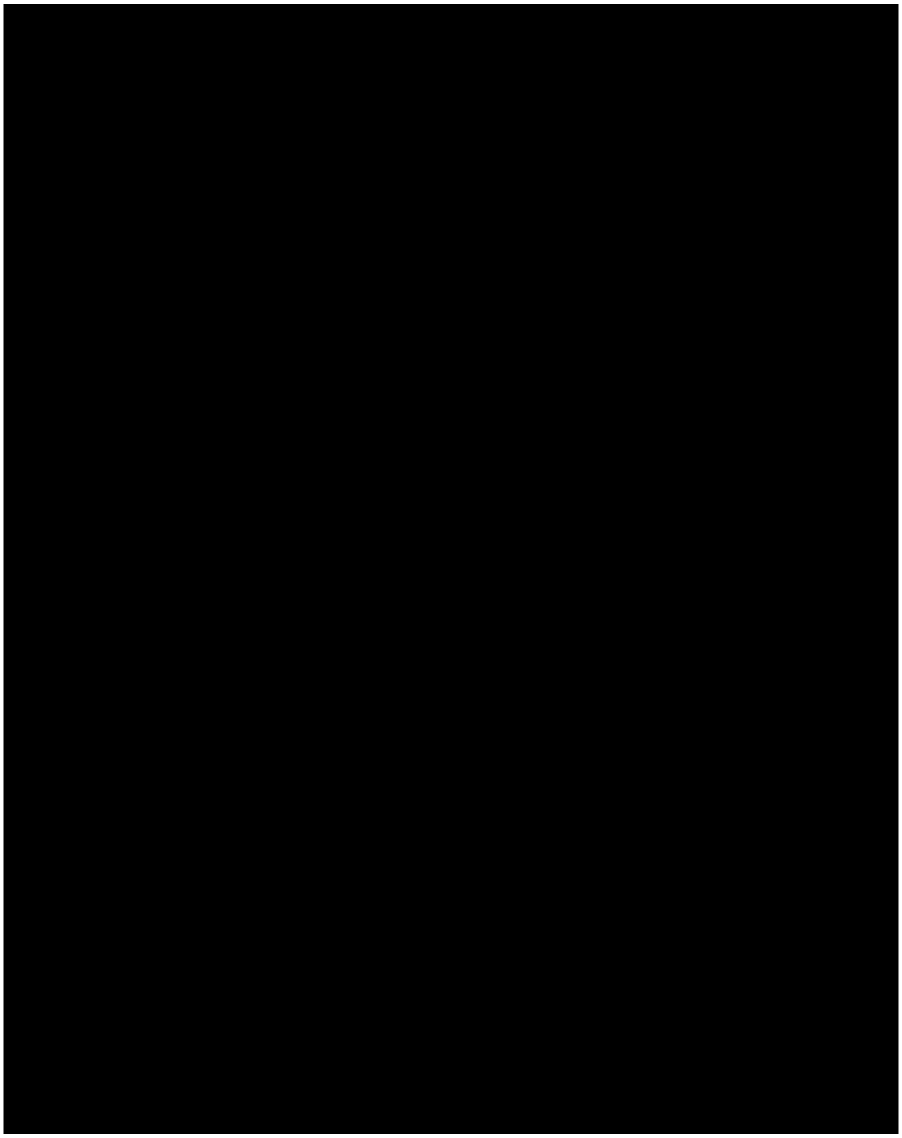

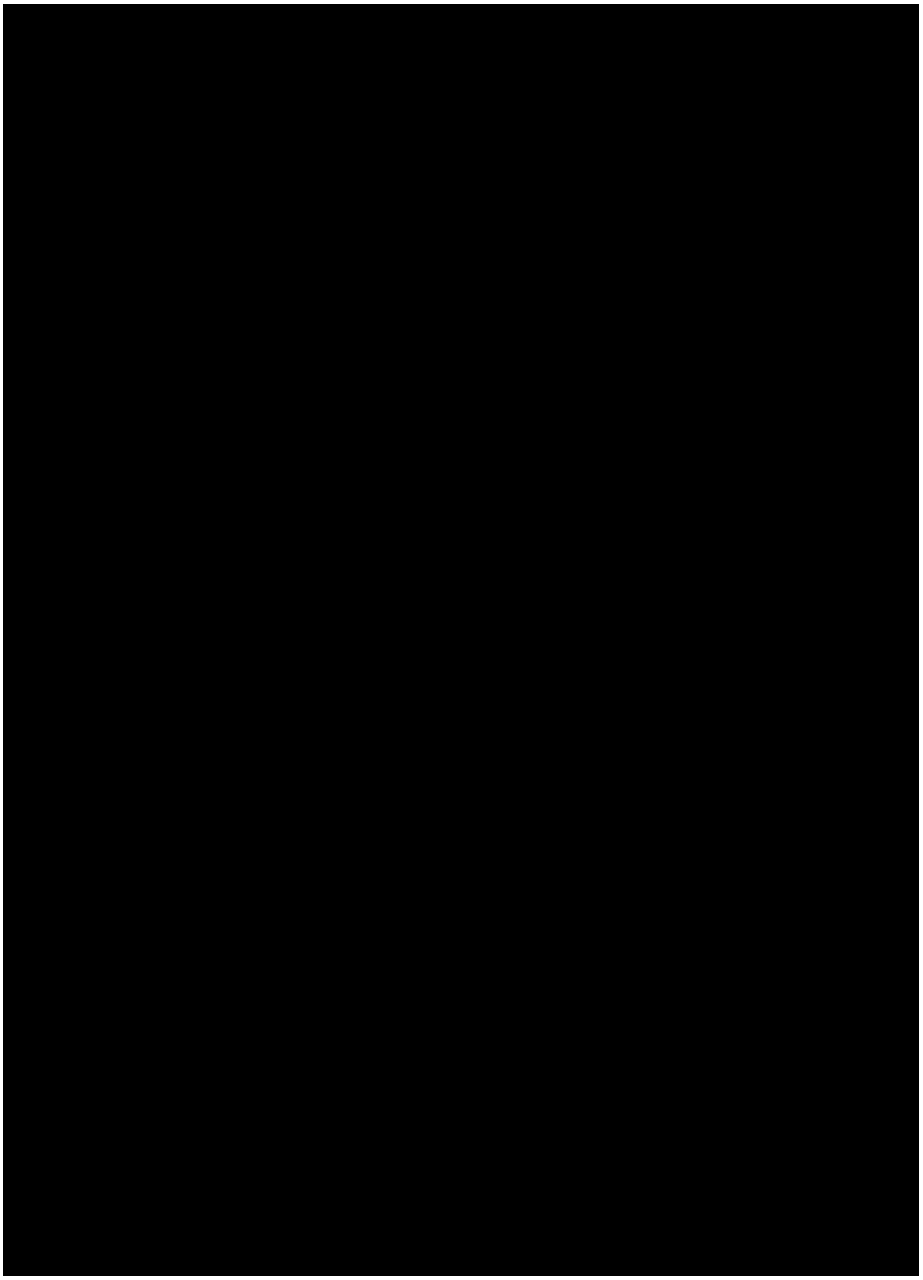

এছাড়া হযরত মুয়াবিয়া রা . সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে , এতে আমাদের গা শিউরে উঠে। কাজী শাওকানী লিখেছে ,

وأما أهل صفين , فبغيهم ظاهر , ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية)) , لكان ذلك مفيداً للمطلوب , ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي , ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام , لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً , فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان , فنفق ذلك عليهم , وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم , ونصحوا له

অর্থ : সিফফীনের যোদ্ধাদের রাষ্ট্রদ্রোহীতা সুস্পষ্ট। বাস্তবে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী না হলেও হযরত আম্মারের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণে যথেষ্ঠ ছিলো। রাসূল স . বলেছেন, তোমার সাথে একটি রাষ্ট্রদ্রোহী দল যুদ্ধ করবে। এছাড়া মুয়াবিয়া হযরত আলীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যও ছিলো না। বরং সে শামের মূর্খদের মাঝে নেতৃত্ব ও সম্পদের আকাংখী ছিলো। এই মূর্খরা সৎকাজকে সৎ ও নিকৃষ্ট কাজকে নিন্দনীয় মনে করতো না। মুয়াবিয়া এই শামের অধিবাসীদেরকে এই বলে ধোকা দিয়েছে যে , সে হযরত উসমান রা . এর রক্তের বদলা নিতে চায়। এভাবে তাদের সাথে সে মুনাফেকী করেছে। ফলে শামের অধিবাসীরা তার সামনে তাদের রক্ত ও সম্পদ বিসর্জন দিয়েছে , তার কল্যাণ কামনা করেছে।

কাজী শাওকানী শুধু হযরত মুযাবিয়া রা . এর সমালোচনা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি , মুয়াবিয়া রা . এর সহযোগী অন্যান্য সাহাবাযে কেরাম সম্পর্কে তার বক্তব্য দেখুন ,

وليس العجب من مثل عوام الشام , إنما العجب ممن له بصيرة ودين , كبعض الصحابة المائلين إليه , وبعض فضلاء التابعين , فليت شعري أي أمرٍ اشتبه عليهم في ذلك الأمر , حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين , وقد سمعوا قول الله تعالى: ((فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) , وقد سمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفراً بواحاً , وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: انها تقتله الفئة الباغية . ولولا عظيم قدر الصحبة ورفيع فضل خير القرون , لقلت : حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها

অর্থ : শামের সাধারণ মানুষের ব্যাপারে এতোটা বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই , কিন্তু সেসব লোকদের ব্যাপারে বিস্মিত হই , যাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো , যারা বিচক্ষণ ছিলেন , যেমন, মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী কিছু সাহাবী , বিশিষ্ট কিছু তাবেয়ী। হায় , আমি বুঝতে পারি না , কী কারণে তারা এজাতীয় সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত হলেন ; এমনকি তারা বাতিলের সাহায্য করলেন এবং সত্যকে লান্ছিত করলেন ? অথচ তারা আল্লাহর এই বাণী

শুনেছিলো: [অর্থ] যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে বাড়াবাড়ি করে, যতক্ণণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।(হুজুরাত-৯)

তারা হযরত আম্মার বিন ইয়াসি রা. এর উদ্দেশ্যে রাসূল স. এর এ উক্তিও শুনেছিলো, [অর্থ:] তোমার সাথে রাষ্ট্রদ্রোহী একটি দল যুদ্ধ করবে। যদি সাহাবীদের উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ তিন যুগের উচ্চ ফজিলত না থাকতো, তাহলে আমি বলতাম: সম্পদ ও পদের লোভ এই উম্মতের পূর্ববর্তীদেরকে যেমন ফেতনায় ফেলেছে, তেমনি পরবর্তীদেরকেও। [শাওকানীর বক্তব্য শেষ হলো]

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

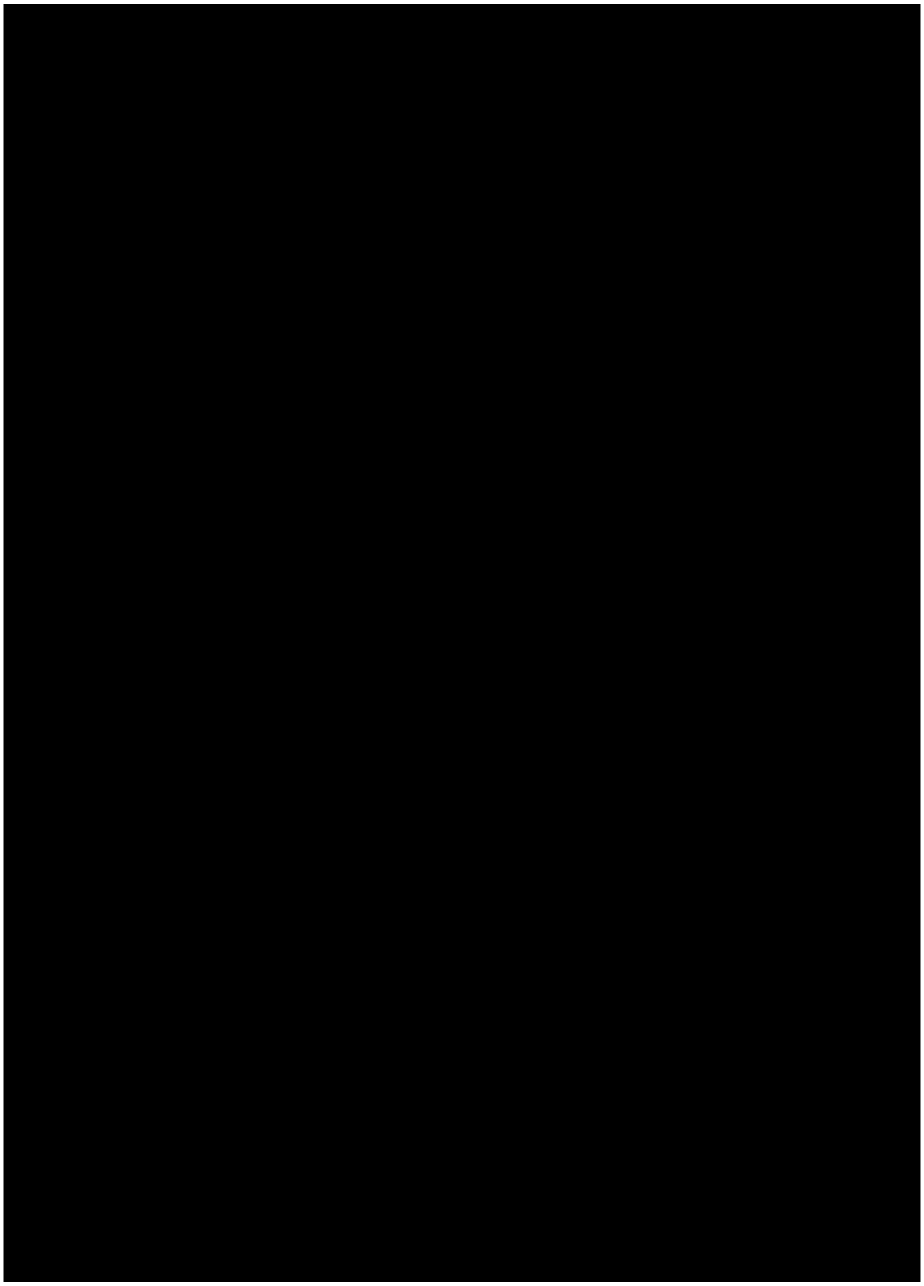

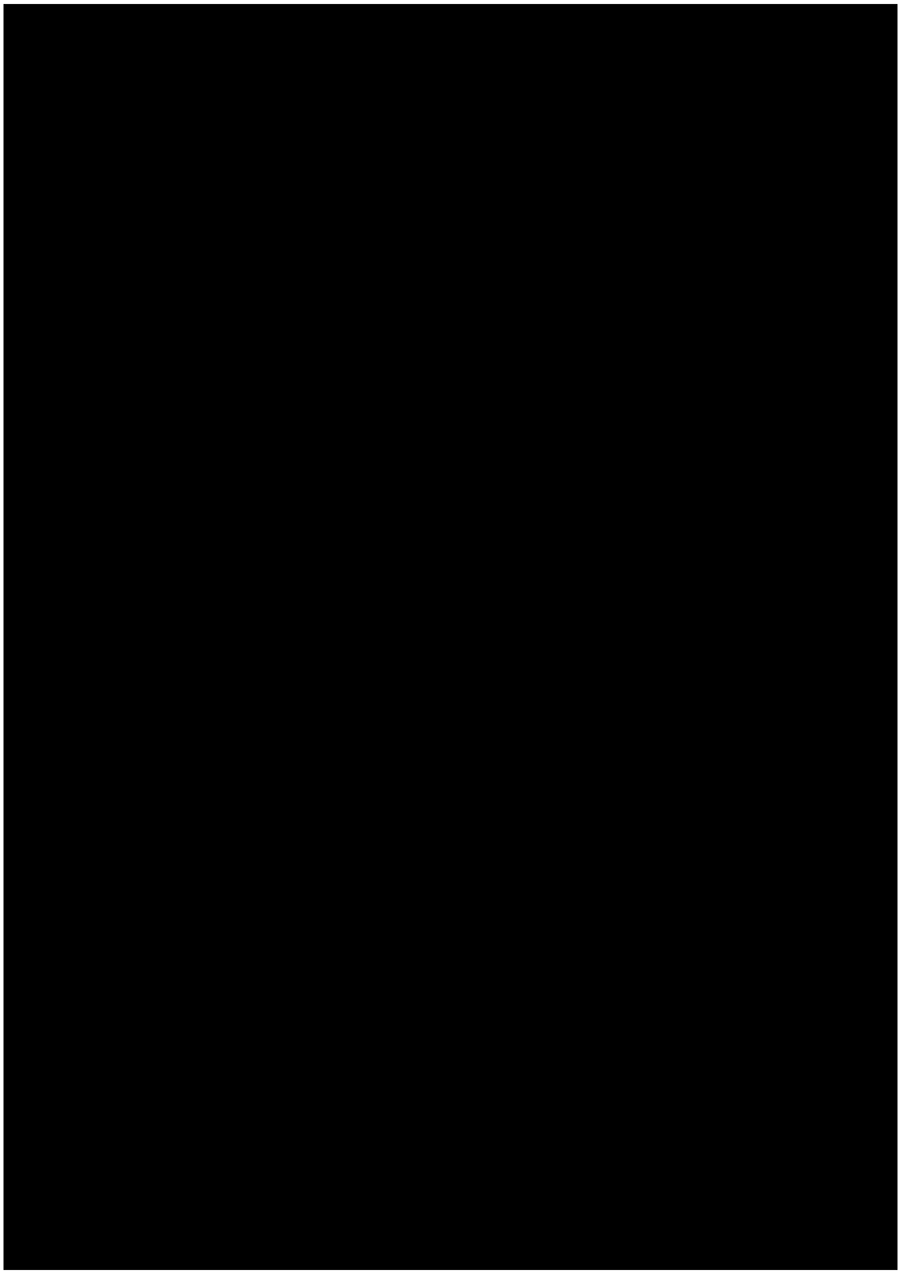

৩. বাতিল।

কাজী শাওকানীর ওবালুল গামাম এর লিংক:

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kmaam3.rar

আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান:

কাজী শাওকানী আদ-দুরারুল বাহিয়্যা নামে একটি কিতাব লেখেন। কাজী শাওকানীর ছাত্র আহলে হাদীসদের বিশিষ্ট আলেম নওযাব সিদ্দিক হাসান খান এই কিতাবের একটি ব্যাখ্যা লেখেন। সিদ্দিক হাসান খানের এই ব্যাখ্যার নাম হলো, আর-রওজাতুন নাদিয়্যা। কিতাবটি আহলে হাদীসদের সিলেবাসভুক্ত একটি কিতাব। সালাফীদের শেইখ আলবানী দীর্ঘ দিন এই কিতাবের দরস দিয়েছে। শায়খ আলবানী আর-রওজাতুন নাদিয়্যার সংক্ষিপ্ত একটি ব্যাখ্যা লিখেছে।আলবানীর এই ব্যাখ্যার নাম হলো, আত-তা’লিকাতুর রজিয়্যা।

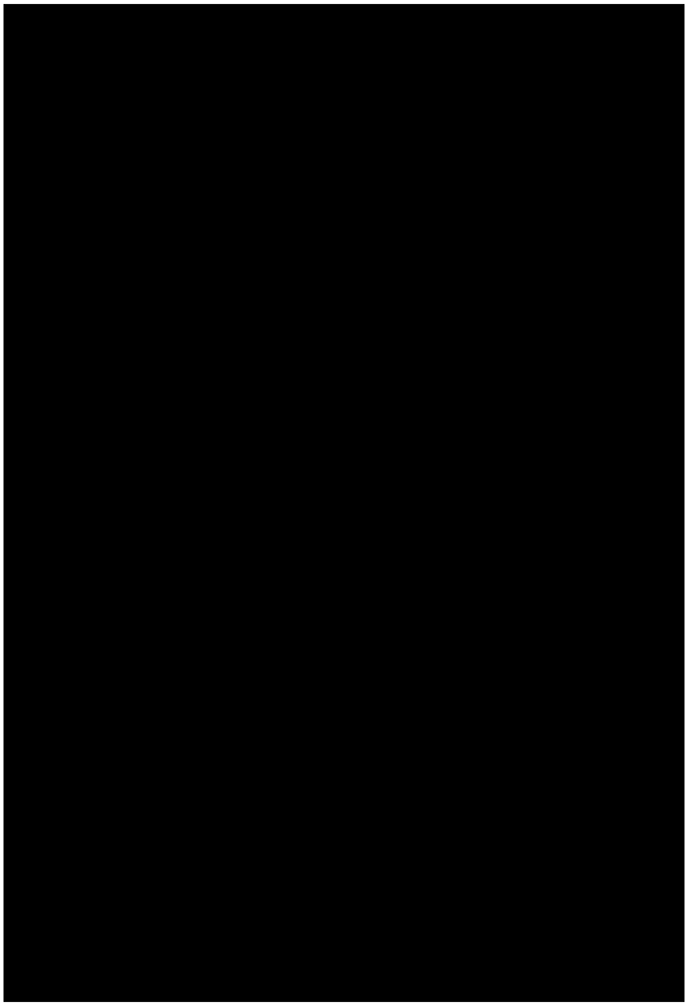

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=336

আর-রওজাতুন নাদিয়্যাতে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও কাজী শাওকানীর উক্ত বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেছে। নওয়াব সাহেব এসব বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করেননি। বরং এগুলো তিনি যত্নসহকারে তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্যগুলো মূলত: সিদ্দিক হাসান খানের উস্তাদ কাজী শাওকানীর। মূল কিতাব আদ-দুরারুল বাহিয়্যাতে এই বক্তব্যগুলো ছিলো না। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার ব্যাখ্যায় এই বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে কাজী শাওকানী ও নওযাব সিদ্দিক হাসান খানের বক্তব্য একই। উস্তাদ ও শাগরেদ একই পথের পথিক। আসলে তারা কোন পথের পথিক ছিলো? শিয়াদের পথের পথিক ছিলো। কাজী শাওকানী নিজে যায়দী শিয়া ছিলো। তার অনুসারী আহলে হাদীস নওয়াব সিদ্দিক হাসানও এর বাইরে যেতে পারেনি।

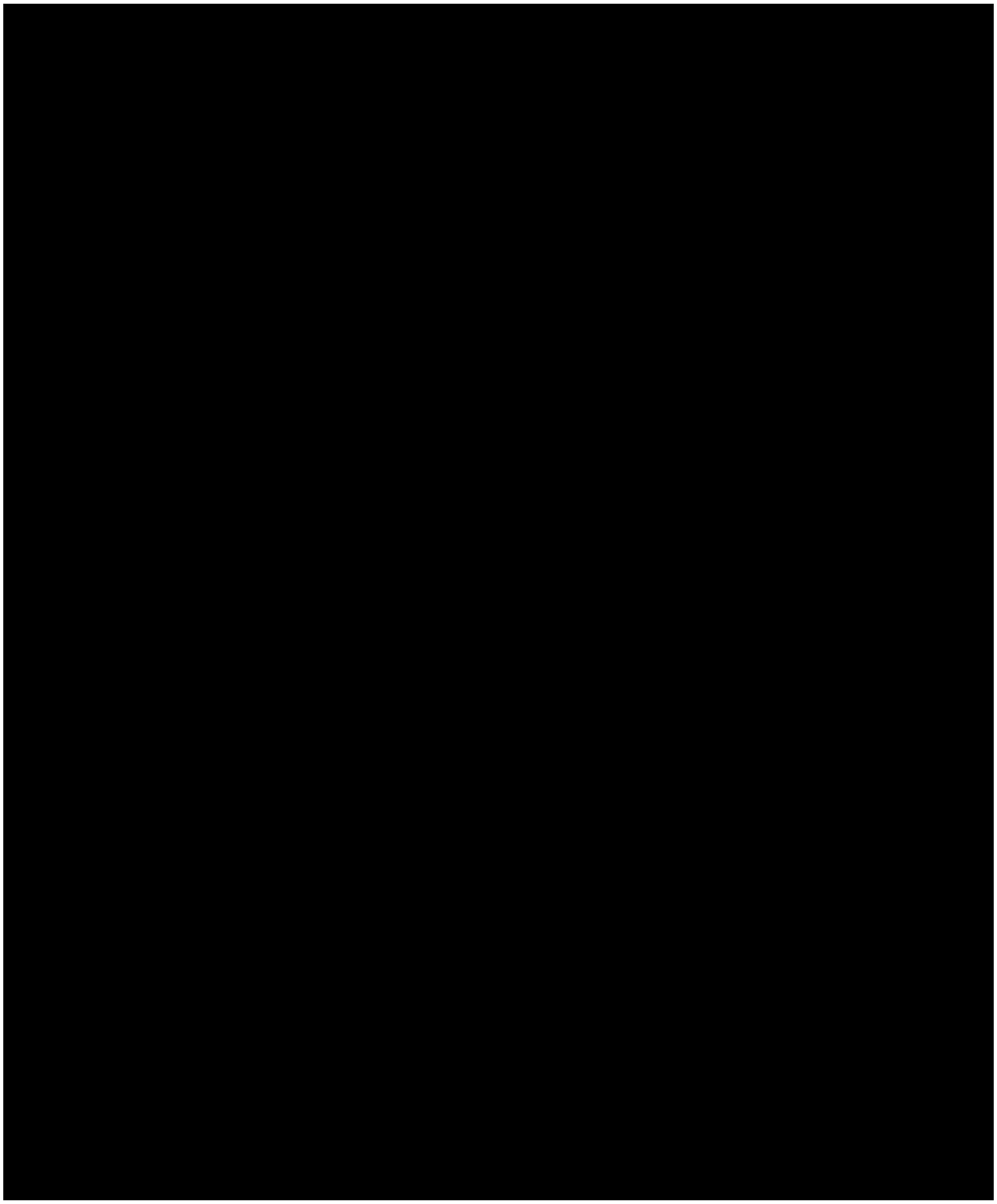

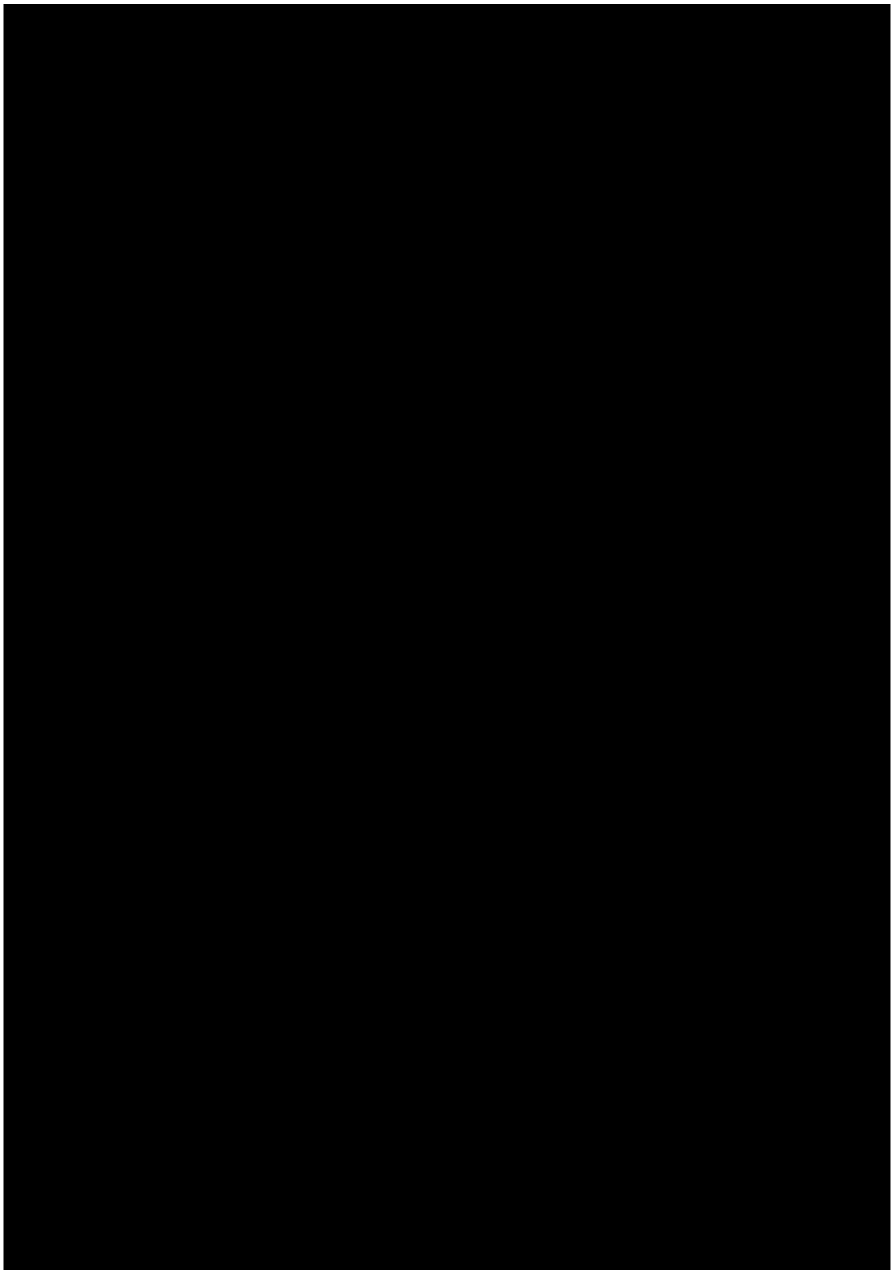

উক্ত বক্তব্য উল্লেখের পর শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ শাকের সাহেব নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে লিখেছে ,

و قد غلب علي الشارح ما يغلب علي الأعجام من التشيع

“ব্যাখ্যাকার নওয়াব সিদ্দিক হাসানের মাঝে মূর্খ অনারবীদের মতো শিয়াদের প্রভাব জেকে বসেছে ”

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন ,

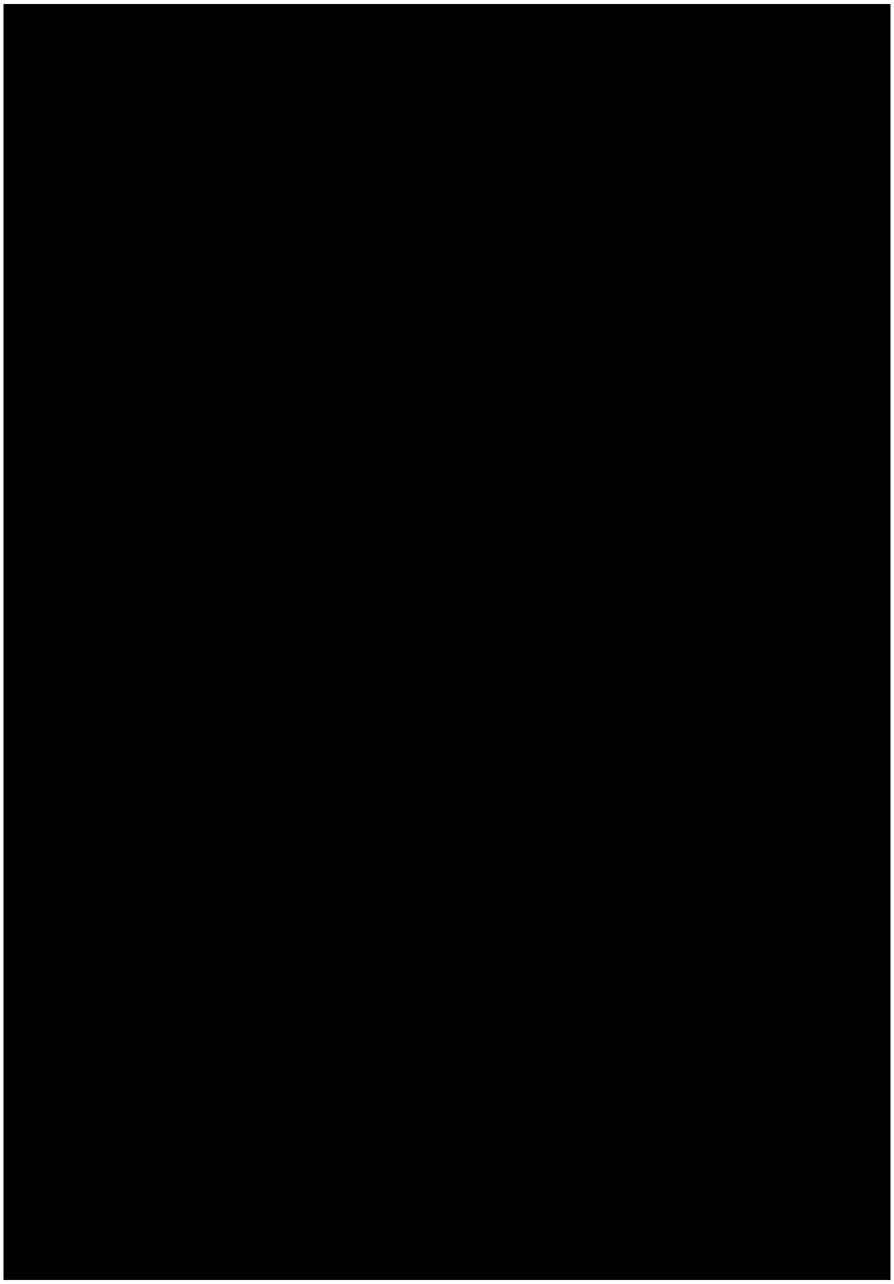

এই বক্তব্যগুলো সম্পর্কে আলবানী সাহেবের কোন মন্তব্য আত-তা’লীকাতুর রজিয়্যাতে নেই।
এর কারণ আমাদের অজানা।

আল্লাহ পাক আমাদের সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক ও সাহাবা-বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সাহাবা বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

[চলবে......]

আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরি (দা বা) এর বক্তব্য নিয়ে তামাশা ও মূল্যায়ন
May 28, 2014 at 12:44 PM

(প্রতিবাদ হিসেবে পোষ্টটা সেয়ার করে দেন, প্লিজ)

Anisur Rahman ভাইজান, আপনার মিথ্যাচার এবং ফতয়াবাজি সীমা অতিক্রম করেছে। আপনার মত ভ্রান্তদের ব্যাপারে প্রতিবাদ করা ছেরে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার মত মিথ্যুক যখন 'আল্লামা ওলিপুরি (দা বা) কে নিয়ে মিথ্যাচার করে নিজেকে পণ্ডিত জাহির করে;তখন চুপ করে থাকা আসলে যায়না ।

মূল বক্তব্য শুরুর পূর্বে একটি ভূমিকা বুঝে নেয়া জরুরি। আল্লাহর রাসূল স. মেরাজে গিয়ে আল্লাহকে দেখেছেন কি না এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইসলামের শুরু থেকে অদ্যাবধি বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। এক পক্ষের দলিল নিয়ে অন্য পক্ষকে মিথ্যুক, বাতিল বা অন্য কোন অপবাদ দেয়ার অর্থ হলো সাহাবায়ে কেরামকে এসব অপবাদ দেয়া নাউযুবিল্লাহ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন না করে এক চোখ কানা কিছু লোক হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস দিয়েই ওলীপুরি সাহেবের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। তাদের এই বিষোদগার বাহ্যিকভাবে ওলীপুরী সাহেবের বিরুদ্ধে হলেও মূল বিষযটি সাহাবায়ে কেরামের উপর আবর্তিত হয়। কারণ আল্লাহকে দেখার পক্ষে যেমন একদল সাহাবী রয়েছেন, তেমনি না দেখার পক্ষেও কিছু সাহাবী রয়েছে। সুতরাং এজাতীয় একমুখী অধ্যয়ন ও তার প্রচারের পরিণতি ভয়াবহ। বর্তমানের আহলে হাদীস ফেতনার আশি ভাগ বিভ্রান্তির মূল কারণ তাদের এজাতীয় একমুখী অধ্যয়ন। আমরা দুয়া করবো আল্লাহ তায়ালা তাদের আরেক চোখেও যেন হেদাযাতের আলো দান করেন। কারণ যারা দুনিয়াতে অন্ধ থাকে, আল্লাহ পরকালেও তাদেরকে অন্ধ রাখবেন। আল্লাহ পাক্ এজাতীয় এক চোখ কানাদের থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাজত করুন।

আল্লাহকে দেখার বিষয়ে মতবিরোধ:

আহলে সুন্নত ওযাল জামাতের অধিকাংশ আলেমের মতে রাসুল স. আল্লাহকে দেখেছেন। আলেমগণ আল্লাহকে দেখার বিষয়টি দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. চর্মচোখে আল্লাহকে দেখা।

২. অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখা।

কিছু আলেম প্রথমটাকে সমর্থন করেছেন। কিছু আলেম দ্বিতীয়টাকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহকে দেখার পক্ষে মতামত দিয়েছেন, তারা এই দু’টো মতের যে কোন একটা গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় মত:

আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে তৃতীয় মতটি হলো, মে’রাজে আল্লাহর রাসূল স. আল্লাহকে দেখেছেন কি না, এই বিষয়ে দুপক্ষেরই দলিল রয়েছে। যারা দেখার পক্ষে রয়েছেন, তাদেরও দলিল আছে, আবার যারা না দেখার পক্ষে তাদেরও দলিল রয়েছে। এজন্য একদল আলেম এ বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের মতে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।

চতুর্থ মত:

আল্লাহর রাসূল স. আল্লাহকে দেখেননি। চর্মচক্ষু বা অন্তরচক্ষু কোনভাবেই দেখেননি। এই মতটি খুবই সামান্য সংখ্যক লোকের বক্তব্য।

পন্চম মত:

অনেক আলেম আল্লাহ তায়ালাকে দেখা বা না দেখার সবগুলো দলিল পর্যালোচনা করে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে যারা আল্লাহ তায়ালার দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, তারা মুলত: চর্মচোখের দেখাকে অস্বীকার করেছেন। আর যারা আল্লাহর দেখার বিষয়টি স্বীকার করেছেন, তারা অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এভাবে উভয় পক্ষের দলিল মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

যারা সাধারণভাবে আল্লাহর দেখার মত গ্রহণ করেছেন:

সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস রা , হযরত আনাস রা. ও হযরত আবু হুরাইরা রা . এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

তাদের দলিল :

দলিল-১:

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে এ সংক্রান্ত বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের এক অংশে বর্ণিত হয় -

حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

অবশেষে হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “সিদরাতুল মুনতাহায় ” আগমন করলেন। এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তী হওয়ার ফলে তাঁদের উভয়ের মধ্যে দু ’ধনুকের পরিমাণ ব্যবধান রইল অথবা আরও কম।

(সহীহ বুখারী , হাদীস নং -৭৫১৭/৭০৭৯)

দলিল-২:

হযরত ইবনে আব্বাস রা . থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم"

অর্থ : তোমরা কি এতে আশ্চর্যন্বিত হও যে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আ . কে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন , হযরত মুসা আ. এর সাথে কথা বলার দ্বারা এবং হযরত মুহাম্মাদ স . কে আপন দর্শন দ্বারা ধন্য করেছেন ?

[নাসায়ী ফিল কুবরা , তুহফাতুল আশরাফ, খ.৫, পৃ .৭৬৫, আস-সুন্নাহ , ইবনে আবি আসেম, খ.১, পৃ .১৯২, আলবানী বলেছেন, হাদীসটি ইমাম বোখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ , আশ-শরীয়া , আজুররী, খ.৩, পৃ .১৫৪১। হাদীসটি সহীহ।]

দলিল-৩:

عن ابن عباس في قوله {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى}.قال: "رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى"

পবিত্র কুরআনের আয়াত : আর তিনি তাকে আরও একবার দেখলেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে।

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা . বলেন, তিনি তার প্রভূকে দেখেছেন। তার নৈকট্য অর্জন করেছেন ||। এমনকি তাদের মাঝে দুই ধুনকের প্রান্ত বা এর চেয়ে কম দূরত্ব ছিলো।

[তিরমিযি শরীফ , হা .৩২৮০, আস-সুন্নাহ , ইবনে আবি আসেম, খ.১, পৃ .১৯১]

দলিল-৪:

তিরমিযি শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা . থেকে বর্ণিত আছে ,

عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "رأى محمدٌ ربَّه". قلت: أليس الله يقول {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ}[الأنعام 103]، قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال: أُرِيَه مرتين"

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন , নিশ্চয়ই সায়্যিদিনা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন। আমি বললাম , আল্লাহ তা ’আলা ইরশাদ করেন নি যে , তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত।

তিনি (ইবনে আব্বাস রাঃ) বলেন, বিনাশ হোক ! এ অবস্থা হল তো তখনের যখন তিনি তাঁর আসল নূরে তাজাল্লী করেন। আর সায়্যিদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দু'বার দেখেছেন।

(সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং - ৩২৭৯)

দলিল-৫:

(বোখারী শরীফ, হা .৪৩৫৭, খ.৮, পৃ .৫৫, ইফাবা)

যারা অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখার কথা বলেছেন :

হযরত ইবনে আব্বাস রা . থেকে অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখার কথা বর্ণিত আছে।এছাড়া হযরত আবু যর রা. থেকে এমতটি বর্ণিত হয়েছে।

যারা অন্তরের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখার মত গ্রহণ করেছেন, তাদের দলিলসমূহ,

দলিল-১:

হযরত ইবনে আব্বাস রা . وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى [আর তিনি তাকে আরও একবার দেখলেন।] এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন,

"إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه"

অর্থ : নিশ্চয় রাসূল স. আল্লাহ তায়ালাকে তার অন্তর দিয়ে দেখেছেন।

[মুসলিম শরীফ, ঈমান অধ্যায়, বর্ণনা নং ৪৬৫, খ.৩, পৃ .৮]

দলিল-২: ইবনে আব্বাস রা . থেকে বর্ণিত,

"أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين"

অর্থ : রাসূল স . তার প্রভূকে দু ’বার অন্তরের মাধ্যমে দেখেছেন।

[মুসলিম শরীফ , ঈমান অধ্যায়]

দলিল-৩:

ইব্রাহীম তাইমীর সূত্রে হযরত আবু যর রা . থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

"رآه بقلبه"

অর্থ : রাসূল স . অন্তর দ্বারা আল্লাহকে দেখেছেন।

[কিতাবুত তাউহীদ , ইবনে খোজাইমা , খ.২, পৃ .৫১৬, হা .৩১০-৩১১]

দলিল-৪:

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু যর রা . থেকে বর্ণনা করেন ,

"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه بقلبه ولم يره ببصره"

অর্থ : রাসূল স . তার প্রভূকে অন্তর দ্বারা দেখেছেন , চোখ দিয়ে দেখেননি।

[নাসায়ী শরীফ , তাফসীর, হা .৫৫৬, খ.২, পৃ .৩৪৫]

যারা আল্লাহ তায়ালাকে না দেখার মত দিয়েছেন , তাদের দলিলসমূহ :

আল্লাহ তায়ালাকে না দেখার মতটি ব্যাপকভাবে হযরত আয়েশা রা . থেকে বর্ণিত। হযরত আবু যার রা . থেকে আল্লাহ তাযালাকে দেখার মতও বর্ণিত হয়েছে। আবার না দেখার মতটিও তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমরা হযরত আয়েশা ও হযরত আবু যর রা . এর দলিলগুলি উল্লেখ করেছি।

দলীল নঃ-১

''মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান! মুহাম্মাদ (সাঃ) কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি জান না যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যাচারী।

যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাচারী। তারপর তিনি পাঠ করলেন ‘’তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত’’ আন’আম ৬/১০৩ ‘’মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, ওয়াহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া’’ শূরা ৪২/৫১

আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কী হবে, তা সে জানে, তাহলে সে মিথ্যাচারী। তারপর তিলাওয়াত করলেন ‘’কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে’’ লুকমান ৩১/৩৪

এবং তোমাকে যে বলবে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথ্যাচারী। এরপর তিনি পাঠ করলেন ‘’হে রাসুল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর’’ মায়িদাহ ৫/৬৭

তবে হাঁ, রাসুল (সাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু’বার দেখেছেন''

বুখারী ৪৮৫৫

=================

দলীল নঃ-২

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীর মধ্যে অধ্যায় এনেছেন ‘নাবী (সাঃ) কি ইসরা মি’রাজের রাত্রিতে তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন?’’ অধ্যায় ৭৭

''মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-এর মাজলিশে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু আয়িশাহ! তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেগুলো কি? তিনি বললেন, যে এ কথা বলে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দিল।

রাবী মাসরুক বলেন, আমি তো হেলান অবস্থায় ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, হে উম্মুল মু’মিনীন! থামুন, আমাকে সময় দিন, ব্যস্ত হবেন না। আল্লাহ তায়ালা কি কুরআনে বলেন নাই ‘’তিনি তো তাঁকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন’’ তাকভীর ৮১/২৩ এবং ‘’নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন’’ নাজম ৫৩/১৩

আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমিই এ উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসুল (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, তিনি তো ছিলেন জিবরীল (আঃ), আর কেবলমাত্র এ দু’বারই আমি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাঁকে আসমান থেকে অবতরন করতে দেখেছি। তাঁর বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী সব স্থানটুকু।

আয়িশাহ (রাঃ) আরও বললেন, তুমি শোননি? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘তিনি (আল্লাহ) দৃষ্টির অধিগম্য নন, তবে দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত’ আন’আম ৬/১০৩

এরুপে তুমি কি শোননি? আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন ওয়াহীর মাধ্যম ব্যাতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যাতিরেকে, অথবা এমন দুত প্রেরন ব্যাতিরেকে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়’’ শূরা ৪২/৫১

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আর ঐ ব্যাক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়, যে এমন কথা বলে যে, রাসুল (সাঃ) আল্লাহর কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে রাসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তবে আপনি তাঁর বার্তা প্রচারই করলেন না’ মায়িদাহ ৫/৬৭

আয়িশাহ (রাঃ) আরও বলেন, যে ব্যাক্তি এ কথা বলে যে, রাসুল (সাঃ) ওয়াহী ব্যাতিত আগামীকাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহর প্রতি ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘’বল- আসমান ও যমিনে আল্লাহ ব্যাতিত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না’’ নামল ২৭/৬৫

মুসলিম; অধ্যায় ৭৭; হাদীস নঃ ১৭৭

==============

দলীল নঃ-৩

সহীহ মুসলিমের এর ৭৮ নঃ অধ্যায় ‘রাসুল (সাঃ)-এর বানীঃ ‘তা ছিল উজ্জ্বল জ্যোতি আমি তা দেখেছি। অন্য বর্ণনায়ঃ ‘আমি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখেছি’’

এই অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম (রহঃ) দু’টি হাদীস নিয়ে এসেছেনঃ

''আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? রাসুল (সাঃ) বললেনঃ ‘’তিনি (আল্লাহ) নুর, তা আমি কিরুপে দেখবো?'' মুসলিম; হাদিস নঃ ১৭৮

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি আবু যার (রাঃ)-কে বললাম, যদি রাসুল (সাঃ)-এর দেখা পেতাম তবে তাঁকে অবশ্যই একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবু যার (রাঃ) বললেন, কি জিজ্ঞেস করতে? তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করতাম যে, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? আবু যার (রাঃ) বললেন, এ কথা তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেনঃ ‘আমি নুর দেখেছি

’ মুসলিম ১৭৮

আল্লাহকে দেখার পক্ষে ছিলেন যেসব তাবেযীগণ:

বিখ্যাত অনেক তাবেযীর অভিমত হলো, রাসূল স. আল্লাহকে দেখেছেন। যেসব বিখ্যাত তাবেযী থেকে বিষয়টি বর্ণিত আছে, তাদের নাম উল্লেখ করা হলো,

তাবেয়ীগণের মাঝে যারা আল্লাহ তায়ালাকে দেখার পক্ষে ছিলেন,

১. ইকরিমা রহ .

[তাফসীরে ত্বাবারী , খ.২৭, পৃ .৪৮, তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম , খ.১০, পৃ .৩৩১৮, হাদীস নং ১৮৬৯৭ , তাফসীরে বাগাবী , খ.৭, পৃ .৪০৩]

২. হাসান বসরী রহ .

ইমাম মোবারক ইবনে ফুজালা বলেন ,

"كان الحسن يحلف ثلاثة لقد رأى محمد ربه"

অর্থ : হাসান বসরী রহ . তিনবার কসম খেতেন যে , মুহাম্মাদ স . তার প্রভুকে দেখেছেন।

[আত-তাউহীদ , ইবনে খোজাইমা , খ.২, পৃ .৪৮৮, হা .২৮১, তাফসীরে হাসান বসরী , খ.৫, পৃ .৮৫, আশ-শিফা , কাজী ইয়াজ, খ.১, পৃ .২৫৮]

৩. ইমাম যুহরী।

[ফাতহুল বারী , খ.৮, পৃ .৪৭৪]

৪.ইমাম মা 'মার

[আত-তাউহীদ , ইবনে খোজাইমা , খ.২, পৃ .৫৬২]

৫. ইব্রাহীম ইবনে ত্বহমান

[সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , ইমাম যাহাবী , খ.৭, পৃ .৩৮১]

যারা অন্তরের মাধ্যমে দেখার কথা বলেছেন ,

৬. আবুল আলিয়া ।

[আদ-দুররুল মানসুর , খ.৬, পৃ .১৬০]

৭. মুজাহিদ।

[তাফসীরে ত্ববারী, খ.২৭, পৃ.৫৬]

৮. রবী ইবেন আনাস।

[তাফসীরে ত্ববারী, খ.২৭, পৃ.৪৮]

৯. আবু সালেহ রহ.

[দুররে মানসুর, খ.৬,পৃ.১৬০]

১০. কায়াব আল-আহবার

[তিরমিযী, খ.৫,পৃ.৩৬১]

পরবর্তী আলোচনায় থাকছে, বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের বক্তব্য এবং আল্লাহ তায়ালাকে না দেখার পক্ষে উল্লেখিত হাদীসের জওয়াব।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৪)
May 29, 2014 at 2:18 PM

হযরত আয়েশা রা. কে মুরতাদ আখ্যা

ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট তথাকথিত ভ্রান্ত মতবাদ আহলে হাদীসের পুরোধা হলো মৌলিভি আব্দুল হক বেনাসরী। পথভ্রষ্ট এই লোকটি এতটা সাহাবী বিদ্বেষী ছিলো যে সে হযরত আয়েশা রা. কে মুরতাদ আখ্যায়িত করে। ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ফেতনাটি সাহাবী বিদ্বেষী এই পথভ্রষ্ট্রের হাতে জন্ম লাভ করে। আব্দুল হক বেনারসী মূলত: হিন্দু ছিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদীর মতো লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকে। "মুযাহেরে হক" কিতাবের স্বনামধন্য লেখক মাওলানা কুতুব উদ্দীন তার "তুহফাতুল আরব ওয়াল আযম"গ্রন্থে লিখেন- "সৈয়দ আহমদ শহীদ রহঃ,মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহঃ ও

আব্দুল হাই রহঃ পাঞ্জাবে আগমন করার পরপর্ই কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর সমন্বয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদ অস্বীকারকারী নতুন ফিরকাটির সুত্রপাত লক্ষ করা যায়। হযরত সায়্য়িদ আহমদ শহিদ রহঃ-এর মুজাহিদ বাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্য ছিলেন,এদের মুখপাত্র ছিলেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী(১২৭৫ হিঃ) তার এই ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত কারণে সায়্য়িদ আহমদ শহিদ রহঃ১২৪৬ হিজরীতে তাকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বহিষ্কার
করেন তখন্ই গোটা ভারতবর্ষের সকল ধর্মপ্রাণ জনগন, বিশেষ করে শহিদ রহঃ এর খলীফা ও মুরীদগন হারামাইন শরিফাইনের তদানিন্তন উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের নিকট এ ব্যপ্যারে ফতওয়া তলব করেন।ফলে সেখানখার তৎকালীন চার মাযহাবের সম্মানিত মুফতিগন ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মৌলবী আব্দুল হক বেনারসী ও তার অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ফিরকা বলে অভিহিত করেন করেন এবং বেনারসীকে কতল(হত্যা)করার নির্দেশ প্রদান করেন।(এ ফতওয়া ১২৫৪ হিজরীতে তাম্বীহুদ্দাল্লীন নামে প্রকাশ করা হয়). পলায়ন করতঃ কোনভাবে আত্নরক্ষা পান । সেখান থেকে গিয়ে তিনি নবআবিষ্কৃত দলের প্রধান হয়ে সরলমনা জনসাধারণের মধ্যে তার ভ্রান্ত মতবাদ ছড়াতে থাকে।" (তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম, পৃঃ১৬, খঃ২; আল-নাজাতুল কামেলা, পৃঃ২১৪; তম্বীহুদ্দাল্লীন, পৃঃ৩১)

আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান পানিপত্তি তার কাশফুল হিজাব বইয়ে লিখেছে,

" মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী প্রকাশ্যে বলেছে যে, আয়েশা রা. হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করেছে। তিনি যদি তওবা না করে মারা গিয়ে থাকেন, তাহল তিনি মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্য একটি মজলিশে সে বলেছে যে, আমাদের চেয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইলম কম ছিলো। তাদের এক এক জন চার পাচটা হাদীস জানতেন, আমরা সব হাদীস জানি।"

সূত্র: কাশফুল হিজাব, পৃ.৪২, কারী আব্দুর রহমান পানিপতি।

নিচে প্রমাণ দেখুন:

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্ব (৫)
June 3, 2014 at 1:44 PM

হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি কাজী শাওকানীর অভিশাপ:

আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৩) এ হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের গুরু কাজী শাওকানীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. কে বাতিল, ধোকাবাজ, দুনিযালোভী ইত্যাদি আখ্যায়িত করেছে নাউযুবিল্লাহ। কাজী শাওকানী শুধু আহলে হাদীসদেরই ইমাম নয়, বরং তথাকথিত সালাফীরাও তাকে নিজেদের ইমাম মনে করে থাকে। কাজী শাওকানীর একটি বিখ্যাত কিতাব হলো নাইলুল আওতার। নাইলুল আওতার কিতাবটি আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। এই কিতাবে শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছে।

আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান কাজী শাওকানীর ছাত্র ছিলেন। তিনি নাইলুল আওতার নিজে প্রকাশ করেছিলেন। সিদ্দিক হাসান খানের কপির সাথে তার নিজেরও একটি কিতাব সংযুক্ত ছিলো। সিদ্দিক হাসান খান প্রকাশিত নাইলুল আওতার ডাউনলোড করুন নিচের লিংক থেকে,

http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf

নাইলুল আওতার সপ্তম খন্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা . ও ইয়াজীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছে। ইয়াজীদের প্রতি অভিশাপ দেয়া নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগনের মাঝে দু 'ধরনের মতামত রয়েছে। তবে হযরত মুয়াবিয়া রা . কে এর প্রতি অভিশাপ দেয়া কতো ভয়ঙ্কর একটু ভেবে দেখুন। নাইলুল আওতার সকল এডিশনে এই অভিশাপের শব্দ রয়েছে। তবে বর্তমানের সালাফীরা যেহেতু কাজী শাওকানীকে তাদের ইমাম বানিয়েছে , এজন্য তারা শাওকানীর এজাতীয় কাজে খুবই বিব্রত বোধ করে থাকে। ফলে বর্তমানে কিছু সালাফী নাইলুল আওতার ছাপিয়েছে। এসব নাইলুল আওতারে অভিশাপের এই শব্দটি সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। নিজেদের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে এধরনের বিকৃতি সালাফী -আহলে হাদীসদের জন্য নতুন বিষয় নয়। তারা বিখ্যাত অনেক কিতাবে এই ধরনের বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। ড . সুবহি হাল্লাক ও তারিক ইউয়াজুল্লাহ নামে দুই সালাফী নাইলুল আওতার তাকহকীক করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো , তারা দুজনই এই বিষয়টা নাইলুল আওতার থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। এটা কেন মুছে দিলো , তার কোন কারণও লেখেনি। একজন সাধারণ পাঠক ঘুনাক্ষরেও বুঝবে না যে , কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা . এর প্রতি অভিশাপ দিয়েছে। এভাবে বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন কিতাব বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

যাদের কাছে নাইলুল আওতারের পুরাতন সংস্করণগুলো রয়েছে , তারা অভিশাপের বিষয়টি যাচাই করে নিবেন। নাইলুল আওতারের ৩২০১ নং হাদীসের অধীনে তিনি লা 'নত করেছেন। অধ্যায়ের শিরোনাম হলো,

بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَالْكَفِّ عَنْ إقَامَةِ السَّيْفِ

কাজী শাওকানী এখানে লিখেছে ,

وَلَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ حَتَّى حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ السِّبْطَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَرْضَاهُ بَاغٍ عَلَى الْخِمِّيرِ السِّكِّيرِ الْهَاتِكِ لِحُرُمِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ، فَيَالَلَّهِ الْعَجَبُ مِنْ مَقَالَاتٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ .

অর্থ : কিছু কিছু আলেম যেমন কাররামিয়া ও তাদের সহমতের কিছু গোড়া আলেম আলোচ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা বলেছে , হযরত হুসাইন রা . মদ্যম , মাতাল , শরীয়তের পবিত্র বিধি -বিধান লঙ্ঘনকারী ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়া [তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ] এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কী আশ্চর্য , তাদের কথায় গা শিউরে উঠে।

মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে প্রকাশিত নাইলুল আওতার দেখুন।

http://shamela.ws/browse.php/book-9242/page-2551#page-2570

সৌদি মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রিত আল -ইসলাম সাইটেও নাইলুল আওতার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অভিশাপের শব্দটি রয়েছে।

http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=513&PID=2406&SubjectID=25448

ইসলাম ওয়েব প্রকাশিত নাইলুল আওতারেও অভিশাপের শব্দটি রয়েছে ,

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=963&idfrom=2275&idto=2374&bookid=47&startno=36

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান প্রকাশিত নাইলুল আওতারের স্ক্রিনশট :

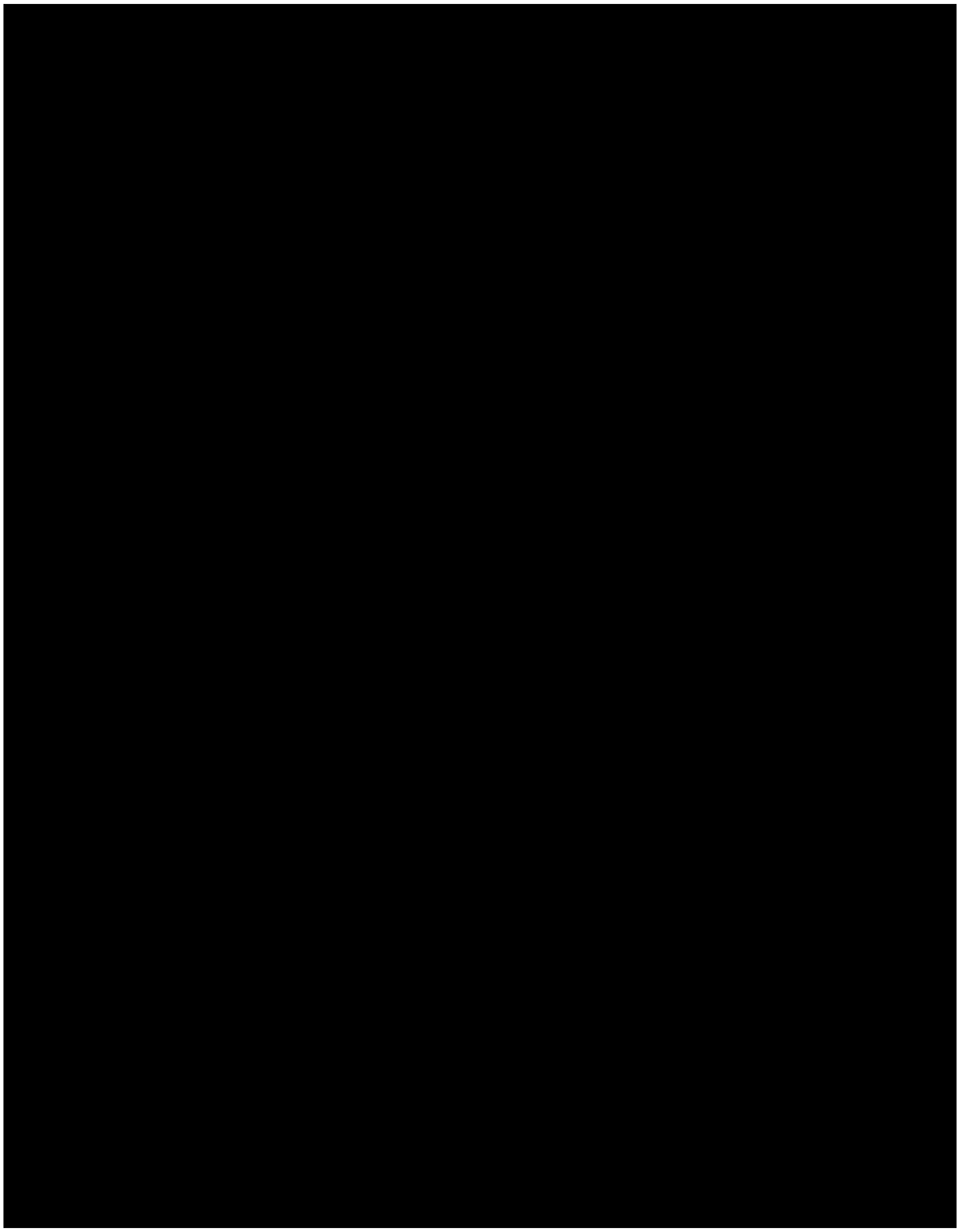

নাইলুল আওতার, খ.৭, পৃ.৮৪। লিংক: http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্ব(৬)
June 3, 2014 at 6:03 PM

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে রাযিয়াল্লাহু আনহু না বলা:

ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট আহলে হাদীসদের অন্যতম আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি ইন্ডিয়ার আহলে হাদীসদের মাঝে বেশ বিখ্যাত। আহলে হাদীসদের মাঝে তার অনুবাদকৃত সিহাহ সিত্তাহ ব্যাপক প্রচলিত। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী আহলে হাদীসদের মাঝে স্বীকৃত একজন আলেম ছিলেন। আহলে হাদীস আলেমদের জীবনীর উপর লেখা চালিস উলামাযে আহলে হাদীস (চল্লিশজন আহলে হাদীস আলেম) কিতাবে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর লেখা একটি কিতাব হলো, কানযুল হাকাইক মিন ফিকহি খাইরিল খালাইক ((সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।

কিতাবের নামকরণে মারাত্মক ধোকাবাজী:

যখন তাদের কিতাবের নামকরণ করে, হাদইয়াতুল মাহদী (হেদায়াতপ্রাপ্ত রাসূল (সঃ) এর হাদিয়া) তখন স্বাভাবিক একজন মানুষের বিবেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি কোন ফকীহের রচিত ফেকাহ নয়, বরং এটি সরাসরি রাসূল (সঃ) এর ফিকহ, রাসূল (সঃ) এর হাদিয়া। নিজের জ্ঞান ও বুঝকে রাসূল (সঃ) এর নামে চালিয়ে এধরণের জালিয়াতি, গোস্তাখী অন্য কেউ করেছে কি না আমাদের জানা নেই। ফেতনাবাজ এ আহলে হাদীস শ্রেণী শুরু থেকেই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার পায়তারা করেছে। তারা যখন নিজেদেরকে ‘আহলে হাদীস’ বলে, তখন পৃথিবীতে এধরণের ঘৃণিত মিথ্যা আর হয় না, কেননা যে ব্যক্তি আহলে হাদীস কাকে বলে, এটিও জানে না, সে দাবী করে যে সে আহলে হাদীস। প্রতিটা পদক্ষেপে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে কোথাও শিয়াদের আক্বিদা-বিশ্বাস, কোথাও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মালউনের চিন্তা-চেতনা এবং কোথাও মুজাস সিমা-মুশাব্বিহাদের আক্বিদা বিশ্বাসকে রাসূল (সঃ) এর আক্বিদা, রাসূল (সঃ) এর ফিকহের নামে সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় নিপতিত করছে। আহলে হাদীসদের ফিকহের কিতাবের নামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাসূল (সঃ) এর প্রতি আহলে হাদীসদের মিথ্যাচার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা উর্দু ভাষায় “ফিকহে মুহাম্মাদিয়া” নামক কিতাব রচনা করেছে। এটি মূলতঃ যায়দী শিয়া কাযী শাওকানীর “আদ-দুরারুল বাহিয়্যা” এর উর্দু অনুবাদ। সম্পূর্ণ কিতাবের অনুবাদ করা হয়েছে। একটি মাসআলাও এদিক সেদিক হয়নি। এর থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, তথাকথিত আহলে হাদীসদের নিকট হানাফীদের ফিকহ ভুল অথচ যায়দী শিয়াদের ফিকহ বিশুদ্ধ। এ কিতাবেরই আরবী ব্যাখ্যা লিখেছেন বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান। তার কিতাবের নাম, আর-রওজাতুন নাদিয়্যা শরহু দুরারিল বাহিয়্যা। এরা হানাফী ফিকহ ছেড়ে মানুষকে এই বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, আমরা মক্কা- মদিনার ফিকহ উপহার দিব, অথচ দিয়েছে ইয়ামানের শিয়াদের ফিকহ। এরপর আহলে হাদীস আলেম ওহীদুজ্জামান খান আরবীতে একটি ফিকহের কিতাব লিখেছেন, নুযুলুল আবরার মিন ফিকহিন নাবিয়্যিল মুখতার (নির্বাচিত নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহ থেকে নেককার বুযুর্গদের মেহমানদারি)। এর দ্বারা তিনি মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন যে, আমাদের ফিকহ অন্য কোন ব্যক্তির ফিকহ নয়, সরাসরি রাসূল (সঃ) এর ফিকহ। কেমন যেন, তিনি এও বোঝাতে চেয়েছেন যে, ফিকহে হানাফীতে ইমাম আবু হানীফার ফিকহ, রাসূলের ফিকহ নয়, ফিকহে শাফেয়ীতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ফিকহ আর তাদের ফিকহ নিরেট নবীজী (সঃ) এর ফিকহ। আহলে হাদীস আলেম নওয়াব নুরুল হাসান খান ফিকহের কিতাব লিখেছেন, যার নাম দিয়েছেন, আরফুল জাদী মিন জিনানি হাদয়িল হাদী। নওয়াব ওহীদুজ্জামান খান লিখেছেন, কানযুল হাকায়েক মিন ফিকহি খাইরিল খালায়েক (সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।

এভাবে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত শরিয়তবিরোধী মাসআলাগুলোকেও তারা রাসূল স. এর বুঝ হিসেবে চালিয়ে দিযেছে। নাউযুবিল্লাহ। এধরনের চটকদার নামকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধোকায় ফেলেছে। আসুন এবার দেখি, ওহিদুজ্জামান খান সাহেব কানজুল হাকায়েকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী লিখেছেন।

ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

"অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব। তবে আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগীরা ইবনে শু'বা, সামুরা ইবনে জুনদুব এর নামের শেষে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব নয়। "

নীচের স্ক্রিনশট দেখুন,

ভান্ডার)। এটা কি রাসূল স. এর বুঝ ও ফিকহ? নাউযুবিল্লাহ। রাসূল স. এর ফিকহের নামে কীভাবে শিয়াদের আকিদা প্রচার করা হয়েছে লক্ষ করুন। অথচ এগুলোকে সাধারণ মানুষের সামনে রাসূল স. এর বুঝ বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

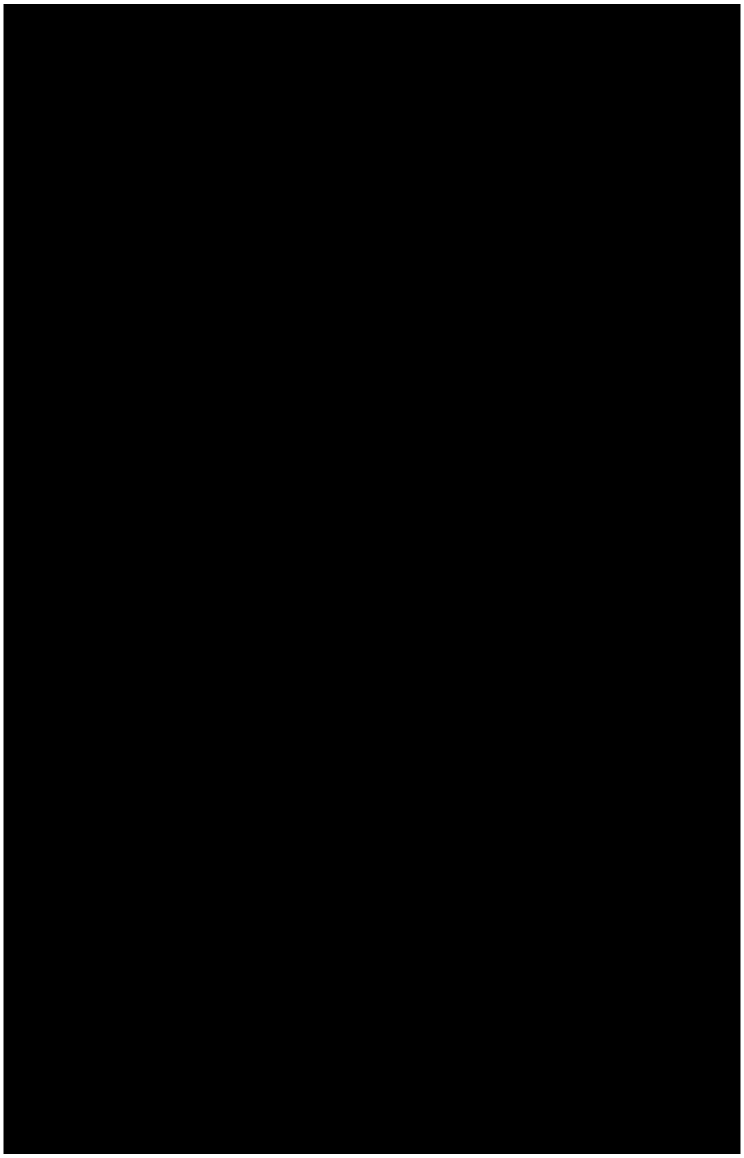

সম্পূর্ণ কিতাবটি নিচের লিংকে পাবেন।

http://www.scribd.com/doc/223244353/Kanzul-Haqaiq-Min-Fiqa-Khair-Ul-Khalaiq-by-Nawab-Siddique-Hasssan-Khan-Phopali

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৭)

June 4, 2014 at 12:14 PM

হযরত মুয়াবিয়া রা. আমর ইবনে আস রা. এর প্রতি অভিশাপ:

ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। ওহিদুজ্জামান সাহেব এর একটি বিখ্যাত কিতাব হলো, আল-ফিকহুল মুহাম্মাদী (রাসূল স. এর ফিকাহ বা বুঝ)। এই কিতাবের পন্চম খন্ডের নাম দিয়েছেন, আল-মাশরাবুল ওয়ারদি মিনাল ফিকহিল মুহাম্মাদী। এই কিতাবের ২৫১ পৃষ্ঠায় ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন,

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন [অনুবাদ] যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিযা ও আখেরাতে লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাদের জন্য জন্য লান্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

"আমরা বলবো, নিশ্চয় মুয়াবিয়া, ইয়াজীদ, আমর ইবনে আস, শিমার, উমর ইবনে সায়াদ, সিনান, খাওলা, আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুল স. কে কষ্ট দিযেছে তারা অভিশপ্ত। ফলে উল্লেখিত ব্যক্তিরাও অভিশপ্ত হবে। একারণে আমাদের আহলে হাদীসদের কিছু কিছু আলেম ইয়াজীদ ও তার সমগোত্রীয়দের প্রতি অভিশাপ দেয়াকে বৈধ বলেছেন। "

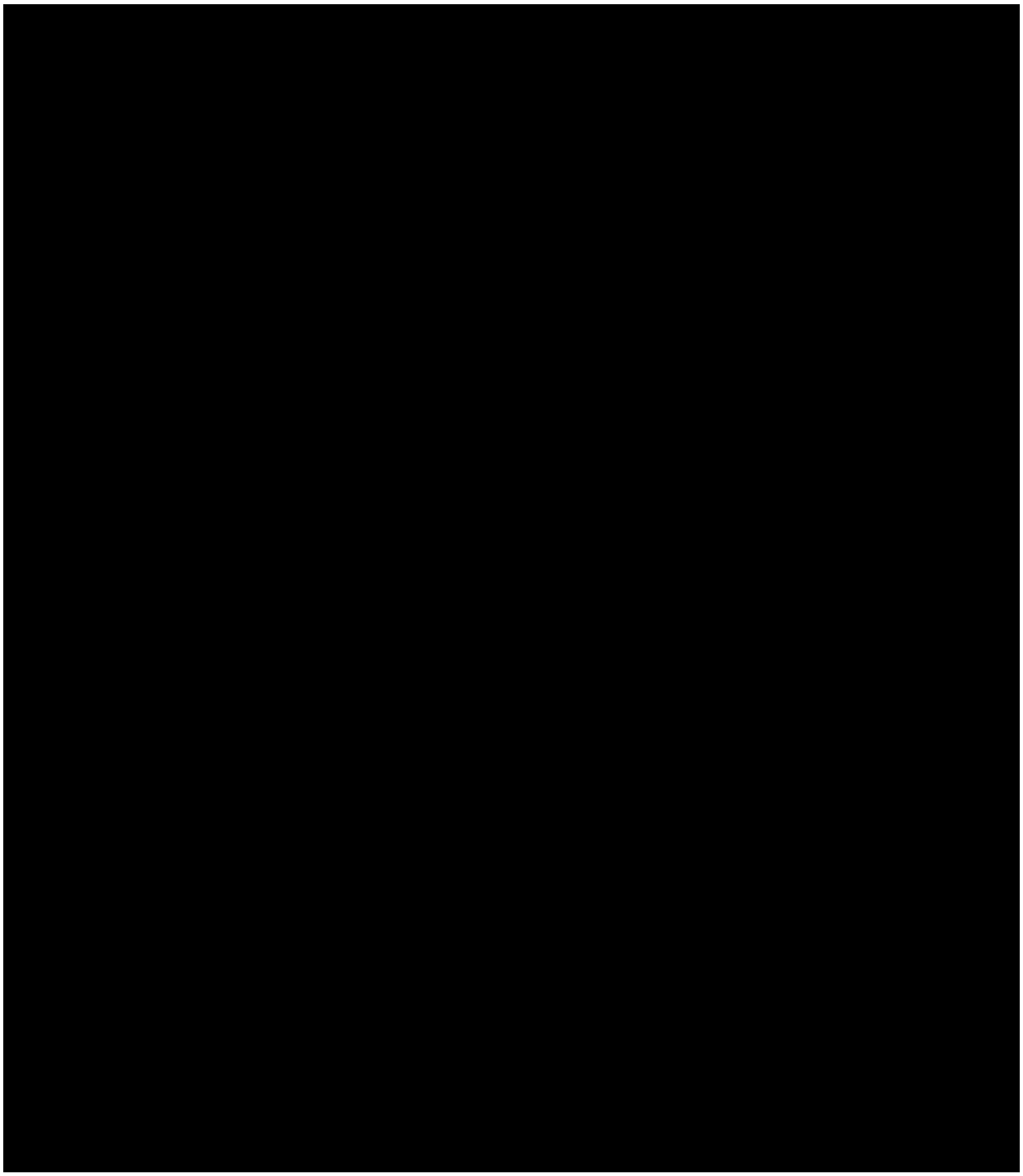

নিচের লিংকে মূল কিতাব রয়েছে। যাচাই করে নিন।

http://www.scribd.com/doc/118377784/%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7

কিছু কিছু সাহাবী ফাসিক ছিলো :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রাসূল স . এর সমস্ত সাহাবী আদেল বা ন্যায় -পরায়ণ। তাদের কেউ ফাসিক নয়। শরীয়তে ফাসিকের কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ হাদীস শাস্ত্রে প্রত্যেক সাহাবীর হাদীসই গ্রহণয়োগ্য। কারণ আমাদের নিকট সমস্ত সাহাবী ন্যায় -পরায়ণ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান তার নুজুলুল আবরার কিতাবে লিখেছে ,

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের আয়াত, " যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক কোন সংবাদ আনে, তাহলে তোমরা তা অনুসন্ধান করো। আযাতটি ওলীদ ইবনে উকরা সম্পর্কে অবতীণ হয়েছে। একইভাবে আল্লাহর বাণী, যে মু'মিন সে কখনও ফাসিকের মতো হতে পারে না। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কিছু সাহাবী ফাসিক ছিলেন। যেমন ওলীদ। একইভাবে হযরত মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগিরা ইবনে শু'বা ও সামুরা ইবনে জুন্দুব ফাসিক ছিলেন।

নুজুলুল আবরার, খ.৩, পৃ.৯৪

যারা আমাদের দেয়া তথ্য যাচাই করতে আগ্রহী তারা নিচের লিংক থেকে নুজুলু আবরার দেখুন ,

http://www.scribd.com/doc/118376172/%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-

%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AF %D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%AF-03

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৮)
June 5, 2014 at 10:21 AM

সাহাবীদের পরবর্তী মুসলমান সাহাবীদের থেকে উত্তম:

আহলে হাদীসদের একটি বিশ্বাস হলো, সাহাবীদের পরবর্তী মুসলমানরা রাসূল স. এর সাহাবীদের থেকে উত্তম হতে পারে। সাহাবীদের যুগের পরে এমন অনেক লোক এসেছে যারা রাসূল স. এর সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো।

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

অর্থাৎ পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে উত্তম হবে না, এ আলোচনা দ্বারা তা আবশ্যক হয় না। কেননা পরবর্তী অনেক আলেম আলেম ইলম, জ্ঞান ও সুন্নতের প্রচারে সাধারণ সাহাবীদের থেকে উত্তম ছিলো। বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করবে না।

সূত্র: হাদইয়াতুল মাহদী, পৃ.৯০।

স্ক্রিনশট দেখুন,

http://www.4shared.com/office/BMXsw1Qy/Hadia_tul_mahdi.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS

এই হলো তথাকথিত আহলে হাদীসদের বিশ্বাস। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোন আলেম একথা বলে না যে , পরবর্তী কোন আলেম সাহাবীদের থেকে উত্তম । ইসলামের ইতিহাসে শিয়ারা ব্যতীত যেহেতু অন্য কোন আলেম এই দাবী করেনি যে সে সাহাবীদের চেয়ে উত্তম তাহলে আহলে হাদীসরা কেন এই দাবী করলো? তারা আসলে কাদেরকে উত্তম বোঝাতে চেয়েছে ? আহলে সুন্নতের উলামায়ে কেরাম যেহেতু সাহাবীদের সাথে অন্যদের তুলনা করাকেও পছন্দ করে না , তাহলে পরবর্তী কোন আলেমদেরকে আহলে হাদীসরা শ্রেষ্ঠ বলল ? তারা কি নিজেদের আহলে হাদীস আলেমদেরকে সাহাবীদের চেয়ে উত্তম বলতে চায় ? শিয়াদের বারো ইমামকে শ্রেষ্ঠ বলার ধারণা থেকেই কি আহলে হাদীসদের এই আকিদার উদ্ভব ?

সাহাবীদের সাথে পরবর্তীদের তুলনা :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ পরবর্তী কোন মুসলমানকে সাহাবীদের সাথে তুলনা করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অন্যান্য উম্মত উত্তম হওয়া তো দূরে থাক , সাহাবায়ে কেরামের ঘোড়ার ধুলির সমতুল্যও হতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ . এর বক্তব্য :

و قد سئل عبد الله بن المبارك ، أيهما أفضل : معاوية بن أبي سفيان ، أم عمر بن عبد العزيز ؟فقال : و الله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة

অর্থ : একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রা . কে প্রশ্নর করা হলো , কে উত্তম ? হযরত মুয়াবিয়া রা . না কি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ .? তিনি উত্তর দিলেন ,

আল্লাহর শপথ , রাসূল স . এর সাথে চলার সময় হযরত মুয়াবিয়া রা . এর নাকে যেই ধুলো প্রবেশ করেছে, সেটি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ থেকে হাজারগুণ উত্তম।

[ওফায়াতুল আইয়ান, খ.৩, পৃ .৩৩, ইবনে খল্লিকান , কিতাবুশ শরীয়া , খ.৫, পৃ .২৪৬৬]

মুয়াফী ইবনে ইমরান রহ . এর বক্তব্য :

و أخرج الآجري بسنده إلى الجراح الموصلي قال : سمعت رجلاً يسأل المعافى بن عمران فقال : يا أبا مسعود ؛ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان ؟! فرأيته غضب غضباً شديداً و قال : لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد

অর্থ : ইমাম আজুররী নিজ সনদে জাররাহ আল-মু 'সিলী থেকে বর্ণনা করেছে , তিনি বলেন , আমি এক ব্যক্তিকে মুয়াফী ইবনে ইমরা রহ . কে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো , হে আবু মাসউদ, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ উত্তম না কি মুয়াবিয়া রা .? আমি তাকে দেখলাম, তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলেন। অত :পর বললেন, রাসূল স . এর সাহাবীদের সাথে কাউকে তুলনা করা যাবে না।

[আশ-শরীয়া , খ.৫, পৃ .২৪৬৭]

আবু উসামা রহ . এর বক্তব্র :

ইমাম আজুররী নিজ সনদে ইমাম আবু উসামা রহ , থেকে বর্ণনা করেছেন , তাকে একদা প্রশ্ন করা হলো,

أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟فقال : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد

অর্থ : হযরত মুয়াবিয়া ও উমর ইবনে আব্দুল আজির এর মধ্যে কে উত্তম ? তিনি বললেন , রাসূল স . এর সাহাবীদের সাথে অন্য কারও তুলনা করা হবে না।

[কিতাবুশ শরীয়া , খ.৫, পৃ .২৪৬৬]

June 7, 2014 at 10:09 AM

[illegible]. [illegible]

[illegible]:

[illegible],

[illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]? [illegible]. [illegible], [illegible]? [illegible]. [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[[illegible] [illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[[illegible] [illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible], [illegible]. [illegible]

[illegible]:

[illegible]-[illegible],

[illegible]

[[illegible]- [illegible], [illegible].[illegible]]

সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বুঝ দলিল নয়:

ফতোয়ায়ে নজীরিয়াতে রয়েছে,

অর্থাৎ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি রাসূল স. এর সময় এমন হতো, তাহলে রাসূল স. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। হযরত আয়েশা রা. এর এ বক্তব্য সম্পর্কে নজীর হুসাইন দেহলবী বলেন, যদি আমরা হযরত আয়েশা রা. এর বক্তব্য মেনেও নেই, তাহলে হযরত আয়েশা রা. এটি নিজের বুঝ থেকে বলেছেন। আর সাহাবীদের বুঝ শরীয়তের দলিল নয়।

[ফতোয়ায়ে নজীরিয়া, খ.১, পৃ.৬২২]

হযরত উমর রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের জঘন্য বিষোদগার:

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

অর্থাৎ শুনে রাখো , অনেক সুস্পষ্ট ও মোটা মোটা মাসআলায় হযরত উমর রা . ভুল করেছেন। আমরা ও আপনারা এ বিষয়ে একমত যে, হযরত উমর রা. এসব মাসআলার দলিল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

[ত্বরীকে মুহাম্মাদী , পৃ .৪১]

হযরত উমর রা. সাধারণ সাধারণ মাসআলায় যদি ভুল করে থাকেন , তাহলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলায় তিনি কী করেছেন ? যিনি সাধারণ মাসআলার দলিলও জানে না , তিনি কঠিন মাসআলার দলিল কীভাবে জানবে ? আহলে হাদীসের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় , হযরত উমর রা. সারা জীবন শুধু ভুলই করেছেন। কারণ যিনি সাধারণ মাসআলায়ও ভুল থেকে বাচতে পারেন না , তিনি কঠিন কঠিন মাসআলায় ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক। নাউযুবিল্লাহ , ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ।

অথচ রাসূল স . হযরত উমর রা. সম্পর্কে বলেন ,

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হযরত উমর রা . এর জিহ্বা ও অন্তরে সত্য নিহিত রেখেছেন।

[তিরিমিযী , হা .৩৬৮২, ইবনে হিব্বান , ৬৮৯৫, আবু দাউদ , ২৯৬২]

আল্লাহ পাক পুরো উম্মতকে সাহাবী বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব -১০)

June 7, 2014 at 12:23 PM

হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . শরীয়ত বিরোধী মাসআলা দিতেন :

নাউযুবিল্লাহ। ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। আমরা আগে জানতাম, সাহাবাযে কেরাম সম্পর্কে এধরনের শব্দ ব্যবহার কেবল শিয়ারাই করে থাকে। অথচ এই শিয়াদের সাথে যুক্ত হয়েছে ছোট শিয়ার আরেকটি তথা আহলে হাদীস। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. এর সেনাবাহিনীতে আহলে হাদীস গোষ্ঠী ছোট শিয়া বা ছুটা রাফেজী হিসেবে পরিচিত ছিলো। তাদের লেখনী দেখলে এই বাস্তবতাই কেবল বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

হযরত উমর রা. কুরআনের বিধান পরিবর্তন করেছেন:

জামিয়া সালাফিয়া বেনারস এর গবেষক আহলে হাদীস আলেম মুহাম্মাদ রইস নদভী তানবিরুল আফাক কিতাবে হযরত উমর রা, সম্পর্কে লিখেছে,

অর্থাৎ হযরত উমর রা. এর আকাংখ্যা ও ইচ্ছা এটাই ছিলো যে, কুরআনের বিধান অনুযায়ী এক বৈঠকের তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করবেন। কিন্তু মানুষের ভুল পদ্ধতি বন্ধ করার উদ্দেশ্য হযরত উমর রা. নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী কুরআনের বিধানে পরিবর্তন করেছেন। হযরত উমর রা. কুরআনের বিধান এভাবে পরিবর্তন করেছেন যে, এক তালাক তিন তালাক হিসেবে পরিগণিত হয়।

[[illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible]:

[illegible]

[[illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible], [illegible], [illegible]? [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রবৃত্তিপুজারী ও স্বার্থান্ধ যেসব আহলে হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করে, তাদের উদ্দেশ্য আহলে হাদীসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি বক্তব্যই যথেষ্ট।

ইবনে তাইমিয়া তার মাজমুুল ফাতাওয়াতে লিখেছে,

অর্থাৎ "হযরত আলী রা. কে সাহাবীদের মাঝে বড় আলেমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তিনি হলেন একজন। ইরাকে অবস্থানরত হযরত ইবনে মাসউদ।" ইলমের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন, হযরত উমর, হযরত আলী, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. এর স্তরের। সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রথম সারীর সাহাবী। যে হরত ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করে কিংবা হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল বলে, সে সব শিয়াদের গোত্রভূক্ত যারা হযরত আবু বরক,

উমর ও উসমান রা. এর সমালোচনা করে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর সামলোচনা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা, তার ধর্মদ্রোহীতা ও মুনাফেকীর প্রকাশ মাত্র।

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৪, পৃ.৫৩১]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শিয়াদের গোত্রভুক্ত আহলে হাদীসরাই কেবল ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করার দু:সাহস দেখাতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব ধরনের শিয়া মনোভাবের লোক থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১১)
June 8, 2014 at 12:34 PM

হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস রা. রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলো:

আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লুগাতুল হাদীস নামে একটা কিতাব লিখেছে। এই কিতাবে র' অধ্যায়ের আলোচনায় সে হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস সম্পর্কে মারাত্মক

জঘন্য ভাষা ব্যবহার করেছে। ওহিদুজ্জামান লিখেছে,

" এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস উভয়ে বিদ্রোহী ও অবাধ্য ও নিকৃষ্ট ছিলো। তাদের জীবনী, মর্যাদা ও ফজীলত সংক্রান্ত আলোচনা কখনও শোভনীয় নয়। বরং সাহাবী হওযার দিকে দৃষ্টি রেখে কেবল তাদেরকে গালাগালি থেকে মুক্ত রাখাই যথেষ্ট।"

স্ক্রিনশট দেখুন,

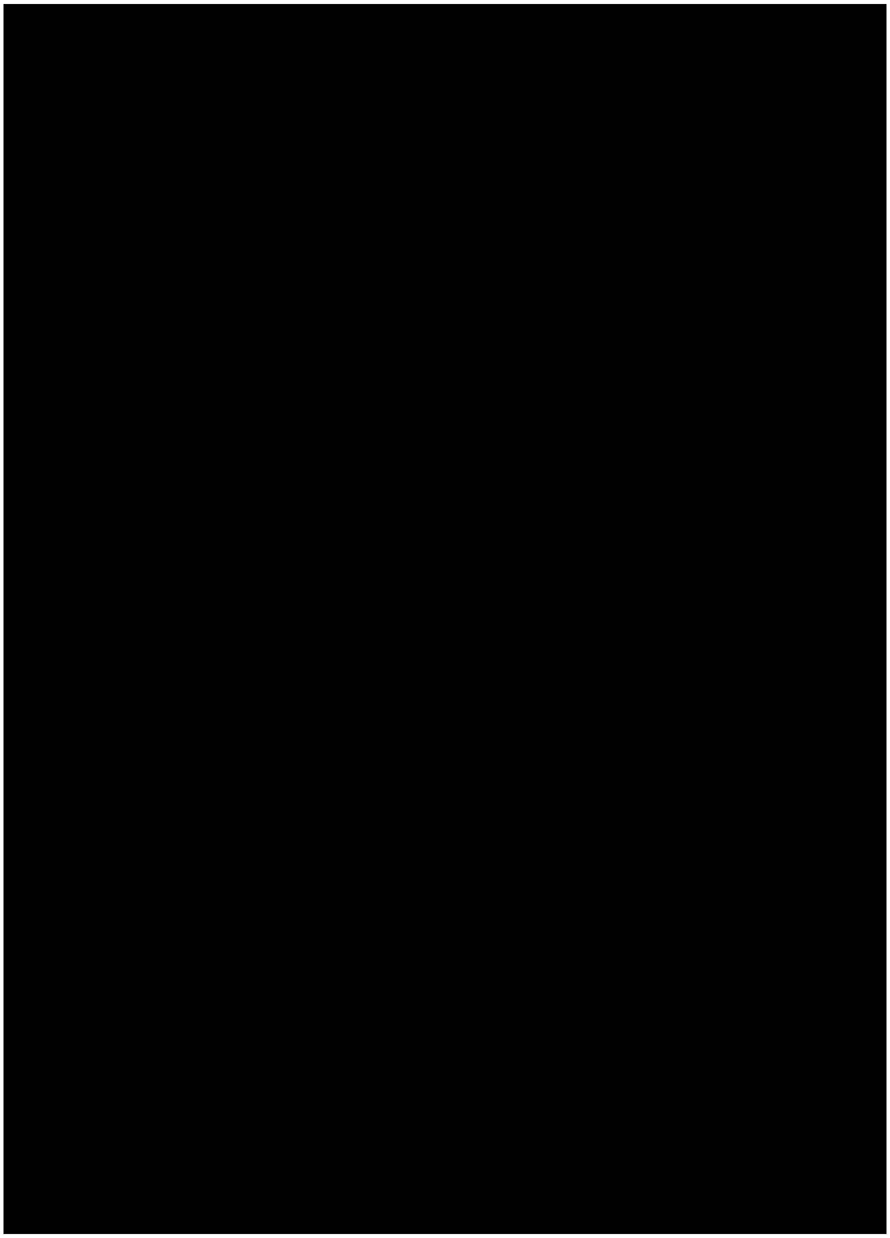

https://ia601001.us.archive.org/9/items/09RaaLughatHadisKitab/09%20Raa%20Lughat%20Hadis%20Kitab.pdf

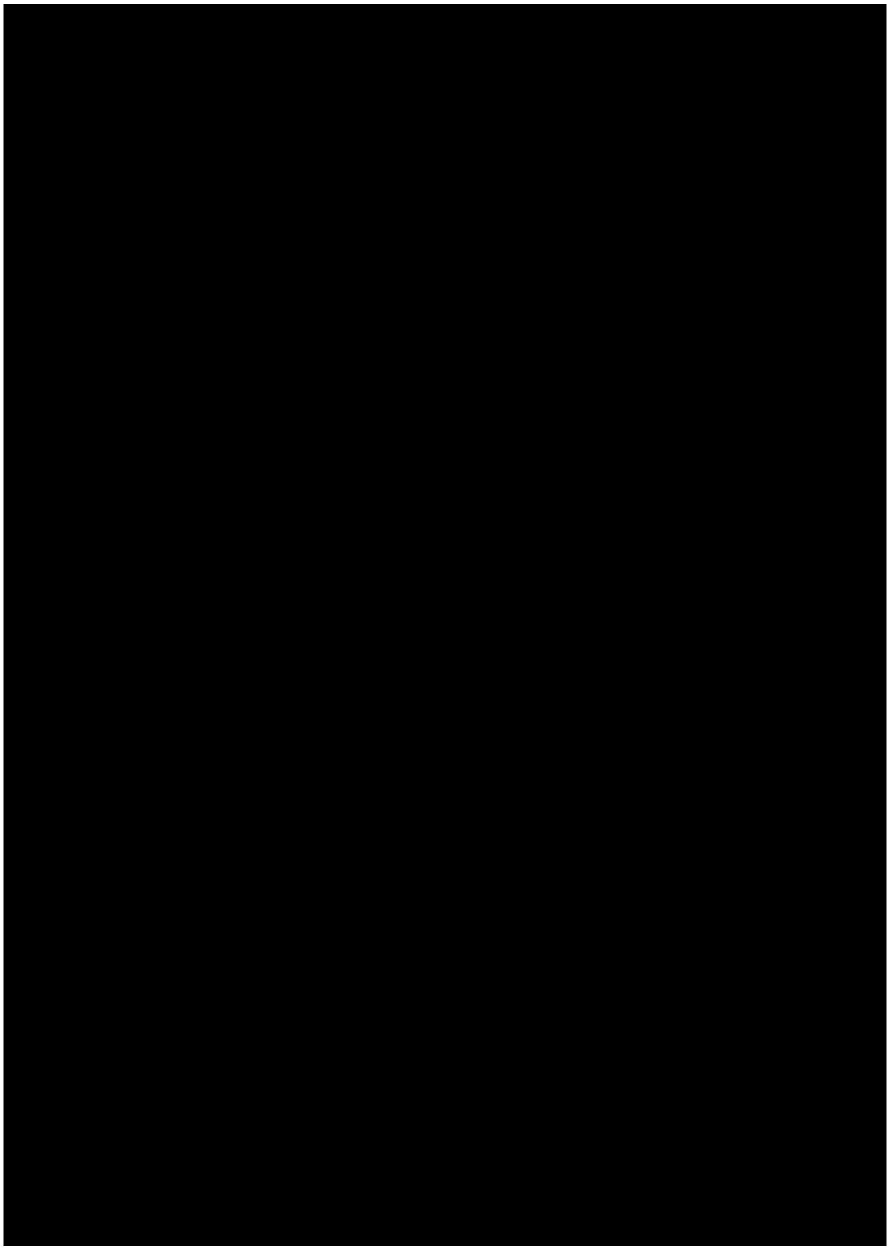

[illegible]:

https://ia601001.us.archive.org/31/items/13SaadLughatHadisKitab/13%20Saad%20Lughat%20Hadis%20Kitab.pdf

[illegible]

তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা হুসনা তথা পরকালে মহা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ তথাকথিক ছোট শিয়ারা তাদেরকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র বানাতে ব্যস্ত। তাদেরকে অভিশপ্ত বলে তারা মহা তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত ঢেলে দিন, তাদের অনুসৃত পথে পরিচালিত করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তথাকথিত সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-১)
June 9, 2014 at 1:30 PM

ভূমিকা:

ইসলামের মূল হলো একজন মানুষের বিশ্বাস। আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস। আল্রাহর নবী- রাসূল, ফেরেশতা ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য বিধি- বিধান আরোপিত হয়। বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, আকিদার পরিশুদ্ধি একজন মানুষকে খাটি মুসলমান বানাতে পারে। মৌখিক স্বীকারোক্তি বা আনুষ্ঠানিক বিধি-বিধান পালনের পূর্বশর্ত আত্মিক বিশ্বাস। একজন মানুষ তখনই কেবল খাটি মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হবে, যখন সে আমল ও স্বীকারোক্তির পাশাপাশি পরিশুদ্ধ বিশ্বাস লালন করবে। অন্তরের গহীন থেকে অন্ধরাচ্ছন্ন বিশ্বাসকে ইমানের আলোয় আলোকিত করবে। সহীহ আকিদার বৃক্ষটি যখন তার অন্তরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকবে, তখনই কেবল সে সিরাতাল মুস্তাকীমের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। তার অন্তরে প্রোথিত বিশ্বাসের বৃক্ষটির মূল হবে হবে অনড়, শাখা- প্রশাখা হবে গগনচুম্বী। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এমন বস্তুনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাসকেই কালিমায়ে তৈয়্যেবার বিশ্বাস বলা হয়েছে। এটিই মূলত: সহীহ আকিদার মূলমন্ত্র। অন্তরের এমন পরিশুদ্ধ ও দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত। এই নেয়ামত কেবল রাসূল স. এর সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথের পথিকদেরকেই দান করা হয়। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ বা সুন্নতের অনুসারী এবং আহলুল জামায়া বা সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সাথে চলার ব্যাপারে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারাই কেবল এই নেয়ামতের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে থাকেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বাইরে যতো মত, দল, মতবাদ বা মতাদর্শ রয়েছে, তারা সহীহ আকিদার নেয়ামত থেকে বন্চিত। সহীহ আকিদা থেকে বন্চিত হওয়ার কারণেই তারা বিপথগামী হয়েছে। বাহাত্তর দলের অন্তুর্ভূক্ত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত সহীহ ও বাতিল আকিদার এই ধারা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু আকিদার অনুসারী থাকবে, যারা সহীহ আকিদার অনুসারী আবার কিছু লোক থাকবে বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী। এটা চিরাচরিত নিয়ম।

বর্তমানে বাতিল আকিদার অন্যতম একটি ফেরকা হলো তথাকথিত সালাফী আকিদার অনুসারীগণ। এরা সালাফ শব্দ ব্যবহার করে মানুষের মাঝে এই ধারণা প্রচার করে থাকে যে, তারা সালাফে সালেহীনের অনুসারী। আমি তাদের সালাফী পরিচয়ে কোন দোষ দেখি না। তবে তারা সালাফে সালেহীনের অনুসারী নয়। পূর্ববর্তী ভ্রান্ত দল কাররামিয়াদের অনুসারী। তারা যেহেতু পুর্ববতী ভ্রান্ত দল কাররামিয়াদের অনুসারী একারণে তাদেরকে সালাফী বলেই উল্লেখ করবো। তবে মনে রাখতে হবে, এদের পূর্ববতী অনুসরণীয়-অনুকরণীয় দল হলো ভ্রান্ত ফেরকা কাররামিয়া।

বর্তমানের সালাফীরা আশ্চর্যজনকভাবে আকিদার পরিশুদ্ধির কথা বলে থাকে। সহীহ আকিদার ব্যবহার তাদের মাঝে একটু বেশিই দেখা যায়। এধরনের অপপ্রচার তাদের বাতিল আকিদাকে নতুন মোড়কে উপস্থাপনের অপচেষ্টা বৈ কিছুই নয়। বাতিল আকিদাকে যে লেবেল, বিশেষণ, নাম বা পরিচিতি দেয়া হোক না কেন, বাতিল বাতিলই থাকে। কাররামিয়ারা যদি নিজেদেরকে মুহাদ্দিস হিসেবে, ফকীহ হিসেবে, আসারী হিসেবে বা সালাফী হিসেবে প্রকাশ করে, তাহলে এসব লেবেল লাগানোর কারণে তাদের আকিদা কখনো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে না। হাদীস অস্বীকারকারীরা যেমন বাতিল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে আহলে কুরআন (কুরআনের অনুসারী) প্রকাশ করে থাকে, আহলে হাদীসরা যেমন ফিকাহ অস্বীকার করে নিজেদেরকে হাদীসের অনুসারী প্রকাশ করে থাকে, ঠিক তেমনি বাতিল আকিদার অনুসারী হয়েও তথাকথিত সালাফীরা নিজেদেরকে সহীহ আকিদার দাবী করে। অথচ বাস্তবে তারা সহীহ আকিদা থেকে যোজন যোজন দূরে। যেমন আহলে কুরআন সম্প্রদায় কুরআনের অনুসরণ থেকে বন্চিত, আহলে হাদীস সম্প্রদায় যেমন হাদীস অনুসরণের দাবী করেও হাদীস অস্বীকারকারীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ ঠিক তেমনি সালাফে সালেহীনের আকিদার অনুসরণে দাবীদার সালাফী সম্প্রদায় বিশুদ্ধ আকিদা থেকে দূরে অবস্থিত।

আমাদের এই বক্তব্য কোন অত্যুক্তি নয়। কারও বিষোদগারের উদ্দেশ্যে অতিরণ্জনও নয়। বরং বাস্তবতা এর চেয়ে মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর। এই বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই বিষয়গুলোর অবতারণা। বিজ্ঞ পাঠক, মূল আলোচনায় ইনশাআল্লাহ এই বাস্তবতাই দেখতে পাবেন।

কাররামিয়াদের আকিদাগুলোকেই মূলত: নতুন মোড়কে সালাফী আকিদা নামে প্রচার করা হচ্ছে। লেবেল ও মোড়ক নতুন হলেও জিনিসে কোন পবিবর্তন হয়নি। বরং পুরোটাই কাররামিয়া আকিদার নতুন সংস্করণ। কাররামিয়া আকিদার মূল উৎস হলো ইসরাইলী রেয়াত তথা ইহুদী আকিদা। কাররামিয়া আকিদার মূল ভিত্তি হলো ইহুদীদের বিকৃত আকিদা। এভাবে কাররামিয়াদের সূত্র ধরে ইসলামে ইহুদী আকিদার চর্চা হয়ে আসছে। বর্তমানে কাররামিয়া ও ইহুদীদের

আকিদাগুলোই বিভিন্ন নামে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ এসব আকিদার সাথে ইসলামী আকিদার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। সালাফী আকিদা, কাররামিয়া আকিদা বা আহলে হাদীস আকিদা যাই বলেন না কেন, এগুলোর মূল ভিত্তি হলো, ইহুদীদের থেকে বর্ণিত অসংখ্য জাল হাদীস। একারণে সালাফীদের উল্লেখযোগ্য আকিদার কিতাবগুলো অধিকাংশ আকিদার কিতাবে জাল বর্ণনার ছড়াছড়ি। শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ জাল ও দুর্বল বর্ণনা এসব কিতাবের মূল উপজীব্য। এসব জাল বর্ণনা কোন ইসলমাী আকিদার প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং অধিকাংশ বর্ণনাই নেয়া হয়েছে ইহুদীদের কাছ থেকে। এভাবে কাররামিয়া ও সালাফী আকিদা অনেক ক্ষেত্রে ইহুদীদের আকিদার সাথে মিলে গেছে। সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাবে জাল বর্ণনার পরিমাণ ও উৎস সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সালাফী আলেমদের মাঝে মৌলিক আকিদার বিষয়ে স্ববিরোধীতা তাদের আকিদাগত বিচ্যুতি প্রমাণে যথেষ্ট। যেসব আকিদা স্বয়ং সালাফী আলেমদের দৃষ্টিতেই পরিত্যাজ্য, ভ্রষ্টতা সেসব আকিদা কীভাবে ইসলামী আকিদা হয়? সেগুলো কেন সহীহ আকিদার নামে ঘটা করে মুসলিম সমাজে প্রচার করা হয়? অথচ স্বয়ং সালাফী আলেমরাই এসব আকিদাকে ভ্রান্ত বলে থাকে। সালাফী আলেমদের এসব স্ববিরোধীতা থেকে দু'টো বিষয় স্পষ্ট হবে, ১. সালাফী আকিদার অনুসারী অনেকেই ভ্রান্ত আকিদার মাঝে নিপতিত আছে। ভ্রান্ত আকিদায় নিপতিত এসব লোকের মাঝে আলেম ও সাধারণ মানুষ উভয়শ্রেণিই রয়েছে। ২. বর্তমানের সালাফী আকিদা মূলত: বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর কারণ।

সেই সালাফী আকিদার মৌলিক নীতিমালার দুর্বলতা, অসারতাও পাঠকের সামনে স্পষ্ট হবে। এদের প্রত্যেকটা মূলনীতিই যে ভঙ্গুর, স্ববিরোধীতায় ভরা, সে বিষয়েও যথেষ্ট ধারণা হবে। আমাদের এই পর্বগুলোতে শুধু তাদের স্ববিরোধী বক্তব্য নিয়ে আলোচনা হবে। এগুলোর খন্ডন বা মূলনীতির অসারতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আকিদা বিষয়ক বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আকিদা বিষয়ে দীর্ঘ তিন চার বছর পড়া-শোনা করলেও এসব বিষয়ে অনেক দেরিতে কলম ধরছি। এর মূল কারণ, বিষয়বস্তুর স্পর্শকাতরতা ও সালাফী আলেমদের প্রতি সহানুভূতি। আলেমদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন মূলত: দেওবন্দী আলেমদের একটি বিশেষ শান বা বৈশিষ্ট্য। তারা আলেমদের ভালো দিকগুলো আলোচনার চেষ্টা করেন। খারাপ দিকগুলো এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ইবনে তাইমিয়া রহ.। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অসংখ্য বাতিল আকিদা থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দী আলেমগণ তার ভালো দিকগুলো সম্মানের সাথে আলোচনা করে থাকেন। যেমন, সাইয্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তার "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" বইয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর প্রশংসনীয় অবস্থান তুলে ধরেছেন। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দেওবন্দী আলেমগণ ইবনে তাইমিযা রহ. বাতিল আকিদাগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, বিখ্যাত

দেওবন্দী আলেম আবু বকর গাজীপুরী তার ' কিয়া ইবনে তাইমিয়া উলামায়ে আহলে সুন্নত মে হে" কিতাবে ইবনে তাইমিয়ার বাতিল আকিদা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এছাড়াও মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. ফতোয়ায়ে উসমানীতে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বাতিল আকিদা খন্ডন করেছেন। উলামায়ে দেওবন্দের এই কর্মপন্থায় কারও ধোকায় নিপতিত হওয়র সুযোগ নেই। বাতিল আকিদার কোন আলেমের ভালো দিক আলোচনার অর্থ এই নয় যে, দেওবন্দী আলেমগণ তাদের বাতিল আকিদা সমর্থন করে কিংবা তাদের সেসব বাতিল আকিদা নিজেরাও পোষণ করে। যারা উলামায়ে দেওবন্দের মানহাজ সম্পর্কে সচেতন নয়, তারাই কেবল এজাতীয় ক্ষেত্রে ধোকায় পড়তে পারে। নতুবা উলামায়ে দেওবন্দ কখনও হক ও বাতিলের মিশ্রণের পক্ষপাতী নয়| তারা কখনও ঐক্যের কথা বলে বাতিল আকিদা গ্রহণের দাওয়াত দেয় না। হক বিষয়কে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহৃিত করা ও তাদের থেকে সতর্ক করাই হলো দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল মিশন।

বর্তমানে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, বাতিলের প্রচারে মানুষকে বাতিলকে হক মনে করতে শুরু করেছে আর হককে বাতিল মনে করে করছে। হকপন্থীরা যখন চুপ থাকে, বাতিল মনে করে তারাই সত্যের উপর রয়েছে। এটি একটি ধ্রুব সত্য। বর্তমানে আমরা এ বাস্তবতারই মুখোমুখি হচ্ছি প্রতিনিয়ত। পরিশেষে সবার কাছে নিবেদন, সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে, হকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সহীহ আকিদার পথে পা বাড়াতে হবে। কারও প্রতি বিশেষ টান বা দুর্বলতা সত্য গ্রহণে যেন অন্তরায় না হয়। নিজেদের আকিদা বিশুদ্ধ করাটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে তাদের আকিদা বিষয়ে সচেতন হওযা জরুরি। সেই সাথে উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো, হক বিষয়কে মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং বাতিলের বিষয়ে সতর্ক করতে থাকে। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন, আলেমদের ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত আক্রোশের বহি:প্রকাশ না ঘটায়। প্রত্যেকের যথাযথ মর্যাদা ঠিক রেখে সত্য গ্রহণে প্রয়াসী হতে হবে। তবে বাতিলকে অবশ্যই বাতিল বলতে হবে। এতে বাতিল যদি নিজেদের মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে, তবে তাদেরকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। হক ও বাতিলের মাঝে মিশ্রণ কখনও কাম্য নয়। ইসলামী ঐক্যের নামে হক ও বাতিলের মিশ্রণের দাওয়াতও বাস্তবতা বিরোধী। সুতরাং ঐক্যের ধুয়ো তুলে বা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে বাতিলের বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা থেকে বিমুখ করার প্রয়াসটিও সঠিক নয়। এটিও প্রান্তিকতার দোষে দুষ্ট। বাতিলের প্রতি অন্যায় ভালোবাসা আর আবেগ থেকেই এধরনের ঐক্যের অজুহাত আসে। ইসলামী ঐক্য যদি আসলেই কাম্য হয়, তবে তা হতে হবে দ্বিপক্ষীয়। এক পক্ষ তাদের বাতিল মতাদর্শ প্রচার করবে, আর অন্যদেরকে ঐক্যের ধুয়ো তুলে সত্য প্রকাশ থেকে দমিয়ে রাখা হবে, এটা কখনও কাম্য নয়। এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করুন। সেই সাথে আল্লাহ পাক সবাইকে সহীহ আকিদা তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা গ্রহণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

তথাকথিত সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-২)
June 10, 2014 at 12:16 PM

আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন (নাউযুবিল্লাহ):

আল্লাহ তায়ালা আরশে বসার আকিদার মূল উৎস হলো ইহুদী ধর্ম। ইহুদীরা আল্লাহ তায়ালাকে আরশে বসা বা সমাসীন মনে করে। ইহুদীদের এই ঘৃণিত আকিদাটি গ্রহণ করেছে কাররামিয়ারা। কাররামিয়াদের অনুসারী হিসেবে তথাকথিত সালাফীরাও এটাকে তাদের আকিদা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে তাদের কেউ কেউ আবার এই আকিদাকে ভ্রান্ত আকিদা বলেও উল্লেখ করেছে। যারা এই আকিদা পোষণ করেছেন, তাদের ভ্রান্তি সম্পর্কে বেশি কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটা শিশুও এই ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে সচেতন। সে জানে, আল্লাহর জন্য সৃষ্টির কোন গুণ সাব্যস্ত করা কুফুরী। সেটা বসার আকিদা হোক, শোয়া বা দাড়ানোর আকিদা হোক না কেন। হাটা, চলা, বসা, দাড়ানো, শোয়া, এগুলো সব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সব গুণ থেকে পবিত্র। তার গুণের সাথে তুলনীয় কিছুই নেই।

আল্লাহর বসার বিষয়ে আমরা সর্বপ্রথম ইহুদীদের আকিদা উল্লেখ করবো। এরপর কাররামিয়াদের আকিদা। সব শেষে সালাফী আলেমদের বক্তব্য।

আরশে বসার ব্যাপারে ইহুদী আকিদা:

অল্ড টেস্টামেন্টের ফাস্ট কিং বইয়ে রয়েছে,

And Micaiah said, “Therefore hear the word of the LORD: I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing beside him on his right hand and on his left;

অর্থাৎ সুতরাং প্রভূর বাণী শোনো। আমি প্রভূকে তার কুরসীর উপর বসা দেখলাম এবং আসমানের সকল সৈন্য তার ডান ও বাম পাশে দাড়ানো ছিলো।

[অল্ড টেস্টামেন্ট, দি বুক অফ ফাস্ট কিং, পরিচ্ছেদ ২২, শ্লোক, ১৯]

অনলাইন ভার্সন :

http://biblehub.com/1_kings/22-19.htm

অল্ড টেস্টামেন্টের দি বুক অব সামে রয়েছে ,

you have sat on the throne, giving righteous judgment.

অর্থ : আপনি ন্যায় -পরায়ণ হিসেবে কুরসীতে উপবেশন করেছেন। [বুক অব সাম , পরিচ্ছেদ ,৯, শ্লোক , ৪।]

অল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব সামে রয়েছে ,

God reigns over the nations; God sits on his holy throne.

অর্থ : প্রভূ জাতিসমূহের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন , প্রভূ তার পবিত্র কুরসীতে বসলেন।

[বুক অব সাম , পরিচ্ছেদ , ৪৭, শ্লোক , ৮]

অনলাইন ভার্সন :

http://biblehub.com/psalms/47-8.htm

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে রয়েছে ,

and crying out with a loud voice, “Salvation belongs to our God who sits on the throne

□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□

[The Book of Revelation, □□□□□□□□□, □, □□□□□□, □□]

□□□□□□□ □□□□□□□:

http://biblehub.com/revelation/7-10.htm

□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□,

"That is why they stand in front of God's throne and serve him day and night in his Temple. And he who sits on the throne will give them shelter.

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

[The Book of Revelation, □□□□□□□□□, □, □□□□□□, □□]

□□□□□□□ □□□□□□□,

http://biblehub.com/revelation/7-15.htm

□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □□□□□,

And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever

অর্থাৎ তারা সেই সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো যিনি আরশে বসে আছেন, যিনি চিরণ্জীব।

[The Book of Revelation, পরিচ্ছেদ, ৪, শ্লোক, ৯]

http://biblehub.com/revelation/4-9.htm

কাররামিয়াদের আকিদা:

১. মুহাম্মাদ ইবনে কাররামের একটি মৌলিক ভ্রান্ত আক্বিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা দেহ ও শরীর বিশিষ্ট। তার দেহের একটি সীমা ও সমাপ্তি রয়েছে। তার মতে আল্লাহর দেহের নিচের দিকের কেবল সীমা ও সমাপ্তি রয়েছে, যেই দিক আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. ইবনে কাররামের আরেকটি আক্বিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপরের অংশ স্পর্শ করে আছেন।

৩. ইবনে কাররামের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর স্থির হয়ে আছেন।
সত্ত্বাগতভাবে তিনি উপরের দিকে রয়েছেন। আরশ হলো আল্লাহর অবস্থানের স্থান।

বিস্তারিত দেখুন,

আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৩, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৮, ই’তেকাদু ফিরাকিল মুসলিমিন, পৃ.১৭, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৪, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৮।

সালাফী আকিদা :

সালাফীদের অন্যতম শায়খ হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী। তিনি বেশ কিছু কিতাব লিখেছেন। এসব কিতাবের অন্যতম একটি কিতাব হলো কিতাবুত তাউহীদ। কিতাবুত তাউহীদের একটি ব্যাখ্যা লিখেছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর নাতী শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান। তিনি কিতাবুত তাউহীদের এ ব্যাখ্যার নাম দিয়েছেন ফাতহুল মাজীদ। ফাতহুলী মাজীদ কিতাবুত তাউহীদের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন , শায়খ আব্দুল কাদের আর -নাউত। ফাতহুল মাজীদের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় আল্লাহর আরশে বসার কথা রয়েছে। এখানে রয়েছে ,

إذا جلس الرب علي الكرسي

"যখন প্রভূ কুরসীর উপর বসলেন "।

নীচের স্ক্রিনশটের চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য :

একটি ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে এভাবে সালাফীদের আকিদার কিতাবে আল্লাহর কুরসীতে বসার ঘৃণ্য আকিদা বর্ণনা করা

এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে উভয়টি রাসূল স . কে দেয়া হবে। তবে আল্লাহর পাশে রাসূল স . কে বসানো হবে , এই ব্যাখ্যাটি অধিক যুক্তিসঙ্গত।

[ফতোয়া ও রসাইল, পৃ .১৩৬। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আলুশ শায়খ , তাহকীক মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে কাসেম , প্রথম প্রকাশ , ১৩৯৯ হি :, মাতবায়াতুল হুকুমিয়া , মক্কা]

নীচের স্ক্রিনশটের চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য :

অর্থাৎ তথাকথিত সালাফীরা এভাবে স্রষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়েছে। রাসূল স . আরশে যদি আল্লাহর পাশে বসেন , তাহলে আল্লাহ ও রাসূল স . এর মাঝে পার্থক্য কোথায় ? কীসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহকে রাসূল স . থেকে পৃথক করবে ? উভয়ের গুণ যদি একই হয় , তাহলে

স্রষ্টাকে কীসের ভিত্তিতে স্রষ্টা বলা হবে? অনেক সালাফী হয়তো বলবে, আল্রাহ তার শান অনুযায়ী রাসূল স. কে তার পাশে বসাবেন। আমরা বলবো, তাহলে হিন্দুদের অপরাধ কী? তাদের দেবতার ধারণার ক্ষেত্রেও তারা বলবে, স্রষ্টা তার শান অনুযায়ী সব কিছুর মাঝেই আছেন। এভাবে পৃথিবীর এমন কোন বাতিল আকিদা নেই, যা এই কথা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহর শানের খেলাফ কোন বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে, তার শান প্রমাণের চেষ্টা চরম গোমরাহী। যে সব বিষয় থেকে তিনি সম্পূর্ণ, সেসব বিষয় থেকে তার পবিত্রতা ঘোষনাই হলো তার শান। কোন ভালো মানুষকে চোর সাব্যস্ত একথা বলা যে, তার শান অনুযায়ী চোর, আর আল্লাহর জন্য মাখলুকের গুণ সাব্যস্ত করে তার শান অনুযায়ী বলা একই কথা। কাউকে যদি ভালো মানুষ বলেন, তাহলে সে চোর নয় এটাই তার শান। সে যদি চোর হয়, তাহলে সে ভালো মানুষ নয়। শান অনুযায়ী শব্দ যোগ করলেও চোর হবে, না করলেও চোর হবে। একইভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মাখলুকের সমস্ত গুণ থেকে পবিত্র বিশ্বাস করতে হবে। এখন যদি মাখলুকের গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আল্লাহ থাকবেন না। মাখলুকের স্তরে নেমে যাবেন। এটাকে আপনি শান অনুযায়ী বলেন বা অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করেন না কেন।

এভাবে সালাফী আকিদা মূলত: মানুষকে আল্লাহর বসার আকিদার দাওয়াত দিয়েছে। আর এধরনের কুফুরী আকিদার দিকে দাওয়াত দেওয়ার পরেও সালাফীরা কীভাবে হকের পথে থাকে?

৩. সালাফীদের বিখ্যাত একজন শায়খ হলেন সালেহ আল-উসাইমিন। শায়খ সালেহ আল-উসাইমিনের উস্তাদ হলেন, আব্দুর রহমান সা'দী। তিনিও আরব সালাফীদের মাঝে বেশ পরিচিত। আব্দুর রহমান সা'দীও আরশে বসার আকিদা পোষণ করেন। তিনি লিখেছেন,

" ইস্তেওয়ার একটি ব্যাখ্যা হলো, স্থির হওয়া বা বসা। এই ব্যাখ্যাটি সালাফ বা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত"

[আল-আজইবাতুস সা'দিয়া আনিল মাসাইলিল কুয়েতিয়্যা, পৃ.১৪৭। তাহকীক, ড. ওলীদ আব্দুল্লাহ।]

নীচের রেখাংকিত অংশ দ্রষ্টব্য:

আব্দুর রহমান সা'দী সাহেব বলেছেন, আল্লাহর আরশে বসার ব্যাখ্যাটি সালাফ বা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত। পূর্ববর্তী দ্বারা তিনি যদি ইহুদী ও কাররামিয়াদের উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে ঠিক আছে। ইহুদী কাররামিয়ারা এই নিৃকষ্ট আকিদা পোষণ করে থাকে। তিনি যদি সালাফ বলতে ইসলামের নেককার সালাফে সালেহীনকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। সাধারণ সালাফীরা তাদের পূর্ববতী বলতে তাদের অনুসরণীয় কাররামিয়া ও মুজাসসিমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সালাফ বলতে ইবনে তাইমিয়া (মৃত: ৭২৮ হি:) ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়ূমকে উদ্দেশ্য নেয়। কারণ বর্তমান সালাফীদের মূল অনুসরণীয় হলো, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম। আর ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়ূম মূলত: কাররামিয়াদের ঘোর অনুসারী ছিলো। এদের আকিদা মূলত: মুশাববিহা, মুজাসসিমা ও কাররামিয়াদের আকিদা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪. বর্তমান সালাফীদের বিখ্যাত শায়খ হলেন সালেহ আল-উসাইমিন। তিনিওএই ইহুদীবাদী আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহর আরশে বসার আকিদাটি তিনিও স্বীকৃতি দিয়েছেন। শায়খ সালেহ আল-উসাইমিন তার মাজমুউল ফতোয়ায় ইবনুল কাইয়্যিম এর বক্তব্য এনেছেন। ইবনে তাইমিয়ার বিখ্যাত ছাত্র ইবনুল কাইয়্যূমও আরশে বসার আকিদা রাখতো। শায়খ সালেহ আল-ফাউজান লিখেছেন,

" ইস্তাওয়া শব্দের আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, বসা। ইবনুল কাইয়্যিম আস-সাওয়াইকুল মুরসালা (খ.৪, পৃ.১৩০৩) কিতাবে এই ব্যাখ্যাটি খারিজা ইবনে মুসআব থেকে বর্ণনা করেছেন। সূরা ত্বহার ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, বসা ছাড়া কখনও কি ইস্তাওয়া হয়?

[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রসাইল, ইবনে উসাইমিন, খ.১, পৃ.১৩৫, দারুল ওযাতন]

স্ক্রিনশটের চিহৃিত অংশ দ্রষ্টব্য:

৫. সালাফীদের অন্যতম বিখ্যাত শায়খ হলেন শায়খ সালেহ আল-ফাউজান। তিনি আব্দুল আজীজ বিন ফয়সাল আর-রাজেহীর একটি কিতাবের ভূমিকা লেখে দিয়েছে। কুদুমু কাতাইবিল জিহাদ নামক এই বইয়ে আব্দুল আজিজ রাজেহী আরশে বসার আকিদা সম্পর্কে লিখেছে,

"বসা ছাড়া কখনও কি ইস্তাওয়া হয়? এই কথাটি সঠিক। এর উপর কোন ধুলোবালি নেই। অর্থাৎ এটি নি:সন্দেহে সঠিক।"

[কুদুমু কাতাইবিল জিহাদ, পৃ.১০১]

নীচের রেখাংকিত অংশ দ্রষ্টব্য:

আশ্চর্যজনক স্ববিরোধীতা:

আকিদার ক্ষেত্রে সালাফী শায়খদের দোদুল্যমান অবস্থা দেখলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। এদের নির্দিষ্ট কোন দিক নেই। এখন পূর্বে থাকলে কিছুক্ষণ পরে ঠিকই পশ্চিমে যায়। এধরনের স্ববিরোধী অবস্থান বড় বিস্ময়কর। শায়খ সালেহ আল-ফাউজান অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহর বসার আকিদা স্বীকার করেছেন। যারা এটা অস্বীকার করে তাদেরকে দুর্বল

মস্তিষ্কের আখ্যাযিত করেছেন। এমনকি তাদের কথা ধর্তব্য নয় বলেও রায় দিয়েছেন। অথচ তিনি আবার লিখেছেন,

প্রশ্ন: শায়খ, আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দান করুন। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ইস্তাওয়া গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ তিনি আরশে বসেছেন, তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? এটা কি তা’বীল বা ব্যাখ্যার অন্তুর্ভূক্ত হবে?

উত্তর: এটি বাতিল ও ভ্রান্ত। কেননা বসা দ্বারা ইস্তাওয়ার ব্যাখ্যা করা হয় না।আর আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলি না।

[শরহু লুময়াতিল ই’তেকাদ, পৃ.৩০৫]

স্ক্রিনশট:

২. শায়খ ইবনে জিবরীন সালাফীদের অন্যতম শায়খ। তিনি আল-জওয়াবুল ফাইক ফির রদ্দি আলা মুবাদ্দিলিল হাকাইক নামে একটা পুস্তক লিখেছেন। এই পুস্তকে তিনি আল্লাহর বসার আকিদাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এমনকি যারা এ আকীদাকে আহলে সুন্নতের আকিদা বা নজদের ওহাবী বা সালাফী আলেমদের আকিদা বলে থাকে, তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

“সালাফে সালেহীনের কিতাবে ইস্তাওয়া শব্দের ব্যাখ্যায় বসার কোন অর্থ উল্লেখ নেই। সুতরাং আহলে সুন্নতের দিকে এই আকিদা সম্পৃক্ত করা কিংবা সালাফী আলেমদের দিকে এই আকিদা সম্পৃক্ত করা, তাদের সম্পর্কে মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়।“

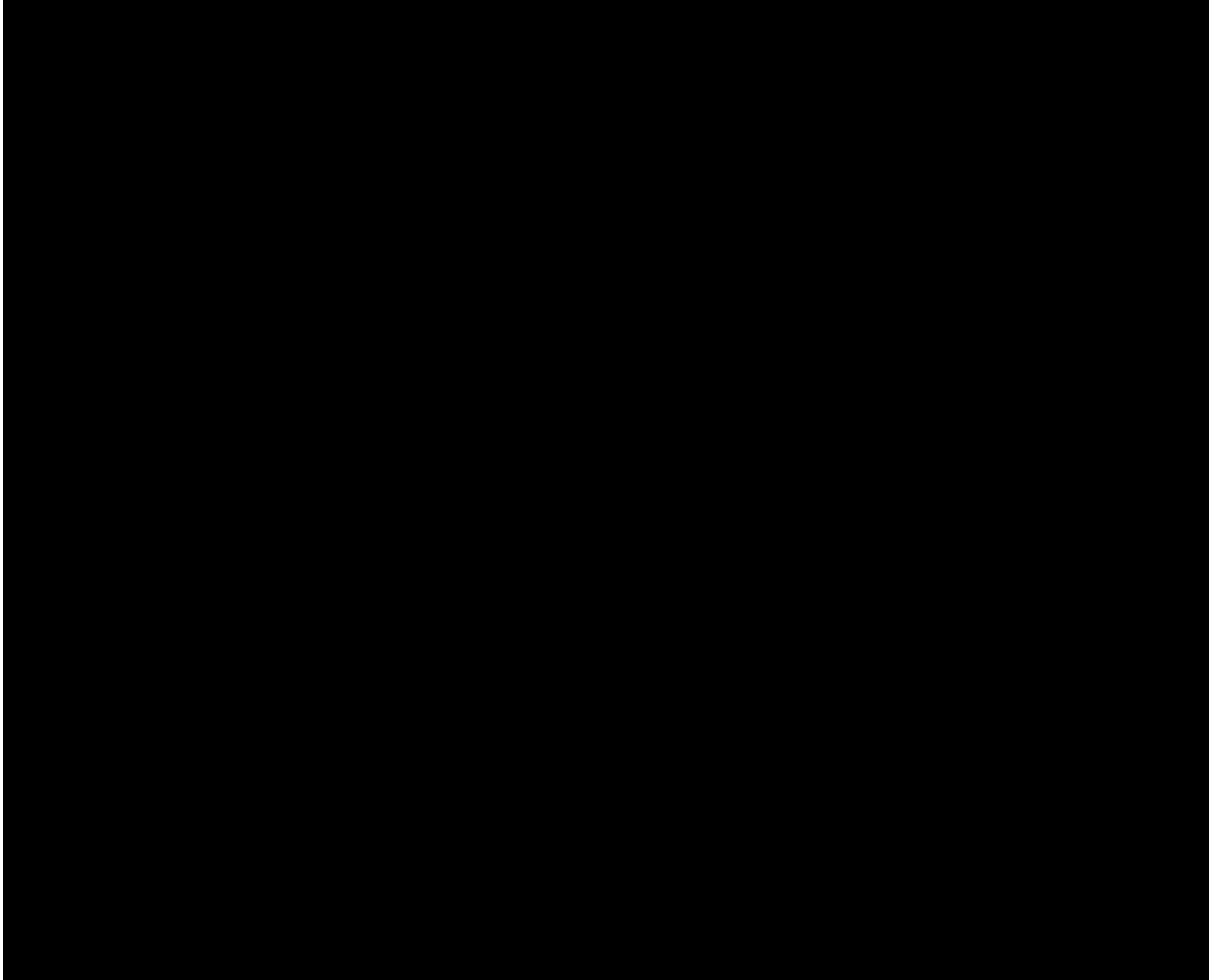

শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতে যেসব হাদীসে স্পষ্টভাবে আল্লাহর দিকে বসার কথা উল্লেখ রয়েছে এগুলো জাল হওয়া বান্ছনীয়। কেননা এসব হাদীসের বক্তব্য মুনকার। কেননা আল্লাহর আরশে বসার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। আর বসার কথা যেসব হাদীসে রয়েছে, সেগুলো কখনও রাসূল স. এর হাদীস হতে পারে না। কারণ আল্লাহর দিকে বসার সম্পৃক্ততাই প্রমাণ করে যে এটি রাসূলস. এর হাদীস নয়। শায়খ আলবানীর সব লেখা সংকলন করে একটি মউসুয়া বের করা হয়েছে। এই মউসুয়ার প্রথম খন্ডে আকিদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খন্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠার শিরোনাম হলো,

“আল্লাহ তায়ালা জন্য বসার আকিদাটি ভিত্তিহীন”

এখানে শায়খ আলবানী বলেছেন,

“ আল্লাহর বসার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। সুতরাং আল্লাহর দিকে বসার আকিদা সম্বলিত হাদীস জাল হওয়াটাই বান্চনীয়”

নীচের রেখাংকিত অংশ দ্রষ্টব্য:

এছাড়া শায়খ আলবানী আরও স্পষ্টভাবে এই ভিত্তিহীন ভ্রান্ত আকিদাটি তার আল -মুখতাসারুল উলু কিতাবে খন্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন ,

ولست ادري ما الذي منع المصنف - عفا الله عنه - من الاستقرار على هذه القول ، وعلى جزمه بان هذه الاثر منكر كما تقدم عنه ، فانه يتضمن نسبة القعود على العرش لله عزوجل ، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى وهذا مما لم يرد ، فلا يجوز اعتقاده ونسبته الى الله عزوجل

অর্থাৎ ইমাম যাহাবী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন , আমি জানি না , লেখক (ইমাম যাহাবী) এই কথার উপর কেন অটল রইলেন না। এবং এই বর্ণনা মুনকার বা অবান্ছিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় রইলেন

না। কেননা, এ বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালার দিকে বসার কথা সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরশে স্থির আছেন এটা সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহর বসার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং এটি বিশ্বাস করা এবং তা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ হবে না।

[মুখতাসারুল উলু, পৃ.১৭, প্রথম সংস্করণ]

পরবতী আলোচনায় আরশে বসার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিমের বক্তব্য উল্লেখ করা হবে। এই বাতিল আকিদা শুধু উল্লেখিত শায়খরাই রাখে না, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয্যিমও রাখতো। এছাড়া তারা আরও কিছু জঘন্য বিষয় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছে। পরবর্তী নোটে ইনশাআল্লাহ এগুলো আলোচনা করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১২)
June 10, 2014 at 6:03 PM

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রা. না বললেও জুলফিকার আলী ভূট্রোকে রাযিয়াল্লাহু বলে সম্মান প্রদর্শন:

ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট আহলে হাদীসদের অন্যতম আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি ইন্ডিয়ার আহলে হাদীসদের মাঝে বেশ বিখ্যাত। আহলে হাদীসদের মাঝে তার অনুবাদকৃত সিহাহ সিত্তাহ ব্যাপক প্রচলিত। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী আহলে হাদীসদের মাঝে স্বীকৃত একজন আলেম ছিলেন। আহলে হাদীস আলেমদের জীবনীর উপর লেখা চালিস উলামাযে আহলে হাদীস (চল্লিশজন আহলে হাদীস আলেম) কিতাবে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর লেখা একটি কিতাব হলো, কানযুল হাকাইক মিন ফিকহি খাইরিল খালাইক ((সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।

ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

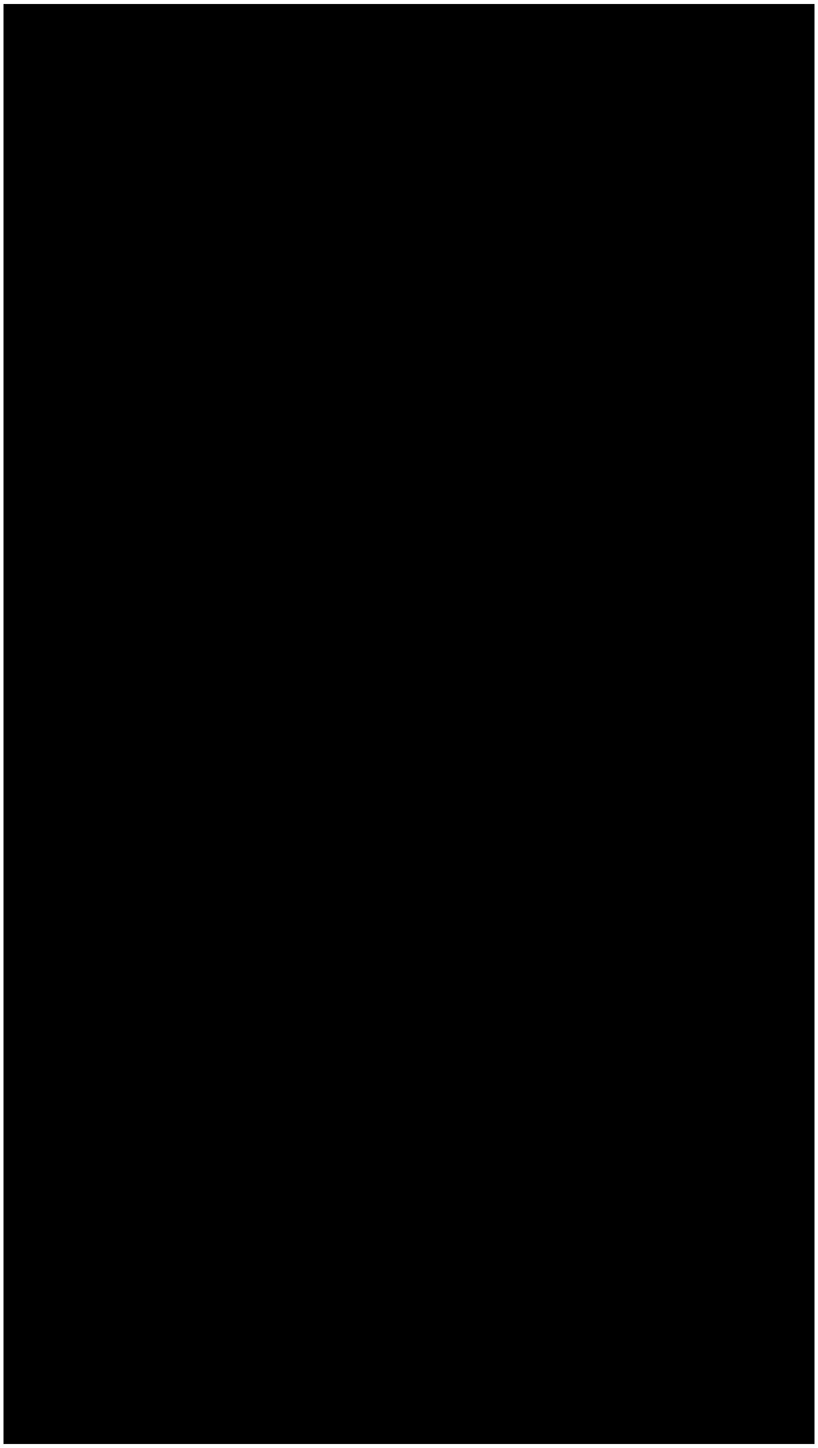

এই বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠায় জনৈক আহলে হাদীস আলেমের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ:

প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষের? আর ভূট্রোর মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাজিয়াল্লাহ আনহু ব্যবহার করে কী মারাত্মকভাবেই না তিনি এর সাথে ঠাট্রা করলেন? সাহাবায়ে কেরামের শানে আমরা যেটাকে অত্যন্ত গর্বের সাথে ব্যবহার করি, তারা এটাকে ব্যবহার করছে ভুট্রোর জন্য। এধরনের সীমাহীন ঠাট্রাকে একজন মুসলমান কীভাবে মেনে নিতে পারে?

আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন।

আহলে হাদীস আকিদা (পর্ব-১)
June 17, 2014 at 6:42 PM

আহলে হাদীসদের বর্তমান মুখপাত্র মুতিউর রহমান মাদানী বিভিন্ন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে লেকচার দিয়ে থাকেন। এসব ইসলামী দলকে কাফের-মুশরিক, খারেজী, বাতিল, গোমরাহ আখ্যা দেয়া তার মূল কাজ। এই লোকটি বর্তমান বিশ্বে দ্বীনের খেদমতে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কেও লেকচার দিয়েছে। সে দেওবন্দী আকিদা নামে একটি লেকচার দিয়েছে। আহলে হাদীসদের নিকট এ লেকচারটি খুবই পরিচিতি লাভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই তথাকথিত আহলে হাদীস মাদানী দুনিয়ার অন্য সবার বিরুদ্ধে লেকচার দিলেও আহলে হাদীস আলেমদের সম্পর্কে কখনও কোন লেকচার দেয় না। সালাফী আলেমদের বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে কোন লেকচার সে দেয় ন। সৌদি আরবের নিয়মিত বেতন-ভাতা ভোগ করার কারণে সৌদি সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও মুখ খোলে না। এই দরবারী আলেম যেসব কারণ দেওবন্দী আলেমদের সমালোচনা করেছে, হুবহু সেসব আকিদা তথাকথিত সালাফী বা আহলে হাদীস আলেমরা পোষণ করলেও সে কখনও এদের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। নিজের দলের হাজারটা ভুল থাকলেও সে অন্যের ভুল ধরতে উস্তাদ। দেওবন্দী আলেমরা যদি কুফুরী-শিরকী আকিদা রাখে, তাহলে তাদের চেয়ে জঘন্য আকিদা রেখে তথাকথিত সালাফী-আহলে হাদীসরা তুলসী পাতা হয় কী করে? আমরা এবারের আলোচনায় ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেমদের আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করবো। মতিউর রহমান ও তার ভক্তদের কাছে নিবেদন থাকবে, এসব আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধেও লেকচার তৈরি করুন। তাদেরকে কাফের-মুশরক, বাতিল-গোমরাহ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে লেকচার দিন। আমরা আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। আমরা এ পর্বগুলোতে মতি মাদানীর মিথ্যাচারের জওয়াব দিবো না। শুধু আহলে হাদীসদের সেসব আকিদা বর্ণনা করবো, যেগুলো মাদানী আহলে হাদীসদের নিকট কুফুরী ও শিরকী। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে দেওবন্দী আকিদার নামে মতি মাদানী দেওবন্দী আলেমদের সম্পর্কে যে মিথ্যাচার করেছ তার বিস্তারিত উত্তর দেয়া হবে।

মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা:

আহলে হাদীস একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম হলো ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে যাদের অবদান স্বীকৃত, ওহিদুজ্জামান তাদেরই একজন। আহলে হাদীস আলেমরা অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার এই অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী তিরমিজী শরীফ সিহাহ সিত্তার সবগুলো হাদীসের কিতাব অনুবাদ করেছেন। আহলে হাদীস মাদ্রাসা ও পরিবারগুলোতে ওহিদুজ্জামানের অনুবাদই প্রচলিত ছিলো। আহলে হাদীসদের নিকট ওহিদুজ্জামানের অবস্থান জানতে দেখুন,

১. জামাআয়াতে আহলে হাদীস কি তাসনিফী খেদমাত, লেখক, মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী বেনারসী।

২. হিন্দুস্তান মে আহলে হাদীস কি ইলমী খিদমাত, লেখক, মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ইয়াহইয়া ইমাম খান।

৩. ২০০৩ সালে প্রকাশিত চালিস উলামায়ে আহলে হাদীস (চল্লিশজন আহলে হাদীস আলেমের জীবনী) নামে একটি কিতাব বের হয়েছে। এই কিতাবের দশ নাম্বার আলেম হিসেবে ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে হাদইয়াতুল মাহদী, নুজুলুল আবরার ইত্যাদী কিতাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও লেখক আহলে হাদীস আলেম হিসেবে ওহিদুজ্জামানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৪. পীর বদিউদ্দীন রাশেদী হাদইয়াতুল মুস্তাফীদ (খ.১, পৃ.৯৫) এ ওহিদুজ্জামানের জীবনী আলোচনা করেছে। এখানে সে ওহিদুজ্জামান সম্পর্কে লিখেছে, তিনি একজন আমলওয়ালা আলেম ছিলেন,যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও সুন্নত প্রেমী ছিলো।

৫. আহলে হাদীস আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান ফারিয়াবী জুহুদুন মুখলাসা নামে একটি আরবী কিতাব লিখেছেন। এই কিতাবে তিনি ওহীদুজ্জামানের জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তিনি হিন্দুস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও আহলে হাদীস আলেম নজীর হুসাইন দেহলবীর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি সারা জীবন রাসূল স. এর সুন্নতের প্রচারে ব্যয় করেছেন। "

ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী সাহেবের একটি বিথ্যাত কিতাব হলো, হাদইয়াতুল মাহদী। হাদইয়াতুল মাহদী কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় তিনি নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের একটি আমল বর্ণনা করেছেন। নওয়াব সিদ্দিক হাসানের খানের পরিচয় দেয়ার প্রযোজন আছে বলে মনে করি না। তিনি উপ মহাদেশে আহলে হাদীসদের প্রথম সারির আলেম। কাজী শাওকানীর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। এমনকি শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-বানী তার জীবনে দীর্ঘ দিন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের লেখা আর-রওজাতুন নাদিয়্যা কিতাবটি ক্লাসে পড়িয়েছেন। এর উপর তিনি এর উপর একটা ব্যাখ্যাও লিখেছেন, আত-তা'লীকাতুর রজীয়্যা নামে।

ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানের একটি বক্তব্য হাদইয়াতুল মাহদী কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

" নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান বলেছেন, হে আমার দ্বীনের কেবলা, সাহায্য করো। হে আমার ঈমানের কা'বা সাহায্য করো। হে ইবনুল কাইয়্যিম সাহায্য করো। হে কাজী শাওকানী সাহায্য করো"

স্ক্রিনশট দেখুন,

June 18, 2014 at 5:41 AM

আহলে হাদীসদের নবীদের তালিকা:

আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী তার হাদইয়াতুল মাহদী কিতাবে লিখেছে,

অর্থাৎ আমাদের জন্য অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত অস্বীকার করা উচিৎ নয়, যাদের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু তাওয়াতুর বা অসংখ্য লোকের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, তারা নেককার নবী ছিলো; যদিও এসব বর্ণনাকারী কাফের হয়। যেমন, হিন্দুদের রামচন্দ্র, লক্ষণ, কিশান জী, পারস্যের ঝারাতুশত, চীন ও জাপানের গৌতম বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস। গ্রিকদের সক্রেটিস, পিথাগোরাস (এরা সবাই নবী ছিলো)।

[হাদইয়াতুল মাহদী , পৃ .৮৫, মাতবুয়া শাওকাতুল ইসলাম , বেঙ্গলোর]

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট দেখুন ,

মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক :

http://www.4shared.com/office/BMXsw1Qy/Hadia_tul_mahdi.htm?locale=en

এতো দিন পিথাগোরাসকে একজন গণিতবিদ হিসেবে জানতাম। আহলে হাদীস আলেমের ওসিলায় সে যে একজন নবী (?) ছিলো, তাও জানা গেল। গৌতম বুদ্ধও যে একজন নবী, এই অজানা সত্য আহলে আলেমরাই জাতিকে জানিয়েছেন। এছাড়াও হিন্দুদের রামচন্দ্র, লক্ণণ ও কিশান জীর প্রতি তিনি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাতে শুধু আমরা (?) কেন খুশি হবো, হিন্দুরাও এই আহলে হাদীস আলেমকে বাহবা দিবে। এদেরকে যে নবী বলল, এর বিচারের ভার পাঠকের হাতে অর্পণ করলাম। সক্রেটিস, পিথাগোরাসকে যারা নবী বলে বিশ্বাস করে, তাদের সহীহ আকিদার (?) স্বরুপ জানতে ইচ্ছা করে।

প্রথম পর্বের লিংক:

http://tiny.cc/krymhx

আহলে হাদীস আকিদা (পর্ব-৩)
June 18, 2014 at 4:12 PM

রাসূল স. সর্বত্র বিরাজমান:

আহলে হাদীসদের মাঝে পরিচিত একটি কিতাব হলো বুলুগুল মারাম। বুলুগুল মারামের বিখ্যাত অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। বুলগুল মারামের একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান। আহলে হাদীসদের এই বিখ্যাত আলেম বলুগুল মারামের এই ব্যাখ্যা নাম দিয়েছেন, মিসকুল খিতাম। মিসকুল খিতাম কিতাবের ১ ম খন্ডের ২৪৪ পৃষ্ঠায় রাসূল কে সর্বত্র বিরাজমান বলেছে। সৃষ্টির প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে রাসূল স. বিদ্যমান। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছে,

" রাসূল স. প্রত্যেক মুহূর্তে এবং সর্ববস্থায় মু'মিন ও আবেদ বান্দাদের অন্তরের প্রফুল্লতা ও চোখের শীতলতার মাধ্যম। বিশেষভাবে ইবাদতের সময়। কারণ এ অবস্থায় মানুষের সামনে উর্ধ্বজগতে উন্মোচিত হয়ঁ এবং নূরের প্রবাহ অধিক শক্তিশালী হয়। কিছু কিছু বুজুর্গ বলেছেন, তাশাহুদে রাসূল স. কে "ইয়া আইয়ূহান নাবিউ" (হে নবী) বলে সম্বোধন মূলত: সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুর মাঝে রাসূল স. এর সত্ত্বার অনুপ্রবেশের কারণে বলা হয়ে থাকে। সুতরাং রাসূল স. নামাজী ব্যক্তির সত্ত্বার মাঝে বিদ্যমান থাকে। এজন্য নামাজী ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হলো, নামায অবস্থায় এ বিষয়টির প্রতি

লক্ষ্য রাখবে এবং রাসূল স. এর উপস্থিতির ব্যাপারে উদাসীন থাকবে না। এর মাধ্যমে সে রাসূল স. এর নৈকট্য, নুরানিয়াত ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে। "

[মিসকুল খিতাম, বুলুগুল মারাম এর ব্যাখ্যা, ১ম খন্ড, পৃ.২৪৪]

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট:

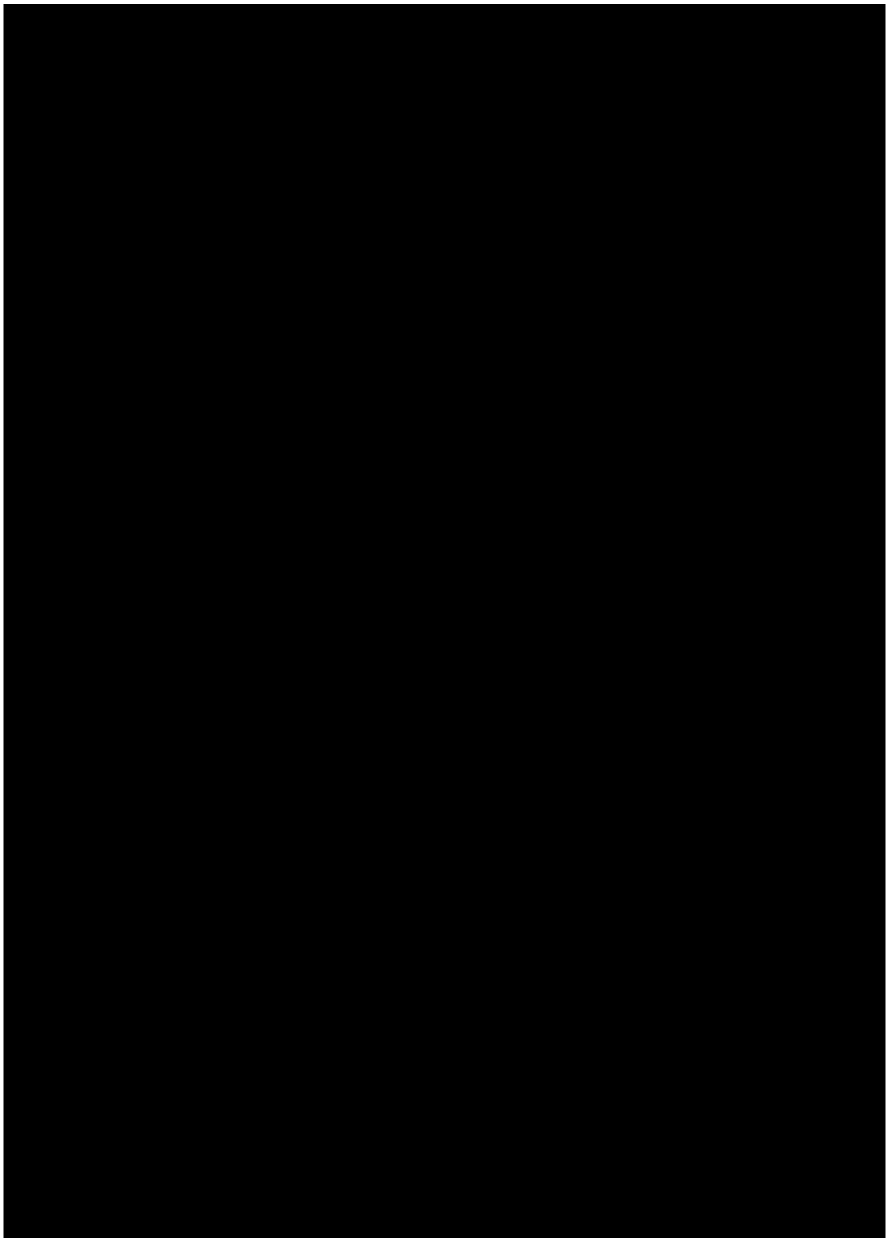

[illegible]:

https://archive.org/details/miskulkhitam

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[[illegible] [illegible], [illegible].[illegible], [illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]-[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]:

ইয়া আলী, ইয়া রাসূলুল্লাহ বা ইয়া গাউস বলা সঠিক:

" উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, মানুষ বলে থাকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ (হে আল্লাহর রাসূল), ইয়া আলী (হে আলী) অথবা ইয়া গাউস (হে গাউস) এগুলোর কারণে আমরা তাদের ব্যাপারে শিরকের ফয়সালা দেই না।"

আহলে হাদীস, সালাফী ও তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইদের কাছে জানতে চাই, আপনাদের গুরুদের যেসব আকিদা উপরে প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সহীহ আকিদা না কি শিরক?

তথাকথিত সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-3)
June 18, 2014 at 7:11 PM

আল্লাহ আরশে স্থির হয়েছেন:

আমরা জানি, গতিশীল বা ঘূর্ণনশীল বস্তুই কেবল স্থির হয়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে গতিশীল বা স্থির হওযার আকিদা মূলত: আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া। অথচ

তথাকথিত সালাফী আলেমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এই ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে থাকে। পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহা ৫ নং আয়াত সহ বিভিন্ন জায়গায় ইস্তাওয়া শব্দ এসেছে।
সালাফী আলেমরা ইস্তাওয়ার অর্থ করেছে বসা ও স্থির হওয়া। আমরা পূর্বের আলোচনায় আল্লাহ তায়ালা বসার ব্যাপারে সালাফীদের জঘন্য বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এ পর্বে ইনশাআল্লাহ তারা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে যে স্থির হওযার মতো জঘন্য আকিদা রাখে তার বিস্তারিত প্রমাণ উল্লেখ করবো।

ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

সালাফীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আল-আকিদাতুল ওযাসিতিয়্যা নামে একটি আকিদার কিতাব লিখেছেন। আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যা ব্যাখ্যা লিখেছেন ইবনে উসাইমিন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, শরহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা। কিতাবটি দারু ইবনিল জাওযী প্রকাশ করেছে। ইবনে উসাইমিন এ কিতাবে লিখেছে,

" ইস্তাওয়ার অর্থ হলো, উচু হওয়া ও স্থির হওয়া"

[শরহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা, খ.১, পৃ.৩৫৭, দারু ইবনিল জাওযী]

স্ক্রিনশট:

ইবনে জিবরীনের বক্তব্য:

সালাফী শায়খ ইবনে জিবরীন আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যার একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, আত-তালিকাতুজ জাকিয়্যা। তিনি এ কিতাবে লিখেছেন,

" অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মতে "ইস্তাওয়া" এর অর্থ হলো স্থির হওয়া"

[আত-তা'লিকাতুজ জাকিয়্যা, পৃ.২১১-২১২, খ.১]

স্ত্রিনশট:

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]'[illegible] [illegible] [illegible],

" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] " [illegible] [illegible]"

[[illegible] [illegible] [illegible]'[illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible]:

সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-৪)
June 19, 2014 at 12:21 AM

কুরসী হলো আল্লাহর দুটি পা রাখার স্থান:

আমরা দ্বিতীয় পর্বে বিস্তারিত প্রমাণসহ আলোচনা করেছি যে, বর্তমানের সালাফী আকিদার উৎস হলো ইহুদীদের আকিদা। এই কথাটি সালাফী আকিদার ক্ষেত্রে দিনের আলোর মতো সত্য। যারা সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব পড়েছেন, তাদের কারও কাছে বিষয়টি গোপন নয়। সাধারণ মানুষের সামনে তারা সহীহ আকিদার ঢেকুর তুললেও তাদের মৌলিক কিতাবে ইহুদী- খ্রিষ্টানদের আকিদাগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে। এমন সব জঘন্য আকিদা বর্ণনা করা হযেছে, যার সাথে ইসলমাী আকিদার কোন সম্পর্ক নেই। এসব আকিদা ইসলমাীকরণের জন্য বিভিন্ন জাল ও দুর্বল বর্ণনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। অধিকাংশ জাল ও জয়ীফ বর্ণনা ইহুদীদের কাছ থেকে নেয়া। ইহুদীদের কাছ থেকে নেয়া সালাফীদের একটি আকিদা হলো, কুরসী হলো আল্লাহর উভয় পা রাখার স্থান। এর মাধ্যমে প্রথমে তারা নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর জন্য দু'টি পা সাব্যস্ত করেছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিয়ে সেগুলোর জন্য রাখার কথা বলেছে। এবং আল্লাহর উভয় পা রাখার জন্য কুরসীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। আমরা যে সূরা ইখলাসে পড়েছি, আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী, অথচ এদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর পা রাখেন। অর্থাৎ তিনি পা রাখার জন্য কুরসীর সহযোগিতা নেন। নাউযুবিল্লাহ। এধরনের জঘন্য সব আকিদা আল্লাহর জন্য তারা সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

সালাফী শায়খ ইবনে উসাইমিন তার লমুয়াতুল ই'তেকাদ কিতাবের ব্যাখ্যায় লিখেছে,

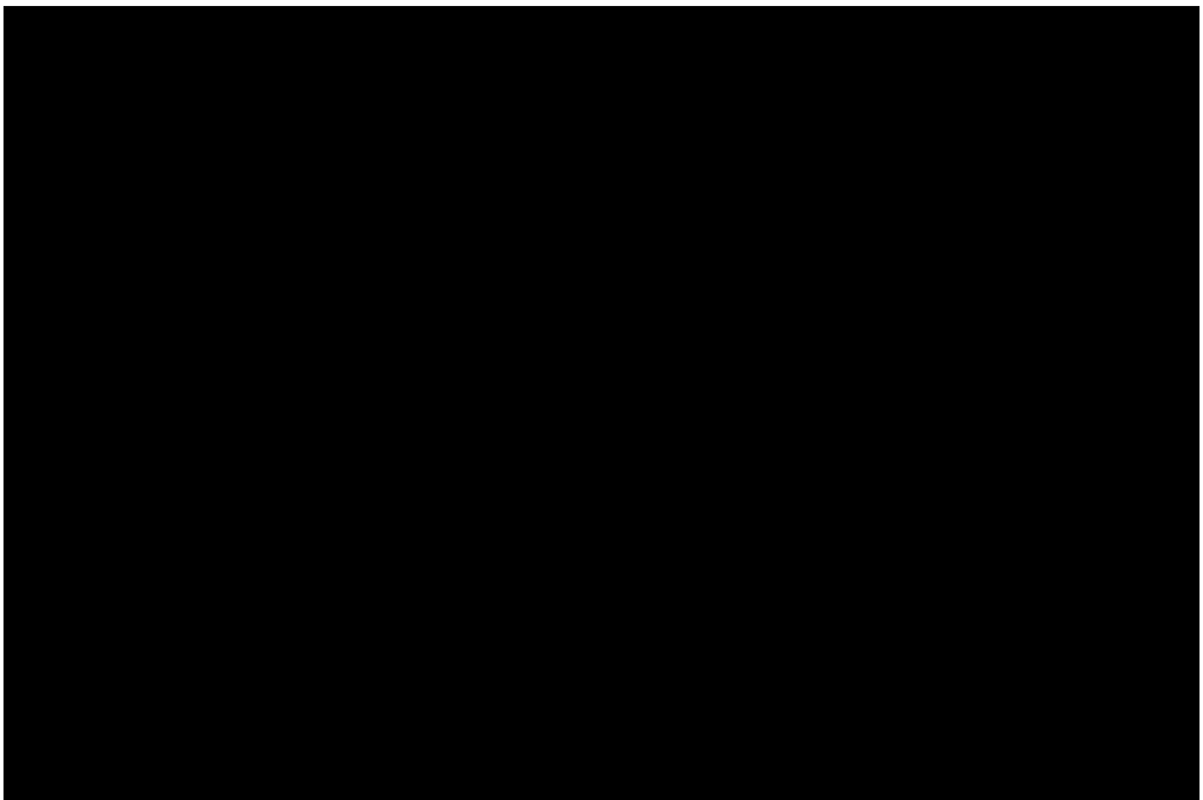

সালেহ আল-ফাউজানের বক্তব্য:

সালাফী শায়খ সালেহ আল-ফাউজান আকিদাতুত ত্বহাবীর উপর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, আত-তা'লীকাতুল মুখতাসারা। তিনি এ কিতাবে লিখেছেন,

" কুরসী হলো আরশের নীচে। আর একটি আছার বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হলো আল্লাহর উভয় পা রাখার স্থান"

[আত-তা'লীকাতুল মুখতাসারা আলাল আকিদাতিত ত্বহাবিয়্যা, পৃ.১২৪]

স্ত্রিনশট:

আব্দুল আজিজ রাজেহীর বক্তব্য:

শায়খদের স্ববিরোধী বক্তব্যসমূহ:

ইবনে বাজের বক্তব্য: সম্ভবত এটি ইহুদী বর্ণনা

****

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ আকিদাতুত ত্বহাবীর একটি ব্যাখ্যা লিখেছে। তিনি এর নাম দিয়েছেন আত-তা'লীকাতুল বাজিয়া। এ কিতাবে ইবনে বাজ লিখেছেন,

" ইবনে আব্বাস রা. এ বক্তব্যটি ইহুদীদের কিতাব থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, কুরসী আল্লাহর উভয় পা রাখার স্থান, এটি বলার জন্য রাসূল স. এর স্পষ্ট বক্তব্য প্রয়োজন, যেখানে ভিন্ন সম্ভাবনার অবকাশ থাকবে না। ইবনে আব্বাস রা. এর এ বক্তব্যটি সম্ভাবনাময়। কেননা, এটি বনী ইসরাইলদের বর্ণনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তিনি হয়তো রাসূল স. থেকে এটি শোনেননি। কেননা, অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন। আর কুরসী হলো, একটি সমুদ্রের নীচে। এই সমুদ্রের উপরে আরশ অবস্থিত। সুতরাং কুরসী আল্লাহর পা রাখার স্থান, এটি প্রমাণের জন্য স্পষ্ট বক্তব্য প্রয়োজন। নতুবা এটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। সম্ভাবনা রয়েছে, এটি একটি ইসরাইলী (ইহুদী) বর্ণনা"

[আত-তা'লিকাতুল বাজিয়া, পৃ.৬০৫]

স্ত্রিনশট:

শায়খ আলবানীর বক্তব্য: সম্ভবত এটি ইহুদী বর্ণনা

****

শায়খ আলবানী কুরসী আল্লাহর পা রাখার স্থান সম্পর্কে লিখেছে,

" সম্ভাবনা রয়েছে, এটি একটি ইসরাইলী বা ইহুদীদের বর্ণনা"

[মাউসুআতুল আলবানী, পৃ.৩১২]

স্ত্রিনশট:

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইহুদীদের আকিদা থেকে হেফাজত করুন।

নোট: পূর্বে আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যা লেখার কথা কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন যে, সালাফী শায়খরা আকিদাতুত ত্বহাবীর উপর এতো ব্যাখ্যা কেন লেখে?

আসলে সালাফী শায়খরা ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্য ব্যাখ্যার জন্য এটার উপর বিশ্লেষণী কিতাব লেখে না। বরং এদের ব্যাখ্যা লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইমাম ত্বাহাবীর আকিদা খন্ডন করে নিজেদের বাতিল আকিদা এর মাঝে প্রবেশ করানো, ইমাম ত্বহাবীর বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করা এবং নিজেদের বাতিল আকিদাসমূহকে আকিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যার নামে সমাজে প্রচার করা। সালাফীদের লেখা আকিদাতুত ত্বাহাবীর একটি ব্যাখ্যার সাথেও ইমাম ত্বহাবী রহ. এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এগুলোকে ব্যাখ্যা না বলে, ইমাম ত্বাহাবীর আকিদা বিকৃতির কিতাব বলা যেতে পারে। ইবনে আবিল ইয থেকে শুরু করে সালাফীদের যারাই এর ব্যাখ্যা করেছে, সবাই একই কাজ করেছে। ইবনে বাজ, আলবানীসহ সব সালাফীই একই পথের অনুসারী। নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আকিদাতুত ত্বাহাবীর ব্যাখ্যার নাম দিয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবধরনের ধোকা থেকে বেচে থাকার তৌফিক দান করুন।

সালাফী শায়খের জঘন্য উক্তি:

****

বর্তমান সালাফী আকিদার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেহবাদী আকিদা লক্ষ্য করা যায়। এর একটি বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হলো, কুরসীর উপর পা রাখার আকিদাটি। সালাফী উসামা আল-কাসসাস ইসবাতু উলুবিল্লাহ নামে একটি কিতাব লিখেছে। এ কিতাবে সে তার জঘন্য দেহবাদী আকিদার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। সে লিখেছে,

" কুরসী হলো আল্লাহর উভয় পা রাখার স্থান। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার উভয় পা কুরসীর উপর রাখেন এবং কুরসীর উপর বসেন বা স্থির হন"

স্ক্রিনশট:

এর চেয়ে স্পষ্ট দেহবাদী আকিদা আর কী হতে পারে? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ আকিদার নামে প্রচারিত সকল ভ্রান্ত আকিদা থেকে বেচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-৫)
June 19, 2014 at 6:37 PM

আল্লাহ তায়ালার ছায়া:

ইবনে বাজের বক্তব্য:

****

সালাফীদের বিখ্যাত শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বাজের মতে আল্লাহ তায়ালার ছায়া রয়েছে। তিনি তার কিতাবে স্পষ্ট বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার ছায়া রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর এই ছায়ার নীচে সাত শ্রেণির মানুষকে আশ্রয় দিবেন।

ইবনে বাজ তার মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাতে লিখেছেন,

প্রশ্ন: হাদীসে রয়েছে, যে দিন কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণির মানুষকে তার নিজ ছায়ার তলে স্থান দিবেন। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে এই গুণ সাব্যস্ত করা যাবে যে, আল্লাহর ছায়া রয়েছে?

উত্তর: হ্যা। যেমনটি হাদীসে রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তার আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। কিন্তু বোখারী মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার নিজ ছায়ায় স্থান দিবেন। সুতরাং " আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী আল্লাহর ছায়া রয়েছে। "

[মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, খ.২৮, পৃ.৪০২]

স্ত্রিনশট:

ইবনে উসাইমিন রিয়াজুস সালেহীন এর একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন। রিয়াজুস সালেহীনের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,

"ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ছায়া যা আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন। তার প্রিয় বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর নীচে ছায়া দান করবেন। এর দ্বারা আল্লাহর নিজের ছায়া উদ্দেশ্য নয়।......যে ছায়া দ্বারা আল্লাহর নিজের ছায়া আছে বলে বিশ্বাস রাখে সে গাধার চেয়েও নির্বোধ"

[শরহু রিয়াজিস সালেহীন, খ.৩, পৃ.৩৪৭]

স্ক্রিনশট:

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাসির আল-বাররাক এর বক্তব্য:

সালাফী শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক বলেন,

" ছায়া হলো আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর দিকে ছায়ার সম্পৃক্ততা মুলত: ছায়ার মর্যাদা ও আল্লাহর মালিকানাধীন বোঝানো উদ্দেশ্য। এই হাদীস থেকে বলা যাবে না যে, আল্লাহর নিজের ছায়া রয়েছে"

[ফাতহুল বারীর টীকা, ২য় খন্ড, পৃ.৫০৩]

স্ক্রিনশট:

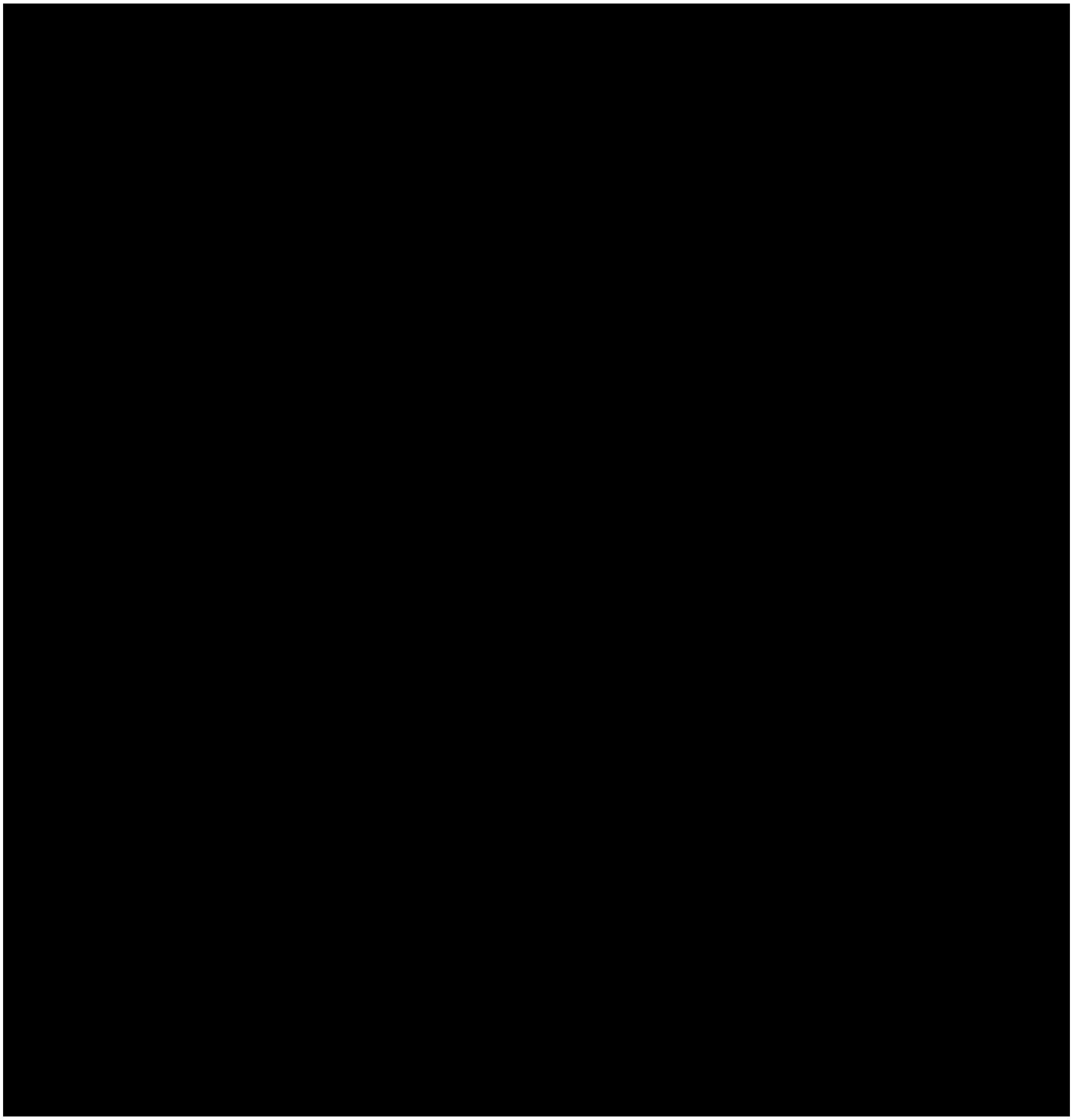

শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

সালাফীদের শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী কিয়ামতের দিনের ছায়া সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর মালিকানাধীন ছায়া। যে ছায়ার মালিক আল্লাহ তায়ালা। এখানে আল্লাহর নিজের ছায়া উদ্দেশ্য নয়। তিনি লিখেছেন,

" আল্লাহর দিকে ছায়ার সম্পৃক্ততা আল্লাহর মালিকানা বোঝানোর জন্য।... এ ছায়া দ্বারা মুলত: আরশের ছায়া উদ্দেশ্য"

[মাউসুয়াতুল আলবানী, খ.১, পৃ.৩৬৬]

স্ক্রিনশট:

নিবেদন:

সহীহ আকিদার ভাইয়েরা, দয়া করে জানাবেন, কার বক্তব্য সঠিক। ইবনে বাজের না কি অন্যান্য শায়খদের? আর যে আল্লাহর ছায়া সাব্যস্ত করে তার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?

সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-৬)
June 20, 2014 at 4:48 AM

আল্লাহর সীমা:

"ইবনে বাজের মতে আল্লাহর সীমা রয়েছে। তবে আল্লাহর সীমা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।"

আমরা কুরআন ও হাদীসের কোথাও এধরনের কোথা পাইনি। আল্লাহ পাক ভালো জানেন, ইবনে বাজ এধরনের কথা কোথায় পেলেন। সীমা থাকা সম্পূর্ণ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। এটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্তের ব্যাপারে কেন এতো মরিয়া, আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। ত্বহাবী শরীফে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সীমা-পরিসীমা থেকে পবিত্র। এই স্পষ্ট বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন,

ইবনে বাজ তার মাজমুউ ফাতাওয়া তে বলেছেন,

" আল্লাহর সীমা রয়েছে, তবে সেটা তিনিই জানেন, বান্দা জানেন না"

[মাজমুউ ফাতাওয়া, খ.২, পৃ.৭৮]

স্ক্রিনশট:

ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

****

ইবনে উসাইমিনের মতে হদ বা সীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি থেকে পৃথক। সৃষ্টি ও আল্লাহর মাঝে পার্থক্যের যে সীমা রয়েছে, সেটি আল্লাহর জন্য সত্য। অর্থাৎ ইবনে উসাইমিনের নিকট হদ বা সীমার অর্থ হলো, সৃষ্টি ও আল্লাহর মাঝে পার্থক্যের সীমা।

[শরহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়া, খ.১,পৃ.৩৭৯]

স্ক্রিনশট:

ইবনে জিবরীনের বক্তব্য:

সালাফী শায়খ ইবনে জিবরীনের মতে আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে একটি সীমা রয়েছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টি ও আল্লাহর মাঝে পার্থক্য করা হয়।

[আর-রিয়াজুন নাদিয়্যা, খ.২, পৃ.১৫]

স্ক্রিনশট:

সালেহ আল-ফাউজানের বক্তব্য:

****

সালেহ আল-ফাউজানের মতে হদ বা সীমার অর্থ হলো, বাস্তবতা। অর্থাৎ আল্লাহর হদ আছে এর অর্থ হলো, আল্লাহ প্রকৃত পক্ষেই আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।

সালেহ আল-ফাউজানের মতে, হদ দ্বারা কোন সীমা উদ্দেশ্য নয়।

[শরহু লুময়াতিল ই'তেকাদ, পৃ.২৯৭]

স্ক্রিনশট:

****

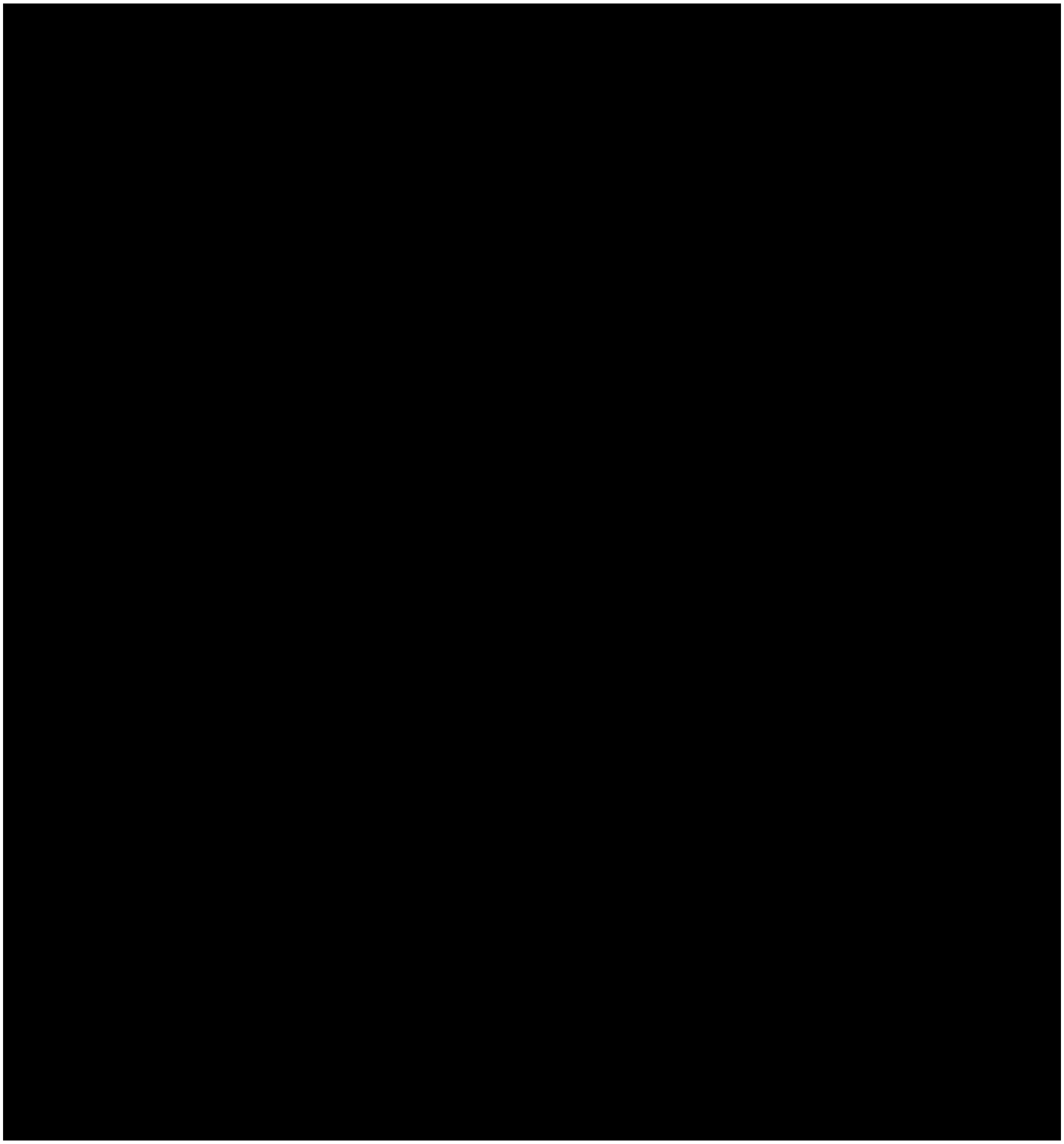

আলবানী সাহেব দাশতীর এই কিতাব সম্পর্কে বলেন,

" কুরআন ও সুন্নাহে (আল্লাহর সীমা ও বসার) কোন প্রমাণ নেই"

[মাখতুতাতু দারিল কুতুবিজ জাহিরিয়া, পৃ.৩৭৬]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible], [illegible]? [illegible]?

[illegible] ([illegible]-[illegible])

June 21, 2014 at 4:01 PM

[illegible]:

আল্লাহর আকার প্রমাণের ধারনাটি মূলত: ইহুদী ধর্ম থেকে এসেছে। ইহুদীরা আল্লাহ তায়ালাকে মানুষের আকৃতিতে বিশ্বাস করে। মানুষের প্রায় সব গুণাগুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে থাকে। দেহবাদী আকিদার ক্ষেত্রে ইহুদীদের এসব জঘন্য আকিদা কাররামিয়া ও শিয়াদের মাধ্যমে ইসলামী আকিদায় প্রবেশ করে। পরবর্তীতে কাররামিয়াদের অনুসারী তথাকথিত সালাফীরাও এসব বাতিল আকিদা লালন করে এবং সমাজে দেহবাদী আকিদা প্রচার করতে থাকে।

আল্লাহর আকার সম্পর্কে ইহুদী আকিদা:

ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব জেনেসিসে রয়েছে,

And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

"প্রভূ বললেন, আমি আমার আকৃতিতে, আমার সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করবো, যারা মাছ, সমুদ্র.....জয় করবে"

[বুক অব জেনেসিস, পরিচ্ছেদ-১, শ্লোক-২৬]

একই বইয়ের ২৭ নং শ্লোকে রয়েছে,

So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

অর্থাৎ সুতরাং প্রভূ মানুষকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন; প্রভূর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। আর তাদেরকে সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও মহিলা হিসেবে।

[বুক অব জেনেসিস, পরিচ্ছেদ-১, শ্রোক, ২৭]

অনলাইন ভার্সন:

http://studybible.info/KJV/Genesis%201:27

ইহুদীদের কিতাব থেকে আল্লাহর আকার প্রমাণ:

তথাকথিত সালাফীরা যে ইহুদীদের কিতাব থেকে তাদের এই আকিদাটি নিয়েছে, এটি আমাদের মৌখিক কোন দাবী নয়। বরং তাদের কিতাবেই বিষয়গুলো স্পষ্ট রয়েছে।

সালাফীদের বক্তব্য:

সালাফীদের অন্যতম শায়খ হলেন আব্দুল আজিজ রাজেহী ও শায়খ সালেহ ইবনে আব্দুল আজিজ আলুশ শায়খ। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালার সুরত বা আকৃতি রয়েছে। এই সুরত হলো আল্লাহর শিকল বা গঠন ও অবকাঠামো। আল্লাহ তায়ালার এই গঠন ও অবকাঠামোর মাধ্যমে তিনি অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার বিদ্যমান হওয়ার জন্য এমন একটি সুরত বা গঠন প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তিনি অস্তিত্বশীল হয়ে থাকেন।

[বয়ানু তা'লবিসিল জাহমিয়া, পৃ.৪৫৫]

স্ক্রিনশট:

আ. কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই হাদীস দ্বারা। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে আল্লাহর নিজের আকৃতি অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। বরং তাদের নিকট আল্লাহর আকার ও মানুষের আকারের মাঝে একটি মা'নায়ে কুল্লী বা সামষ্টিক অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের আকৃতি একই রকম। তবে এই মা'নায়ে কুল্লী বা সামষ্টিক অর্থ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আকৃতি মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে না। অর্থাৎ আল্লাহর একটি গঠন বা আকৃতি রয়েছে যেটা মানুষের মতো। কিন্তু এই গঠন হুবহু মানুষের আকৃতির সাইজ, রং বা পরিমাপ এক নয়। তাদের নিকট আল্লাহর আকার ও মানুষের আকারের মাঝে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উভয় আকৃতি একই রকম। এই কথাটি সৌদি মুফতী বোর্ডের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) ফতোয়া নং-২৩৩১

স্ক্রিনশট:

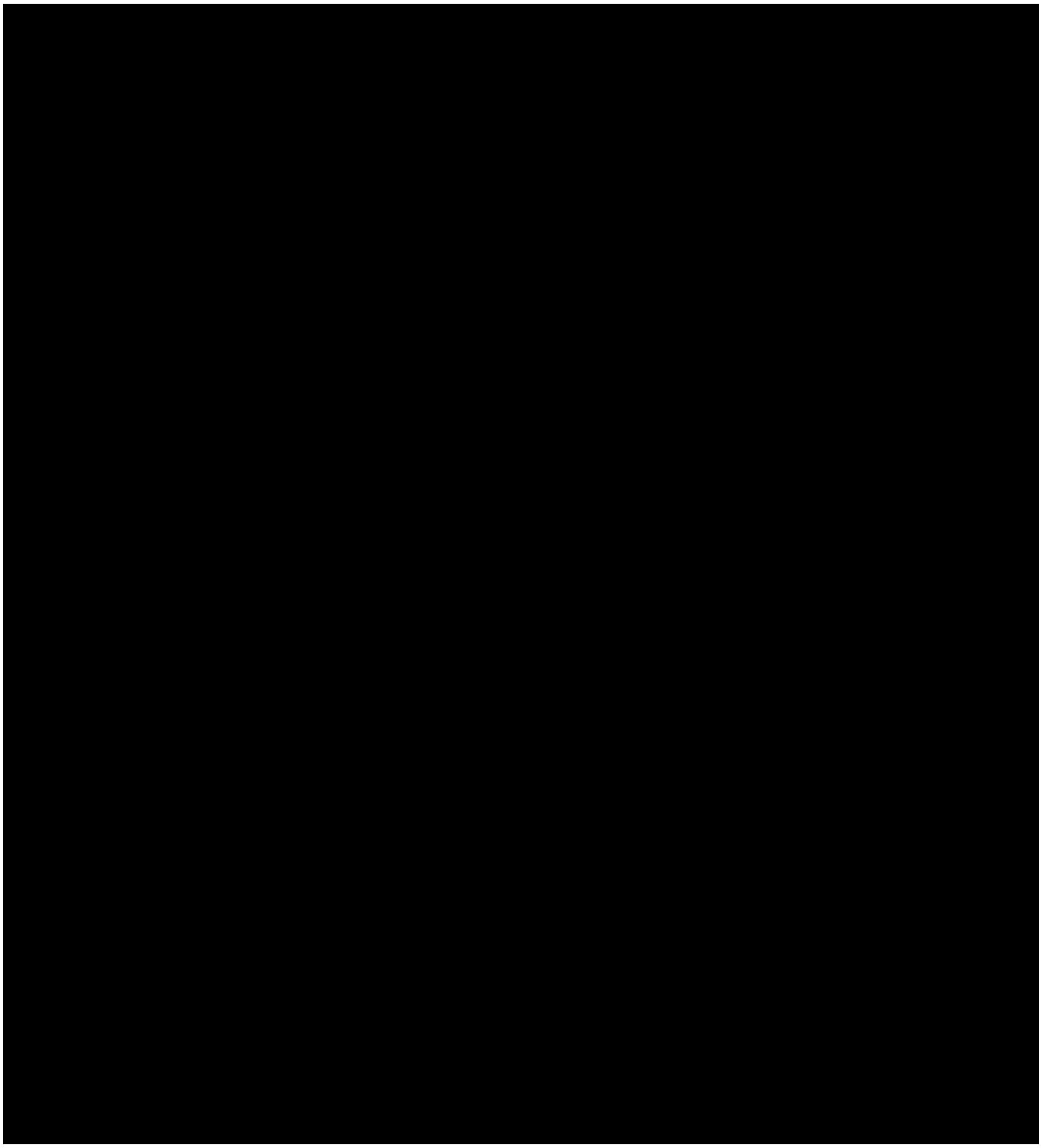

ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

"ইবনে উসাইমিনের মতে আল্লাহর গুণের সাথে মানুষের সাদৃশ্য রয়েছে। তার মতে আল্লাহর হাত ও মানুষের হাতের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহর চোখ ও মানুষের চোখের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহর চেহারার সাথে মানুষের চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে আল্লাহর হাত

আল্লাহ ও মানুষ হুবহু এক নয়। যেসব সালাফী এতো দিন মেকি দাবী করেছেন যে, আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য নেই, আশা করি আপনাদের আকিদা ইবনে উসাইমিনের সাথে মিলিয়ে নিবেন। আল্লাহ পাক এধরনের কুফুরী আকিদা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

সালাফীদের শায়খ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তুয়াইজারী একটি কিতাব লিখেছে। কিতাবের নাম, আকিদাতু আহলিল ইমান ফি খালকি আদম আলা সুরতির রহমান (মু'মিনের বিশ্বাস: আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে আল্লাহর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন)। সৌদি শায়খ ইবনে বাজ এই কিতাবের উপর একটি ভূমিকা লেখে দিয়েছে। কিতাবের ভূমিকায় ইবনে বাজ লিখেছে, আল্লাহ তায়ালার নিজ আকৃতিতে আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন এটি সালাফে সালেহীনের আকিদা। তিনি অন্যান্য আলেমদেরকে এটি বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছেন। হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজারী এ কিতাবটি একটি জঘন্য কিতাব। তার বক্তব্যগুলো স্পষ্ট মুজাসসিমাদের বক্তব্য। সে মূলত: দেহবাদী আকিদা প্রমাণের জন্য এই বই লিখেছে। এই তুয়াইজারী আল্লাহর আকৃতি প্রমাণের জন্য তাউরাত থেকে প্রমাণ দিয়েছে যে, আল্লাহর আকৃতি রয়েছে।

স্ক্রিনশট:

সালাফী আলেমদের বিরোধীতা:

সালাফী আলেমদের মাঝে শায়খ আলবানী আল্লাহর আকার বা আকৃতি অস্বীকার করেছেন। এছাড়াও ইবনে খোযাইমা তার কিতাবুত তাউহীদে আল্লাহর আকৃতি অস্বীকার করেছেন। আলবানী সাহেবের ছাত্র নাসীব রিফায়ীও আল্লাহর আকৃতি অস্বীকার করেছেন।

আলবানী সাহেবের বক্তব্য:

শায়খ আলবানী ইবনে বাজের ভূমিকা সমৃদ্ধ কিতাব "আকিদাতু আহলিল ইমান ফি খালকি আদম আলা সুরতির রহমান" (মু'মিনের বিশ্বাস: আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে আল্লাহর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন) কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি তুয়াইজারীর লেখা এই কিতাব সম্পর্কে সহীহু আদাবিল মুফরাদে লিখেছেন,

" তুয়াইজারী "আকিদাতু আহলিল ইমান ফি খালকি আদম আলা সুরতির রহমান" (মু'মিনের বিশ্বাস: আল্লাহ তায়ালা আদম আ. কে আল্লাহর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন) এই কিতাব লিখে সালাফী আকিদা ও রাসূল স. এর হাদীসের প্রতি নিকৃষ্ট কাজ করেছে।"

তুয়াইজারী সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, সে হাদীস নিয়ে কথা বলার যোগ্য নয় এবং আলেমদের বক্তব্য বিকৃত করে থাকে। অর্ধেক বক্তব্য উল্লেখ করে এবং অর্ধেক ছেড়ে দেয়।

[সহীহু আদাবিল মুফরাদ, ৩৭৫ পৃ.]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

[[illegible] [illegible] [illegible], [illegible].[illegible],, [illegible].[illegible]]

[illegible]:

আব্দুল্লাহ দাবিশ এর বক্তব্য:

****

শায়খ আব্দুল্লাহ দাবিশ আলবানী সম্পর্কে লিখেছে,

" আলবানীর মতটি আমি দেখেছি। এটি আহলে সুন্নতের বক্তব্যের বিরোধী এবং পথভ্রষ্ট জাহমিয়াদের বক্তব্যের অনুরুপ"

[দিফাউ আহলিস সুন্নাহ, পৃ.৫]

স্ক্রিনশট:

যারা আল্লাহর আকার সাব্যস্ত করে তাদের সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য:

যারা আল্লাহর আকার সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহর আকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এধরনের বিশ্বাস রাখে, ইমাম কুরতুবী তাদেরকে মুশাববিহা বলেছেন। ইমাম কুরতুবী এধরনের আকিদা পোষণকারীদেরকে কাফের পর্যন্ত বলেছেন।

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

June 22, 2014 at 4:12 AM

[illegible]?

[illegible]

আসলে আরশ খালি থাকার প্রশ্ন তখনই দেখা দেয়, যখন কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্রাহ তায়ালা আরশের মতো দৈঘ্য-প্রস্থের। তিনি আরশকে পরিপুর্ণ বেষ্টন করে আছেন। তিনি যখন নেমে আসেন, তখন আরশ আল্লাহ তায়ালা থেকে খালি হয়ে যায়। এরা শুধু আরশ খালি হওয়ার আকিদা নিয়ে কথা বলে না, আল্লাহ তায়ালা উঠেন, বসেন, দৌড়ান, নামেন ইত্যাদি আকিদাও রাখে।

প্রথম কথা হলো, সালাফীরা বলে, কোন সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর প্রবেশের আকিদা কুফুরী। এই কুফুরী আকিদাকে হুলুল বলে। হুলুলের আকিদা কুফুরী এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। আমি বহুবার জিজ্ঞাসা করেছি, আপনারা আসলে আল্লাহ তায়ালাকে কোথায় বিশ্বাস করেন? আরশে না কি আসমানে? এরা দলিল দেয়ার সময় বলে,আল্লাহ আসমানে রয়েছেন। বিশ্বাসের সময় বলে, আল্লাহ আরশে বসে আছেন। আবার কিছুক্ষণ পরে বলে, আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন। সেদিন এক সালাফী আমাকে প্রশ্ন করলো, দেওবন্দীরা হুলুলের আকিদা রাখে। আমি বললাম, আস্তাগফিরুল্লাহ। হুলুলের আকিদা তো আপনারা রাখেন। তাকে বললাম, আসমান মাখলুক কি না? সে বলল, হ্যা, মাখলুক। আমি বললাম, আসমান যদি মাখলুক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাকে কোন মাখলুকের মাঝে বিশ্বাস করাই তো হলো হুলুল? সে একেবারে লা জওয়াব। এদের কাছে বড় মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করলে হুলুল হয় না, কিন্তু ছোট মাখলুকের মধ্যে বিশ্বাস করলে হুলুল হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, সালাফীদের আকিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন। আবার তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, শেষ রাতে আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আমরা জানি, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও চব্বিশ ঘন্টার প্রত্যেকটি মুহূর্তে শেষ রাত থাকে। অর্থাৎ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সব সময় কোথাও না কোথাও শেষ রাত থাকবে। এবার মূল প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তায়ালা সব সময় প্রথম আসমানে থাকেন, না কি আরশেও থাকেন? শেষ রাত হিসেবে সব সময় প্রথম আসমানে থাকার কথা। আবার আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী,আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন। সালাফী আলেমরা ত্রিমুখী সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যখন আসমানে নেমে আসেন, তখন কি আরশ খালি থাকে?

1. আসমানে নেমে আসার আকিদাটি স্পষ্ট হলো হুলুল। অথচ তাদের নিকট হুলুলের আকিদা কুফুরী।

২. আল্লাহ তায়ালা শেষ রাথে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। অথচ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তে শেষ রাত থাকে। তাহলে কি আল্লাহ তায়ালা প্রতি মুহূর্তে প্রথম আসমানে নেমে আসেন?

৩. আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসার পর কি আরশ খালি থাকে?

৪.আল্লাহ তায়ালা যদি প্রথম আসমানে নেমে আসেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা যে উপরে রয়েছেন, একথা বলা সঠিক হয় না। কারণ আল্লাহর উপরেও অন্যান্য আসমান বা আরশ থাকে। সুতরাং উলু বা উপরে থাকার ব্যাপারটি আর সঠিক থাকে না।

এরা হয়তো বলবে, আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী প্রথম আসমানে নেমে আসেন। সুতরাং এটি হলুল হবে না বা কুফুরী হবে না। তাহলে যারা আল্লাহ তায়ালাকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করে, তারাও একই উত্তর দিবে। আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী সর্বত্র বিরাজমান। তার শান অনুযায়ী প্রথম আসমানে নেমে আসাটা যদি সহীহ আকিদা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী সর্বত্র বিরাজমান এটাও সহীহ আকিদা হওয়ার কথা। এই দুই আকিদার মধ্যে সামান্যতম কোন পার্থক্য নেই। অথচ এই সালাফীরাই আবার দ্বিতীয় আকিদাকে কুফুরী সাব্যস্ত করে। এধরনের হাস্যকর দ্বিমুখী আচরণ তারা কেন করে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

যাই হোক, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়, আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে এলে আরশ কি খালি থাকে? ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনে তাইমিয়ার মত আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে এলেও আরশ খালি হয় না। একই বিশ্বাসের কথা বলেছে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী।

এ বিষয়ে সালাফী আলেমদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছে। আমরা তাদের মতবিরোধ উল্লেখ করছি।

মুফতী ইব্রাহীম আলুশ শায়খের বক্তব্য:

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী ইব্রাহিম আলুশ শায়খের মতে আল্লাহ তায়ালার জন্য এজাতীয় শব্দ ব্যবহার অনুচিৎ। আরশ খালি হয় কি না, এটা নিয়ে আলোচনা করাই ঠিক নয়। তার মতে, আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী নেমে আসেন এটা বলা উচিৎ।

[ফতোয়া ও রসাইল, পৃ.২১২]

[illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible],

" [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]"

[[illegible], [illegible].[illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible]:

শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফিফীর বক্তব্য:

সালাফী শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফিফী বলেন,

" এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হলো, কোন মতামত ব্যক্ত না করা। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশে আছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ অবতরণ করেন। আমরা বলবো না, আরশ খালি হয়ে যায় অথবা আরশ খালি হয় না। কেননা, এ আলোচনা আল্লাহর কাইফিয়াত সম্পর্কে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত"

[ফতোয়া ও রসাইল, খ.১,পৃ.১৬৩]

স্ক্রিনশট:

ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য:

****

ইবনে তাইমিয়ার মতে আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে এলেও আরশ থেকে তিনি খালি থাকেন না বা আরশ তার থেকে খালি থাকে না।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.৫, পৃ.২১৯]

স্ক্রিনশট:

শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

শায়খ আলবানী ইবনে তাইমিয়ার অনুরুপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে এলেও আরশ থেকে খালি হন না।

[মাউসুয়াতুল আলবানী, খ.২, পৃ.৬৮৮]

স্ক্রিনশট:

সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ (পর্ব-৯)
June 22, 2014 at 12:47 PM

আল্লাহর বাম হাত:

সালাফীদের নিকট আল্লাহর হাত রয়েছে। আল্লাহর হাতের সংখ্যা দু'টি। একটি ডান হাত, আরেকটি বাম হাত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর হাতের কথা রয়েছে, এজন্য তারা হাত সাব্যস্ত করে। আমি এক সালাফীকে প্রশ্ন করেছিলাম, পবিত্র কুরআনে আল্লাহর হাতের কথা আছে। আপনি এটি হাত বলেই নিবেন। কোন ব্যাখ্যা করবেন না। আল্লাহর হাতের সংখ্যা কয়টি? সে বলে দু'টি। আমি বললাম, কুরআনে তো তিন থেকে অসংখ্য হাতের কথা রয়েছে। সূরা যারিয়াত (৪৭ নং আয়াত) ও সূরা ইয়াসিনে (71 নং আয়াত) আল্লাহর অসংখ্য হাতের কথা আছে। আপনি কেন শুধু দু'টি হাতে বিশ্বাস করেন? মানুষের দু'টি হাত সেই জন্য?

সেই সালাফী ভাই কোন উত্তর দেননি। এবার আসুন, আমরা সালাফীদের দু'টি হাতের বিতর্ক সম্পর্কে জানি। সালাফীদের একদল আলেমের বক্তব্য হলো, আল্লাহর দু'টি হাতের একটি হলো ডান হাত, আরেকটি হলো বাম হাত। আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য উল্লেখ করছি।

ইবনে বাজের বক্তব্য:

"ইবনে বাজের মতে, আল্লাহর দু'টি হাত রয়েছে। একটি হাত ডান ও অপরটি বাম। তবে বাম হাত ও ডান হাতের মর্যাদা একই। একটা থেকে আরেকটা শ্রেষ্ঠ নয়।"

[মাজমুউ ফাতাওযা, খ.২৫, পৃ.১২৭]

স্ক্রিনশট:

[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রসাইল, খ.৯,পৃ.১১২৩]

স্ক্রিনশট:

সালেহ আল-ফাউজানের বক্তব্য:

সালেহ আল-ফাউজানের মতে আল্লাহর দু'টি হাত রয়েছে। একটি ডান হাত ও অপরটি বাম হাত। তবে আল্লাহর বাম হাতও আল্লাহর ডান হাত।

[ইয়ানাতুল মুস্তাফীদ, খ.২, পৃ.৪৬১]

স্ক্রিনশট:

বিরোধী বক্তব্য:

শায়খ সালেহ ইবনে আব্দুল আজিজ আলুশ শায়খ এর নিকট আল্লাহর হাতকে বাম বলা ঠিক নয়।

তিনি বলেন,

" আমার নিকট সঠিক মত হলো, আল্লাহর বাম হাত সাব্যস্ত না করা"

[শরহুল আকিদাতি ত্বহাবিয়া, খ.২, পৃ.১০৫৪]

স্ক্রিনশট:

আলবানী সাহেবের বক্তব্য:

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন,

" আমরা কীভাবে আল্লাহর বাম হাত সাব্যস্ত করবো, তিনি তো আমাদের থেকে অদৃশ্য?.............আমি সহীহ হাদীস ব্যতীত আল্লাহর জন্য বাম হাত সাব্যস্ত করতে পছন্দ করি না। "

স্ক্রিনশট:

June 22, 2014 at 2:09 PM

হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার নিকট যে হেটে হাসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যায়। " এই হাদীস থেকে তারা প্রমাণ দিয়েছে যে আল্লাহ পাক দৌড়ান। অথচ সহীহ আকিদার একজন শিশুও বুঝবে যে, এখানে দৌড়ানো দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য ও কবুল করা উদ্দেশ্য। যাই হোক, কতো বড় আশ্চর্যের বিষয়, এজাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখার পরেও এরা সহীহ আকিদার দাবী করে?

সউদি মুফতী বোর্ডের ফতোয়া:

****

সউদি মুফতী বোর্ডে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তায়ালার কী দৌড়ানোর গুণ রয়েছে। তারা উত্তর দেয়, হ্যা আল্লাহর জন্য দৌড়ানোর গুণ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দৌড়ান। এ ফতোয়ায় সাক্ষর করেছে, ইবনে বাজ, আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, আব্দুল্লাহ ইবনে গাদইয়ান, আব্দুল্লাহ বিন কুউদ।

ফতোয়া নং-৬৯৩২

[খ.৩, পৃ.১৪২]

ইবনে উসাইমিনের বক্তব্য:

****

ইবনে উসাইমিন বলেন,

"আল্লাহ তায়ালার জন্য দৌড়ানোর গুণ প্রমাণিত। ....সুতরাং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক"

[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রসাইল , খ.১, পৃ .১৮২]

স্ক্রিনশট :

বিরোধী বক্তব্য :

****

ইবনে জিবরীনের বক্তব্য:

ইবনে জিবরীন বলেন, " দৌড়ানো আল্লাহর গুণ নয়। বরং দৌড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দার প্রয়োজন পূরণে বিলম্ব না করা।"

বিস্তারিত:

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=149331

সালেহ আল-ফাউজানের বক্তব্য:

শায়খ সালেহ আল -ফাউজানের মতে, দৌড়ানো আল্লাহর কোন গুণ নয়।

বিস্তারিত:

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?12736-%C7%E1%E5%D1%E6%E1%C9-%E1%ED%D3%CA-%C8%D5%DD%C9-%E1%E1%E5-%C7%E1%DA%E1%C7%E3%C9-%D5%C7%E1%CD-%C7%E1%DD %E6%D2%C7%E4&s=9354b41efc504cacfee627988b532970

আলবানী সাহেবের আশ্চর্যজনক উত্তর:

****

আলবানী সাহেব দৌড়ানোর বিষয়ে আশ্চর্যজনক স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

[illegible]: [illegible], [illegible]?

[illegible]: [illegible]

5252

[illegible]? ([illegible]-[illegible])

June 23, 2014 at 7:00 AM

[illegible]:

[illegible]

ফতোয়ায় সাক্ণর করেছেন,

ইবনে বাজ, আব্দুর রাজ্জাক আফিফী, আব্দুল্লাহ বিন কুউদ।

[ফতোয়া আল-লাজনা, খ.১, পৃ.৭৫]

স্ক্রিনশট:

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ .এর আমল:

" سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج منها ثنتين [راكبا] و ثلاثة ماشيا ، أو ثنتين ماشيا و ثلاثة راكبا ، فضللت الطريق في حجة و كنت ماشيا ، فجعلت أقول : (يا عباد الله دلونا على الطريق !) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . أو كما قال أبي.

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ . এর ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন , আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি , আমি পাচবার হজ করেছি। এর মাঝে দু 'টি হজ্ব আরোহী অবস্থায় এবং তিনটি পায়ে হেটে। আমি পায়ে হেটে হজ করার সময় একবার পথ হারিয়ে ফেললাম। তখন আমি বলতে লাগলাম , হে আল্লাহর বান্দারা (ফেরেশতা) , আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। আমি এটি বলতে ছিলাম হঠাৎ রাস্তা পেয়ে গেলাম।

[মাসাইল , পৃ .২১৭, শুয়াবুল ইমান , ২/৪৫৫/২, ইবনে আসাকির, খ.৩, পৃ .৭২।]

শায়খ আলবানীর মতে ঘটনার সনদ সহীহ।

শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানী তার সিলসিলাতুজ জয়ীফাতে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। শায়খ আলবানী লিখেছেন , [সিলসিলাতুজ জয়ীফার দ্বিতীয় খন্ড , পৃ .১১১ এর অনুবাদ , কিছু মূর্খ না বুঝে আমার উপর অপবাদ দিয়েছে। একারণে বিস্তারিত অনুবাদ উল্লেখ করা হলো]

"ইমাম বাজজার ইবনে আব্বাস রা .থেকে বর্ণনা করেন , রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতা ব্যতীত আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে , যারা গাছের পড়ে যাওয়া পাতারও হিসেব রাখে। তোমাদের কেউ যদি কোন নির্জন ভূমিতে কোন বিপদে পড়ো , তাহলে বলো, হে আল্লাহর বান্দারা , আমাকে সাহায্য করো।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী শরহু ইবনে আল্লানে (৫/১৫১) বলেছেন, হাদীসটি সনদ হাসান তবে খুবই গরীব। ইমাম বাজজার হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন , আমি নবী কারীম স . থেকে এই সনদ ছাড়া অন্য সনদে হাদীসটি জানি না। ইমাম সাখাবী তার আল -ইবতেহাজ কিতাবে হাদীসটিকে হাসান

বলেছেন। ইমাম হাইসামী হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (নাসিরুদ্দীন আলবানী) বলবো, ইমাম বাইহাকী হাদীসটি মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারা পূর্বের হাদীসটি নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, হে আল্লাহর বান্দা দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের সাথে মুসলমান জিন বা মানুষ যেমন বুজুর্গ ও অলীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না, যাদেরকে রিজালুল গায়েব বলা হয়। এরা জীবিত হোক কিংবা মৃত। কেননা তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া স্পষ্ট শিরক। কেননা, তারা এগুলো শুনছে না। যদি তারা শুনেও থাকে, তবে তারা এর উত্তর দিতে পারবে না এবং তার প্রয়োজন পূরো করতে পারবে না। এটি অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকো, তারা তুচ্ছ কোন জিনিসেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না। আর যদি তারা শুনেও, তারা এর উত্তর দিতে পারবে না। আর কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। [ফাতির-১৩-২৪]

স্পষ্টত: ইমাম ইবনে হাজার আসকালনী যে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. একে শক্তিশালী মনে করতেন। কেননা তিনি এর উপর আমল করেছেন। সুতরা তার ছেলে আব্দুল্লাহ তার আল-মাসাইল (পৃ.২১৭) এ লিখেছে,

আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি পাচবার হজ করেছি। এর মাঝে দু'টি হজ্ব আরোহী অবস্থায় এবং তিনটি পায়ে হেটে। আমি পায়ে হেটে হজ করার সময় একবার পথ হারিয়ে ফেললাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, হে আল্লাহর বান্দারা (ফেরেশতা) , আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। আমি এটি বলতে ছিলাম হঠাৎ রাস্তা পেয়ে গেলাম।

ইমাম বাইহাকী বর্ণনাটি শুয়াবুল ইমানে (২/৪৫৫/২) ও ইমাম ইবনে আসাকির (খ.৩, পৃ.৭২/১) ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহর সূত্রে সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। "

[আলবানীর বক্তব্য শেষ হলো]

[সিল-সিলাতুজ জয়ীফা, খ.২, পৃ.১১১]

[illegible]:

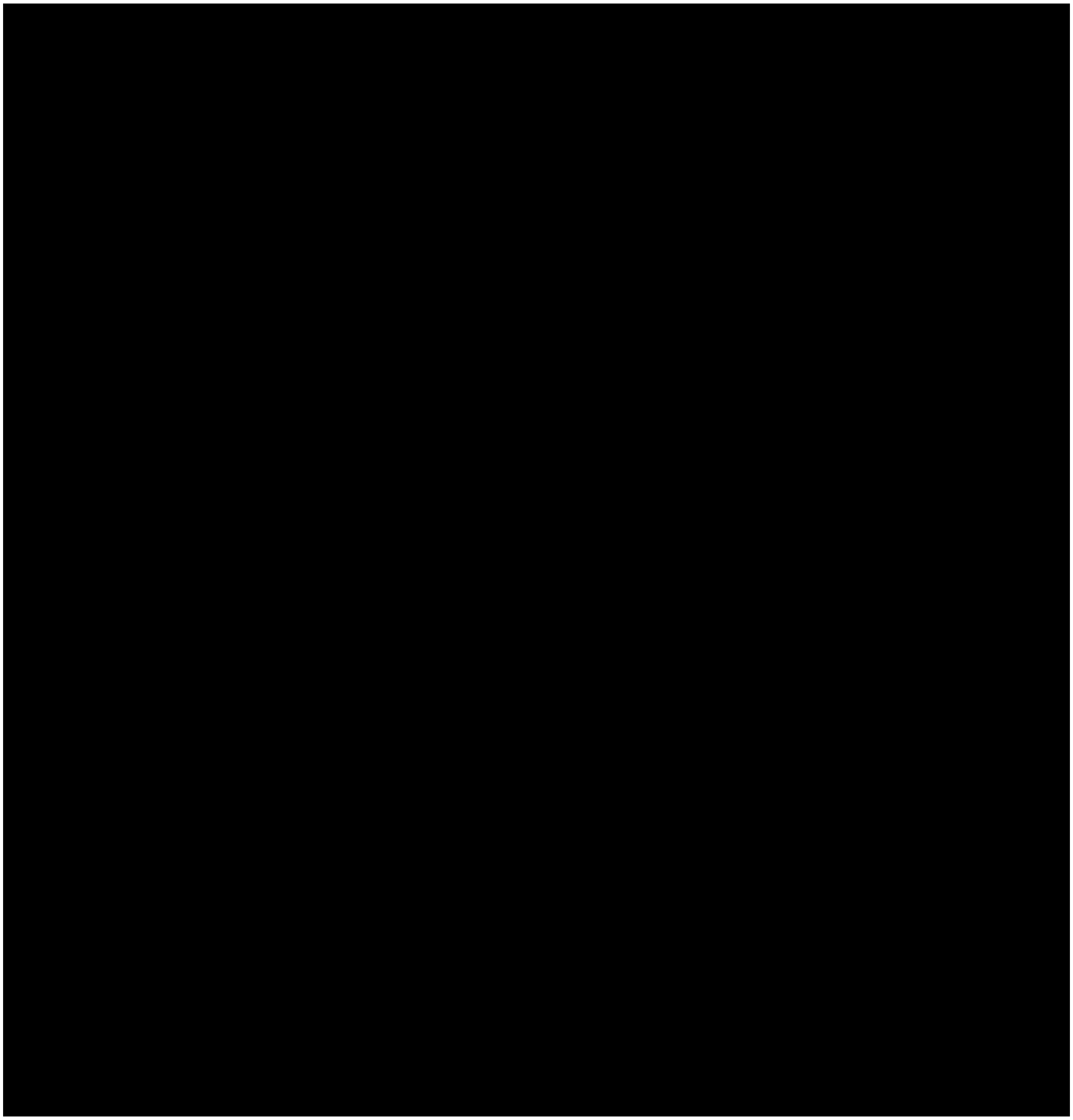

[illegible]

[illegible]

June 24, 2014 at 12:54 AM

সউদি মুফতী বোর্ডের ফতোয়া:

ফতোয়া নং-২৮০৮

প্রশ্ন: আমি কিছু লোক থেকে একটা হাদীসে কুদসী শুনেছি। এর বক্তব্য হলো, " হে আমার বান্দা, তুমি আমার অানুগত্য করো, তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। এমনকি তুমি কোন কিছুকে হও বললে তা হয়ে যাবে।

উত্তর:

হামদ ও সালাতের পর,

কোন হাদীসের কিতাবে এজাতীয় কোন হাদীস পাইনি। হাদীসের বক্তব্য প্রমাণ করে এটি একটি জাল হাদীস। কেননা, এই হাদীসে দুর্বল বান্দাকে শক্তিধর আল্লাহর স্তরে উন্নীত করা হয় অথবা তার শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালা অংশীদার থেকে মহা পবিত্র। এধরনের বিশ্বাস শিরক ও কুফর। কেননা, আল্লাহ তায়ালা কোন কিছুকে হও বললে তা হয়ে যায়। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি হও বলেন। তৎক্ষনাত তা হয়ে যায়।

ফতোয়ায় সাক্ষর করেছে,

ইবনে বাজ (প্রধান)।

আব্দুর রাজ্জাক আফিফী (সহকারী প্রধান)।

আব্দুল্লাহ বিন গদিয়ান। (সদস্য)

আব্দুল বিন কুউদ (সদস্য)

[ফতোয়াল লাজনা, খ.৪, পৃ.৩৭২]

স্ক্রিনশট:

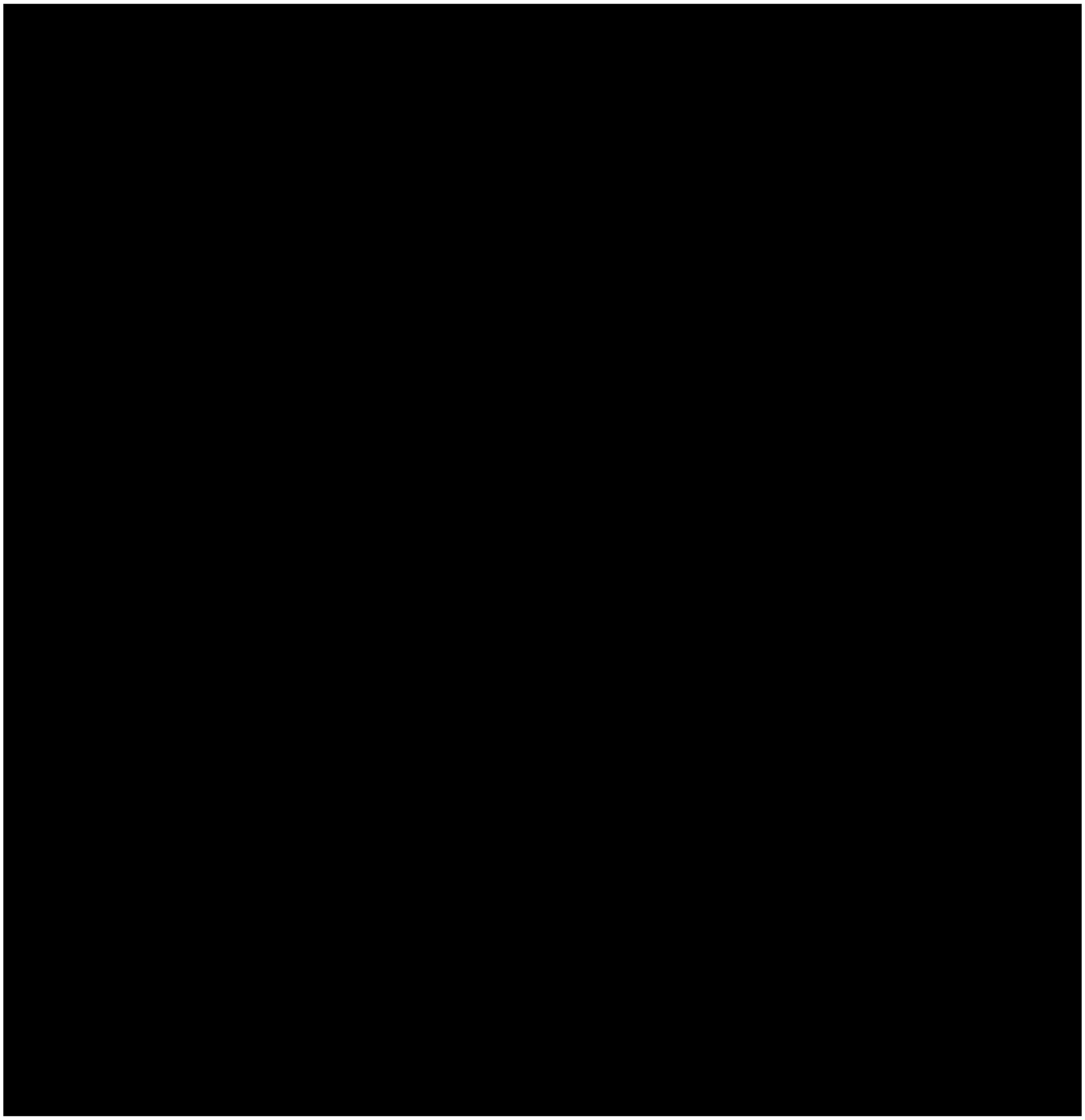

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে,

"মু'মিনের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া এসে থাকে। এমন সত্ত্বার কাছ থেকে হাদিয়া আসে যিনি চিরন্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। এমন বান্দার কাছে হাদিয়া আসে যে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। "

একজন মু'মিনের এটিই চূড়ান্ত স্তর। এরপরে কোন উদ্দিষ্ট স্তর নেই। এটা কেন হবে না? সে আল্লাহর মাধ্যমে শ্রবণ করে, আল্লাহর মাধ্যমে দেখে, আল্লাহর মাধ্যমে ধরে, আল্লাহর মাধ্যমে হাটে, সুতরাং আল্লাহর শক্তিতে কী সে বলিয়ান হবে না?"

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.৪, পৃ.২৩০-২৩১]

মন্তব্য: সালাফী ভাইদের কাছে নিবেদন, ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য কী? আশা করি, এড়িয়ে যাবেন না। উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। দ্বিতীয়ত: বান্দা না মরার উক্তিটি ইবনে তাইমিয়া রহ. স্পষ্টভাবে তার কিতাবে লিখেছেন। একই কথা কোন দেওবন্দী আলেম তার কিতাবে লিখলে তাকে কাফের বলার জন্য উঠে পড়ে লাগে আমাদের আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইয়েরা। আপনারা যদি নিরপেক্ষ হয়ে থাকেন, তবে ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কেও এধরনের একটা দু'টা ফতোয়া দিবেন বলে আশা রাখি। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ কথা নিয়ে তাকে ঠিকই কটাক্ষ করেন, কিন্তু একই কথা কিংবা এর

[illegible]?

[illegible]

June 29, 2014 at 5:14 AM

[illegible]:

[illegible]

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الْأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

[illegible]

[illegible]

فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُقْتَدُونَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ ؛ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُ فِيهِ فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ . وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاجَةِ بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرَكَةِ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“মুত্তাকী ওয়ালী আল্লাহগণ যারা রাসূল (সঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী, রাসূল (সঃ) যা আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং রাসূল (সঃ) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন সেসমস্ত বিষয়ে আনুগত্য করে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন, এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নূর দান করেন। তাদের বিভিন্ন কারামত রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুত্তাকী ওলীদেরকে সম্মানিত করেন। শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহদের কারামত দ্বীনের জন্য হুজ্জত কিংবা মুসলমানদের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়, যেমন নবীদের মু’জিযা প্রকাশিত হয়। ওলী আল্লাহদের কারামত মূলতঃ নবী কারীম (সঃ) এর অনুসরণের বরকতে হাসিল হয়”[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৭৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর “মাজুমউল ফাতাওয়ায়” كرمات حصلت للصحابة و التابعين و الصالحين (সাহাবী, তাবেয়ী ও সালেহীনদের কারামত) শিরোনামের অধীনে ওলী আল্লাহদের অনেক কারামত উল্লেখ করেছেন।আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উল্লেখ করছি

জ্যোতি হয়ে ফেরেশতাদের অবতরণ:

হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। আসমান থেকে মেঘ খন্ডের মতো আলোকময় বাতিসদৃশ কিছু উজ্জ্বল প্রদীপ নেমে এলো। এরা ছিলো ফেরেশতা। হযরত উসাইদের তেলাওয়াত শুনে আসমান থেকে নেমে এসেছে। ফেরেশতারা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. কে সালাম দিতো।

খাবারের পাত্র থেকে আল্লাহর তাসবীহ:

হযরত সালমান ফার্সী ও হযরত আবু দারদা রাজি. খাবার খাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে খাবারের পাত্র অথবা পাত্রের খাবার আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করলো।

আলোকদন্ড:

হযরত আব্বাদ বিন বিশর ও হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. একটি অন্ধকার রাতে স. এর দরবার থেকে বের হলেন। হঠাৎ তাদের জন্য একটি বাতির আবির্ভাব হলো। এটি ছিলো বেতের অগ্রভাগ সদৃশ। তারা যখন পরস্পর থেকে পৃথক হলো আলোটিও তাদের সাথে পৃথক হয়ে গেলো। [বোখারী ও অন্যান্যা হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য]

খাবার বাড়তেই ছিলো:

বোখারী মুসলিমসহ অন্যন্যা হাদীসের কিতাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ঘটনা রয়েছে, "তিনি তিনজন মেহমান নিয়ে ঘরে উপস্থিত হন। তারা এক লুকমা খেলে নিচের থেকে খাবার বেড়ে যাচ্ছিলো। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। অথচ খাবার পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। হযরত আবু বকর ও তার স্ত্রী খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এটি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। তারা এই খাবার রাসূল স. এর নিকট নিয়ে গেলো। রাসূল স. এর দরবারে অনেক লোক উপস্থিত হলো। তারা সকলেই সেই খাবার তৃ্প্তিসহ আহার করলো।

অদৃশ্য থেকে খাদ্য:

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে,

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রা. মক্কার মুশরিকদের নিকট বন্দী ছিলেন। তিনি বন্দী অবস্থায় আঙ্গুর খেতেন অথচ তখন মক্কায় কোন আঙ্গুর ফল পাওযা যেত না।

শহীদের দেহ আকাশে উত্তোলন:

[বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে]

হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা যখন শহীদ হন, তখন তার দেহ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। তারা তার দেহ খুজে পায়নি। আমের ইবনে তোফাইল দেখেছেন যে হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা রা. এর দেহ উপরে উঠানো হয়েছিলো। ইমাম উরওয়া বলেছেন, তারা ফেরেশতাদেরকে তার দেহ উঠিয়ে নিতে দেখেছেন।

অদৃশ্য থেকে পানির ব্যবস্থা:

হযরত উম্মে আইমান হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সাথে কোন পাথেয় বা পানির ব্যবস্থা ছিলো না। তিনি পিপাসার তাড়নায় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি তখন রোজাদার ছিলেন। ইফতারীর সময় তিনি মাথার উপর একটি আওয়াজ শুনলেন। মাথা উঠিয়ে দেখলেন একটি বালতি ঝুলছে। তিনি সে বালতি থেকে পানি পান করলেন। তিনি পরিতৃপ্ত হলেন। এরপর জীবনে কখনও তিনি তৃষ্মার্ত হননি।

সিংহ পথ দেখিয়ে দিলো:

হযরত সাফিনা রা. ছিলেন রাসূল স. এর আজাদ করা গোলাম। তিনি সিংহকে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলের দূত। তখন সিংহ তার সাথে চলতে শুরু করলো এমনকি তাকে গন্তব্যে পৌছে দিলো।

বিষ প্রতিক্রিয়াহীন:

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. একটি দুর্গ অবরোধ করলেন। তারা বলল, আপনি যদি বিষ পান করেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বিষ পান করলেন কিন্তু তার কিছু হলো না।

মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ:

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওযাহ (যার সব দুয়া কবুল হয়)। তিনি যতো দুযা করেছেন সবগুলোই কবুল হয়েছে। তিনি কিসরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং ইরাক জয় করেন।

দূর থেকে সম্বোধন:

হযরত উমর রা. মদীনার মেম্বরে খুতবা দেয়ার সময় হযরত সারিয়াকে সম্বোধন করে আওয়াজ দেন। ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ।

দুয়ার কারণে অন্ধ হয়ে যাওয়া:

আরওয়া বিনতে হাকাম হযরত সাইদ ইবনে যায়েদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। হযরত সাইদ ইবনে যায়েদ তখন বলেন, হে আল্লাহ, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিন এবং তার নিজ দেশে তার মৃত্যু দান করুন। এরপর আরওয়া বিনতে হাকাম অন্ধ হয়ে যায় এবং তার নিজ দেশে একটি কুপে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

পানির উপর চলা ও কবর থেকে অদৃশ্য হওয়া:

হযরত আলা ইবনে হাজরমী রা. রাসূল স. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বাহরাইনের গভর্ণর ছিলেন। তিনি দুয়ার সময় বলতে, ইয়া আলীমু, ইয়া হালীমু, ইয়া আলী, ইয়া আজীমু। অত:পর তিন দুয়া করলে তা কবুল হতো। তিনি আল্লাহর কাছে পানি পান করানো এবং ওযুর পানির ব্যবস্থার জন্য দুয়া করেন। তাদের কাছে তখন কোন পানি ছিল না। আল্লাহ পাক তাদেরকে পানির ব্যবস্থা করেন। তিনি সমুদ্রের পাড়ে এসে সমুদ্র পার হওয়ার জন্য দুয়া করেন। তাদের কাছে সমুদ্র পার হওয়ার কোন বাহন ছিলো না। তারা ঘোড়াসহ সমুদ্র পার হয়ে যান, অথচ তাদের ঘোড়াগুলোর ক্ষুরও পানিতে ভিজেনি। তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরে কবরে যেন তার লাশ না দেখা যায়। তার মৃত্যুর পরে বাস্তবেও তারা তার কবরে কোন লাশ খুজে পায়নি।

আগুনে দগ্ধ না হওয়া, নদী পার হওয়া এবং বিষ ক্রিয়া না করা:

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. এর বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। তিনি কোন বাহন ছাড়া দজলী নদী পার হয়েছে। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসী তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলে তিনি আগুনের মাঝে দাড়িয়ে নামায পড়তে থাকেন। মদীনায় আসার পর তার খাদ্যে একজন বাদী বিষ মিশিয়ে দিলেও তার কিছু হয়নি।

দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া এবং বদ দূযার কারণে খারেজীদের মৃত্যু:

হযরত হাসান বসরী রহ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে আত্মগোপন করেন। তাকে খোজার জন্য হাজ্জাজ ছয়বার তার বাড়ীতে লোক পাঠায়। কিন্তু হযরত হাসান বসরীকে তারা একবারও দেখতে পারেনি। হযরত হাসান বসরী রহ. কে কিছু খারেজী কষ্ট দিতো। তিনি তাদের উপর বদ দুয়া করার সাথে সাথে তারা মৃত্যুবরণ করে।

ঘোড়া মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া:

হযরত ওসলাহ বিন আশয়াম র. একটি যুদ্ধে ছিলেন। হঠাৎ তার ঘোড়া মারা যায়। তিনি আল্লাহর কাছে ঘোড়া জীবিত হওযার জন্য দুয়া করেন। অত:পর ঘোড়াটি জীবিত হয়ে যায়। তিনি যখন ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ী আসেন, তার ছেলেকে বলেন, ঘোড়ার জিন ধরো। কেননা এটি মৃত ঘোড়ার উপর রয়েছে। ঘোড়ার জিন খুলে নেয়ার সাথে সাথে ঘোড়াটি আবার মৃত্যুবরণ করে।

রাসূল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ:

হাররার সময় হযরত সাইদ ইবনে মুসায়্যাব রাসূল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ শুনে নামায আদায় করতেন। সেসময় মসজিদে নববীতে আজান হতো না। তিনি রাসুল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ শুনে নামায পড়তেন।

মৃতকে জীবিত করা:

“নাখ এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। পথিমধ্যে সেটি মৃত্যুবরণ করল। তার সাথীরা তাকে বলল, এসো তোমার জিনিসপত্র আমাদের বাহনে বন্টন করে নেই। সে তাদেরকে বলল, আমাকে কিছুক্ষণ সুযোগ দাও! অতঃপর সে উত্তমরূপে ওযু করে দু’রাকাত নামায আদায় করল এবং আল্লাহর নিকট দু’য়া করল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁরর গাধাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর সে তার জিনিসগুলো বাহনের উপর উঠাল”[মাজমুঊল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৮১]

প্রস্তুত কবর :

হযরত ওয়েস কুরুনী রহ . যখন ইন্তেকাল করেন ,তখন তার কাপড়ের মাঝে একটি কাফনের কাপড় পাওয়া যায় , যা আগে কখনও দেখা যায়নি। তাকে দাফন দেয়ার জন্য নতুন কবর খোড়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ কারও খনন করা ছাড়াই কবর হযে গিয়েছিলো। লোকেরা তাকে উক্ত কবরে দাফন করে।

চোখের দৃষ্টি পরিমাণ কবর প্রশস্ত হওয়া :

হযরত আহনাফ বিন কায়েস যখন ইন্তেকাল করেন , এক ব্যক্তির একটি টুপি তার কবরে পড়ে যায়। লোকটি টুপি নেয়ার জন্য কবরে ঝুকে দেখে যে কবরটি তার দৃষ্টিসীমা পরিমাণ প্রশস্ত হয়ে গেছে।

[ইবনে তাইমিয়া রহ . তার মাজমুয়াতুল ফাতাওযার ১১ খন্ডের ২৭৬ পৃ . থেকে ২৮২ পৃষ্ঠায় মোট ২৯ টি কারামত উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে তার কারামতগুলো উল্লেখ করেছি। কয়েকটি কারামত এখানে উল্লেখ করা হয়নি।]

দেহবাদী আকিদার স্বরুপ বিশ্লেষণ (১)

July 4, 2014 at 5:51 AM

আসমানী কিতাব যাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে ইহুদীরা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য প্রদান করেছে। বনী ইসরাইল আল্লাহ তায়ালার জন্য এমনসব গুণাবলি সাব্যস্ত করেছে যা কেবল মানুষ ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসা আ . এর এর উপস্থিতিতে তারা তাজসীম তথা আল্লাহ তায়ালার দেহ সাব্যস্তের মতো বাতিল আক্বিদার দিকে ধাবিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার দয়া ও রহমতের মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে ফেরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেন , অথচ সমুদ্র পার হয়ে তারা মুসা আ . কে আল্লাহর মূর্তি বানিয়ে দেয়ার আবেদন জানিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ,

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

[illegible]

[illegible]

[illegible], واتخذ قوم موسى من بعده من حيلهم عجلاً جسداً له خوار

[illegible]

[illegible]

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ

[illegible]

বনী ইসরাইলের মাঝে এতটা মারাত্মক রূপ লাভ করেছিলো যে , আসমানী কিতাব সমূহ বিকৃত করার সময় তারা এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

এজন্যই আমরা তাউরাতের পরতে পরতে তাশবীহ ও তাজসীমের ভ্রান্ত আক্বিদা দেখতে পাই।

বাইবেলের বুক অব এক্সোডাসে রয়েছে ,Now when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people assembled about Aaron and said to him, "Come, make us a god who will go before us"অর্থ : যখন লোকেরা দেখল মুসা আ. পাহাড় থেকে অবতরণ করতে বিলম্ব করছে , তারা হারুন আ . এর নিকট একত্রিত হয়ে বলল , “আমাদের জন্য এমন একটা প্রভু তৈরি করো , যে আমাদের সামনে চলা -ফেরা করবে”[৪]

একই বইয়ে রয়েছে ,After leaving Sukkoth they camped at Etham on the edge of the desert. By day the LORD went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night.অর্থ : তারা সুকুত থেকে যাত্রা করলো এবং মরুভূমির প্রান্তে ইছাম নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলো। দিনের বেলায় প্রভূ তাদের সামনে মেঘের স্তম্ভ হয়ে চলছিলো এবং রাতে আগুনের স্তম্ভ হয়ে তাদেরকে আলো দিচ্ছিল , যেন তারা দিনে ও রাতে ভ্রমণ করতে পারে। [৫]

বাইবেলে রয়েছে ,

Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the seventy elders of Israel went up. and they saw the God of Israel. There was under his feet as it were a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites; they saw God, and they ate and drank.

অর্থ : মুসা , হারুন , নাদাব , আবিহু এবং বনী ইসরাইলের সত্তরজন বয়স্ক লোক পাহাড়ে আরোহণ করল। তারা ইসরাইলের প্রভূকে দেখল। প্রভূর পায়ের নিচে যেন নীলকান্ত মণি পাথর ছিলো , যা ছিলো আকাশের মতো স্বচ্ছ। প্রভূ ইসরাইলের নেতাদের দিকে তার হাত প্রসারিত করলেন না। তারা প্রভূকে দেখল , আহার করল এবং পান করলো।[৬]বুক অব জেনেসিসে রয়েছে ,

Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image.অর্থ : যে মানুষের রক্ত ঝরাবে , তার রক্তের বিনিময়ে হত্যাকারীর রক্ত ঝরানো হবে। কেননা প্রভূ মানুষকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। [৭] The LORD said to Moses, "Behold, I will come to you in a thick cloud, so that the people may hear when I speak with you and may also believe in you forever." Then Moses told the words of the people to the LORD. The LORD also said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments; and let them be ready for the third day, for on the third day the LORD will come down on Mount Sinai in the sight of all the people

অর্থ : প্রভূ মুসাকে বললেন , মনে রেখো , আমি তোমার নিকট পাতলা মেঘের আবরণে আগমণ করবো। আমি যখন তোমার সঙ্গে কথা বলব , মানুষ যেন শুনতে পায়। সম্ভবত : তারা তোমার উপর স্থায়ী বিশ্বাস স্থাপন করবে। অত :পর মুসা আ. প্রভূর বাণী লোকদেরকে শোনাল। প্রভূ মুসাকে আরও বলল, মানুষের কাছে যাও। আজ ও আগামীকাল তাদেরকে পবিত্র করো এবং তারা যেন তাদের কাপড় পবিত্র করে। তারা যেন তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হয়। তৃতীয় দিন সব মানুষের চোখের সামনে প্রভূ সিনাই পর্বতে নেমে আসবে। [৮]

অল্ড টেস্টামেন্টের দি বুক অব সামে রয়েছে,you have sat on the throne, giving righteous judgment.অর্থ: আপনি ন্যায়-পরায়ণ হিসেবে কুরসীতে উপবেশন করেছেন।[৯] বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রয়েছে,

In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

আমার বিপদের মুহূর্তে আমি প্রভূকে ডাকলাম এবং আমার প্রভূর নিকট ক্রন্দন করলাম। তিনি তার উপাসনালয়ের বাইরে থেকে আমার আওয়াজ শুনলেন। আমার ক্রন্দন তাঁর নিকট পৌছল। এমনকি তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। অত:পর ভূমি প্রকম্পিত হলো এবং ঝাকুনি দিল। পাহাড়ের ভিত নড়ে উঠল। কেননা প্রভূ রাগান্বিত ছিলেন। তার নাক থেকে ধুয়া বের হলো এবং তার মুখ থেকে আগুন বের হলো, সেই আগুনে কয়লা জ্বলে উঠল।[১০]

আমরা যদি এভাবে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিতে থাকি, তাহলে বাইবেলের খুব অল্প সংখ্যক বক্তব্যই আমাদের উদ্ধৃতির বাইরে থাকবে। একজন সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়লে আল্লাহ তায়ালাকে তার সদৃশ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইহুদীদের কতোটা নিকৃষ্ট আক্বিদা ছিলো চিন্তা করুন। ¯্রষ্টা সম্পর্কে কীভাবে তারা বাইবেলে একথা লিখল যে আল্লাহর নাক দিয়ে ধুয়া বের হয় এবং তার মুখ দিয়ে আগুন। তারা আল্লাহ তায়ালাকে অতি-প্রাকৃতিক একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করতো না। তাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা মানুষের মতোই ছিলো। এজন্য তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তায়ালার দিকে এসব গুনাবলি সম্পৃক্ত করতে তারা সামান্য দ্বিধা করেনি। এভাবেই ইহুদী ধর্মের মাধ্যমে ¯্রষ্টাকে সৃষ্টির সাঙ্গে সাদৃশ্য দেয়ার বিষয়টি মানুষের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। মুসলমানদের মাঝে ইহুদী আক্বিদার প্রভাব:রাসূল স. সাহাবীদেরকে পরিশুদ্ধ আক্বিদা শিক্ষা দেন। ইসলামের স্বচ্ছ আক্বিদা-বিশ্বাস সাহাবীদের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছিলো সেখানে অমুসলিমদের ভ্রান্ত আক্বিদা অনুপ্রবেশের সুযোগ ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রা. সর্বদা

ইহুদীদের এসব ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে দূরে থাকতেন। রাসূল স .এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন ধরনের ফেতনার উদ্ভব হতে থাকে। ইসলামী আক্বিদার পরিচ্ছন্ন ঝরণাধারায় বিভিন্ন ধরনের খড়কুটার আবির্ভাব হতে শুরু করে। রিদ্দার ফেতনা , খারেজী , কাদেরিয়া , রাফেযী ও নাসেবীদের ফেতনা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভিন্ন বাতিল আক্বিদায় নিপতিত করে। বিভিন্ন ধরনের নিত্য -নতুন শ্লোগানে বিমোহিত হয়ে রাসূল স . ও সাহাবীদের দেখানো পথ ও পদ্ধতি থেকে মানুষ বিচ্যুত হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মুসলমানদের আক্বিদা বিনষ্টের ক্ষেত্রে ইহুদীদের থেকে বর্ণিত বিভিন্ন ইসরায়েলী রেওয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইহুদীরা যেভাবে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়ে ছিলো , ইহুদী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলমানও আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দিতে থাকে। তারা আল্লাহ তায়ালার মূর্তি তৈরি না করলেও মূর্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করতে থাকে। ইহুদীদের থেকে আল্লাহ তায়ালাকে সাদৃশ্যদানের এই আক্বিদা সর্বপ্রথম শিয়ারা গ্রহণ করে। তারা এগুলো তাদের অনুসারীদের মাঝে প্রচার করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালার জন্য সৃষ্টির গুণাবলী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ইহুদীদের উত্তরসূরী শিয়া সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ইসলামী আক্বিদাকে কলুষিত করে। শিয়াদের এই প্রচারণায় এবং বিভিন্ন ইসরাইলী রেওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক মুহাদ্দিসও এই ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী হতে শুরু করে। মুহাদ্দিসদের মাঝে যারা হাদীসের মান যাচাই এবং বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বিদা সম্পর্কে সচেতন ছিলো না , তারা অধিকহারে ইসরাইলী বর্ণনা মানুষের মাঝে ছড়াতে থাকে। একদিকে ইসরাইলী বর্ণনার আধিক্য , অপরদিকে শরীয়তের সঠিক আক্বিদা ও বুঝের স্বল্পতা অনেক মুহাদ্দিসকে ইহুদীদের এই ভ্রান্ত আক্বিদায় নিপতিত করে। কুরআন-সুন্নাহের সঠিক বুঝ অর্জন না করে শব্দকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগের মানসিকতাও তাদের এই ভ্রান্তির অন্যতম কারণ।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ইসলামে যতো ভ্রান্ত দল রয়েছে এর অধিকাংশ দল কুরআন সুন্নাহের কিছু শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেই ভ্রান্ত হয়েছে। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো , তারা কুরআন-সুন্নাহের কিছু শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্যান্য বাণী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ থাকে। একারণে কুরআন -সুন্নাহের অন্তর্নিহিত বুঝ অর্জন থেকে বিমুখ মুহাদ্দিসরা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ইহুদীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহ . বলেন,

اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة، وكان بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض مثل بيان بن سمعان الذي كان يثبت لله الأعضاء والجوارح وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي

وأبي جعفر الأحول الذي كان يدعى شيطان الطاق، وهؤلاء رؤساء علماء الروافض، ثم تهافت في ذلك المحدثون ممن لم يكن لهم نصيب من علم المعقولات

অর্থ : জেনে রেখো, ইহুদীদের অধিকাংশ মুশাববিহা (আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানকারী)। ইসলামে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানের ভ্রান্ত আক্বিদার সূচনা হয় শিয়াদের হাতে। যেমন বয়ান ইবনে সাময়ান আল্লাহ তায়ালার অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাব্যস্ত করতো। এছাড়া শিয়াদের বিখ্যাত মুশাববিহা হলো, হিশাম ইবনে হাকাম, হিশাম ইবনে সালেম জাওয়ালেকী, ইউনুস ইবনে আব্দির রহমান আল-কুমা, আবু জা'ফর আল-আহওয়াল যে শয়াতানুত তাক নামে পরিচিত ছিলো। এরা ছিলো শিয়াদের বিখ্যাত ইমাম। এরপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনেক মুহাদ্দিসের মাঝে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানের ভ্রান্ত আক্বিদা প্রবেশ করে, যারা কুরআন-সুন্নাহের প্রকৃত বুঝ ও যুক্তিবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রাখতো না। [১১]আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানে ইহুদীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। খ্রিষ্টানরা একধাপ এগিয়ে সৃষ্টিকেই স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্মে এই সাদৃশ্য প্রদানের ভ্রান্ত আক্বিদার অনুপ্রবেশ হয়েছে শিয়াদের মাধ্যমে। শিয়াদের পাশাপাশি ইসরাইলী বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত অনেক মুহাদ্দিস এই ভ্রান্ত আক্বিদায় নিপতিত হয়েছে। শিয়া ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যেসব মুহাদ্দিস এই ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার করেছে তাদের সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

[১] সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৩৮। [২] সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৪৮। [৩] সূরা ত্বহা, আয়াত নং ৮৮। [৪] বুক অব এক্সোডাস, পরিচ্ছেদ, ৩২, শ্লোক, ১। [৫] বুক অফ এক্সোডাস, পরিচ্ছেদ, ১৩, শ্লোক, ২০-২১। [৬] বুক অব এক্সোডাস, পরিচ্ছেদ, ২৩, শ্লোক, ৯-১১। [৭] বুক অব জেনেসিস, পরিচ্ছেদ, ৯, শ্লোক, ৬। [৮] বুক অব এক্সোডাস, পরিচ্ছেদ,১৯, শ্লোক, ৯-১১। [৯] বুক অব সাম, পরিচ্ছেদ,৯, শ্লোক, ৪। [১০] বুক অব সাম, পরিচ্ছেদ, ১৮, শ্লোক, ৬,৭,৮। [১১] ই'তেকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিনা ওয়াল মুশরিকিন, পৃ .৩৪।

দেহবাদী আকিদার স্বরুপ বিশ্লেষণ (২)

July 4, 2014 at 6:08 AM

স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানে বাতিল ফেরকাসমূহ আসমানী ধর্মসমূহের মধ্যে স্রষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়েছে ইহুদীরা। খ্রিষ্টানরা স্বয়ং সৃষ্টিকে স্রষ্টা বানিয়েছে। এভাবে মূল তাউহীদের আক্বিদায় মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে কুফুর-শিরকে নিপতিত হয়েছে। পরবর্তীতে মুসলমানদের অনেক বাতিল ফেরকা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এসব কুফুরী-শিরকী আক্বিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কুফুরী আক্বিদাগুলো মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। ইহুদী বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিয়ারা এসব কুফুরী আক্বিদা প্রচার করে। এদের পাশাপাশি একদল অজ্ঞ মুহাদ্দিস কুরআন-সুন্নাহের বাহ্যিক শব্দ অনুসরণের নামে ইহুদীদের এসব কুফুরী আক্বিদা প্রচার করতে থাকে।

এবাবে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কুফুরী আক্বিদাগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদেও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এবং কুরআন সুন্নাহের অনুসরণের ধুয়ো তুলে তারা অনেক সাধারণ মানুষকেও এসব কুফুরী আক্বিদার দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এসব বাতিল ফেরকাসমূহের পরিচিতি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

শিয়াদের মুজাসসিমা [১] ও মুশাববিহা [২] ফেরকা:

ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কুফুরী আক্বিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক শিয়া-রাফেযী আল্লাহ তায়ালার জন্য সৃষ্টির গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়েছে। মানুষের মতো রক্ত-মাংসের প্রভূ হেসিব গ্রহণ করেছে। বাস্তবে এরা মুসলমান দাবী করলেও এরা হিন্দুদেরই সমগোত্রীয়। কেননা তারা এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেনি, তাদের কল্পিত কোন মূর্তির ইবাদত করেছে। তারা অদ্বিতীয় এক আল্লাহর ইবাদত করেনি, বরং তাদের মতোই একজন মানুষের পূজা করেছে। হিন্দুদের সাথে এসব মুশাববিহাদের পার্থক্য এতটুকুই যে, হিন্দুরা তাদের কল্পিত দেবতাদের বাস্তব মূর্তি তৈরি করে সেগুলোর পূজা করে, কিন্তু মুজাসসিমা ও মুশাববিহারা মূর্তি না বানিয়ে তাদের কল্পিত দেবতার পূজা করে। উভয় মতবাদ একটা জায়গায় একীভূত হয়েছে। উভয় মতবাদ প্রাথমিক পর্যায়ে স্রষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামিয়েছে। কল্পনাজগতে স্রষ্টার কিছু মূর্তি বানিয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উভয়ের কল্পনাজগতে কিছু মূর্তি বসে আছে। উভয় মতবাদের মৌলিক পার্থক্য হলো , হিন্দুরা তাদের সেই কল্পিত দেবতার বাস্তব রূপ তৈরি করেছে, কিন্তু মুশাববিহা ও মুজাসসিমারা সেই কল্পিত দেবতার বাস্তব কোন রূপ দেয়নি। বাস্তবে এদের কেউ -ই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে না , তাদের কল্পনাজগতে সৃষ্ট মূর্তির ইবাদত করে।মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এই হিন্দুয়ানী আক্বিদার প্রচলন ঘটিয়েছে শিয়া -রাফেযীরা। এদের নিজেদের মধ্যে অনেক দল রয়েছে। প্রত্যেক দলের এক একজন নেতা রয়েছে। এদের মতাদর্শের মধ্যে সামান্য কিছু বাহ্যিক পার্থক্য দেখা গেলেও আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেয়ার ক্ষেত্রে সব মতবাদই অভিন্ন। শিয়াদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুজাসসিমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।হিশামিয়া :বাতিল ফেরকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ইমাম ও ঐতিহাসিকগণ হিশামিয়া দ্বারা দু ’টি বাতিল ফেরকা উদ্দেশ্য নেন। একটি ফেরকার জনক হলো, হিশাম ইবনে হাকাম (মৃত : ১৯০ হি .)। অপর ফেরকার জনক হলো, হিশাম ইবনে সালিম আল -জুয়ালিকি। [৩]

ইমাম বাগদাদী রহ . এর মতে ফেরকাটি শিয়াদের ইমামের ধ্যান -ধারণা , আল্লাহর শরীর সাব্যস্তরণের ভ্রষ্টতা এবং আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানের

ক্ষেত্রে অভিন্ন । ইমাম ইসফারাইনী রহ . □□□□وهم الأصل في التشبيه,□□□□: আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানে এই দলটি হলো মূল। [৪]

ইমাম শাহরাস্তানীর মতে হিশামিয়া মূলত : একটি ফেরকা, দুই ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এদের মতাদর্শও এক। এরা মূলত : একজন আরেকজনের অনুগামী ছিলো। তিনি বলেন , আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানে অগ্রগামী ছিলো হিশাব ইবনে হাকাম। হিশাব ইবনে সালেম আল-জুয়ালিকি ছিলো তার অনুগামী এবং তারা উভয়ে একই পথে হেঁটেছিলো। [৫]হিশাম ইবনে হাকাম এর উপনাম ছিলো আবু মুহাম্মাদ। সে বনী শাইবান এর আযাদকৃত গোলাম ছিলো। বাগদাদ থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই বসবাস করে। সে শিয়াদের অন্যতম একজন বক্তা ছিলো। খলিফা মা ’মুনের সময় সে ইন্তেকাল করে। [৬]

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. হিশাম ইবনে হাকাম ও তাঁর অনুসারীদের আক্বিদা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ,

الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضي، يزعمون أن معبودهم جسم له نهاية وحد طويل عريض طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه لا يوفي بعضه على بعضه. ولم يعينوا له طولاً غير الطويل. وإنما قالوا: طوله مثل

عرضه على المجاز دون التحقيق، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من الأقدار. في مكان دون مكان. كالسبيكة الصافية كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها.ذو لون وطعم ورائحة. لونه هو طعمه، هو رائحته، ورائحته هي محسته. وهو نفسه لونه. ولم يعينوا لوناً ولا طمعاً هو غيره. وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم، وأنه قد كان لا في مكان، ثم حدث المكان بأن تحرك الباري فحدث المكان بحركته فكان فيه. وزعم أن المكان هو العرش.وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال إن ربه جسم ذاهب جاء، فيتحرك تارة ويسكن أخرى، ويعقد مرة ويقوم أخرى، وإنه طويل عريض عميق، لأن ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي. قال: فقلت له: فأيهما أعظم إلهك أو هذا الجبل وأومأت إلى جبل أبي قبيس قال: فقال هذا الجبل يوفي عليه، أي هو أعظم منه. وذكر ابن الراوندي أن هشام بن الحكم كان يقول: إن بين إلهه وبين الأجسام المشاهدة تشابهاً من جهة من الجهات، لولا ذلك ما دلت عليه.وحكي عنه خلاف هذا وأنه كان يقول إنه جسم ذو أبعاض لا يشبهها ولا تشبهه، وحكى عنه الجاحظ أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل، مرة رغم أنه كالبلورة وزعم مرة أنه كالسبيكة. وزعم مرة أنه غير ذي صورة، وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار، ثم رجع عن ذلك وقال هو جسم لا كالأجسام.وزعم الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل على العرش مماس له وأنه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه

অর্থ : হিশাম ইবনে হাকাম শিয়ার অনুসারীদেরকে হিশামিয়া বলা হয়। তাদের আক্বিদা - বিশ্বাস হলো , আল্লাহ তায়ালার শরীর রয়েছে। শরীরের সমাপ্তি ও সীমা -পরিসীমা রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে। আল্লাহর শরীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমান। শরীরের প্রস্থ এর গভীরতার সমান। আল্লাহর শরীরের কোন অংশ একে -অপরের পরিপূরক নয়। তারা আল্লাহর জন্য দৈর্ঘ্য সাব্যস্ত করেছে কিন্তু এই দৈর্ঘ্যরে সুনিদিষ্ট কোন পরিমাণ উল্লেখ করেনি। আল্লাহর দৈর্ঘ্য তার প্রস্থের সমান এজাতীয় কথা তারা অনেক সময় রূপক অর্থে ব্যবহার করে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা হলেন , একটি উজ্জ্বল আলো। এই উজ্জ্বল আলোর সুনির্দিষ্ট একটা পরিমাপ রয়েছে। এটি কোন স্থানে রয়েছে , তবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি উজ্জ্বল ধাতু -মিশ্রণের মতো। চতুর্দিক থেকে গোলাকার মণি -মুক্তার উজ্জ্বল। আল্লাহর রঙ , স্বাদ ও ঘ্রাণ রয়েছে। আল্লাহর রঙ তার স্বাদের অনুরূপ। আল্লাহর রঙ তার ঘ্রাণেরও অনুরূপ। আল্লাহর ঘ্রাণ তার স্পর্শ অনুভূতির প্রকাশ। সেটিই আবার তার রঙ। তারা আল্লাহর সত্তার অতিরিক্ত কোন রঙ বা ঘ্রাণ সাব্যস্ত করেনি। বরং তাদের নিকট স্বয়ং এই রঙ ও ঘ্রাণই আল্লাহ। তাদের বিশ্বাস হলো , আদিতে আল্লাহ তায়ালা কোন স্থানে ছিলেন না। অত :পর আল্লাহ তায়ালা নড়া -চড়া করেন , ফলে স্থান সৃষ্টি হয়। তিনি নতুন সৃষ্ট এই স্থানে থাকেন। তাদের বিশ্বাস হলো , নতুন সৃষ্ট এই স্থান হলো আরশ।আবুল হুজাইল তার একটি কিতাবে লিখেছে , হিশাম ইবনে হাকামের বিশ্বাস হলো , আল্লাহর সত্তা চলা -ফেরা করে। কখনও তিনি চলা-ফেরা করেন , কখনও স্থির থাকেন। কখনও বসেন , কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন। নিশ্চয় তিনি দৈর্ঘ্য -প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট শরীরের অধিকারী। কেননা , তিনি যদি এসব গুণের অধিকারী না হন তাহলে তিনি অচল বা অবশকৃত কোন সত্তা হবেন। আবুল হুজাইল বলেন , আমি হিশাম ইবনে হাকামকে জিজ্ঞাসা করলাম , এই পাহাড় বড় না তোমার প্রভূ বড়। সে বলল , প্রভূ

বড়। আমি তাকে আবু কুবাইস পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ইবনে রাওয়ান্দী বলেন, হিশাম ইবনে হাকাম বলত, বাহ্যিক শরীর ও তার প্রভূর মাঝে একটি বিশেষ দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে। যদি এটি না থাকত, তাহলে আল্লাহর প্রমাণ পাওয়া যেত না।কেউ তার এই বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য তার থেকে বর্ণনা করেছে। সে বলত, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশিষ্ট সত্তা। তবে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই এবং তিনিও কারও সাদৃশ্য রাখেন না। ইমাম জাহেয তার থেকে বর্ণনা করেন, সে একই বছরে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে পাঁচ ধরনের মতবাদ তৈরি করতো। কখনও সে বলত, আল্লাহ তায়ালা উজ্জ্বল মণি-মুক্তার মতো। কখনও ধারণা করতো আল্লাহ তায়ালা মিশ্রধাতুর মতো। কখনও বিশ্বাস করতো আল্লাহ তায়ালা আকার-আকৃতি বিশিষ্ট নন। কখনও বলত, আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতের পরিমাপ হিসেবে সাত বিঘাত। অত:পর, এসব থেকে ফিরে এসে নতুন মতবাদ চালু করলো যে, আল্লাহ তায়ালার দেহ রয়েছে, তবে অন্যান্য দেহ এর মতো নয়।ওয়াররাক বলেন, হিশামের কিছু অনুসারী তাকে উত্তর দিয়েছিলো, আল্লাহ তায়লা আরশের উপর আরশ স্পর্শ করে আছেন। তিনি আরশ থেকে বড় নন এবং আরশও তার থেকে বড় নয়। [৭]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহ. হিশাম ইবনে হাকামের আক্বিদা সম্পর্কে বলেন,

وكان يزعم أن الله تعالى جسم. وغيَّر مذهبه في سنة واحدة عدة تغيرات. فزعم تارة أن الله تعالى كالسبيكة الصافية، وزعم مرة أخرى أنه كالشمع الذي من أي جانب نظرت إليه كان ذلك الجانب وجهه. واستقر رأيه عاقبة الأمر على أنه سبعة أشبار، لأن هذا المقدار أقرب إلى الاعتدال ليس بجسم، لكن صورته صورة الآدمي، وهو مركب من اليد والرجل والعين لأن أعضاءه ليست من لحم ولا دم

অর্থ: "সে বিশ্বাস করতো আল্লাহ তায়ালা দেহ ও শরীর বিশিষ্ট। একই বছরে সে তার মতাদর্শ কয়েকবার পরিবর্তন করতো। কখনও ধারণা করতো আল্লাহ তায়ালা উজ্জ্বল মিশ্র ধাতুর মতো। কখনও বিশ্বাস করতো আল্লাহ তায়ালা মোমবাতির আলোর মতো; যেদিক থেকে দেখা হয় সেদিকেই এর মুখ থাকে। সর্বশেষ সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা সাত বিঘাত বিশিষ্ট। কেননা এই পরিমাপ ভারসাম্যের অধিক নিকটবর্তী। সর্বশেষ সে বলতো, আল্লাহ তায়ালা দেহ বিশিষ্ট নন। তবে তিনি মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। তিনি হাত, পা, চোখ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। তবে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ রক্ত-মাংশের নয়।"[৮]

হিশাম ইবনে সালেম আল -জুয়ালেকী :ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. হিশাম ইবনে সালিম আল -জুয়ালেকী এর আক্বিদা -বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন ,

الهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحماً ودماً، ويقولون: هو نور ساطع يتلألأ بياضاً وأنه ذو حواس خمس بحواس الإنسان، له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وأنه يسمع بغير ما يبصر به، وكذلك سائر حواسه عندهم متغايرة

অর্থ : হিশাম ইবনে সালেম আল -জুয়ালেকীর অনুসারীদেরকেও হিশামিয়া বলা হয়। তাদের বিশ্বাস হলো , আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। তবে তারা আল্লাহর জন্য মানুষের মতো রক্ত -মাংশ সাব্যস্ত করে না। তারা বলে , আল্লাহ তায়ালা হলেন উজ্জ্বল আলো। যেটি উজ্জ্বল সাদা আলোয় জ্বল জ্বল করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মতো পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালার হাত , পা , নাক, কান, চোখ ও মুখ রয়েছে। তিনি যা দিয়ে শ্রবণ করেন সেটি তার দর্শনের অঙ্গ থেকে ভিন্ন। এভাবে আল্লাহ তায়ালার সকল ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ”[৯]

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. বলেন, وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود ইসা আল-ওররাক বলেন, হিশাম ইবনে সালেম বিশ্বাস করতো যে , আল্লাহ তায়ালার কালো গোফ রয়েছে। আর এই কালো গোফ কালো আলো বিশিষ্ট। [১০]ইমাম শাহরাস্তানী রহ . বলেন, قال إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت.. ليس بجسم لكن صورته صورة الآدمي وهو مركب من اليد والرجل والعين، لأن أعضاءه ليست من لحم ولا دم অর্থ : হিশাম ইবনে সালেম আক্বিদা -বিশ্বাস হলো , আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট । আল্লাহর শরীরের উপরের অংশ ফাঁকা গহ্বর বিশিষ্ট এবং নিচের অংশ নি ñিদ্র । আল্লাহ তায়ালা দেহ বিশিষ্ট নয় । তবে আল্লাহর আকৃতি মানুষের আকৃতির মতো। তিনি হাত , পা , চোখ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত । আল্লাহর অঙ্গ -প্রতঙ্গ রক্ত -মাংসের নয়। ”[১১]

[১] যারা আল্লাহর শরীর, দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুজাসসিমা বলে। [২] যারা আল্লাহর জন্য সৃষ্টির গুণাবলী সাব্যস্ত করে তাদেরকে মুশাববিহা বলে। [৩] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ .৪৭। [৪] আত-তাবসীর ফিদ দিন, পৃ .২৫। [৫] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ .১৮৪। [৬] আল-ফিহরিস্ত, ইবনে নাদীম, খ.১, পৃ .১৪১। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৪, পৃ .৫৪৪। [৭] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, পৃ .৩১-৩৪। তাদের মতবাদ সম্পর্কে অবগত হতে আরও দেখুন, আত-ত্বীহ ওয়ার রাদ, পৃ .২৪। আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ .২০, ৪৭। আল-বুদউ ওয়াত তা'রীখ, খ.৫, পৃ .১৩২। আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ .২৪, ৭০। আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ .১৮৪। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১০, পৃ .৫৪৪। [৮] ই'তেকাদু ফিরাকিল মুসলিমিন, পৃ .৩৪ ও ২০৯। [৯] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, পৃ .৩৪ ও ২০৯। [১০] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, পৃ . ২০৯। [১১] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ .২১০।

দেহবাদী আকিদার স্বরূপ বিশ্লেষণ (৩)

July 5, 2014 at 1:45 PM

মুগিরিয়া ফেরকা:

মুগিরা ইবনে সাইদ আল-ইজলি (মৃত :১১৯ হি :) ও তার অনুসারীদেরকে মুগিরিয়া বলা হয়। ইমাম যাহাবী মুগিরা ইবনে সাইদ সম্পর্কে বলেন,

وكان هذا الرجل ساحراً فاجراً شيعياً خبيثاً

অর্থ: সে যাদুকর, পাপী, শিয়া ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলো।

মুগিরিয়া ফেরকার আক্বিদা সম্পর্কে ইমাম আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. বলেন,

ومنها إفراطه في التشبيه، وذلك أنه زعم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور، وله أعضاء على صور حروف الهجاء، وأن الألف منها مثال قدميه والعين على صورة عينيه، ...ومنها أنه تكلم في بدء الخلق فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العالم تكلم باسمه الأعظم فطار ذلك الاسم ووقع تاجاً على رأسه. وتأول على ذلك قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. ثم إنه بعد وقوع التاج على رأسه كتب بإصبعه على كفه أعمال عباده. ثم نظر فيها فغضب من معاصيهم فعرق، فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مالح والآخر عذب. ثم اطلع في البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه فطار فانتزع عيني ظله فخلق منها الشمس والقمر، وأفنى باقي ظله وقال: لا ينبغي أن يكون معي ثم خلق الخلق من البحرين فخلق الشيعة من البحر العذب النير فهم المؤمنون وخلق الكفرة وهم أعداء الشيعة من البحر المظلم المالح

অর্থ : তার ভ্রান্ত বিষয়গুলোর একটি হলো সে আল্লাহ তায়ালাকে নিকৃষ্টভাবে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান করতো। সে বিশ্বাস করতো , আল্লাহ তায়ালা আলোকময় এক ব্যক্তি , যার মাথায় নূরের মুকুট রয়েছে। আরবী বর্ণমালার আকৃতি অনুযায়ী আল্লাহর আকৃতি রয়েছে। আরবী বর্ণমালার আলিফ আল্লাহর পায়ের উদাহরণ। আরবী আইন অক্ষরটি আল্লাহর চোখের অনুরূপ। সে বিশ্বাস করতো , আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির শুরুতে কথা বলেন। সে ধারণা করতো আল্লাহ তায়ালা যখন মহাবিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তিনি তার ইসমে আ ’জম উচ্চারণ করেন। এই ইসমে আজম উড়ে গিয়ে তার মাথায় বসে এবং এটি তার মুকুট হয়। সে তার বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে এর বিকৃত ব্যাখ্যা করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি আপনার প্রভূর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন , যিনি মহান। সে এই আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলেছে , এখানে সম্মানিত নাম দ্বারা আল্লাহর মুকুট উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার মাথায় এই মুকুট আসার পর তিনি তার দুই আঙ্গুল দ্বারা হাতের তালুর উপরে বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করেছেন। অত :পর তিনি এই আমলগুলোর দিকে দৃষ্টি বুলান। বান্দার গোনাহ দেখে তিনি রাগান্বিত হয়ে যান। এই রাগের কারণে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান। তার ঘাম থেকে দু ’টি সমুদ্র প্রবাহিত হয়। একটি লবণাক্ত , অপরটি সুমিষ্ট। এরপর তিনি সমুদ্রের দিকে উঁকি দেন। সেখানে তিনি নিজের ছায়া দেখতে পান। তিনি সেটা ধরতে যান। কিন্তু ছায়া উড়ে যায়। এরপর তিনি তার নিজ ছায়া থেকে চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট ছায়াকে তিনি নি :শেষ করে দেন। অত:পর তিনি বললেন , এগুলো আমার সাথে থাকা উচিৎ নয়। দুই সমুদ্র থেকে তিনি মাখলুককে সৃষ্টি করলেন। সুমিষ্ট পানির সমুদ্র থেকে শিয়াদেরকে সৃষ্টি করেন এবং লবণাক্ত ও অন্ধকার সমুদ্র থেকে শিয়াদের শত্রুদেরকে সৃষ্টি করেন। ”[১]

বয়ানিয়া ফেরকা :বয়ান ইবনে সাময়ান (মৃত :১১৯) ও তার অনুসারীদেরকে বয়ানিয়া ফেরকা বলা হয়। সে কুফার অধিবাসী ছিলো। বয়ান ইবনে সাময়ানের আক্বিদা -বিশ্বাস ছিলো ,

وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم، وأنه يهزم به العساكر ثم أنه زعم أن الإله الأزلي رجل من نور، وأنه يفنى كله غير وجهه. وتأول على ذلك قوله: (كل شيء هالك إلا وجهه) وقوله: (كل من عليها فان) وقوله (ويبقى وجه ربك) ورفِع خبر بيان هذا إلى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولايته في العراق فاحتال عليه حتى ظفر به

অর্থ : সে বিশ্বাস করতো যে সে ইসমে আ ’জম জানে। এর মাধ্যমে সে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে বলে প্রচার করতো। তার আক্বিদা ছিলো , আল্লাহ তায়ালা নূরের তৈরি একজন লোক। আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তার এই মতের স্বপক্ষে সূরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াত, সূরা আর -রহমানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করতো। সূরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতের অর্থ : আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সূরা আর -রহমানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতের অর্থ : ভূ -পৃষ্ঠের উপর যা কিছু রয়েছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল

আপনার প্রভূর চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।বয়ান ইবনে সাময়ানের এসব ভ্রান্ত আক্বিদা সম্পর্কে ইরাকের গভর্ণর খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ কাসারী অবগত হন। তিনি তাকে গ্রেপ্তার করে শূলিতে চড়ান। [২]

ইউনুসিয়া ফেরকা :

বিখ্যাত শিয়া ইউনুস ইবনে আব্দুর রহমান ও তার অনুসারীরা বয়ানিকা ফেরকা নামে পরিচিত । তার আক্বিদা ছিলো , ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালাকে বহন করে। ইমাম শাহরাস্তানী রহ . বলেন, زعم أن الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل الرب تعالى অর্থ : সে বিশ্বাস করতো যে ফেরেশতাগণ বহন করছে এবং আরশ আল্লাহ তায়ালাকে বহন করছে। [৩]

জাওয়ারিবি ফেরকা :

দাউদ জাওয়ারিবি ও তার অনুসারীরা জাওয়ারিবি ফেরকা নামে পরিচিত। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

رأس في الرافضة والتجسيم من مرامي جهنم

অর্থ : মুজাসসিমা ও শিয়াদের গুরু এক জাহান্নামী। [৪]

ইমাম শাহরাস্তানী রহ . তার আক্বিদা সম্পর্কে বলেন ,

يحكى عن داود أنه قال: أعفوني عن الفرج واللحية، واسألوني عما وراء ذلك فإن في الأخبار ما يثبت ذلك. وقال: إن معبوده جسم ولحم ودم ومع ذلك جسم لا كالأجسام، ولحم كاللحوم ودم لا كالدماء، وكذلك سائر

الصفات، وحكي أنه قال هو أجوف من أعلاه إلى صدره مصمت ما سوى ذلك وأن له وفرةً سوداء وله شعر قطط

অর্থ : দাউদ জাওয়ারিবি থেকে বর্ণিত , সে বলতো, আমাকে আল্লাহর গুপ্তাঙ্গ ও দাঁড়ি ছাড়া আর সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। কেননা , হাদীসে এই দু ’টো ছাড়া সব কিছু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সে বিশ্বাস করতো , আল্লাহ তায়ালা শরীর , রক্ত , গোশত বিশিষ্ট। এগুলো থাকা সত্ত্বেও তার শরীর অন্য কোন শরীরের মতো নয়। আল্লাহর গোশত অন্য কারও গোশতের মতো নয় এবং তার রক্ত অন্য কারও রক্তের মতো নয়। আল্লাহর অন্য সব গুণ সম্পর্কে একই কথা। তার থেকে বর্ণিত আছে , সে বলতো, আল্লাহ তায়ালা উপরের অংশ থেকে বুক পর্যন্ত ফাঁপা গহ্বর বিশিষ্ট এবং পরবর্তী অংশ ফাঁপা নয়। আল্লাহর কালো গোফ রয়েছে এবং কোকড়ানো চুল রয়েছে। [৫]

শয়তানিয়া ফেরকা :

শয়তান আত-তাক ও তার অনুসারীদেরকে শয়তানিয়া ফেরকা বলা হয়। শয়তান আত -তাক এর প্রকৃত নাম হলো, মুহাম্মাদ বিন আলী আল -কুফী। সে শিয়াদের বড় একজন ইমাম ছিলো। মুশাববিহা ও মুজাসসিমাদের আক্বিদা প্রচার করতো। সে হিশাম আল -জুয়ালেকীর অনেক মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলো। [৬]

তার আক্বিদা সম্পর্কে ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ . বলেন,

وقال إن الله تعالى على صورة إنسان رباني বলতো, আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকৃতির অনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট। [৭]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহ . শয়তান তাকের আক্বিদা সম্পর্কে বলেন ,

الشيطانية أتباع شيطان الطاق وهم يزعمون أن الباري تعالى مستقر على العرش والملائكة يحملون العرش. وهم وإن كانوا ضعفاء بالنسبة إلى الله تعالى. لكن الضعيف قد يحمل القوي كرجل الديك التي تحمل مع دقتها جثة الديك

অর্থ: শয়তান তাকের অনুসারীদেরকে শয়তানিয়া বলা হয়। তাদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশে অবস্থান করেন এবং ফেরেশতাগণ আরশ বহন করে। ফেরেশতারা যদিও আল্লাহর তুলনায় দুর্বল কিন্তু কখনও দুর্বল সবলকে বহন করতে পারে। যেমন, মোরগের পা দু’টি চিকন হওয়া সত্ত্বেও মোরগের শরীর বহন করে।[৮]

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে রাফেযী শিয়াদের কুফুরী আক্বিদা ও তাদের বিভিন্ন ফেরকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। এই আলোচনার মৌলিক একটি উদ্দেশ্য হলো, বর্তমানেও বিভিন্ন নামে এসব আক্বিদা আমাদের সমাজে প্রচার করা হচ্ছে সে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেয়া। ইসলামের তেরশ’ বছর আগে এসব কুফুরী আক্বিদার সূচনা হলেও এগুলো নি:শেষ হয়ে যায়নি। বরং বর্তমানে নতুনরূপ দিয়ে নতুন আঙ্গিকে মানুষকে এসব কুফুরীর দিকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে এধরণের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন।

[১] -ফারকু বাইনাল ফিরাক, ২৩১-২৩৩। আরও দেখুন, আল-ফিসাল, ইবনে হাজাম, খ.৪, পৃ.১৪১। আত-তাবসীর, পৃ.৭০, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানী, পৃ.১৭৬, আল-কামেল, ইবনুল আসীর, খ.৪, পৃ.৪২৯।

[২] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২২৭-২২৮। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আল-ফিসাল, খ.৪, পৃ.১৪১। আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, পৃ.১৫৩।

[৩] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১৮৮।

[৪] লিসানুল মিজান, খ.২, পৃ.৪২৭।

[৫] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৫। আল-ফিসাল, খ.৪, পৃ.১৩৯।

[৬] আল-বুদউ ওয়াত তারিখ , খ.৫, পৃ .১৩২।

[৭] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল , পৃ .১৮৭।

[৮] ই’তেকাদু ফিরাকিল মুসলিমিন , পৃ .৬৩।

দেহবাদী আকিদার স্বরূপ বিশ্লেষণ (৪)

July 8, 2014 at 10:11 AM

হাশাবিয়া মুহাদ্দিসদের মাঝে মুশাববিহা ও মুজাসসিমা ফেরকা :

মুকাতেলিয়া ফেরকা :

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান আল -বালখী (মৃত :১৫০ হি :) ও তার অনুসারীদেরকে মুকাতিলিয়া ফেরকা বলা হয়। মুকাতিল ইবনে সুলাইমান তাফসীর শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলো , কিন্তু আক্বিদার ক্ষেত্রে সে ছিলো মুশাববিহা ও মুজাসসিমা। হাদীস শাস্ত্রে মুহাদ্দিসদের ঐকমত্য অনুসারে সে পরিত্যক্ত।

ইমাম যাহাবী রহ . সিয়ারু আ ’লামিন নুবালাতে লিখেছেন ,

أجمعوا على تركه

অর্থ : হাদীস শাস্ত্রে সে পরিত্যাক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের ইজমা হয়েছে। [১]

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান মুজাসসিমা হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার আক্বিদা বিশ্বাস বাতিল হওয়ার ব্যাপারেও কারও দ্বিমত নেই।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. তার সম্পর্কে বলেন ,

حكي عن أصحاب مقاتل أن الله جسم وأن له جثةً وأنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين مصمت وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره

অর্থ : মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের অনুসারীদের থেকে বর্ণিত আছে , আল্লাহ তায়ালা দেহ ও শরীর বিশিষ্ট। তিনি মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। আল্লাহর গোশত , রক্ত , চুল , হাড্ডি ও অন্যান্য অঙ্গ -প্রতঙ্গ যেমন হাত , পা , মাথা ও দু ’ চোখ রয়েছে। এগুলো থাকা সত্ত্বেও তিনি কারও সঙ্গে সাদৃশ্য রাখেন না এবং কেউ তার সদৃশ নয়। [২]

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এর আক্বিদাগত ভ্রান্তি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া রহ . তার ওকালতি করার অনর্থক চেষ্টা করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ . মুজাসসিমা প্রীতি খুবই আশ্চর্যজনক। তিনি মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এর অনর্থক ওকালতি করে লিখেছেন ,

وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة وفيهم انحراف عن مقاتل بن سليمان فلعلهم زادوا في النقل عنه أو نقلوا عن غير ثقة وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد

অর্থ : মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। ইমাম আবুল হাসান আশআরী মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের এসব বক্তব্য মু ’তাজিলাদের থেকে বর্ণনা করেছে। সম্ভবত তারা মুকাতিল ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে অতিরঞ্জন করেছে অথবা বিশ্বস্ত নয় এমন বর্ণনাকারীদের বর্ণনা গ্রহণ করেছে। নতুবা আমি মনে করি না , সে আক্বিদার ক্ষেত্রে এতোটা ¤œ স্তরে পৌঁছেছিল। [৩]অথচ মুকাতিল ইবনে সুলাইমান মুজাসসিমা হওয়ার বিষয়টি কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। ইবনে তাইমিয়া রহ . এর এই মুজাসসিমা প্রীতি তাকে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত করেছে। মুজাসসিমাদের প্রতি এই অনর্থক প্রীতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেও মুজাসসিমাদের আক্বিদা প্রচার করেছেন এবং সেগুলো সমর্থন করেছেন।

খতীব বাগদাদী নিজ সনদে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. ,أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه অর্থ: পূর্ব দিক থেকে আমাদের নিকট দু'টি নিকৃষ্ট মতবাদ এসেছে। ১. জাহাম ইবনে সাফওয়ান আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী অস্বীকার করে। ২. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান করে।
[৪]

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এর আক্বিদা বর্ণনা করে লিখেছেন,

إن الله جسم وله جثه وإنه على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم..وهو مع ذلك لا يشبه غيره، ولا يشبهه غيره

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা শরীর ও দেহ বিশিষ্ট। তিনি মানুষের আকৃতির মতো। তার গোশত, রক্ত, চুল ও হাড় রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার এগুলো থাকলেও তিনি কারও সাথে সাদৃশ্য রাখেন না এবং কোন কিছু তার সদৃশ নয়। [৫]

মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের মতাদর্শ একটু লক্ষ্য করুন। সে আল্লাহর জন্য শরীর সাব্যস্ত করেছে। রক্ত, মাংশ সাব্যস্ত করেছে। অথচ নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলেছে, আল্লাহ তায়ালা কারও সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। পরবর্তী আলোচনায় মুশাববিহাদের এই প্রতারণামূলক বক্তব্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন। তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য মানুষের আকৃতি সাব্যস্ত করলেও সেটা সাদৃশ্য দেয়া হয় না। আল্লাহর জন্য হাড্ডি ও চুল সাব্যস্ত করলেও সাদৃশ্য দেয়া হয় না। তারা মূলত: সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেয়ার পর বলবে যে আল্লাহ তায়ালার সাথে কিছুই সাদৃশ্য রাখে না। মুশাববিহারা এধরনের স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিয়েই তাদের কুফুরী আক্বিদা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার করে থাকে।

ইমাম জাহাবী রহ. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে বলেন,

مقاتل بن سليمان.. متروك الحديث وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير মুকাতিল

ইবনে সুলাইমান হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত। সে আল্লাহর শরীর সাব্যস্তের নোংরা আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলো। অথচ সে প্রচুল ইলমের অধিকারী ছিলো এবং তাফসীর শাস্ত্রে সমুদ্রের মতো গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলো। [৬]

ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের বর্ণনা অনুযায়ী মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এই নিকৃষ্ট আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়ার মূল কারণ ছিলো সে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বর্ণনা গ্রহণ করতো এবং তাদের আক্বিদা-বিশ্বাস চর্চা করতো। ইসরায়েলী বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান করতো। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন,

كانت له كتب ينظر فيها إلا أني أرى أنه كان له علم بالقرآن

অর্থ: তার কাছে (ইহুদী-খ্রিষ্টানদের) কিছু কিতাব ছিলো, সে এগুলো দেখতো। তবে সে তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলো। [৭]ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে বলেন,

كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان مشبها يشبه الرب بالمخلوقين. وكان مع ذلك يكذب في الحديث

অর্থ: সে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে তাফসীর শিখতো। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের কিতাব থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করতো। সে একজন মুশাববিহা ছিলো। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদান করতো। এছাড়া সে হাদীস শাস্ত্রে মিথ্যুক ছিলো। [৮]

ইমাম আহমাদ ইবনে সাইয়ার রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مقاتل متروك الحديث كان يتكلم في الصفات بما لا تحل الرواية عنه

অর্থ : মুকাতিল ইবনে সুলাইমান হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত। আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে সে এমন সব মতবাদ প্রচার করতো যা বর্ণনা করাও বৈধ নয়। [৯]

ইমাম যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে বলেন, ظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل صفات الله عز وجل.. وظهر في خراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم

অর্থ : খোরাসানে জাহাম ইবনে সাফওয়ানের আবির্ভাব হয়। সে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী অস্বীকারের প্রতি আহ্বান করে। একই সময়ে খোরাসানে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের আবির্ভাব হয়। সে আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে, এমনকি সে আল্লাহর দেহ সাব্যস্ত করে। এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাবেয়ী ও সালাফে-সালেহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেন এবং তাদের প্রচারিত বিদয়াত থেকে মানুষকে সচেতন করেন। [১০]

খতীব বাগদাদী রহ. তাফসীর বিষয়ে তার জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। খতীব বাগদাদী রহ. বলেন, সে মানুষের তাফসীর একত্র করে নিজের নামে চালিয়ে দিতো এবং মুফাসসিরদের কাছ থেকে শোনা ব্যতীত তাদের বর্ণনা উল্লেখ করতো। [১১]

মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের আক্বিদাগত ভ্রান্তির ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। এ ব্যাপারে কোন ইমামের দ্বিমত নেই। মুজাসসিমাদের প্রতি অন্যায় প্রীতির কারণে ইবনে তাইমিয়া রহ. মুকাতিল ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে যা কিছু বলেছে তার বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। নিজস্ব কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর পক্ষে এধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য খুবই আশ্চর্যজনক।

আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেয়ার বিষয়টি শুধু মুকাতিল ইবনে সুলাইমান এর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক মুহাদ্দিসই এসব ইসরাইলী বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত এই ভ্রান্ত আক্বিদায় নিপতিত হয়েছিলো। মুহাদ্দিসরা শুধু এগুলো বর্ণনা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং এগুলো তাদের

আক্বিদা হিসেবে প্রচার করেছে এবং এর বিরোধীতাকারীদেরও মারাত্মক সমালোচনা করেছে। অনেকে এক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আহলে কিতাবদের বর্ণনাগুলো রাসূল স . এর হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে এবং এভাবেই আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের জাল বর্ণনার উদ্ভব হয়েছে।

ইমাম শাহরাস্তানী রহ . বলেন,

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرها مقتبس من اليهود فإن التشبيه فيهم طباع حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش ليئط من تحته أطيط الرحل الجديد وإنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع

অর্থ : তারা আল্লাহর গুণাবলীর বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা বর্ণনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে এবং এগুলোকে রাসূল স . এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। এসব বর্ণনার অধিকাংশ ইহুদীদের কাছ থেকে নেয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়ার বিষয়টি ইহুদীদের স্বভাবজাত ছিলো। এমনকি তারা বলত , আল্লাহর দুই চোখ অসুস্থ হয়ে পড়লে ফেরেশতা তার শুশ্রুষা করেন। নূহ আ . এর তুফানের সময় আল্লাহ তায়ালা এতো ক্রন্দন করেন যে তার দুই চোখ ফুলে ওঠে। নতুন বাহনে আরোহণের সময় যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আল্লাহ তায়ালা যখন আরশে আরোহণ করেন তখন আওয়াজ হয়। তিনি আরশের চার দিক থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ পৃথক রয়েছেন। [১] অনেক মুহাদ্দিস ইহুদীদের এসব বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুশাববিহাদের আক্বিদা পোষণ করতো। তাদের লিখিত আক্বিদা বিষয়ক কিতাবগুলো তাদের এই ভ্রান্তির স্পষ্ট প্রমাণ। আস -সুন্নাহ , আল-ইবানা বা আর -রদ্দু আলাল জাহমিয়া নামে তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেসব কিতাব লিখেছে এগুলো পড়লে বোঝা যায় , তারা ইসরাইলী বর্ণনা দ্বারা কতটা প্রভাবিত ছিলো। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় , অনেক মুহাদ্দিস শুধু ইসরাইলী বর্ণনা একত্র করার উদ্দেশ্যে কিতাব লিখেছেন। তারা এর থেকে কোন আক্বিদা প্রমাণ করেননি এবং এর বিপরীত আক্বিদা পোষণকারীদেরও সমালোচনা করেননি। আমরা সেসব মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে আলোচনা করছি না। বরং যেসব মুহাদ্দিস রীতিমত এগুলো দ্বারা তাদের আক্বিদা প্রমাণ করেছেন এবং এর বিপরীত আক্বিদা পোষণকারীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন , আমরা কেবল তাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি।আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারী রহ . বলেন,

على أنه حيث سمى كتابه (السنة) يفيد أن ما حواه ذلك الكتاب هو العقيدة المتوارثة من الصحابة والتابعين.. فلا حاجة إلى مناقشته فيما ساقه من الأسانيد..ـ فيتبين بذلك الفرق بين ذكر شيء في كتاب يسميه مؤلفه باسم (السنة) وبين ذكره في كتاب لا يسمى بمثل هذا الاسم، لأن الثاني لا يدل على أن جميع ما فيه مما يعتقده مؤلفه، بل قد يكون جمع فيه ما لقي من الروايات تاركاً تمحيصها للمطالع بخلاف الأول فلا نناقش المؤلف في الأسانيد بل نوجه النقد إلى المؤلف مباشرة من جهة أن ما حواه هو معتقده

إن علماء السلف قد ألفوا كتباً كثيرة وقد أطلق على كثير منها اسم الإبانة.... وأحيانا يطلقون على هذه المؤلفات اسم (السنة) أو (شرح السنة) – وعد كتباً منها كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، ثم قال- ويهدف مؤلفو هذه الكتب إلى إبراز عقيدة السلف كما كانت خالصة من شوائب الفرق الأخرى وشبهها، وذلك من خلال روايتهم للآثار الواردة في هذه العقيدة. ويكاد يكون موضوع هذه الكتب ونهجها واحداً وهو كما قلنا رواية الأحاديث الواردة في جميع أبواب العقيدة السلفية وذكر عقائد السلف الصالح

অর্থ: পূর্ববর্তী আলেমগণ (আক্বিদা বিষয়ক) অনেক কিতাব লিখেছেন। তদের অনেক কিতাবের নাম আল-ইবানা। কখনও কখনও তারা এসব আক্বিদার কিতাবের নাম দিয়েছে আস-সুন্নাহ অথবা শরহুস সুন্নাহ। এজাতীয় কিতাবের মধ্যে রয়েছে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের কিতাব আস-সুন্নাহ এবং ইবনে আবি আসেম এর লেখা আস-সুন্নাহ। এসব কিতাবের লেখকদের মূল উদ্দেশ্য হলো, সালাফে-সালেহীনের আক্বিদা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। অন্যান্য বাতিল ফেরকার ভ্রান্তি স্পষ্ট করে সালাফে-সালেহীনের বিশুদ্ধ আকিদা বর্ণনাই ছিলো এসব কিতাব লেখার মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের আক্বিদা প্রমাণের জন্য এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সত্য কথা হলো, আক্বিদা বিষয়ক এজাতীয় সকল কিতাব রচনার পদ্ধতি একই। সেটি হলো, তারা সালাফে-সালেহীনের আক্বিদা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আক্বিদা ও এসম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৩]

[১] আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৬।

[২] মাকালাতুল কাউসারী, পৃ৩২৬।

[৩] ইবনে বাত্তা এর লেখা আল-ইবানা এর তাহকীক, খ.১, পৃ.৪৮।

কাররামিয়া ফেরকা:

এই ফেরকার আক্বিদা-বিশ্বাস জানার পূর্বে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। প্রথমত: মুশাববিহা ও মুজাসসিমাদের অন্যান্য ফেরকা সময়ের পরিবর্তনে বিলুপ্ত হলেও এই ফেরকার আক্বিদা বিশ্বাস এখনও মুসলিম সমাজে প্রচলিত। এই ফেরকার প্রবর্তকের মৃত্যুর সঙ্গে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই ফেরকার অনেক আক্বিদা-বিশ্বাসই বর্তমানে সালাফী আক্বিদার মোড়কে আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান সালাফী আক্বিদা মূলত: পূর্ববর্তী মুজাসসিমা ও মুশাববিহা আক্বিদার নতুন রূপ, যা নতুন মোড়কে সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ফেরকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন শ্লোগান, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এই ফেরকা সাধারণ মানুষের মাঝে আক্বিদাগত ভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়। এই ফেরকার অনেকেই বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগি দ্বারা সাধারণ মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতো এবং তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতো কুফুরী আক্বিদা সমূহ। এভাবে তারা ইসলামের কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলমানদের একটি শ্রেণীকে আক্বিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করেছে। সময়ের পরিবর্তনে এদের মতাদর্শে নিত্য-নতুন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কাররামিয়া ফেরকাটি মূলত: মুসলমানদের মাঝে ইহুদী আক্বিদার প্রতিনিধিত্ব করেছে। কাররামিয়া ফেরকার উত্তরসূরী হলো বর্তমান সময়ের সালাফী ও আহলে হাদীস ফেরকা। কাররামিয়াদের ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাস উল্লেখের পরে এদের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।কাররামিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা:কাররামিয়া ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা হলো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম। সে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেই বড় হয়। সে সিজিস্তান থেকে খোরাসানে প্রবেশ করে, পরবর্তীতে নিশাপুরে ফিরে আসে। এবং সেখানে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার শুরু করে। সিজিস্তান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর নিশাপুরে গেলে সেখান থেকেও সে বিতাড়িত হয়। পরবর্তীতে সে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান শুরু করে। সেখানেই সে ২৫৫ হি: ইন্তেকাল করে।

ইবনে কাররাম মূলত: ইবাদত বন্দেগী ও বুযুর্গীর মাধ্যমে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতো। সে খুবই সামান্য ইলম অর্জন করেছিলো। প্রত্যেক মাযহাব থেকে কিছু কিছু নিয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীতি দেখিয়ে নিজের দিকে সাধারণ মানুষকে ভিড়াতো। তার এসব কৌশলের কারণে অনেক সাধারণ মানুষ তার ভক্ত হয়। এমনকি তার একদা তার অনুসারীদেরকে গ্রেপ্তার করা হলে প্রায় সত্তর হাজারী অনুসারী গ্রেপ্তার হয়।তার মৃত্যুও সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে তার অনুসারী ছিলো প্রায় বিশ হাজার। সিজিস্তান ও খোরাসানে এরকম হাজার হাজার অনুসারী ছিলো।[১২]কাররামিয়াদের ভ্রান্ত কুফুরী আক্বিদা-বিশ্বাস:কাররামিয়াদের অনেক ফেরকা ও মতবাদ রয়েছে। ভ্রান্ত ফেরকার উপর লিখিত গ্রন্থগুলোতে এদের অনেক ফেরকার নাম পাওয়া যায়। ইমাম আবু মনসুর বাগদাদী

রহ. আল-ফরকু বাইনাল ফিরাক এর মধ্যে এদের তিনটি দলে ভাগ করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহ. এদেরকে ছয়টি দলে বিভক্ত করেছেন। ইমাম শাহরাস্তানী রহ. এদের বারটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা তাদের বিভিন্ন ফেরকা সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে তাদের মৌলিক আক্বিদাগুলো এখানে তুলে ধরবো।মুহাম্মাদ ইবনে কাররামের একটি মৌলিক ভ্রান্ত আক্বিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা দেহ ও শরীর বিশিষ্ট। তার দেহের একটি সীমা ও সমাপ্তি রয়েছে। তার মতে আল্লাহর দেহের নিচের দিকের কেবল সীমা ও সমাপ্তি রয়েছে, যেই দিক আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট। [১৩]ইবনে কাররামের আরেকটি আক্বিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপরের অংশ স্পর্শ করে আছেন। [১৪]

ইবনে কাররামের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর স্থির হয়ে আছেন। সত্ত্বাগতভাবে তিনি উপরের দিকে রয়েছেন। আরশ হলো আল্লাহর অবস্থানের স্থান।ইবনে কাররামের নিকট আল্লাহ তায়ালা চলা-ফেরা করেন, তিনি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করেন, তিনি উপর থেকে নিচে অবতরণ করেন।সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইবনে কাররামের মতে আল্লাহ তায়ালার ভার বা ওজন রয়েছে। ইমাম বাগদাদী রহ. বলেন,

وأعجب من هذا كله أن ابن كرام وصف معبوده بالثقل وذلك أنه قال في كتاب عذاب القبر في تفسير قوله تعالى "إذا السماء انفطرت" إنها انفطرت من ثقل الرحمن عليها

অর্থ : পূর্বোক্ত কুফুরী আক্বিদাগুলোর চেয়ে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আক্বিদা হলো মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম আল্লাহ তায়ালার জন্য ওজন বা ভার সাব্যস্ত করেছে। সে তার আজাবুল কবর বইয়ে সূরা ইনফেতার এর প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর ওজন সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন (অর্থ :) যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। [১৫] সে এর ব্যাখ্যায় লিখেছে, আসমান আল্লাহর ভারে বিদীর্ণ হবে। [১৬]ইবনে কাররামের আরেকটি কুফুরী আক্বিদা হলো, সে আল্লাহর জন্য কাইফিয়াত বা অবস্থা সাব্যস্ত করেছে। ইমাম বাগদাদী রহ. লিখেন, ثم إن ابن كرام ذكر في كتابه عذاب القبر باباً له ترجمة عجيبة فقال: باب في كيفوفية الله عز وجل، ولايدري العاقل من ماذا يتعجب أمن جسارته على إطلاق لفظ الكيفية في صفات الله عز وجل؟ أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية، وله من جنس هذه العبارة أشكال وقد عبر عن مكان معبوده في بعض كتبه بالحيثوثية وهذه العبارات لائقة بمذهبه السخيف

অর্থ: ইবনে কাররাম তার আজাবুল কবর নামক কিতাবে একটি আশ্চর্যজনক পরিচ্ছেদ লিখেছে। পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছে, আল্লাহর কাইফিয়াত বা অবস্থার বর্ণনা। আমি জানি না, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার এই পরিচ্ছেদের নাম দেখে আশ্চর্যন্বিত হবে না কি আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে কাইফিয়াত বা অবস্থা সাব্যস্তের মতো ধৃষ্টতা দেখে আশ্চর্য হবে, না কি তার নিকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারে আশ্চর্য হবে? সে আরবী কাইফিয়াত শব্দ থেকে বিকৃত শব্দ কাইফুফিয়াত বানিয়েছে। সে এজাতীয় আরও অনেক বিকৃত শব্দ ব্যবহার করেছে। সে তার একটি কিতাবে আল্লাহর স্থান সাব্যস্তের জন্য হাইসুসিয়াত শব্দ ব্যবহার করেছে। এধরনের বিকৃত শব্দ শুধু তার নিকৃষ্ট মাযহাবেরই উপযুক্ত।[১৭]

মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আক্বিদাসমূহ:

ইমাম আব্দুল কাহের বাগদাদী, ইমাম ইসফারাইনী, ও ইমাম শাহরাস্তানী রহ. মুহাম্মাদ ইবনে কাররাম ও তার অনুসারীদের আক্বিদা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমরা তাদের মৌলিক আক্বিদাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি,

১. আল্লাহ তায়ালার পরিমাপ ও সীমা রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা রয়েছে। পরিভাষা অনুযায়ী দৈঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট বস্তুকে মূলত: দেহ বলা হয়। এজন্য প্রত্যেক মুজাসসিমা আল্লাহ তায়ালার দেহ সাব্যস্ত করে থাকে।

২. আল্লাহ তায়ালাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা সম্ভব। এমনকি আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ করা সম্ভব। কারণ তাদের মতে আল্লা তায়ালা জিসম বা দেহবিশিষ্ট। আর প্রত্যেক দেহ বিশিষ্ট বস্তু র্শ করা সম্ভব।

৩. আল্লাহ তায়ালা আরশ স্পর্শ করে আছেন। কেননা তিনি আরশের উপর বসে আছেন। তাদের কারও কারও মতে তিনি আরশ থেকে পৃথক অবস্থায় আরশের উপরে রয়েছেন।

৪.আল্লাহ তায়ালার অঙ্গ-প্রতঙ্গ রয়েছে। যেমন, হাত, চোখ, পা ইত্যাদি।

৫. অধিকাংশ মুজাসসিমার মতে আল্লাহ তায়ালা সব দিক থেকে সীমাবদ্ধ। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তায়ালা নিচের দিক তথা আরশের দিক থেকে সীমাবদ্ধ এবং আরশ ব্যতীত অন্যান্য দিকে অসীম।

৬. আল্লাহ তায়ালার শোনা, দেখা, ইলম, কুদরত মোট কথা সব গুণ নশ্বর। এগুলো আল্লাহর সত্ত্বার মাঝে সৃষ্টি হয়।

৭. আল্লাহ তায়ালার কোন কাজের জন্য নড়া-চড়া প্রয়োজন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কিছু করার জন্য নড়া-চড়া বা হরকত করেন। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তায়ালার নড়া-চড়াই হলো আল্লাহর কাজ।[১৮]

[১] সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, খ.৭, পৃ.২০২। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আত-তারীখুল কাবীর, খ.৮, পৃ.১৪। আল-জারহু ওয়াত তা’দীল, খ.৭, পৃ.৩৪৫, মিজানুল ই’তেদাল, খ.৪, পৃ.১৭২।

[২] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, পৃ.১৫২, ২০৯।

[৩] মিনহাজুস সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৬১৮।

[৪] তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬৪, সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, খ.৭, পৃ.২০২।

[৫] মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, পৃ.২৫১।

[৬] তাযকিরাতুল হুফফায, খ.১, পৃ.১৭৪। তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬২।

[৭] তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬১।

[৮] আল-মাজরুহুন, খ.২, পৃ.১৫। আরও দেখুন, ওফায়াতুল আইয়ান, খ.৫, পৃ.২৫৫, আজ-জুয়াফা, ইবনুল জাওযী, খ.১, পৃ.১৩৬।

[৯] তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬২।

[১০] ত্ববাকাতুল হুফফায, খ.১, পৃ.১৫৯।

[১১] তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬২। তাহযীবুল কামাল, খ.২৮, পৃ.৪৩৬।

[১২] আত-তাবসীর ফিদ দীন, পৃ.৬৫। আল-মুনতাজিম, ইবনুল জাওযী, খ.১২, পৃ.৯৮।

[১৩] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৩, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৮, ই’তেকাদু ফিরাকিল মুসলিমিন, পৃ.১৭।

[১৪] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৪, আল-মিলালু ওয়ান নিহাল, পৃ.১০৮।

[১৫] সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত নং ১।

[১৬] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৭।

[১৭] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ.২০৭।

[১৮] আল-কাশিফুস সগীর, সাইদ আব্দুল-লতিফ ফুদা, পৃ.৩১-৩২।

মতিউর রহমান মাদানীর পোস্টমটের্ম: দেওবন্দী আকিদা নামে মতির মিথ্যাচার (১)
July 9, 2014 at 6:23 PM

মতিউর রহমান মাদানী দেওবন্দী আকিদা নামে একটা লেকচার দিয়েছে। এই লেকচারের শুরু থেকেই সে দেওবন্দী আলেমদের উপর মিথ্যাচার করেছে। তার মতো এতো বড় মিথ্যুক কীভাবে কারও শায়খ হতে পারে, এটা সবচেয়ে বড় বিস্ময়। প্রিয় পাঠক, আমরা ইনশাআল্লাহ তার প্রত্যেকটি মিথ্যা বক্তব্য সুস্পষ্ট প্রমাণসহ উল্লেখ করবো। মানুষ কতো বড় খান্নাস হতে পারলে এধরনের মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে বড় বড় আলেমদেরকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দিতে পারে চিন্তা করুন। আমরা এখানে মাদানীর বক্তব্য হুবহু তুলে ধরেছি। তার এই দশ মিনিটের লেকচারের উপর আমাদের পরবর্তী আলোচনা হবে। আলোচনা দীঘর্ হবে। ওয়াহদাতুল উজুদের উপরই অনেকগুলো নোট লিখা হবে। আশা করি ধৈয্যের সঙ্গে আমাদের সাথে থাকবেন।

---- - - --------- - - --------- - - ---------- - - --------- - - --------- - - --------- - - -------- -- - -------- - -- --------- - ---------- - - -

মতিউর রহমান তার " দেওবন্দী আকিদা " নামের লেকচারের ১১.৪৫ - ২০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে বলেছে,

"প্রথম আকিদা যে আকিদা যে আকিদাটি ইসলামী আকিদা নয়, যে আকিদা শুধু বিদয়াতী আকিদা নয়, বরং কুফুরী, বিদয়াতী আকিদা। এই আকিদা মওজুদ রয়েছে, বিদ্যমান রয়েছে দেওবন্দীদের মধ্যে; সেই আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। আরবীতে তাকে বলা হয়, ওয়াহদাতুল

উজুদ। ওয়াহদা ওয়াহিদ থেকে। এক হয়ে যাওয়া। উজুদ মানে হচ্ছে অসিত্ব। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আসমান-জমিন, আরশ কুরসী, আল্লাহ পাক, খালেক মাখলুক, আল্লাহর সৃষ্টিজগত, সৃষ্টিজগতের মধ্যে আবার আ্যা....যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীন, পশু-প্রাণি, যতো রকমের হাইয়ান রয়েছে, জীবজন্তু রয়েছে, পাখি রয়েছে, ইত্যাদি, সমস্ত কিছু, এগুলো হচ্ছে অস্তিত্ব-উজুদ। সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব হচ্ছে, শুধু সৃষ্টির অস্তিত্ব নয়, সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে ওয়াহদা এক। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের শাব্দিক অর্থ করলাম, আর এটি হচ্ছে তার ডিটেইলস বা বিস্তারিত। যা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম। ওয়াহদাতুল উজদু মানে খালেক আর মাখলুকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, আল্লাহ এবং মাখলুক সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, বরং সব কিছুই হচ্ছে এক। সব কিছুই এক। অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেখছেন, যে কোন মানুষকে দেখছেন, যে কো প্রাণীকে দেখছেন, তাতেই আল্লাহ আছে। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম? নাহ? দু'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে, আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে, ওয়াহদাতুল উজুদ। দেওবন্দীদের কয়েকজন শিরোমণি আলেমের নাম বলে দেই, তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে যে, তাদের কিতাবাদীতে এসব আকিদা পাবেন। তাদের সবচেয়ে শিরোমণি আলেম হচ্ছেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী । তিনি মক্কায় থাকতেন, আর ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা শুধু নিজেই রাখতেন না, এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে প্রচার করতেন। বড় তবলীগ করতেন। মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি এই ওয়াহদাতুল উজুদের। যতো দেওবন্দী ভারত, বাংলাদেশ পাকিস্তান, অখন্ড ভারত থেকে মক্কায় আসতো হজ্জ মৌসুমে বা অন্য কোন মৌসুমে, আসার পরে তার থেকে বাইয়াত নিয়ে যেত। বড় বড় আলেমরা এসে তার মুরীদ হয়েছে। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা যদি তাদের কিতাবে দেখতে হয়, বিশেষ করে একটি কিতাব যেই ওয়াহদাতুল উজুদের প্রমাণের জন্য লেখা হয়েছে, তা হচ্ছে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর কিতাব, কিতাবের নাম হচ্ছে শামাইমে মুহাম্মদী। এই কিতাবটি লেখাই হচ্ছে ওযাহদাতুল উজুদের জন্য । দেওবন্দী শিরোমনি বড় বড় আলেমদের একজন হচ্ছেন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী। নাম শুনেছেন? শুনেছেন। তার বক্তব্য রয়েছে ওয়াহদাতুল উজুদে। তিনি বলেছেন, আমি এটা বিশ্বাস করি। তবে প্রচার করি না। কারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কিতাবে আছে। আরেকজন তাদের হচ্ছেন, বিরাট আলেম এগুলো ছোট-খাট আলেমদের নাম নিচ্ছি না কিন্তু অ্যা...যাদেরকে সারা বিশ্বের দেওবন্দী মাজহাবের লোকেরা, দেওবন্দী ফিরকার লোকেরা চেনে, কাসেম নানুতুবী। যে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। আরেকজন হচ্ছেন হাকীমুল উম্মত যার উপাধি, আশরাফ আলী থানবী। কে চেনে না, বেহেশতী জেওর কে জানে না, আর কোন ভাষায় অনুবাদ হয়নি। বাংলা উর্দু আর হিন্দী। আর কে চিনে না আশরাফ আলী থানবীকে? এরা হচ্ছেন দেওবন্দী ফেরকার শিরোমণি আলেম। দেওবন্দী ফেরকার শিরোমণি আলেম হচ্ছেন আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী। দেওবন্দী ফেরকার শিরোমণি আলেম হচ্ছেন মাহমুদুল হাসান, শাইখুল হিন্দ যাকে বলা হয়। গোটা হিন্দুস্তানের অখণ্ড ভারতের তিনি শায়খ, শাইখুল হিন্দ। দেওবন্দী ফেরকার শিরোমণি আলেম হচ্ছেন হুসাইন আহমাদ মাদানী। আর যার ছেলে

আসাদ মাদানী প্রেত্যেক বছর, সারা পৃথিবীর ইমানদার মানুষের ই'তেকাফ করতে আসে, হজ-উমরা করতে আসেন, ই'তেকাফ করতে, ইবাদত বন্দেগী করতে কোথায় আসেন? মক্কায়-মদীনায় আসেন। আর আসআদ মাদানী হুসাইন আহমাদ মাদানী শিরোমণির ছেলে আসআদ মাদানী তিনি যান বাংলাদেশে। কোথায়? বাংলাদেশে। খরর আছে? জানেন না কেউ? ডেকে নিয়ে আসেন ইউনুসকে। এক ভাই যান, ইউনুসকে ডেকে নিয়ে আসেন, সে খরব দিক। প্রত্যেক বছর ঢাকার এক মসজিদ আছে জানি না, কাকরাইল মসজিদ অথবা অন্য কোন মসজিদ। কাকরাইল মসজিদে উনি গিয়ে শেষ দশ দিন কাটান। ইন্তেকাল করেছেন গত বছর বা তার আগের বছর। যাই হোক, এই হচ্ছে তাদের আমল। এবং দেওবন্দী আলেমদের একটা লিস্ট দিলাম, বড়দের লিস্ট দিলাম। বাকী ছোটদের লিস্ট হাটহাজারী, পটিয়া আর যতগুলি মাদ্রাসা আছে, দেওবন্দী তরিকার কওমী মাদ্রাসা রয়েছে, সবগুলি দেওবন্দী আকিদার অনুসারী।

এই আকিদা ওয়াহদাতুল উজুদ, ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা, আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর নাম নিলাম। তার কিতাব ফয়জুল বারীতে রয়েছে। ফায়জুল বারী নামক একটি কিতাব, লিখেছেন বোখারী শরীফের ভাষ্য বলে, বোখারী শরীফের ভাষ্য বলে লিখেছেন। আর তাতে তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ মানে সারা পৃথিবীর অস্তিত্ব হচ্ছে এক, আল্লাহ ও সৃষ্টি সব এক। এই আকিদা তিনি লিখেছেন। এই আকিদা রয়েছে, শাব্বির আহমাদ উসমানীর তাফসীরে। শাব্বির আহমাদ উসমানী একজন খুব বড় আলেম, মুফাসসির দেওবন্দী ফেরকার। নাম শুনেছেন? শাব্বির আহমাদ উসমানীর তাফসীরে রয়েছে। আরেকজন বড় আলেম হচ্ছেন মুফতী শফী। পাকিস্তানের অদ্বিতীয় মুফতী। যারা একাত্তরের আগে বড় সাবালক ছিলেন, তারা হয়ত পাকিস্তান টিভি থেকে যারা শুনেছেন, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আম বা মুফতীয়ে আজম বা বড় মুফতী ছিলেন। কুরআনের অনুবাদ যেটি মহিউদ্দীন খান বাংলায় অনূদিত করেছে। এটি হচ্ছে মুফতী শফীর মায়ারিফুল কুরআন। দেওবন্দী যে কোন আলেম এসে খুজবে মায়ারেফুল কুরআন আছে কি না? অন্য কোন তফসীর, তাফসীরে ইবনে কাসীর জীবনেও খুজবে না। অন্য কোন তসফীর খুজবে না। খুজবে মায়ারেফুল কুরআন। এই মায়ারেফুল কুরআনের লেখক হচ্ছেন মুফতী শফী। এই সব উলামারা হচ্ছেন দেওবন্দী ফেরকার উলামা। এই আকিদা রয়েছে, শায়খ যাকারিয়া শাইখুল হাদীসের নাম তো শুনেছেন? তবলীগ জামাতের লিখক। অদ্বিতীয় লিখক তাবলীগ জামাতের। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ইলিয়াস সাহেব। এরা সবাই ঐ দেওবন্দী ফেরকারই। কিন্তু একটু কেটে গিয়ে এরা তাবলীগ চালু করলেন, তারা তাবলীগ চালু করেননি। এরা তবলীগ শুরু করলেন। এই শায়খ যাকারিযা সাহেবের কিতাব ফাযাইলগুলি যে রয়েছে, তার একটি চ্যাপ্টার রয়েছে, ফাজা্ইলে সাদাকাত। এই ফাজাইলে সাদাকাতে রয়েছে ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের কথা। বলেছে ওয়াহদাতুল উজুদ হচ্ছে ইসলাম । আল্লাহ সৃষ্টি সব এক।

আল্লাহ-সৃষ্টি যদি সব এক হয়, এখন তাদের কথা বয়ান না করে, এর অসারতা দেখুন। এমন কুফুরীর কূফুরী, যেই কুফুরী বলা হয়েছে, এই ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা প্রথম পেশ করেছে ইবনে

আরাবী বলে একজন মুরতাদ। ইবনে আরাবী পেশ করেছিলো। ইবনে আরাবী সম্পর্কে মুহাক্কিক - গবেষক উলামারা বলেছেন যে , كان أكفر من فرعون وهامان " সে ফিরআউনের চাইতেও বেশি বড় কাফের ছিলো। ফেরআউন বলেছিলো যে, আনা রব্বকুমুল আ 'লা, আমি মহান প্রভূ , আমার পূজা করো। কিন্তু একথা বলেনি যে , আমার পূজা করলেই আল্লাহর পূজা করা হবে। একথা বলেছিলো ফিরআউন ? কিন্তু ইবনে আরাবী এই আকিদা পেশ করলো যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব হচ্ছে এক । স্রষ্টা -সৃষ্টি সব হচ্ছে এক । সুতরাং যে কিছুরই ইবাদত করো না কেন , যে কিছুর পুজা করো না কেন , সেটি আল্লাহরই ইবাদত হয় । তুমি যদি তোমার স্ত্রীর পুজা করো , তবুও আল্লাহর ইবাদত হয় । তুমি যদি লিঙ্গ পুজা করো , হিন্দুদের মতো পুরুষ লিঙ্গ অথবা স্ত্রী লিঙ্গের পূজা করো , তবুও আল্লার ইবাদত হযে যায় । নদী -নালার যদি ইবাদত করো , গঙ্গা -যমুনার হিন্দুদের মতো , তাও আল্লাহর ইবাদত হয় । শুয়োরের -কুকুরের যদি সিজদা করো , তবুও আল্লাহকে সিজদা করা হয় । তাই তাদের কবিতা রয়েছে , আমি কুকুরকে সিজদা করলেও তো আল্রাহকে পাই , খিনজীরকে-শুয়োরকে সিজদা করলেও তো আল্লাহকে পাই । কারণ অস্তিত্ব হচ্ছে এক । সব কিছুতেই আল্লাহ মঊজুদ । ওয়াহদাতুল উজুদের ইমানের অর্থ । ”

[মাদানীর বক্তব্য শেষ হলো]

প্রিয় পাঠক , আপনারা এতক্ষণ একজন জঘন্য মিথ্যুকের কিছু মিথ্যাচার পড়েছেন। আমরা তার প্রত্যেকটা বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করবো। আসুন , মিথ্যুক মাদানীর মিথ্যাচারের একটা তালিকা দেখে নেই।

মিথ্যুক মতির মিথ্যাচারের তালিকা :

=================

মিথ্যা নং- ১:

ওয়াহদাতুল উজুদের যেই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছে যে কোন দেওবন্দী আলেম এধরনের কোন সংজ্ঞা বলেননি। এটি মতি নিজের থেকে বানিয়েছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক বা সব কিছুর মাঝেই আল্লাহ আছেন, ওয়াহদাতুল উজুদের এজাতীয় কোন সংজ্ঞা কোন দেওবন্দী আলেম কোথাও বলেননি। মিথ্যুক মতি ও তার ভক্তদের কাছে চ্যালেন্জ রইলো তারা কোন দেওবন্দী আলেম থেকে এজাতীয় একটি সংজ্ঞা রেফারেন্সসহ দেখাক। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত হয়ে যাবে, মিথ্যুক মাদানী এটি দেখাতে পারবে না।

মিথ্যা নং-২: মতি আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. সম্পর্কে বলেছে,

// এই আকিদা ওয়াহদাতুল উজুদ, ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা, আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর নাম নিলাম। তার কিতাব ফয়জুল বারীতে রয়েছে। ফায়জুল বারী নামক একটি কিতাব, লিখেছেন বোখারী শরীফের ভাষ্য বলে, বোখারী শরীফের ভাষ্য বলে লিখেছেন। আর তাতে তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ মানে সারা পৃথিবীর অস্তিত্ব হচ্ছে এক, আল্লাহ ও সৃষ্টি সব এক। এই আকিদা তিনি লিখেছেন।//

কিয়ামত পর্যন্ত এই দাজ্জালকে সময় দিলাম, সে অথবা তার কোন ভক্ত ফয়জুল বারী থেকে এই কথা দেখাক যে, সেখানে লেখা আছে, "আর তাতে তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ মানে সারা পৃথিবীর অস্তিত্ব হচ্ছে এক, আল্লাহ ও সৃষ্টি সব এক।""

মিথ্যা নং-৩:

শায়খ যাকারিয়া রহ. এর ফাজাইলে সাদাকাত সম্পর্কে বলেছে,

//এই শায়খ যাকারিযা সাহেবের কিতাব ফাযাইলগুলি যে রয়েছে, তার একটি চ্যাপ্টার রয়েছে, ফাজা্ইলে সাদাকাত। এই ফাজাইলে সাদাকাতে রয়েছে ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি ইমান বা বিশ্বাসের কথা। বলেছে ওয়াহদাতুল উজুদ হচ্ছে ইসলাম । আল্লাহ সৃষ্টি সব এক।//

মিথ্যুক মতি ও তার ভক্তদের কাছে চ্যালেন্জ রইলো, তারা ফাজাইলে সাদাকাত থেকে দেখাক যে, শাইখ যাকারিয়া রহ, লিখেছেন, "আল্রাহ ও সৃষ্টি সব এক।"

মিথ্যা নং- ৪:

দাজ্জাল ও কাজ্জাব মাদানী বলেছে,

//ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম? নাহ? দু'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে, আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে, ওয়াহদাতুল উজুদ।//

এই দাজ্জাল দেওবন্দী ও বেরেলভীদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করলেও আহলে হাদীস মতবাদ সম্পর্কে কিছু বলে না। অথচ উপমহাদেশের আহলে হাদীস ফেরকার শিরোমণি আলেমরা ওযাহদাতুল উজুদের আকিদায়া বিশ্বাসী হলেও এদের বিরুদ্ধে মাদানী কখনও মুখ খোলে না। কাজী শাওকানী, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীসহ বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেমরা এই আকিদায় বিশ্বাসী ছিলো। অথচ এই কাজ্জাব শুধু দেওবন্দী আলেমদেরকেই তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। সে কতোবড় দাজ্জাল হলে নিজেদের বড় বড় আলেমরা এই আকিদার রাখা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যন্যা আলেমদেরকে কুফুরী- শিরকের অপবাদ দিচ্ছে। এই মিথ্যুক কেন এটা বলে না যে, ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় আহলে হাদীস, দেওবন্দী, বেরেলবী সবাই এক সঙ্গমে মিলে গেছে।

মিথ্যা নং-৫:

দাজ্জাল ও কাজ্জাব মাদানী বলেছে,

"প্রথম আকিদা যে আকিদা যে আকিদাটি ইসলামী আকিদা নয়, যে আকিদা শুধু বিদয়াতী আকিদা নয়, বরং কুফুরী, বিদয়াতী আকিদা। এই আকিদা মওজুদ রয়েছে, বিদ্যমান রয়েছে দেওবন্দীদের মধ্যে; সেই আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। আরবীতে তাকে বলা হয়, ওয়াহদাতুল উজুদ। ওয়াহদা ওয়াহিদ থেকে। এক হয়ে যাওয়া। উজুদ মানে হচ্ছে অসিত্ব। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আসমান-জমিন, আরশ কুরসী, আল্লাহ পাক, খালেক মাখলুক, আল্লাহর সৃষ্টিজগত, সৃষ্টিজগতের মধ্যে আবার আ্যা....যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীন, পশু-প্রাণি, যতো রকমের হাইয়ান রয়েছে, জীবজন্তু রয়েছে, পাখি রয়েছে, ইত্যাদি, সমস্ত কিছু, এগুলো হচ্ছে অস্তিত্ব-উজুদ। সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব হচ্ছে, শুধু সৃষ্টির অস্তিত্ব নয়, সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে ওয়াহদা এক। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের শাব্দিক অর্থ করলাম, আর এটি হচ্ছে তার ডিটেইলস বা বিস্তারিত। যা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম। ওয়াহদাতুল উজদু মানে খালেক আর মাখলুকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, আল্লাহ এবং মাখলুক সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, বরং সব কিছুই হচ্ছে এক। সব কিছুই এক। অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেখছেন, যে কোন মানুষকে দেখছেন, যে কো প্রাণীকে দেখছেন, তাতেই আল্লাহ আছে। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম? নাহ? দু'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে, আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে, ওয়াহদাতুল উজুদ।

চ্যালেন্জ: জঘন্য মিথ্যুক মাদানী দেওবন্দী আলেমদেরকে কুফুরী অপবাদ দিয়েছে। তার এই অপবাদের ভিত্তি হলো, দেওবন্দী আলেমরা সব কিছুতেই আল্লাহ আছে বলে বিশ্বাস করে। যে কোন বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ রয়েছে। এই মিথ্যুকের কাছে প্রথম চ্যালেন্জ, আপনি ওয়াহদাতুল উজুদের যে ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাখ্যা পৃথিবীর কোন দেওবন্দী আলেমের কাছ থেকে নিয়েছেন? দ্বিতীয় চ্যালেন্জ, কোন দেওবন্দী আলেম বলেছে, সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ রয়েছে? কোন দেওবন্দী আলেম বলেছে, ওযাহদাতুল উজুদ মানে সব কিছুর মাঝে আল্লাহ রয়েছে?

মিথ্যা নং-৬:

কোন দেওবন্দী আলেম বলেছে, গাছের পুজা করলে আল্লাহর পুজা হবে? কোন দেওবন্দী আলেম বলেছে, লিঙ্গ পুজা করলে আল্লাহর পুজা হবে?

আহলে হাদীসদের এই দাজ্জালের কাছে আমাদের চ্যালেন্জ, কোন দেওবন্দী আলেম কি এই কথা বলেছে যে, ওযাহাদাতুল উজুদ মানে লিঙ্গ পুজা করা যাবে? যদি তারা না বলে থাকে, তাহলে তাদেরকে কেন এই ওয়াহদাতুল উজুদের অপবাদ দেয়া হচ্ছে? আর যদি ধরেও নেই যে, ওয়াহদাতুল উজুদ বিশ্বাসের কথা বলার দ্বারা এসব ফলাফল দেওবন্দীদের আকিদায় এসে যায় (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে এই কাজ্জাব কেন আহলে হাদীসদের বড় বড় আলেম সম্পর্কে একথা বলে না যে, তারা যেহেতু ওযাহদাতুল উজুদে বিশ্বাসের কথা বলে, এজন্য তারাও লিঙ্গ পুজার আকিদা রাখে? মাদানী তার লেকচারে কেন এই কথা বলে না যে, আহলে হাদীসদের বড় বড় আলেমরা যেহেতু ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা রাখতো, সতুরাং আহলে হাদীসদের আকিদা হলো, লিঙ্গ পুজা করলে আল্লাহর ইবাদত করা হয়?

মিথ্যা নং-৭:

মাদানী বলেছে,

//আরেকজন বড় আলেম হচ্ছেন মুফতী শফী। পাকিস্তানের অদ্বিতীয় মুফতী। যারা একাত্তরের আগে বড় সাবালক ছিলেন, তারা হয়ত পাকিস্তান টিভি থেকে যারা শুনেছেন, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আম বা মুফতীয়ে আজম বা বড় মুফতী ছিলেন। কুরআনের অনুবাদ যেটি মহিউদ্দীন খান বাংলায় অনূদিত করেছে। এটি হচ্ছে মুফতী শফীর মায়ারিফুল কুরআন। দেওবন্দী যে কোন আলেম এসে খুজবে মায়ারেফুল কুরআন আছে কি না? অন্য কোন তফসীর, তাফসীরে ইবনে কাসীর জীবনেও খুজবে না। অন্য কোন তসফীর খুজবে না। খুজবে মায়ারেফুল কুরআন। এই মায়ারেফুল কুরআনের লেখক হচ্ছেন মুফতী শফী। //

মিথ্যুক মাদানী কতো বড় মিথ্যুক হলে সে দেওবন্দী আলেমদের সম্পর্কে এধরনের জঘন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে চিন্তা করুন। দেওবন্দী আলেমরা তাফসীরে ইবনে কাসীর বা অন্য কোন তাফসীর পড়ে না, এটা বলা যায় শতাব্দীর সেরা মিথ্যা কথা। মায়ারেফুল কুরআন ছাড়া অন্য কোন তাফসীর খুজে না, এধরনে ডাহা মিথ্যা কথা যে বলতে পারে সে কীভাবে শায়খ হয়? আর এসব মিথ্যুকরা পিস টিভিতে লেকচার দেয়? প্রথম কথা হলো, মাদানী সাহেব, আপনি কয়জন দেওবন্দী আলেমের কুতবখানা যাচাই করেছেন? কয়টা দেওবন্দী মাদ্রাসায় গিয়েছেন? কয়জন দেওবন্দী আলেমের উপর জরিপ করে এই কথা বলেছেন?

দ্বিতীয় কথা হলো, তাফসীরে ইবনে কাসীর কাদের তাফসীর? আপনি হয়তো ভেবেছেন, এটা আপনাদের তাফসীর। মিথ্যুকরা আসলে এভাবেই ধরা খায়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে কিছু কিছু বিষয় আপনাদের পক্ষে গেলেও আকিদার বহু মাসআলাায় ইবনে কাসীর আপনাদের বিরোধী? যেসব আকিদার কারণে আপনারা আশআরী-মাতুরীদের তাকফীর করেন, সেগুলো ইবনে কাসীরেও আছে। আপনারা যেই দেওবন্দীদেরকে বলছেন, তারা ইবনে কাসীর পড়ে না, ভাল করে মনে রাখবেন, তারা শুধু ইবনে কাসীর পড়েই না, বাতিলের দাতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার জন্য ইবনে কাসীরের সাথে আপনাদের আকিদাগত কী কী বিরোধ আছে, সেগুলোও নোট করে।

তৃতীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে অধিকাংশ মাদ্রাসার ইফতা ও হাদীস বিভাগে ইবনে কাসীর রয়েছে। অধিকাংশ বড় আলেমের কাছে ইবনে কাসীর রয়েছে। তারা শুধু ইবনে কাসীর রাখে না, আরও পাচ দশটা তাফসীর বাসায় রাখে, এগুলো অধ্যয়ন করে। আর আপনাদেরকে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করি, সাত শ হিজরীতে লেখা ইবনে কাসীর পড়তে হবে এটা কোন হাদীস বা কুরআনে আছে? আপনারা তো কুরআন ও হাদীস মানেন। কবে থেকে তাফসীর মানা শুরু করলেন? আপনারাই তো বলেন, আহলে হাদীসকে দো উসুল, কালাল্লাহ ও কালার রাসুল। এই মূলনীতি এখন কোথায় গেলো? ইবনে কাসীর আহলে হাদীস মতবাদের বিরোধী মাসআলা বললে আহলে হাদীসরা কি সেটা মেনে নিবে? দেওবন্দী আলেমরা এগুলো শুধু নিজেরা পড়ে না, তারা ছাত্রদেরকে এগুলো পুরষ্কাার দেয়। আল-হামদুলিল্লাহ, শরহে বেকায়া জামাতে ভালো ফলাফলের জন্য মাদ্রাসা থেকে ইবনে কাসীরসহ আরও অনেক কিতাব পুরষ্কার দিয়েছিলো আমাকে। সুতরাং দেওবন্দী আলেমরা ইবনে কাসীর পড়ে না, এটা শতাব্দীর সেরা ডাহা মিথ্যাচার।

এই পর্বে মূল আলোচনা শুরু করা হলো না। পরবর্তী পর্বগুলোতে ওয়াহদাতুল উজুদের উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই মিথ্যুক কীভাবে আলেমদের নামে মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে

কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়, তাও স্পষ্ট হবে। আহে হাদীসদের বড় বড় গুরুরা ওয়াহদাতুল উজুদু সম্পর্কে কী বলেছে, সেগুলোও আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

মতিউর রহমান মাদানীর পোস্টমর্টেম : দেওবন্দী আকিদা নামে মতির মিথ্যাচার (পর্ব - ২)

July 15, 2014 at 1:43 PM

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান :

====================================

পূর্বের পর্বে আমরা মাদানীর বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেছি। এবং সে কীভাবে দেওবন্দী আলেমদের উপর মিথ্যাচার করেছে তার একটি তালিকা উল্লেখ করেছি। এ পর্বে আমরা মতির মিথ্যাচারের বিস্তারিত প্রমাণ উল্লেখ করবো।

মতিউর রহমান মাদানী তার " দেওবন্দী আকিদা " নামক লেকচারে ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান তুলে ধরেছে,

""প্রথম আকিদা যে আকিদা যে আকিদাটি ইসলামী আকিদা নয়, যে আকিদা শুধু বিদয়াতী আকিদা নয়, বরং কুফুরী, বিদয়াতী আকিদা। এই আকিদা মওজুদ রয়েছে, বিদ্যমান রয়েছে দেওবন্দীদের মধ্যে; সেই আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। আরবীতে তাকে বলা হয়, ওয়াহদাতুল উজুদ। ওয়াহদা ওয়াহিদ থেকে। এক হয়ে যাওয়া। উজুদ মানে হচ্ছে অসিত্ব। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আসমান-জমিন, আরশ কুরসী, আল্লাহ পাক, খালেক মাখলুক, আল্লাহর সৃষ্টিজগত, সৃষ্টিজগতের মধ্যে আবার আ্যা ....যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীন, পশু -প্রাণি, যতো রকমের হাইয়ান রয়েছে, জীবজন্তু রয়েছে, পাখি রয়েছে, ইত্যাদি, সমস্ত কিছু, এগুলো হচ্ছে অস্তিত্ব -উজুদ। সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব হচ্ছে, শুধু সৃষ্টির অস্তিত্ব নয়, সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে ওয়াহদা এক। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের শাব্দিক অর্থ করলাম, আর এটি হচ্ছে তার ডিটেইলস বা বিস্তারিত। যা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম। ওয়াহদাতুল উজদু মানে খালেক আর মাখলুকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, আল্লাহ এবং মাখলুক সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, বরং সব কিছুই হচ্ছে এক। সব কিছুই এক। অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেখছেন, যে কোন মানুষকে দেখছেন, যে কো প্রাণীকে দেখছেন, তাতেই আল্লাহ আছে। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল

উজুদের আকিদা। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম ? নাহ ? দু 'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে , আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে , ওয়াহদাতুল উজুদ। ""

আস্তাগফিরুল্লাহ , নাউযুবিল্লাহ। আমরা এধরনের জঘন্য মিথ্যুক থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। একজন মানুষ কতোটা নীচে নেমে গেলে এধরনের ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারে ? আল্লাহ পাকের কাছে এসব মিথ্যুকদের বিচারের ভার ন্যস্ত করছি। আল্লাহ যেন এদেরকে এসব মিথ্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি দেন।

আমরা এখানে দেওবন্দী বিখ্যাত আলেমদের লিখিত কিতাবসমূহ থেকে মূল বইযের স্ক্রিনশটসহ ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে তাদের অবস্থান তুলে ধরবো। মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে দু 'টি পরিভাষা বুঝে নেয় আবশ্যক।

১. হুলুল :

হুলুল শব্দের অর্থ প্রবেশ করা। একটা বস্তু অন্য আরেকটির মাঝে প্রবেশ করার পর যদি উভয় বস্তু তাদের নিজ সত্ত্বা অবশিষ্ট রেখে বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে হুলুল বলে। অর্থাৎ যে বস্তু কোন কিছুর মাঝে ঢুকছে সেটিও তার নিজ সত্ত্বা ঠিক রাখবে আবার যার মাঝে প্রবেশ করছে , সেটিও তার নিজ সত্ত্বা অবশিষ্ট রাখবে। বিষয়টিকে আরবীতে হুলুল বলে। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে হুলুলের আকিদা সম্পূর্ণ কুফুরী। যেমন , কেউ যদি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তায়ালা স্থানগতভাবে আসমানে রয়েছেন তাহলে এটি হুলুল হবে। কারণ আসমান একটি মাখলুক বা সৃষ্টি। কোন সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সত্ত্বা প্রবেশ করেছেন বা আছেন এজাতীয় বিশ্বাসই মূলত : হুলুল।

বাস্তব ক্ষেত্রে হুলুলের একটি উদাহরণ হলো , চিনি ও বালির মিশ্রণ। এ মিশ্রনে চিনি ও বালি নিজ সত্বা অবশিষ্ট রেখে অবস্থান করে থাকে। রসায়নের ভাষায় এধরনের মিশ্রণকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বা *Heterogeneous mix* বলে।

খ্রিষ্টানরা হযরত ইসা আ. সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর সত্বা হযরত ইসা আ. এর মাঝে প্রবেশ করেছে। এটিও মূলত: হুলুল এর আকিদা থেকে এসেছে। মোট কথা, কোন সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সত্বা প্রবেশ করেছে, এজাতীয় বিশ্বাস রাখা হলো হুলুল । এই আকিদা নি:সন্দেহে কুফুরী।

২. ইত্তেহাদ:

ইত্তেহাদ শব্দের অর্থ মিশে যাওয়া, একীভূত হওয়া। পরিভাষায়, দু'টি বস্তুর একটি যদি আরেকটির মাঝে প্রবেশের পর একটি বস্তু যদি নিজ সত্ত্বা অন্যটির মাঝে বিলীন করে দেয় অর্থাৎ একটা আরেকটার সাথে মিশে যায়, তাহলে একে ইত্তেহাদ বলে।

ইত্তেহাদের উদাহরণ হলো, চিনি ও পানির মিশ্রণ। এক্ষেত্র চিনির অস্তিত্ত্ব পানির সাথে একীভূত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ারার ক্ষেত্রে কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর সত্ত্বা সৃষ্টির প্রত্যেক অণুতে বিন্দুতে মিশে আছে, কিংবা সৃষ্টির সব কিছুকে সে আল্লাহ বলে বিম্বাাস রাখে, তবে এটি ইত্তেহাদের আকিদা হবে।

হুলুল ও ইত্তেহাদ দু'টোই কুফুরী আকিদা। যারা ওয়হদাতুল উজুদকে কুফুরী আকিদা বলার চেষ্টা করেন, তারা মূলত: এই দু'টি কুফুরী আকিদার কারণে একে কুফুরী বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি এই দুটি আকিদা থেকে মুক্ত হয়ে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় বিশ্বাস রাখে, তবে তা কখনও কুফুরী হবে না।

মতিউর রহমান মাদানী দেওবন্দী আলেমদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে বলেছে, তারা সৃষ্টির সবকিছুকেই আল্লাহ বলে বিশ্বাস করে। আসুন, আমরা দেখি, দেওবন্দী আলেমরা আদৌ এধরনের কোন আকিদা রাখে কি না?

দেওবন্দী আলেমদের নিকট ওয়াহদাতুল উজুদ :

================================

1. আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বক্তব্য :

আশরাফ আলী থানবী রহ. বিভিন্ন কিতাবে ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি তিনি এর উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাওয়াদিরুন নাওয়াদির কিতাবের ৬৪০ পৃষ্ঠায় থানবী রহ , এর এ পুস্তিকাটি রয়েছে। আশরাফ থানবী রহ . স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে , ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে মুক্ত। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেন , আমরা কখনও হুলুল ও ইত্তেহাদের আকিদা রাখি না। থানবী রহ , এধরনের স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও খান্নাস মাদানী রহ , সহ দেওবন্দী আলেমদের উপর মিথ্যাচার করেছে।

ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যা :

=======================

জাওয়াহিরাতে হাকীমুল উম্মত বইযের ৪১ পৃষ্ঠায় ওয়াহদাতুল উজুদের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। থানবী রহ , স্পষ্ট বলেন ,

" ওয়াহদাতুল উজুদের বাস্তবতা :

এই তাওহীদকে লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই) বলা হয়। একেই ওয়াহদাতুল উজুদ বলে। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ এজাতীয় বিশ্বাস রাখতে আদিষ্ট নয়। শরীয়তে একে তাউহীদও বলা হয়নি। এর বিপরীত বিশ্বাসকে শরীয়তে শিরকও বলা হয়নি। যেমন , রিয়া (লৌকিকতা) কে শিরক বলা হয়েছে। এজন্য একে তাউহীদ বা একত্ববাদের স্তর মনে করা ভুল। তবে পরিভাষা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। উদ্দেশ্য হলো , শরীয়তে যে তাউহীদের আদেশ করা হয়েছে , সেটি মূলত : দুটি স্তরের। একটি স্তর ইমানের মাঝে

আরেকটি স্তর আমলের মাঝে। তাউহীদে উজুদী বা ওয়াহদাতুল উজুদ শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট কোন তাওহীদ নয়। তবে এটি তাউহীদে মাকসুদ (একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই সব কিছু করা) এর জন্য সহায়ক। কারণ এর মাধ্যমে বিশ্বাসগত তাউহীদ ও তাউহীদে মাকসুদ অর্জন ও এর পূর্ণতা সহজ হয়। কিন্তু কখনও ওয়াহদাতুল উজুদ এমন স্তরের নয় যে, এটি ব্যতীত ইমান পূর্ণই হবে না। না না। কখনও না। এটি ব্যতীত তাউহীদ পরিপূর্ণ হতে পারে। নতুবা একথা দ্বারা আবশ্যক হয় যে, শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধান দ্বারা কেউ সূফীই হতে পারবে না। অথচ তাসাউফ তো ওয়াহদাতুল উজুদের উপর নির্ভরশীল নয়। আমি তো একথা অবশ্যই বলবো যে, সূফী ব্যতীত অন্যরা পরিপূর্ণ মুমিন হয় না, তবে সাথে সাথে একথাও অবশ্যই বলবো যে, সূফী হওয়াটা ওয়াহদাতুল উজুদের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এটি ছাড়াও তাসাউফ অর্জিত হতে পারে। আমাদের নিকট গবেষক ইমামগণ বিশেষভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ সকলেই সূফী ছিলেন। কেননা তাসাউফ দ্বারা যেটি আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাদের মাঝে সেটি পরিপুর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। অথচ তাদের মাঝে ওয়াহদাতুল উজুদের প্রভাব ছিলো না।

ওয়াহদাতুল উজুদ দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকে নিজের মাকসুদ বা উদ্দিষ্ট বানাবে না এবং সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই উদ্দিষ্ট বানাবে। সুতরাং এ বিষয়টি ওয়াহদাতুল উজুদ ছাড়াও অর্জিত হতে পারে। তবে এটিও সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ত্ব থেকে যদি নিজের চিন্তাকে মুক্ত রাখা যায়, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বানানো সহজ হয়।

পয়ষট্রি বছর পরে আজ অনুধাবন করেছি যে, ওয়াহদাতুল উজুদ তাউহীদে মাকসুদের কোন স্তরই নয়। এতো দিন আমিও একে তাউহীদে মাকসুদের একটি স্তর মনে করতাম। আল-হামদুলিল্লাহ, আজ ভুল অনুধাবন করেছি। একারণে আমি যারপর নাই আনন্দিত।

লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ বা ওয়াহদাতুল উজুদকে তাউহীদে হালীও বলে। কিন্তু এটি শরীয়ত নির্ধারিত তাউহীদের কোন স্তর নয়। বরং এটি একটি সহায়ক বিষয়। শরীয়তের তাউহীদের সর্বশেষ স্তর হলো, লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য)। লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ এটি শরীযতের কোন নির্দেশনাও নয় বা এ ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন সওয়াবও নেই। এটিও যদি তাউহীদের কোন স্তর হতো, তাহলে শরীয়ত অবশ্যই এর আদেশ করতো এবং এর মাধ্যমে সওয়াবও হতো। কিন্তু বাস্তবে শরীয়ত এ ব্যাপারে চুপ রয়েছে। তবে কেউ যদি রুপক অর্থে তাউহীদের এই সহায়ক বিষয়টিকে তাউহীদ বলে, তবে এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, পরিভাষা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তবে একে যদি পূর্ণতা অর্জনের ভিত্তি মনে করো, তবুও ঠিক আছে। "

[[illegible] [illegible] [illegible], [illegible].[illegible]-[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

http://ia601200.us.archive.org/23/items/Khutbaat-JAWAHIRAAT_E_HAKEEM_UL_UMMAT_VOL_01-04_www.ahlehaq.org/JAWAHIRAAT_E_HAKEEM_UL_UMMAT_VOL_01_www.ahlehaq.org.pdf

[illegible]:

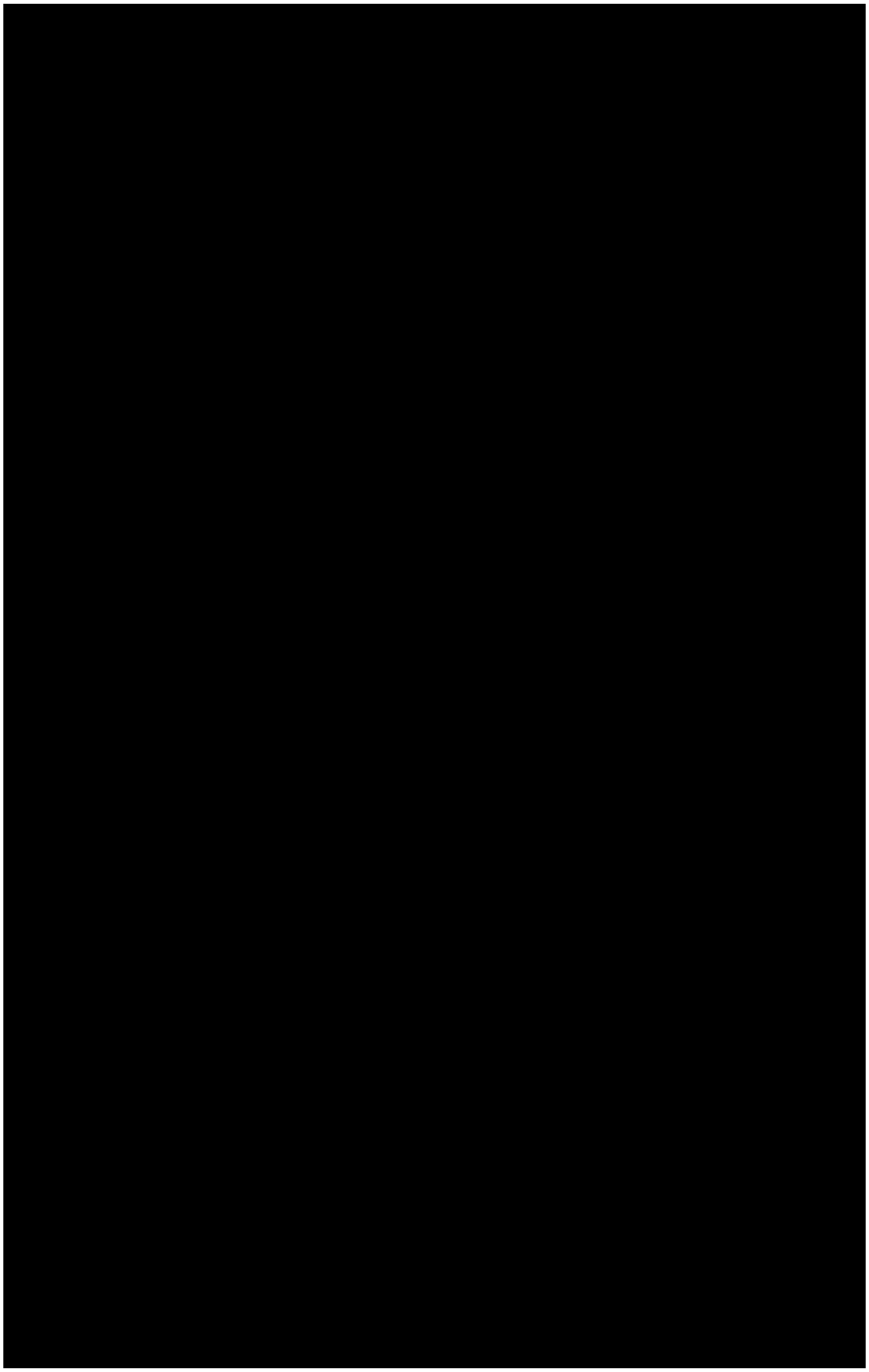

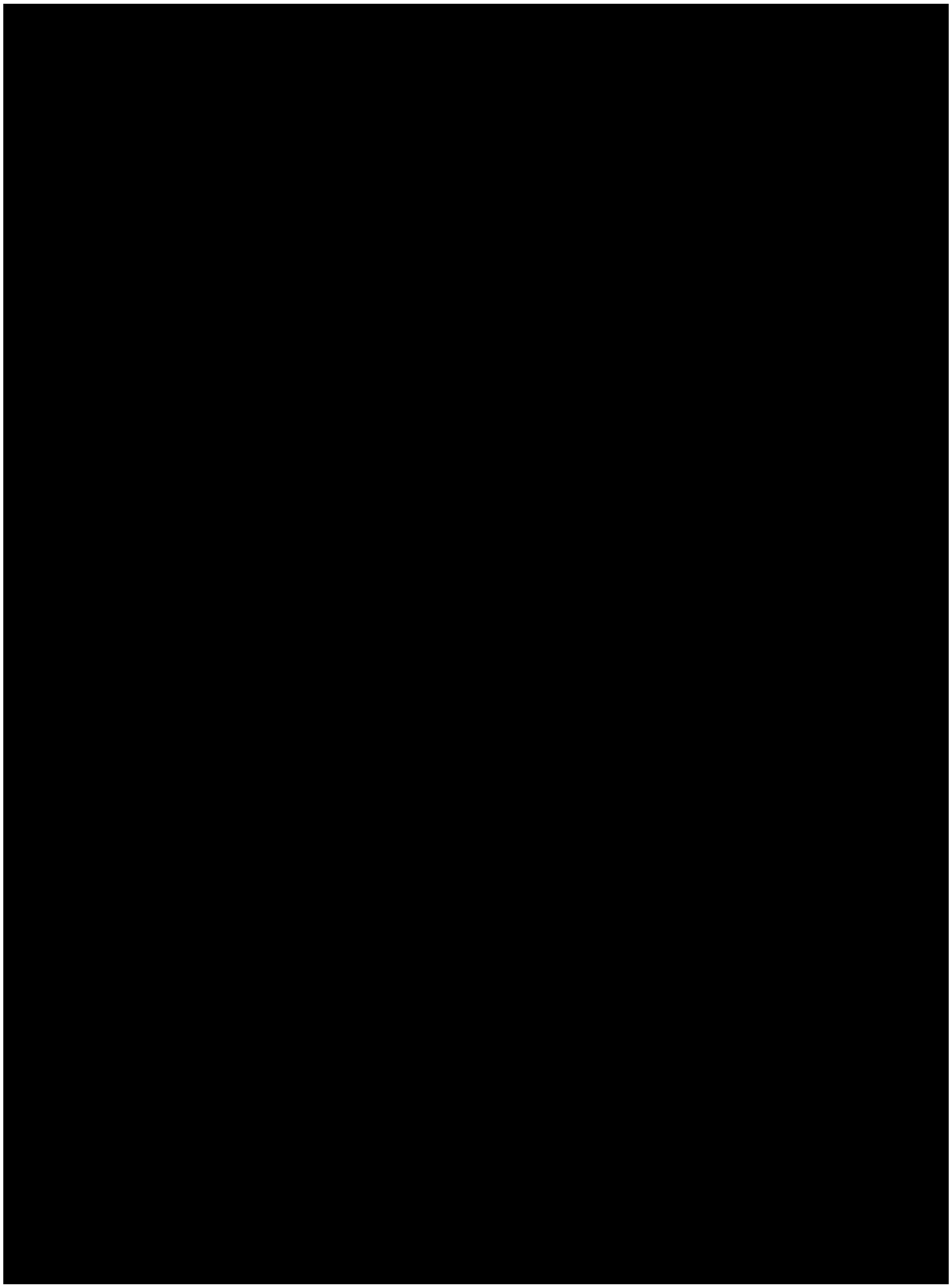

[illegible]:

==================

[illegible], " [illegible], [illegible]-[illegible] "

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]: [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]

সমস্ত সৃষ্টি বাহ্য দৃষ্টিতে অস্তিত্ববান। প্রকৃতপক্ষে কোন সৃষ্টি প্রকৃত অস্তিত্ব তথা পরিপূর্ণ স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী নয়। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বই স্বাধীন, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অস্তিত্বের অধিকারী। এ বিষয়টিকেই প্রচলন ও পরিভাষায় হামা উস্ত (সব কিছুই তিনি) বলে ব্যক্ত করা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো, বিচাকর কোন বাদীকে বলল, তুমি পুলিশে রিপোটর্ করো। তুমি কি কোন উকিলের সাথে পরামর্শ করেছো? তখন এই বাদী লোকটি বলল," পুলিশ ও উকিল সব কিছুই আপনি।" লোকটির একথা দ্বারা কখনও এ উদ্দেশ্য হয় না যে, বিচারক, পুলিশ ও উকিল সবই এক। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং মূল উদ্দেশ্য হলো, পুলিশ ও উকিল কেউ-ই গণনায় আনার মতো নয় বা দৃষ্টিপাত করার মতো নয়। বরং আপনিই মামলার ফয়সালারী।

একইভাবে এক্ষেত্রে বুঝে নেয়া দরকার যে, ওয়াহদাতুল উজুদ বা হামা উস্ত (সব কিছুই তিনি) এর দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ ও সৃষ্টি সব এক। বরং উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির অস্তিত্ব গননায় আনার মতো কিছুই নয়। বরং একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বই ধর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যতো সৃষ্টি রয়েছে, তাদেরও অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির কারও অস্তিত্ব স্বাধীন ও পরিপূর্ণ অস্তিত্বের তুলনায় কেমন যেন কোন অস্তিত্বই নেই। যাকে বাহ্য অস্তিত্ব বলে উল্লেখ করা হযেছে।

বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেকটি গুণের দু'টি স্তর রয়েছে। ১. পরিপূর্ণ ও
২. অপূর্ণ। আর স্বীকৃত নিয়ম হলো, পরিপূর্ণ গুণের তুলনায় অপূর্ণ গুণটিকে কেমন যেন অস্তিত্বহীন ধরা হয়।

এর দৃষ্টান্ত হলো, একজন নিম্ন পর্যায়ের বিচারক তার আদালতে নিজের ক্ষমতা জাহির করছিলো। এই পদে থেকে সে সাধারণ কোন প্রজাকে কোন মূল্য দেয় না। হঠাৎ দেশের বাদশাহ ঐ আদালতে এসে উপস্থিত হলো। বাদশাহকে দেখেই সে দিশেহারা হয়ে গেলো। নিজের সব অহংকার, আত্মগরিমা ও বড়ত্বের দাবী সব কিছু মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে গেলো। সুতরাং একজন সাধারণ বিচারক যখন নিজের পদকে বাদশাহর পদের সাথে তুলনা করে, তখন নিজের পদের কোন অস্তিত্বই খুজে পায় না। মাথা নীচু করে দাড়িয়ে থাকে। মুখ থেকে আওয়াজ বের হয় না, মাথা তুলে তাকাতেও পারে না। এই সময় যদিও তার পদ একেবারে অস্তিত্বহীন নয়, তবে তা গননায় আনার মতোও কিছু নয়। এই বিষয়টি যতক্ষণ মানুষের ধ্যান-ধারণায় বদ্ধমূল থাকে, ততক্ষণ একে তাউহীদ বলা হয়। এটি অর্জন মূলত: কোন পরিপুর্ণতা নয়। এটি যখন আল্লাহর পথের পথিকের সর্ব সময়ের বাস্তব অবস্থা হয়ে দাড়ায়, তখন একে ফানা বলে। এটি অর্জন উদ্দিষ্ট।

ওয়াহদাতুশ শুহুদের সারকথা মূলত: এটিই। শব্দটিই আমাদের উল্লেখিত বক্তব্যকে সমর্থন করে। কেননা ওযাদাতুশ শুহুদের অর্থ হলো, শুহুদ বা দৃষ্টি এক দিকেই নিবন্ধিত থাকা। অর্থাৎ বাস্তবে তো বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর পথের পথিক শুধু আল্লাহর দিকেই মনোনিবেশ করবে এবং অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে কেমন যেন অস্তিত্বহীন মনে করবে। পূর্বের উদাহরণগুলি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আরেকটি সুস্পষ্ট উদাহরণ, যেটি শেখ সা'দী রহ. উল্লেখ করেছেন,

"জোনাকি রাতে উজ্জ্বল বাতির মতো আলো দিতে থাকে।

কেউ জোনাকিকে বলল, তুমি দিনে আলো দিতে কেন বের হও না?

জোনাকি খুবই সুন্দর উত্তর দিলো যে, আমি রাত ও দিন জঙ্গলেই তো থাকি।

কিন্তু সূর্যের আলোর সামনে আমার আলো প্রকাশিত হয় না। "

সুতরাং ওয়াহদাতুল উজুদ ও ওয়াহদাতুশ শুহুদের মাঝে আক্ষরিক পার্থক্য রয়েছে। আমার শায়খ ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. আমাকে এমনটিই বলেছেন। যেহেতু ওযাহদাতুল উজুদের অর্থ সাধারণ মানুষের মাঝে একটি ভ্রান্ত আকিদার জন্ম দেয়, একারণে গবেষক আলেমগণ এই পরিভাষায় পরিবর্তন আনেন। ওয়াহদাতুশ শুহুদ শব্দটি ওয়াহদাুতল উজুদের তুলনায় মূল বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করে। কেননা, উল্লেখিত উদ্দেশ্য বর্ণনায় ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যবহার রুপক। আর ওয়াহদাতুশ শুহুদের ব্যবহার বাস্তব। এই মাসআলার শরয়ী দলিল হলো, আ্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। আকাইদে নাসাফীর ব্যাখ্যাকার এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন। "

মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ আরও স্পষ্ট ভাষায় ওয়াহদাতুল উজুদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

" স্পষ্টত: সমস্ত পরিপূর্ণতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সৃষ্টির পরিপূর্ণতা আপেক্ষিক। কেননা এটি আল্লাহর দান ও রক্ষনাবেক্ষণের কারণেই মাখলুকের মাঝে রয়েছে। এধরনের আপেক্ষিক অস্তিত্বকে পরিভাষায় উজুদে জিল্লি বা ছায়া অস্তিত্ব বলা হয়। এখানে ছায়া দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তায়ালা হলেন একটি দেহ বা শরীর, আর মহাবিশ্ব

আল্লাহর ছায়া। বরং ছায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেমন বলা হয় আমরা আপনার ছত্রছায়ায় রয়েছি। অর্থাৎ আপনার আশ্রয় ও হেফাজতে রয়েছি। আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা আপনিই দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব যেহেতু আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন, একারনে আমাদের অস্তিত্বকে উজুদে জিল্লী বা ছায়া অস্তিত্ব বলা হয়। একথা তো ধ্রুব সত্য যে, সৃষ্টির সব কিছুর অস্তিত্ব হাকিকী বা পরিপুর্ণ ও স্বাধীন অস্তিত্ব নয়। বরং আপেক্ষিক ও ছায়া অস্তিত্ব। যদি ছায়া অস্তিত্ব না ধরা হয, তাহলে একমাত্র অস্তিত্ব কেবল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হয়। এ অর্থে অস্তিত্বকে একক বলা হবে। একেই মূলত: ওয়াহদাতুল উজুদ বলে। যদি সৃষ্টির এই আপেক্ষিক অস্তিত্বকেও মেনে নেয়া হয় যে, বাস্তবে কিছু অস্তিত্ব তো আছে, একেবারে অস্তিত্বহীন তো নয়, কিন্তু আল্লাহর প্রতি অধিক মনোনিবেশের কারণে তার এই অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে না, তবে এ স্তরকে ওয়াহদাতুশ শুহুদ বলে। এর উদাহরণ হলো, চাদের আলো সূর্যের আলো থেকেই অর্জিত হয়। চাদের এই ছায়া আলো যদি না ধরা হয়, তাহলে আলোকিত চাদকেও অন্ধকার বলা যায়। এটি ওয়াহদাতুল উজুদের উদাহরণ। আর যদি চাদের আলোকেও গণনায় আনা হয়, (কারণ কিছু তো আলো আছে, যদিও সুর্যের আলো প্রকাশিত হলে এটি সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ মনে হয়,) তবে একে ওয়াহদাতুশ শুহুদ বলে। দু'টো বিষয়ের পরিণতি এক। যেহেতু মূল ও আপেক্ষিক বিষয়ের মাঝে একধরনের শক্তিশালী সম্পর্ক থাকে একারণে সূফীদের পরিভাষায় একে আইনিয়াত বা অভিন্নতা বলে। আইনিয়াত দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে, মূল ও আপেক্ষিক দু'টি এক হয়ে গেছে। দু'টি এক হওয়ার বক্তব্য তো স্পষ্ট কুফুরী। একারণে সুফীগণ আইনিয়াতের সাথে সাথে গাইরিয়াত বা ভিন্নতার কথাও বলে। সুতরাং আইনিয়ত বা অভিন্নতা একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ কখনও উদ্দেশ্য নয়। ওয়াহদাতুল উজুদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা এটিই। এর অতিরিক্ত যদি কোন সূফীর কবিতা বা বক্তব্যে কিছু পাওয়া যায়, তবে তা ঐ সূফীর হালতে সুকর বা ভ্রমগ্রস্ত অবস্থার কারণে হয়েছে। একারণে তাকে ভর্সৎসনা করা উচিৎ নয়। আবার তার এজাতীয় কথা বর্ণনা করা কিংবা তার অনুসরণ করাও বৈধ নয়। ""

[শরীয়ত ও ত্বরীকত, পৃ.৩০৯-৩০১২, মাকতাবাতুল হক মুম্বাই]

মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক:

http://ia600807.us.archive.org/26/items/Shariat-o-TareeqatByShaykhAshrafAliThanvir.aCollectedByShaykh/Shariat-o-TareeqatByShaykhAshrafAliThanvir.aCollectedByShaykhMuhammadDeen.pdf

[illegible]:

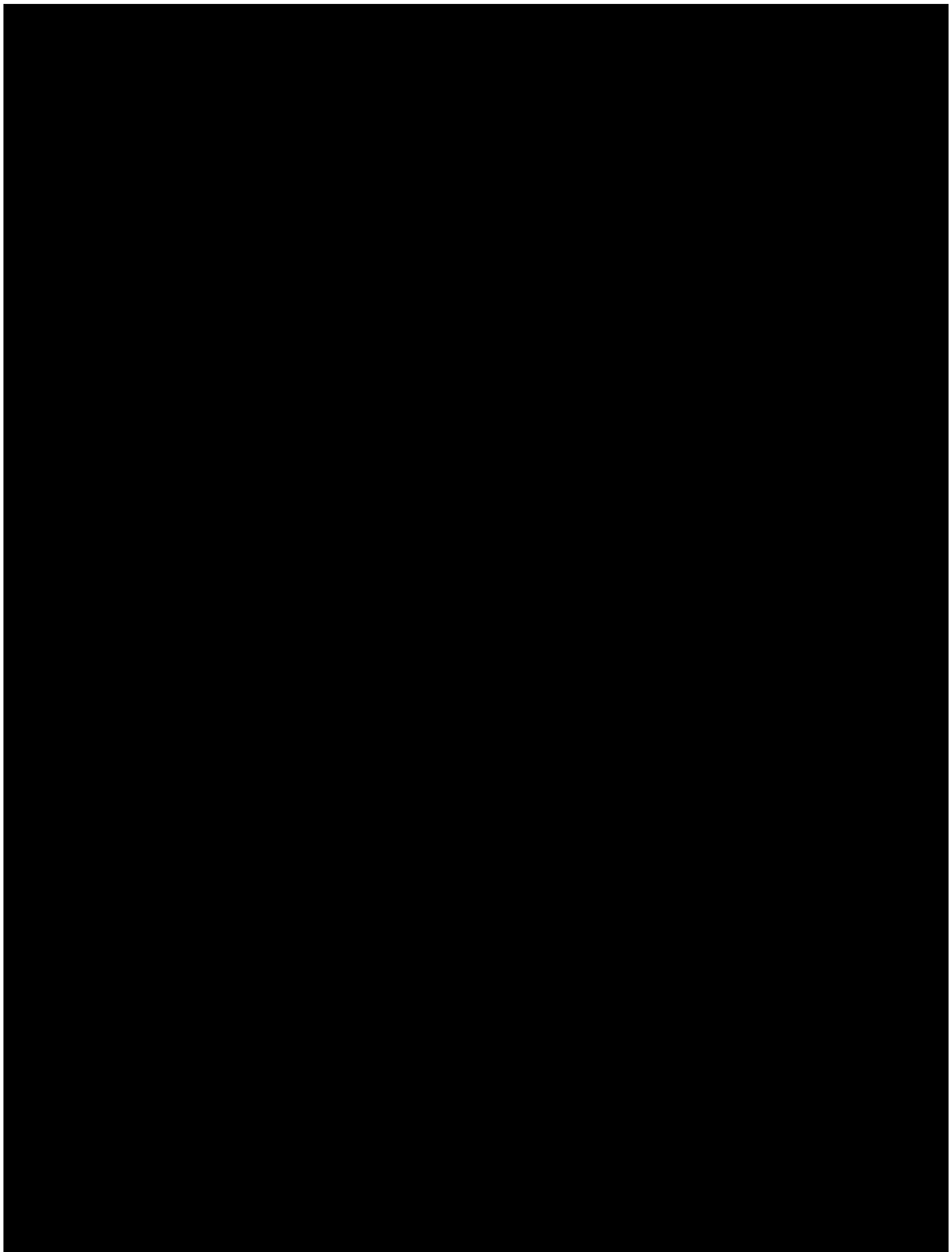

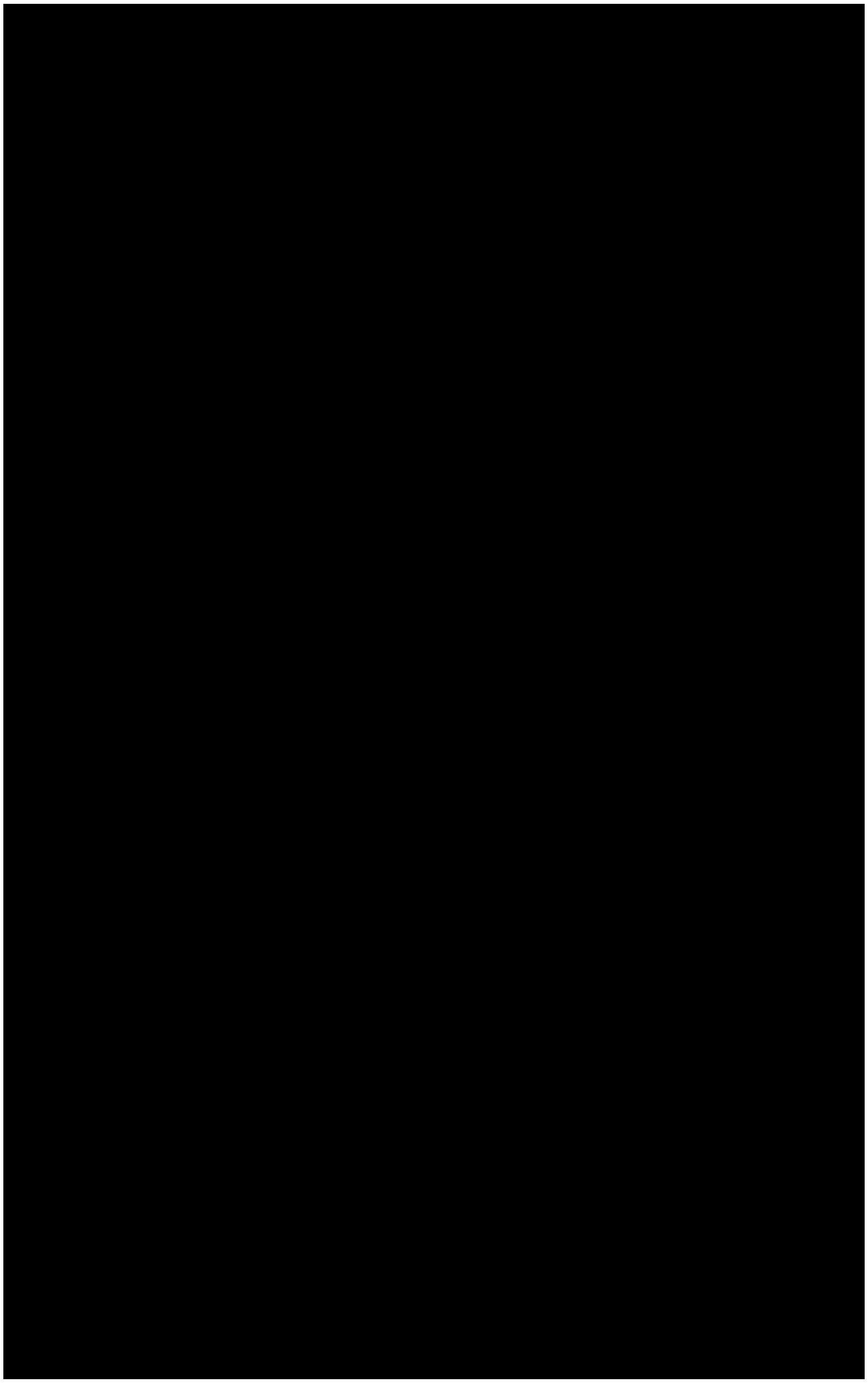

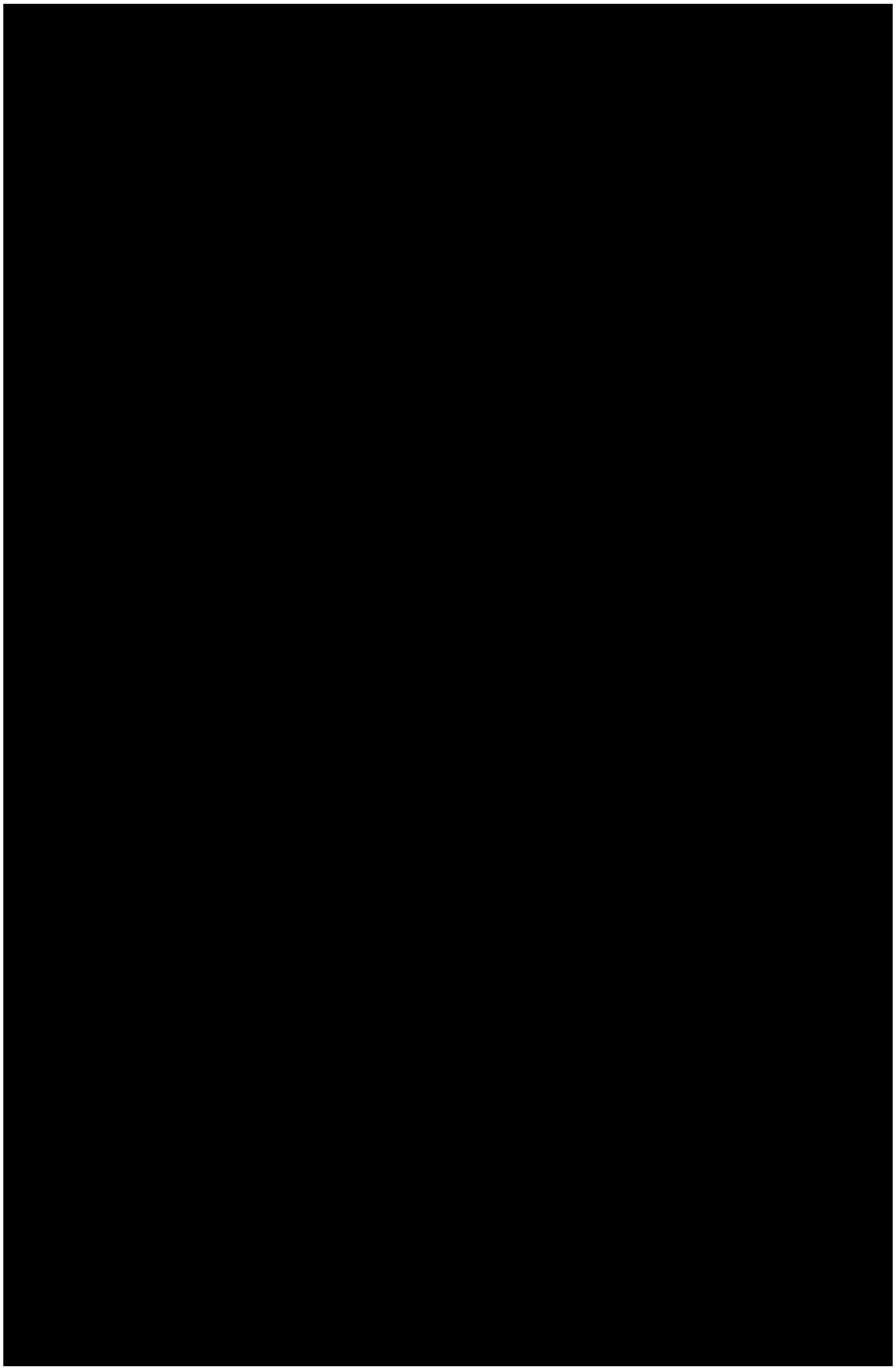

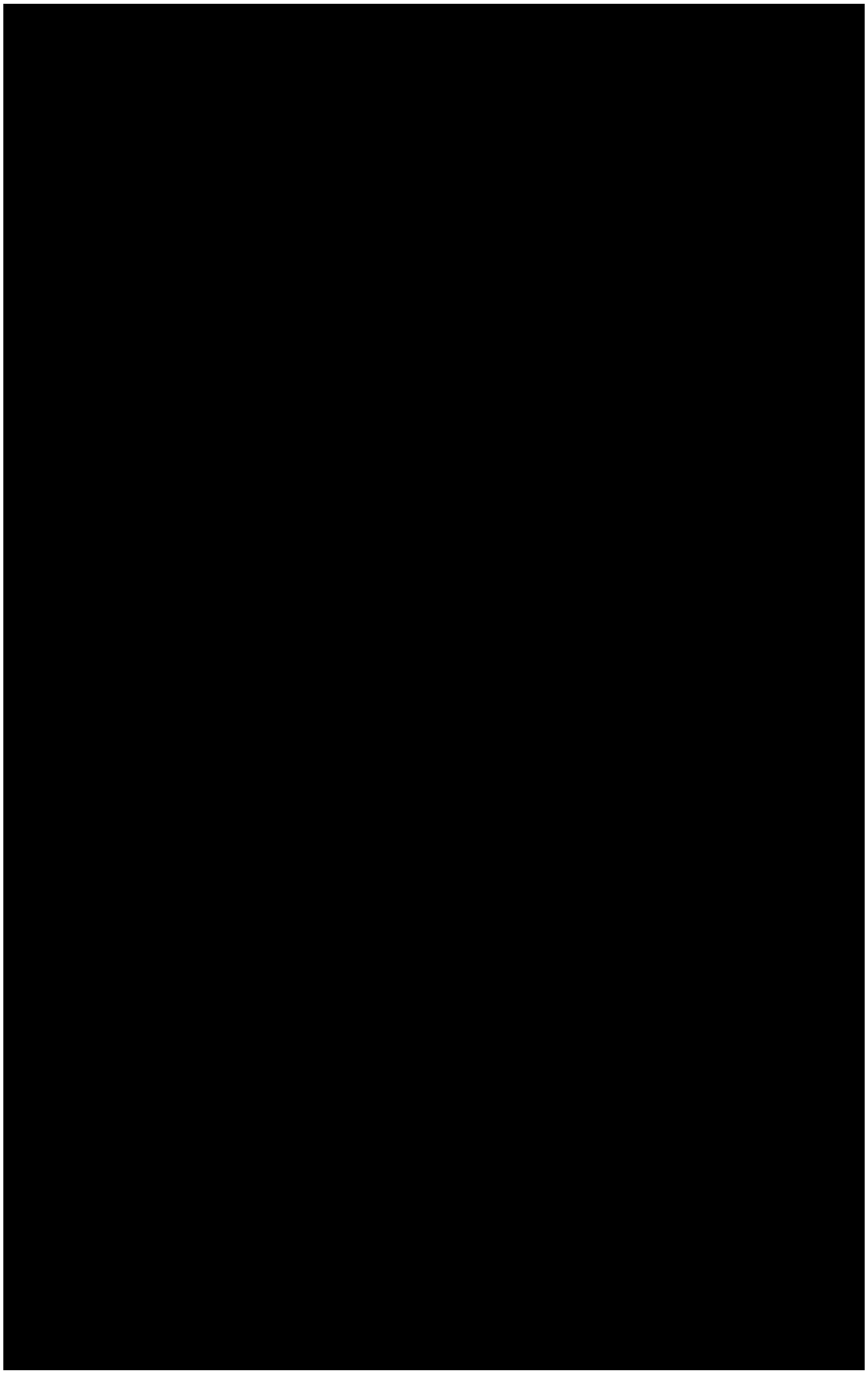

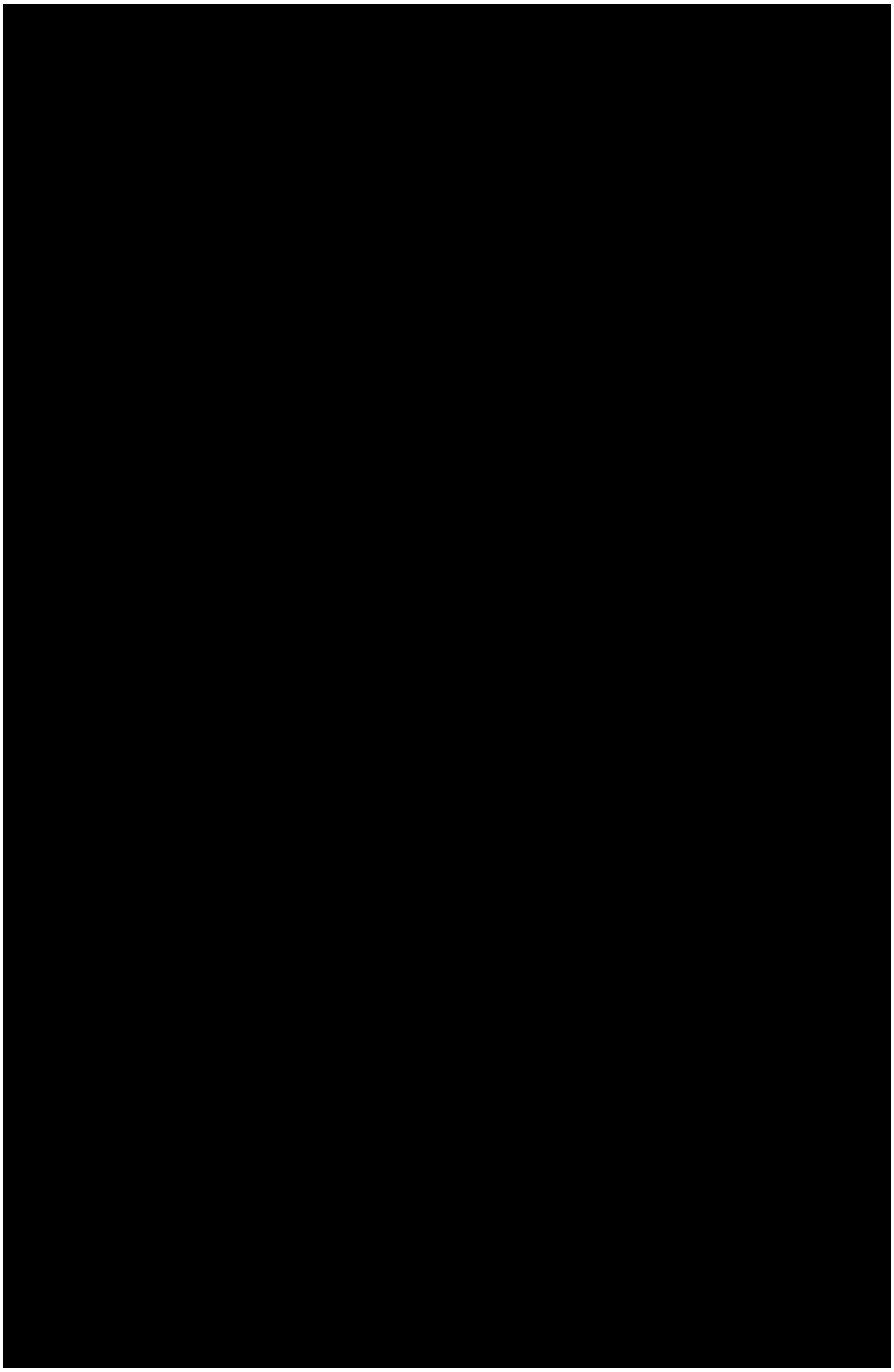

প্রিয় পাঠক, আশা করি, থানবী রহ. এর উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মাদানী কতো বড় কাজ্জাব ও খান্নাস। আল্লাহ পাক এসব খান্নাস থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। পরবর্তী পর্বে ইনশাআল্লাহ ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে থানবী রহ. এর আরও কিছু বক্তব্য এবং রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ এর বক্তব উল্লেখ করবো। ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা শেষ হলে ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে আহলে হাদীস আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

মতিউর রহমান মাদানীর পোস্টমর্টেম: দেওবন্দী আকিদা নামে মতির মিথ্যাচার (পর্ব - ৩)

July 16, 2014 at 8:07 PM

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান: স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনও এক নয়

===
=====

পূর্বের পর্বে ওয়াহদাতুল উজুদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। দেওবন্দী আলেমদের ব্যাপারে মাদানী কতটা বিদ্বেষ পরায়ণ তা তার মিথ্যচার থেকে স্পষ্ট হয়েছে। সে তার লেকচারে বার বার উল্লেখ করেছে যে, দেওবন্দী আলেমদের নিকট নাউযুবিল্লাহ স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক। আর এই মিথ্যাচারের মাধ্যমেই সে দেওবন্দী আলেমদের আকিদাকে কুফুরী শিরকী আখ্যায়িত করেছে। রাসূল স. এর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে, কেউ যদি কোন মুসলমানকে কুফুরীর অপবাদ দেয়, আর উক্ত মুসলমানের মধ্যে সেই কুফুরী না থাকে তাহলে ঐ কুফুরী তার দিকে ফিরে আসে। প্রিয় পাঠক, একটু ইনসাফের সাথে বিবেচনা করুন। রাসূল স. এর এই হাদীস অনুযায়ী কুফুরীতে কে নিপতিত হলো?

কাউকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়া কতটা জঘন্য তা নীচের হাদীস ও ইমামগণের বক্তব্য থেকে লক্ষ্য করুন,

হাদীসে রাসূল সাঃ যে ব্যক্তি কাফের না তাকে কাফের বললে, সেই কুফরী নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মর্মে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ □□□□□□-

لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك

হযরত আবু জর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুল সাঃ বলেছেন যে , তোমাদের কেউ যদি কাউকে ফাসেক বলে , কিংবা কাফের বলে অথচ লোকটি এমন নয় ,তাহলে তা যিনি বলেছেন তার দিকে ফিরে আসবে।

{সহীহ বুখারী , হাদীস নং -৫৬৯৮}

রাসূল স . আরও বলেছেন,

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما

যখন কোন মুসলমান তার মুসলিম ভাইকে বললো হে কাফের , তবে তাদের মধ্যে যে কোন একজন কাফের হয়ে যাবে। [সহীহ বোখারী , হাদীস নং ৬১০৩]

নবীজী স . কোন মুসলমানকে কাফের বলাকে তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য বলেছেন। কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গোনাহ। রাসূল স . বলেছেন,

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله

কোন মু 'মিনকে কাফের হওয়ার অপবাদ দেয়া তাকে হত্যার সমতুল্য।

(বোখারী শরীফ , হাদীস নং ৬০৪৭)

এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। একজন মুসলমানকে কাফের বলা কত ভয়ঙ্কর এসব হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাকফিরের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য :

১.আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ শরহে ফিক্বহুল আকবারে বলেন -

কুফরী সম্পর্কিত বিষয়ে , যখন কোন বিষয়ে ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা থাকে কুফরীর , আর এক ভাগ সম্ভাবনা থাকে , কুফরী না হওয়ার। তাহলে মুফতী ও বিচারকের জন্য উচিত হল কুফরী না হওয়ার উপর আমল করা। কেননা ভুলের কারণে এক হাজার কাফের বেচে থাকার চেয়ে ভুলে একজন মুসলমান ধ্বংস হওয়া জঘন্য। [শরহু ফিক্বহুল আকবার -১৯৯]

২. আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ . আল-বাহরুর রায়েকে লিখেছেন ,

إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير

অর্থাৎ কারও মাঝে যদি কাফের হওয়ার অনেকগুলো কারণ পাওয়া যায়, আর কাফের না হওয়ার মাত্র একটি কারণ পাওয়া যায়, তবে মুফতি কাফের না হওয়ার একটি কারণকে প্রাধান্য দিবে এবং কাফের না হওয়ার ফতোয়া দিবে। [আল-বাহরুর রায়েক, খ.৫, পৃ.১৩৪]

৩. কাযি শাওকানী রহ. বলেন,

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار

অর্থাৎ কোন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফুরীটা দিনের সূর্য থেকেও স্পষ্ট হবে না হবে।

[আস সাইলুল জিরার, খ.৪, পৃ.৫৭৮]

অর্থাৎ সূর্যের আলোর চেয়ে কুফুরীটা স্পষ্ট হলে কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা কাউকে কাফের বলার দু:সাহস দেখাবে না।

৪. ইমাম বাকিল্লানি রহ. বলেন,

ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر

কারও মতামত বা বক্তব্যের আলোকে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তবে মুসলমানরা যে বিষয়ের একমত হয়েছেন এটি কুফুরী ছাড়া কিছুই নয় এবং কুফুরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবল তখনই কাউকে কাফের বলা যাবে। [ফাতাওয়াস সুবকি, খ.২, পৃ.৫৭৮]

এবার দেওবন্দী আকিদা নামে মতিউর রহমান মাদানী কীভাবে বড় বড় আলেম ও বুজুর্গদেরকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দিয়েছে দেখুন,

"'প্রথম আকিদা যে আকিদা যে আকিদাটি ইসলামী আকিদা নয়, যে আকিদা শুধু বিদয়াতী আকিদা নয়, বরং কুফুরী, বিদয়াতী আকিদা। এই আকিদা মওজুদ রয়েছে, বিদ্যমান রয়েছে দেওবন্দীদের মধ্যে; সেই আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। আরবীতে তাকে বলা হয়, ওয়াহদাতুল উজুদ। ওয়াহদা ওয়াহিদ থেকে। এক হয়ে যাওয়া। উজুদ মানে হচ্ছে অসিত্ব। পৃথিবীতে যা কিছু

আছে আসমান-জমিন, আরশ কুরসী, আল্লাহ পাক, খালেক মাখলুক, আল্লাহর সৃষ্টিজগত, সৃষ্টিজগতের মধ্যে আবার আ্যা....যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীন, পশু-প্রাণি, যতো রকমের হাইয়ান রয়েছে, জীবজন্তু রয়েছে, পাখি রয়েছে, ইত্যাদি, সমস্ত কিছু, এগুলো হচ্ছে অস্তিত্ব-উজুদ। সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব হচ্ছে, শুধু সৃষ্টির অস্তিত্ব নয়, সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে ওয়াহদা এক। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের শাব্দিক অর্থ করলাম, আর এটি হচ্ছে তার ডিটেইলস বা বিস্তারিত। যা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম। ওয়াহদাতুল উজদু মানে খালেক আর মাখলুকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, আল্লাহ এবং মাখলুক সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, বরং সব কিছুই হচ্ছে এক। সব কিছুই এক। অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেখছেন, যে কোন মানুষকে দেখছেন, যে কো প্রাণীকে দেখছেন, তাতেই আল্লাহ আছে। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম? নাহ? দু'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে, আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে, ওয়াহদাতুল উজুদ।""

আমরা আল্লহার কাছে এধরনের মিথ্যুক অপবাদ দাতা খান্নাস থেকে আশ্রয় চাই। কারণ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা নাসে এধরনের খান্নাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা এ পর্বে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয় এ বিষয়ে ওবন্দী আলেমদগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরবো।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনও এক নয়:

===============

১. আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বক্তব্য:

আশরাফ থানবী রহ. তার বাওয়াদিরুন নাওয়াদির কিতাবে লিখেছেন,

" ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যার সাথে হুলুল (স্রষ্টার প্রবেশবাদ) ও ইত্তেহাদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হওয়া) এর কোন সম্পর্ক নেই। তারা শুধু আল্লাহর একক ও স্বাধীন অস্তিত্বের কথা বলে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। শুধু ধারণাগত অস্তিত্ব রয়েছে। ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যাকারগণ ইত্তেহাদের প্রবক্তা নন যে, মহাবিশ্ব আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে একীভূত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের বক্তব্য হুলুল থেকেও মুক্ত। কেননা হুলুলের ক্ষেত্রে যেটি প্রবেশ করছে এবং যার মধ্যে প্রবেশ করছে, দু'টোই বিদ্যমান থাকে, এরপর তাদের মাঝে একধরনের মিশ্রণ সৃষ্টি হয়।"

[বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, পৃ.৬৪৮]

থানবী রহ. এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম হুলুল ও ইত্তেহাদের আকিদা রাখে না।

মূল বইযের ডাউনলোড লিংক:

https://ia600406.us.archive.org/14/items/Bawadir-un-nawadirByShaykhAshrafAliThanvir.a/Bawadir-un-nawadirByShaykhAshrafAliThanvir.a.pdf

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট:

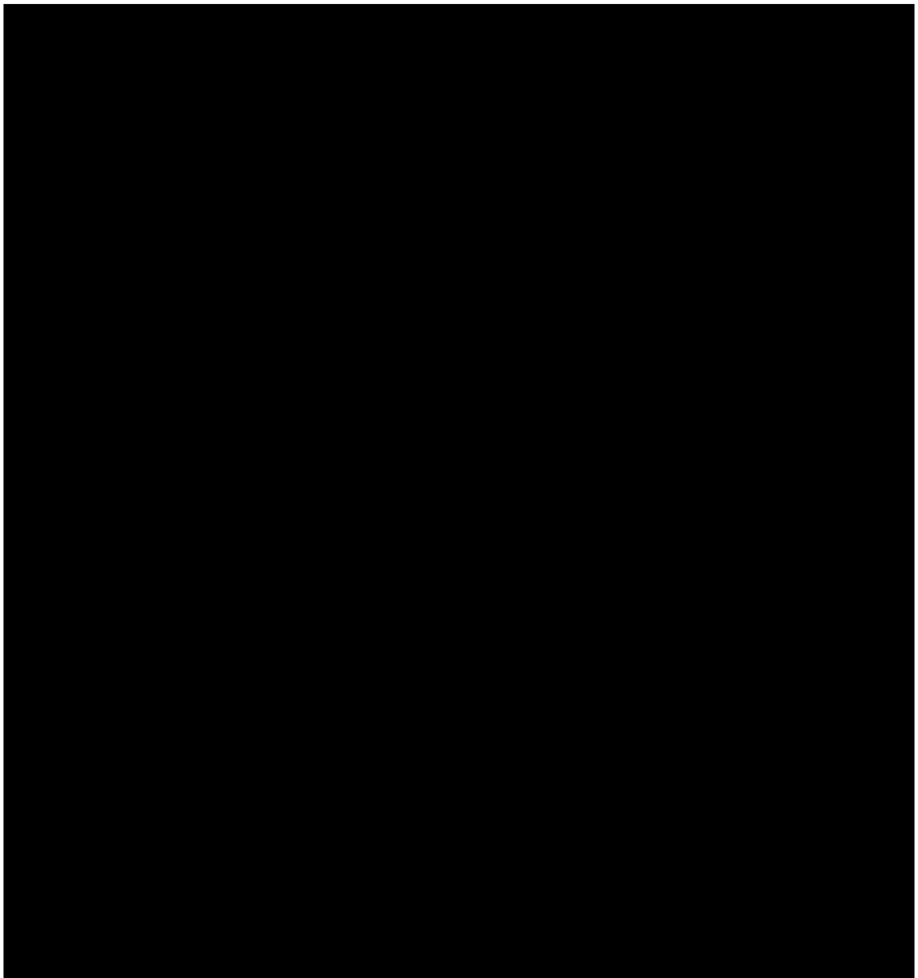

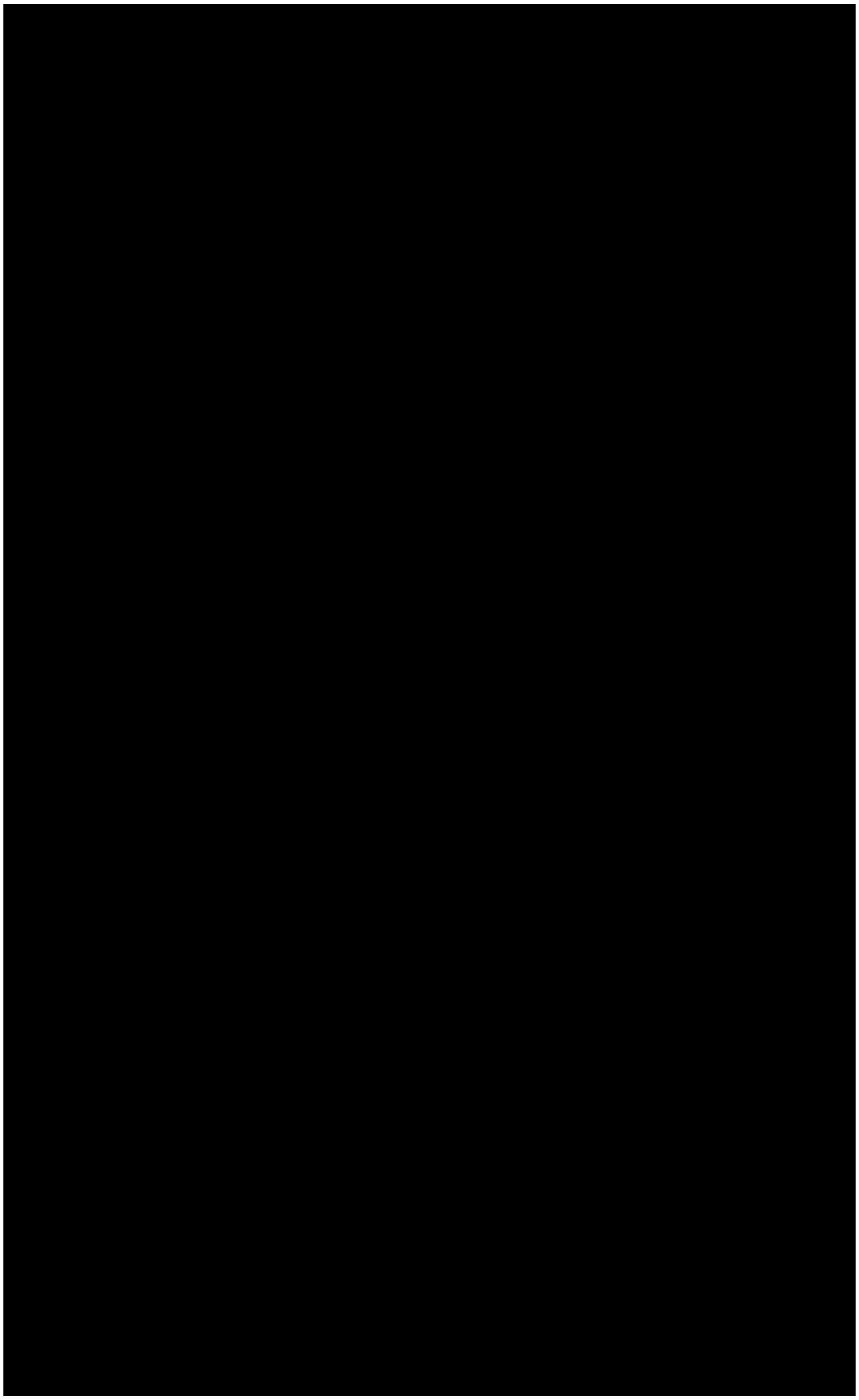

এই কিতাবে থানবী রহ. স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, আমাদের আকিদা বিশ্বাস হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি এই কিতাবে একটা পুস্তিকার শিরোনাম দিয়েছেন, ত্বরিকুস সাদাদ ফি ইসবাতিল ওয়াহদাতি ও নাফইল ইত্তেহাদ অর্থাৎ ওয়াহদাতুল উজুদ ও স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়, এ বিষয়ে সঠিক পথ"

আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখেছেন,

" মনসুর হাল্লাজের তাউহীদ বিষয়ক আকিদা:

অনেকেই মনসুর হাল্লাজের এমন কিছু কথার কারণে ধোকায় নিপতিত হয়েছে, যা তার ভ্রমগ্রস্ত অবস্থা বা অধিক মহব্বতের অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। তার সেসব কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি যেগুলো সে তার সুস্পষ্ট আকিদা বর্ণনার জন্য বলেছে। ইবনে মানসুরের বক্তব্য সংকলন অধ্যাযে আমরা সর্ব প্রথম মনসুর হাল্লাজের এধরনের সুস্পষ্ট তাউহীদ বিষয়ক বক্তব্য উল্লেখ করেছি। সেসব বক্তব্য থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পস্ট যে, মনসুর হাল্লাজ পরিপূর্ণ তাউহীদে বিশ্বাসী এবং তাউহীদের বিষয়ে একজন গবেষক ছিলেন। মনসুর হাল্লাজ স্পষ্ট বলেছেন,

[আরবীর অনুবাদ] " আল্লাহ তায়ালা ক্বাদীম বা অনাদির গুণের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়েছেন, তেমনি সমস্ত সৃষ্টি নশ্বর গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা থেকে পৃথক হয়েছে "

এখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের সাথে ইত্তেহাদ বা একীভূত নন, তেমনি তিনি সৃষ্টির মাঝেও প্রবেশ করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

এরপর মনসুর হাল্লাজ বলেন,

[আরবীর অনুবাদ] " আল্লাহর পরিচয় লাভ করা হলো তাউহীদ। আর আল্লাহর তাউহীদ হলো আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টি থেকে পৃথক বিশ্বাস করা। "

সুতরাং যারা সূফীদেরকে অথবা তাদের মধ্যে মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে এই বলে দুর্নাম করার চেষ্টা করে যে, তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক কিংবা স্রস্টা সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন এধরনের আকিদার রাখে; এটি তাদের উপর সুষ্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ "

[সিরাতে মনসুর হাল্লাজ, পৃ.২২]

আশরাফ আলী থানবী রহ. এর বক্তব্য থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, দেওবন্দী আলেমরা হুলুল ও ইত্তেহাদ তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক, এধরনের আকিদা কোন আকিদা কখনও রাখে না। অথচ মিথ্যুক মতি কতো জঘন্যভাবে দেওবন্দী আলেমদেরকে অপবাদ দিয়েছে।

মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক:

https://ia600800.us.archive.org/24/items/Seerat-e-MansoorHallajShaykhZafarAhmadUsmanir.a/Seerat-e-MansoorHallajShaykhZafarAhmadUsmanir.a.pdf

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট:

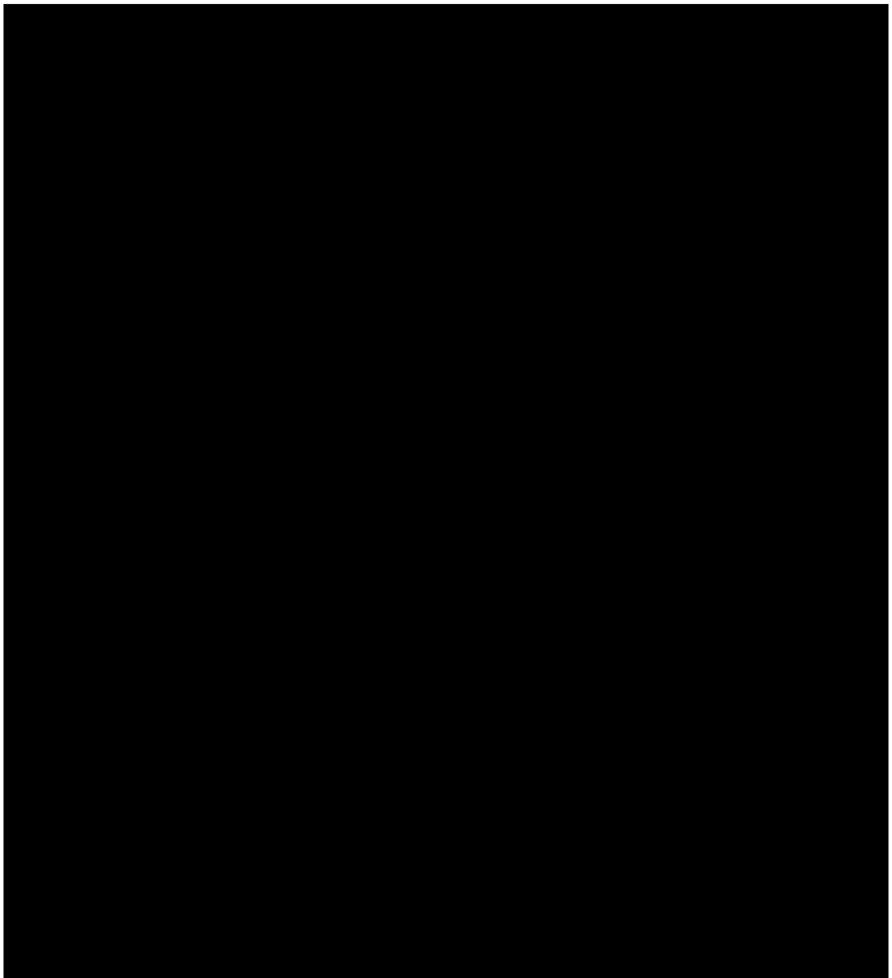

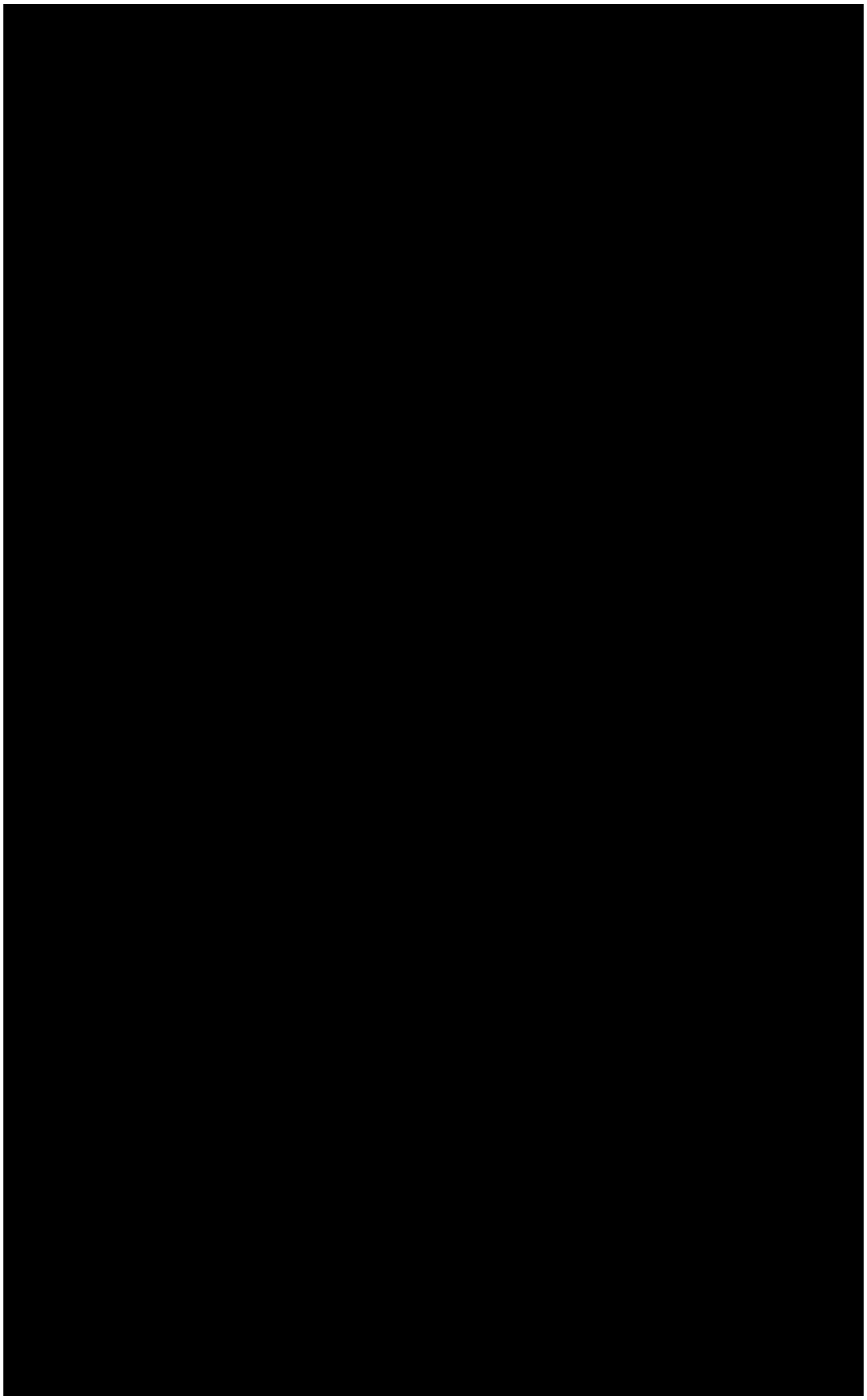

3. [illegible]. [illegible],

"[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible]'[illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]""

[[illegible], [illegible].[illegible]]

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□:

http://ia600807.us.archive.org/26/items/Shariat-o-TareeqatByShaykhAshrafAliThanvir.aCollectedByShaykh/Shariat-o-TareeqatByShaykhAshrafAliThanvir.aCollectedByShaykhMuhammadDeen.pdf

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□:

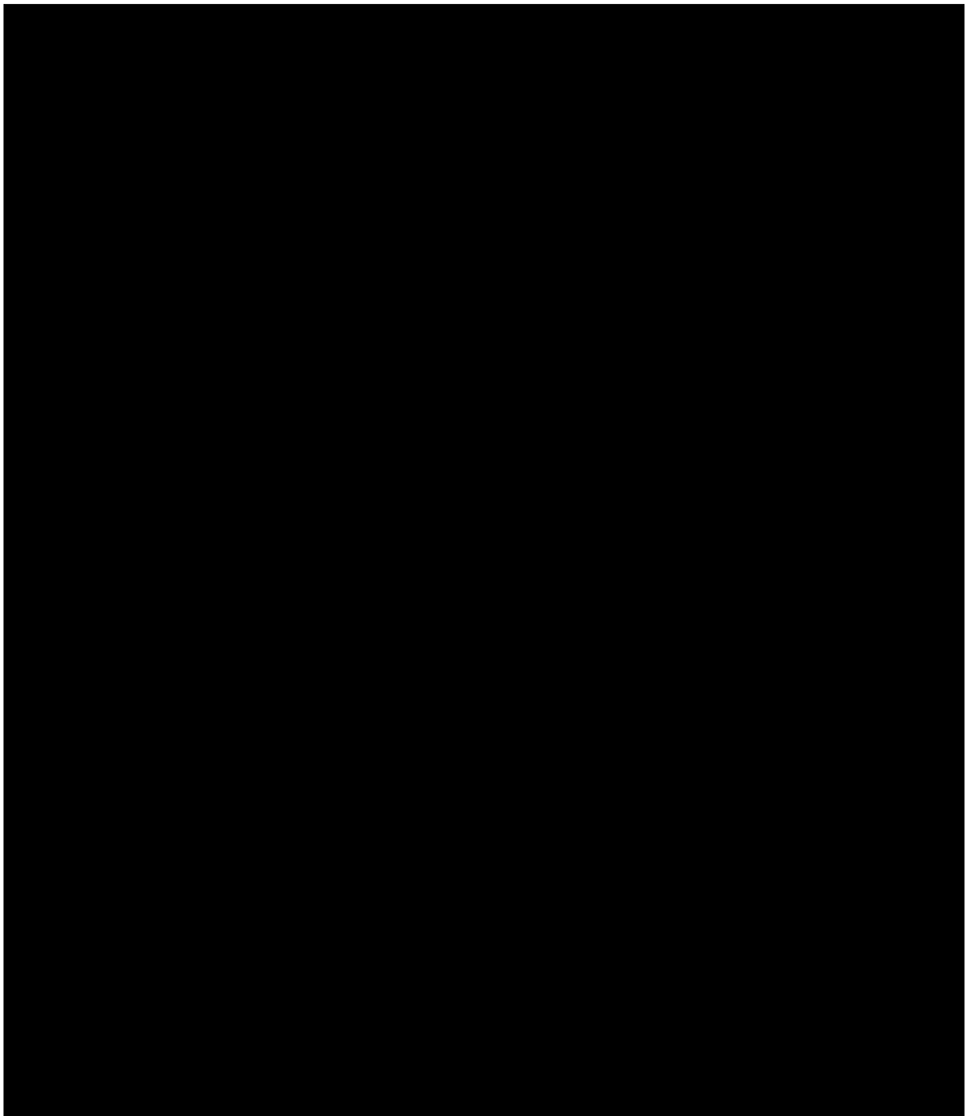

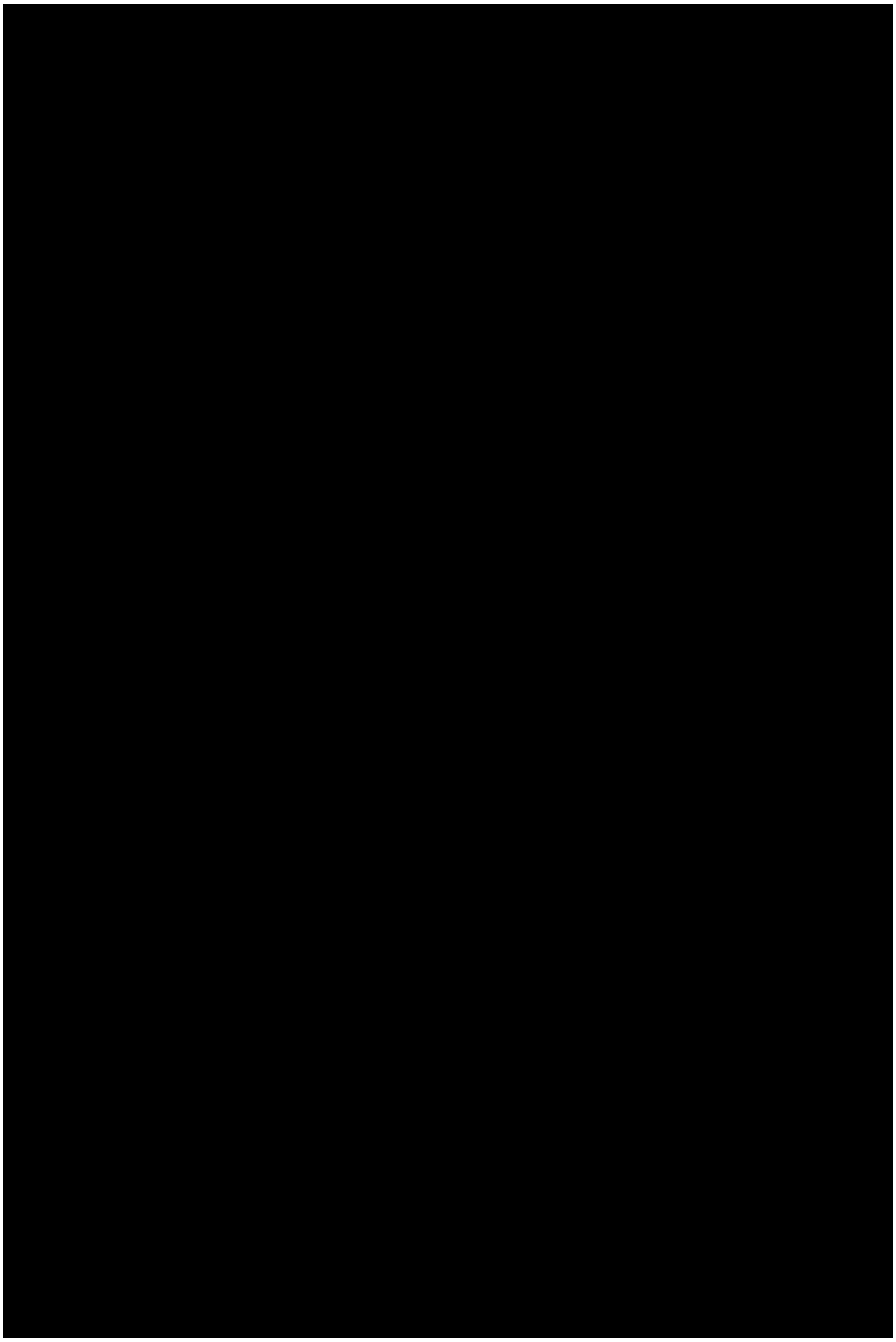

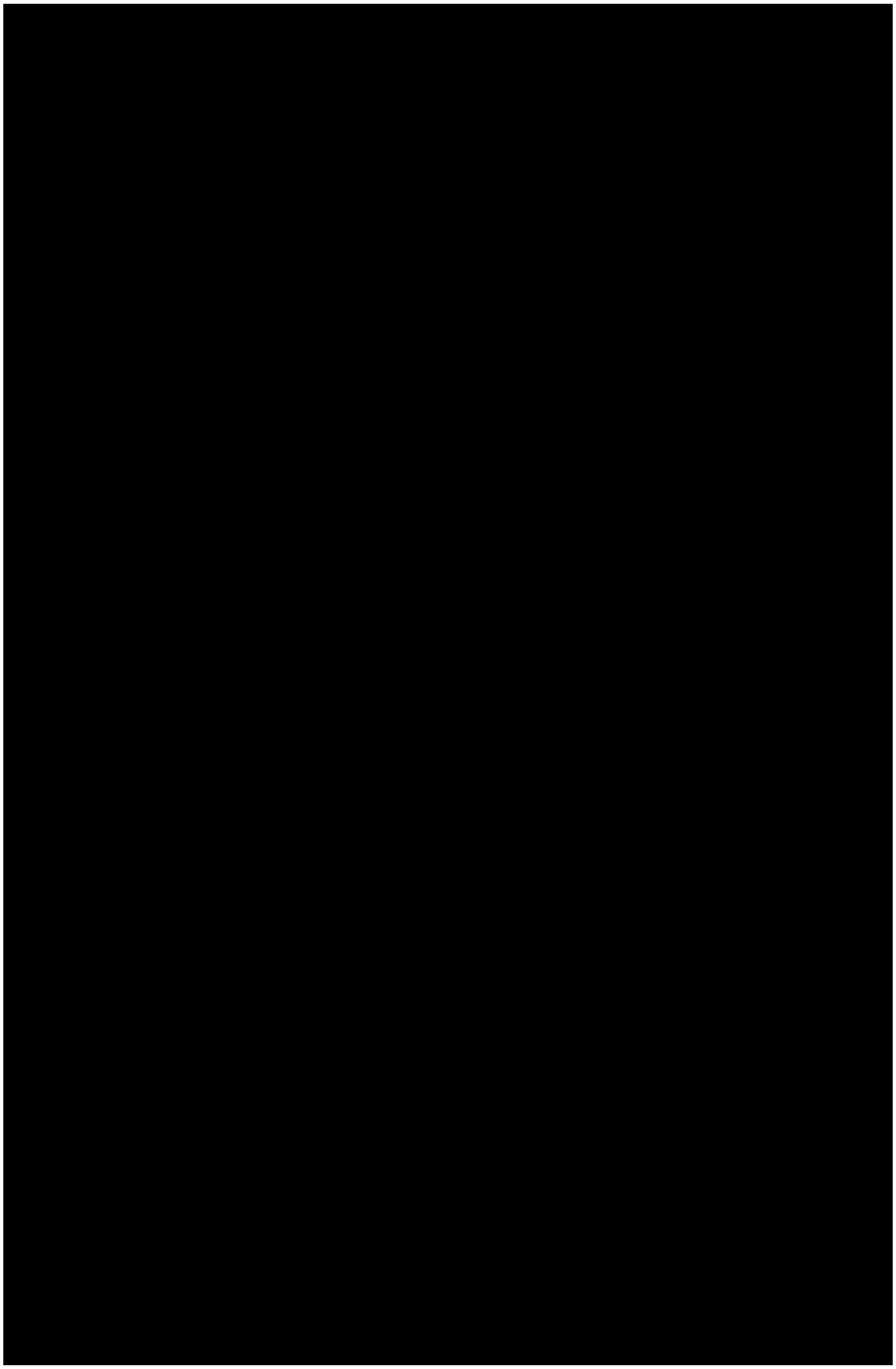

পরবর্তী পর্বে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয় বা দেওবন্দী আলেমরা যে হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে মুক্ত, এ বিষয়ে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.এর বক্তব্য উল্লেখ করবো। থানবী রহ. এর দ্ব্যর্থহীন আলোচনা থেকে পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন, মাদানী কতো বড় দাজ্জাল ও কাজ্জাব

এবং সে কাদেরে এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এভাবে মিথ্যাচারর মাধ্যমে যদি বড় বড় আলেম থেকে সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করা যায়, তাহলে এদেরকে সহজেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে। আল্লাহ পাক আখেরী জামানার এসব দাজ্জাল থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন।

মতিউর রহমান মাদানীর পোস্টমর্টেম : দেওবন্দী আকিদা নামে মতির মিথ্যাচার (পর্ব - 4)

July 17, 2014 at 11:51 PM

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান : স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়

==

আমরা তৃতীয় পর্বে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাতের বেশ কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এসব বক্তব্য থেকে দেওবন্দী আকিদা যে কতটা তাউহীদ নির্ভর এ বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়। এ পর্বে ইনশাআল্লাহ বিষয়টি আরও প্রমাণ সমৃদ্ধ করার জন্য রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করবো। রশীদ আহমদা গাঙ্গুহী রহ. বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের আকিদা হুলুল ও ইত্তেহাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আলোচনায় ব্যবহৃত কিছু পরিভাষার পরিচিতি :

** মুজাসসিমা বা দেহবাদী ফেরকা : যারা আল্লাহর দেহ, আকার-আকৃতি হাত, পা সহ বিভিন্ন অঙ্গ সাব্যস্ত করে এদেরকে মুজাসসিমা ফেরকা বলে। এদের উৎপত্তি, ক্রম-বিকাশ ও আকিদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা "দেহবাদী আকিদার স্বরূপ বিশ্লেষণ" নামের নোটগুলো পড়ুন। তিন পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোও প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

**হুলুল :

হুলুল শব্দের অর্থ প্রবেশ করা। একটা বস্তু অন্য আরেকটির মাঝে প্রবেশ করার পর যদি উভয় বস্তু তাদের নিজ সত্ত্বা অবশিষ্ট রেখে বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে হুলুল বলে। অর্থাৎ যে বস্তু কোন কিছুর মাঝে ঢুকছে সেটিও তার নিজ সত্ত্বা ঠিক রাখবে আবার যার মাঝে প্রবেশ করছে , সেটিও তার নিজ সত্ত্বা অবশিষ্ট রাখবে। বিষয়টিকে আরবীতে হুলুল বলে। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে হুলুলের আকিদা সম্পূর্ণ কুফুরী। যেমন , কেউ যদি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তায়ালা স্থানগতভাবে আসমানে রয়েছেন তাহলে এটি হুলুল হবে। কারণ আসমান একটি মাখলুক বা সৃষ্টি। কোন সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সত্ত্বা প্রবেশ করেছেন বা আছেন এজাতীয় বিশ্বাসই মূলত : হুলুল।

বাস্তব ক্ষেত্রে হুলুলের একটি উদাহরণ হলো , চিনি ও বালির মিশ্রণ। এ মিশ্রনে চিনি ও বালি নিজ সত্ত্বা অবশিষ্ট রেখে অবস্থান করে থাকে। রসায়নের ভাষায় এধরনের মিশ্রণকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বা *Heterogeneous mix* বলে।

খ্রিষ্টানরা হযরত ইসা আ . সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে যে , আল্লাহর সত্ত্বা হযরত ইসা আ . এর মাঝে প্রবেশ করেছে। এটিও মূলত : হুলুল এর আকিদা থেকে এসেছে। মোট কথা , কোন সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর সত্ত্বা প্রবেশ করেছে , এজাতীয় বিশ্বাস রাখা হলো হুলুল । এই আকিদা নি :সন্দেহে কুফুরী।

২. হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ . এর বক্তব্য :

==

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ . তার ইমদাদুস সুলুক বইয়ে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন , " আক্বিদায়ে হুলুল কি তারদীদ " অর্থাৎ হুলুলের আকিদার খন্ডন। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ . লিখেছেন ,

" অনেক মূর্খকে অভিশপ্ত শয়তান মুজাসসিমা তথা দেহবাদী ফেরকায় নিপতিত করে। যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে শয়তান মানুষের অন্তরে এই কথা ঢেলে দেয় যে, তুমি যে আকার ও আকৃতি তোমার ধ্যানে দেখছো, এটি হুবহু আল্রাহরই আকৃতি। এরপরে তাকে বাতিল আকৃতি দেখায়। নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহর আকার ও আকৃতির বিশ্বাস থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহর আকার ও আকৃতি আছে, এধরনের বাতিল বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়। কখনও এমন হয় যে এই মূর্খ আসমান ও জমিনের মাঝে একটি সিংহাসন বসা বিভিন্ন আকৃতি দেখতে পায় । বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। মূর্খ লোকটি আগুন ও সিংহাসন দেখে ধোকায় পড়ে যায়। সে একে নিজের প্রভূ মনে করে সিজদা করতে শুরু করে। এভাবে সে মুজাসসিমা (দেহবাদী) ফেরকার নিকৃষ্ট আকিদায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। "

[ইমদাদুস সুলুক, পৃ.১৯১]

স্ক্রিনশট:

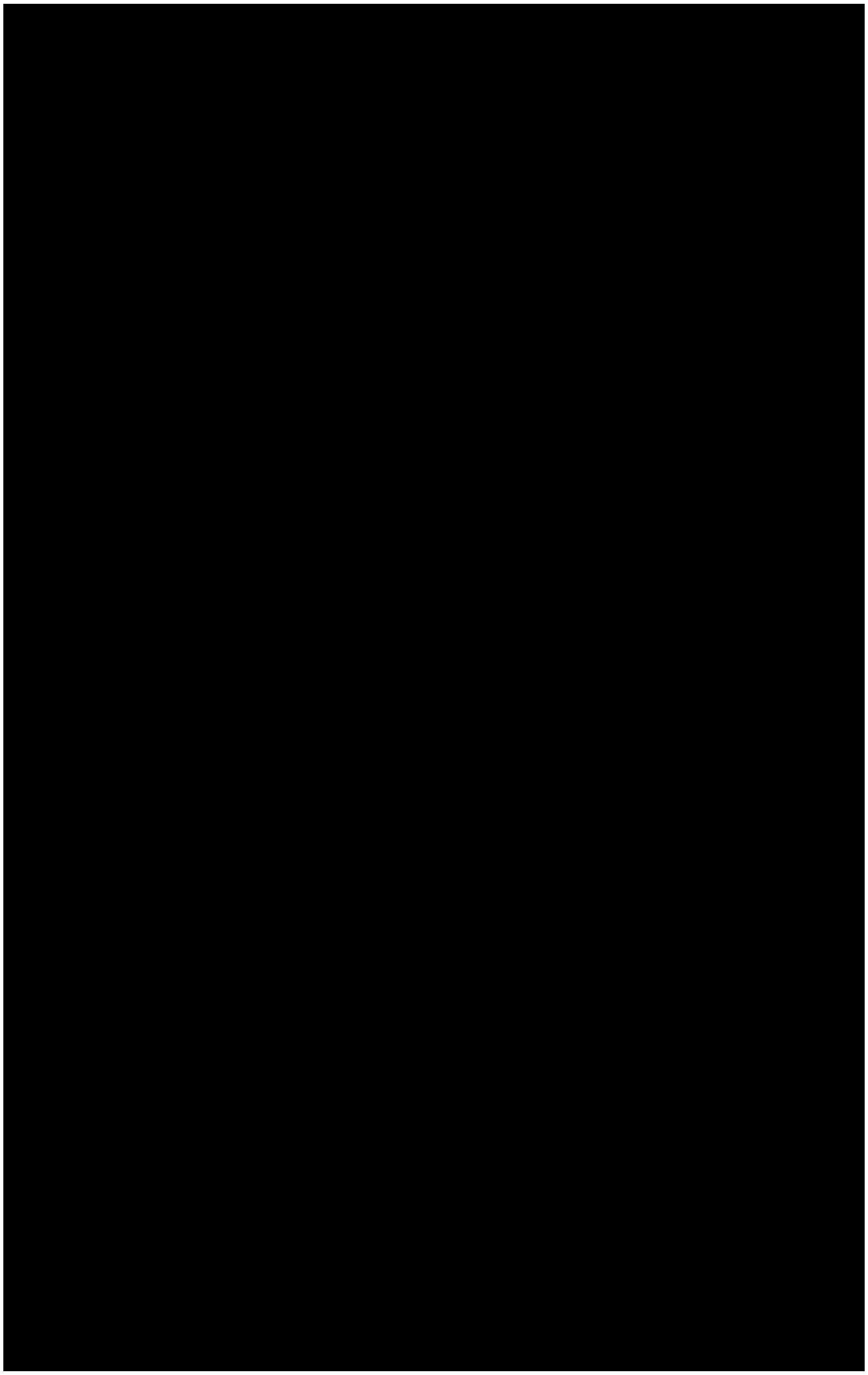

[illegible],

" [illegible], [illegible], [illegible],

বর্তমানের সকল মু'মিন-মুসলমান, সমম্ত আলেম ও শায়খ, ছোট-বড় সকলেই এক বাক্যে এ বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং এ ব্যাপারে সকলের ইজমা রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুণাবলী জিসম বা দেহ থেকে পবিত্র। তিনি দেহ বিশিষ্ট সমস্ত সৃষ্টি ও এর আপেক্ষিক উপাদানের কোন কিছুর সাথে ন্যুনতম কোন সাদৃশ্য রাখেন না। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নতুন অস্তিত্ব দানের মাধ্যমে অস্তিত্ব এসেছে। এগুলো আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর স্রষ্টা, তিনি অনাদি ও অনন্ত। স্পষ্ট কথা হলো, একটি বাতিল বিষয়ের আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দাদের ঐকমত্য ও ইজমা কীভাবে হতে পারে? কখনও এটি হতে পারে না। সুতরাং এই মূর্খের আকিদা মূলত ভ্রান্ত।

[ইমদাদুস সুলুক, পৃ.১৯১-১৯২]

হুলুলের আকিদা খন্ডন:

===========

শয়তান অনেক মূর্খকে হুলুলের আকিদায় ফেলে দেয়। শয়তান তার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা দিতে থাকে। অমূলক চিন্তা-ভাবনায় তাকে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করে। শয়তানের এসব ভ্রান্ত প্ররোচনায় সে নিকৃষ্ট আকিদা-বিশ্বাসকে সঠিক মনে করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, শয়তান তাকে বলে, তোমার অন্তরাত্মায় যেসব অপ্রাকৃতিক জিনিস অবলোকন করছে এগুলো তোমারই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা। এজন্য তোমার বহির্জগতে এগুলো দেখতে পাও না। এরপর যখন সে ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন নিজের অভ্যন্তরীণ কোন অপ্রাকৃতিক বস্তু দেখে, তখন সে মনে করে এগুলো তার অন্তরাত্মারই অংশ। মোরাকাবার সময় তার অন্তরে যে নূর দেখে একে সে নিজের অন্তরের অংশ মনে করে। ফলে সে বিশ্বাস করতে শুরু করে, আল্লাহ তার অন্তরে প্রবেশ করেছেন। আমরা এধরনের নিকৃষ্ট বিশ্বাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অনেক সময় কোন মূর্খের উপর যখন আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রবল হয়, তখন তার হাতে বিভিন্ন কারামত ও অলৌকিক জিনিস প্রকাশ পেতে শুরু করে। এ অবস্থায় শয়তান তার অন্তরে কু- মন্ত্রনা দেয় যে, তোমার এই আধ্যাত্মিক অবস্থাটা মূলত: আল্রাহ তায়ালাই। আল্লাহ তায়ালা তোমার মাঝে প্রবেশ করেছেন এবং এভাবে তার ক্ষমতা ও কুদরত প্রকাশ করছেেন। তখন এই মূর্খ শয়তানের ধোকায় পড়ে হুলুলের আকিদা রাখতে শুরু করে। ।

[ইমদাদুস সুলুক, পৃ.১৯২]

গাঙ্গুহী রহ. হুলুলের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করে লেখেন,

"স্পষ্টত: আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে বেষ্টন করে আছেন, তিনি সকল বস্তুর সাথে রয়েছেন, তিনি সব কিছুর নিকটবর্তী। অণু পরিমাণ বস্তুও আল্রাহর নিকট গোপন নয়। আসমান বা জমিনের একটি পরমাণুও আল্লাহর কাছে গোপন নয়। এরপরও আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক। সমস্ত মাখলুক বা সৃষ্টি আল্লাহর থেকে পৃথক। আল্লাহর সত্ত্বার মাঝে মাখলুক প্রবেশ করা কিংবা কোন মাখলুকের মাঝে আল্লাহর প্রবেশ করা, দু'টোই অসম্ভব। সমস্ত নবী, ওলী ও উলামা হুলুলের আকিদার বিরোধী। এ বিষয়ে তারা সকলেই একমত। সুতরাং হুলুলের আকিদায় বিশ্বাসী এক ব্যক্তির আকিদা কীভাবে গ্রহনযোগ্য হতে পারে? সুতরাং এই আকিদা ভালভাবে স্মরণ রাখবে। ""

[ইমদাদুস সুলুক, পৃ. ১৯৪]

রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খুবই উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মুজাসসিমাদের কুফুরী আকিদা সম্পর্কে লিখেছেন,

" অনেক মূর্খের সাথে শয়তান এধরনের আচরণ করে যে, প্রথমে তার অন্তরে এই কথাটি ঢেলে দেয়, আল্লাহ তায়ালা যে কোন আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করেন। এটি আল্লাহর আকৃতি। এই মূর্খ লোকটি যখন অন্তর থেকে এই বিশ্বাস লালন করতে শুরু করে, তখন সে মুজাসসিমা ফেরকার অন্তর্ভূক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করে সে কাফের হয়ে গেছে। [ইমদাদুস সুলুক, পৃ.১৮৭]

মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক:

https://ia601000.us.archive.org/29/items/ImdadUsSulookByShaykhRasheedAhmadGangohir.a/ImdadUsSulookByShaykhRasheedAhmadGangohir.a.pdf

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট:

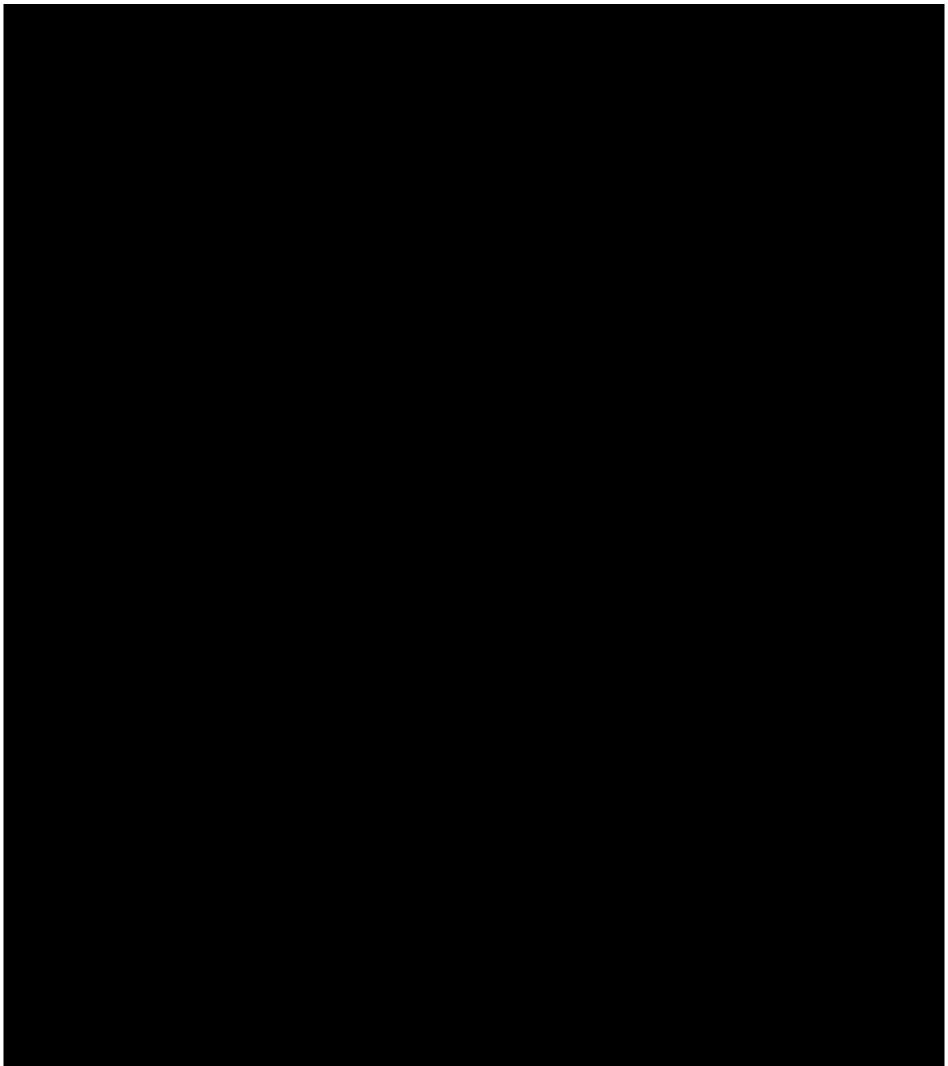

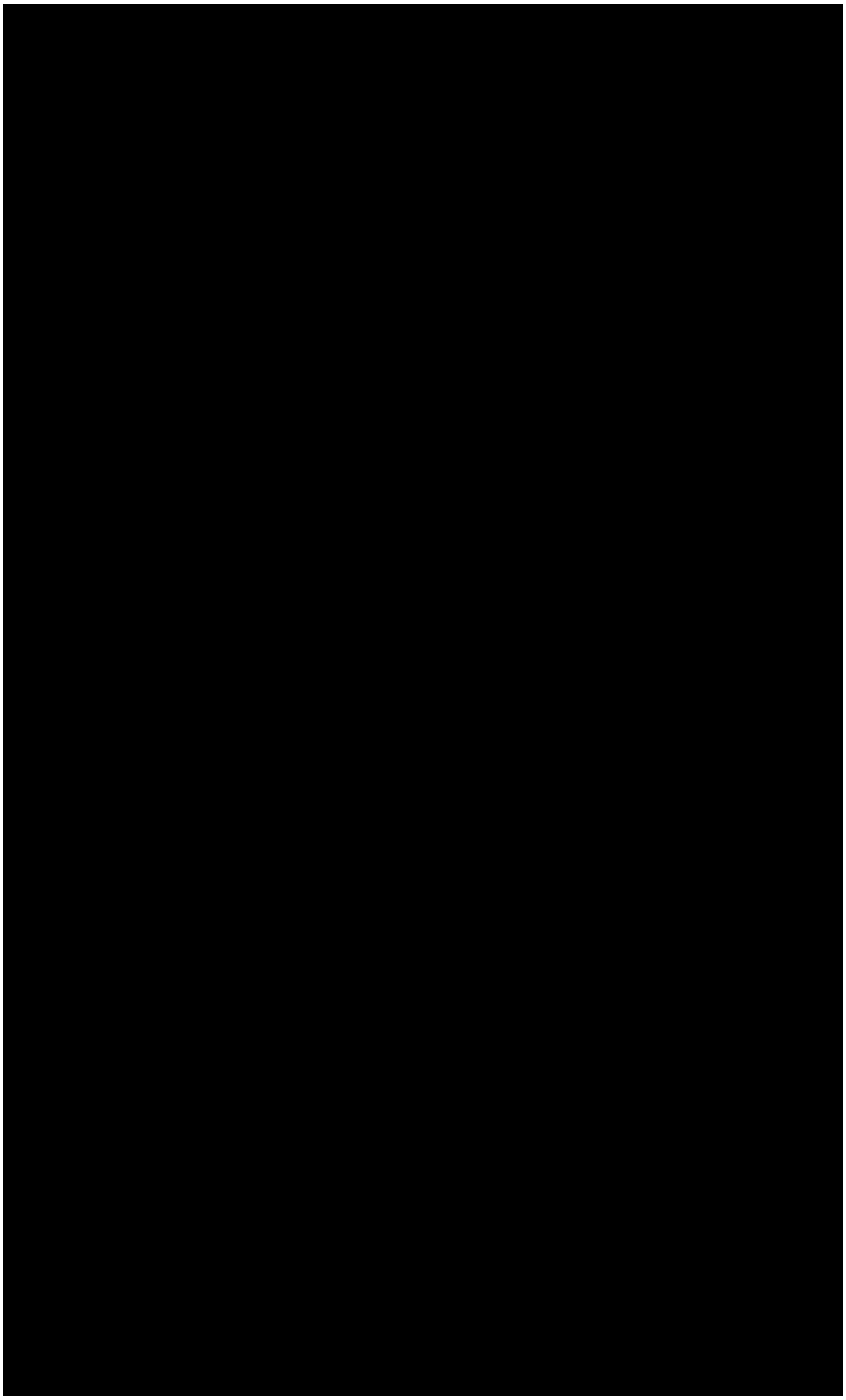

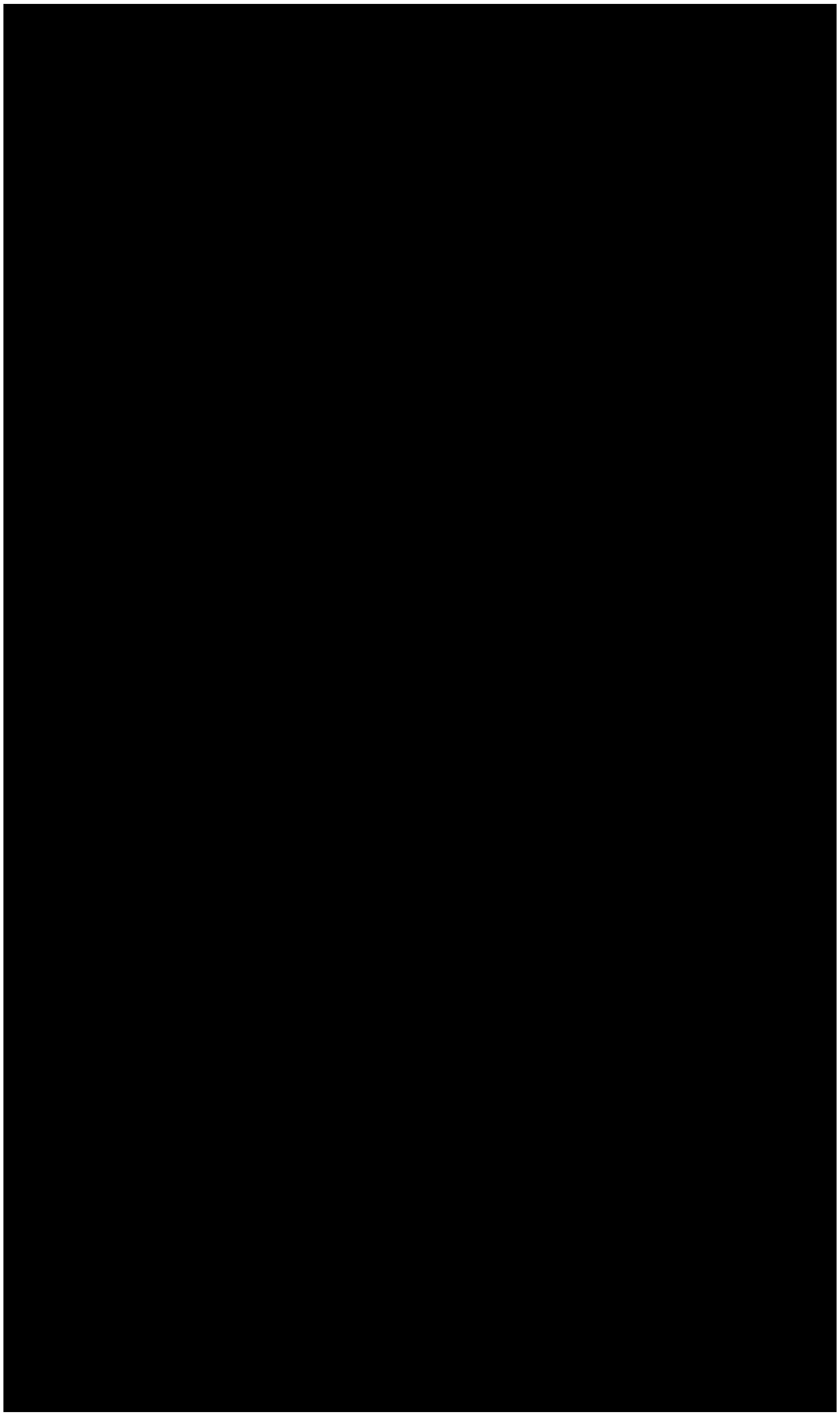

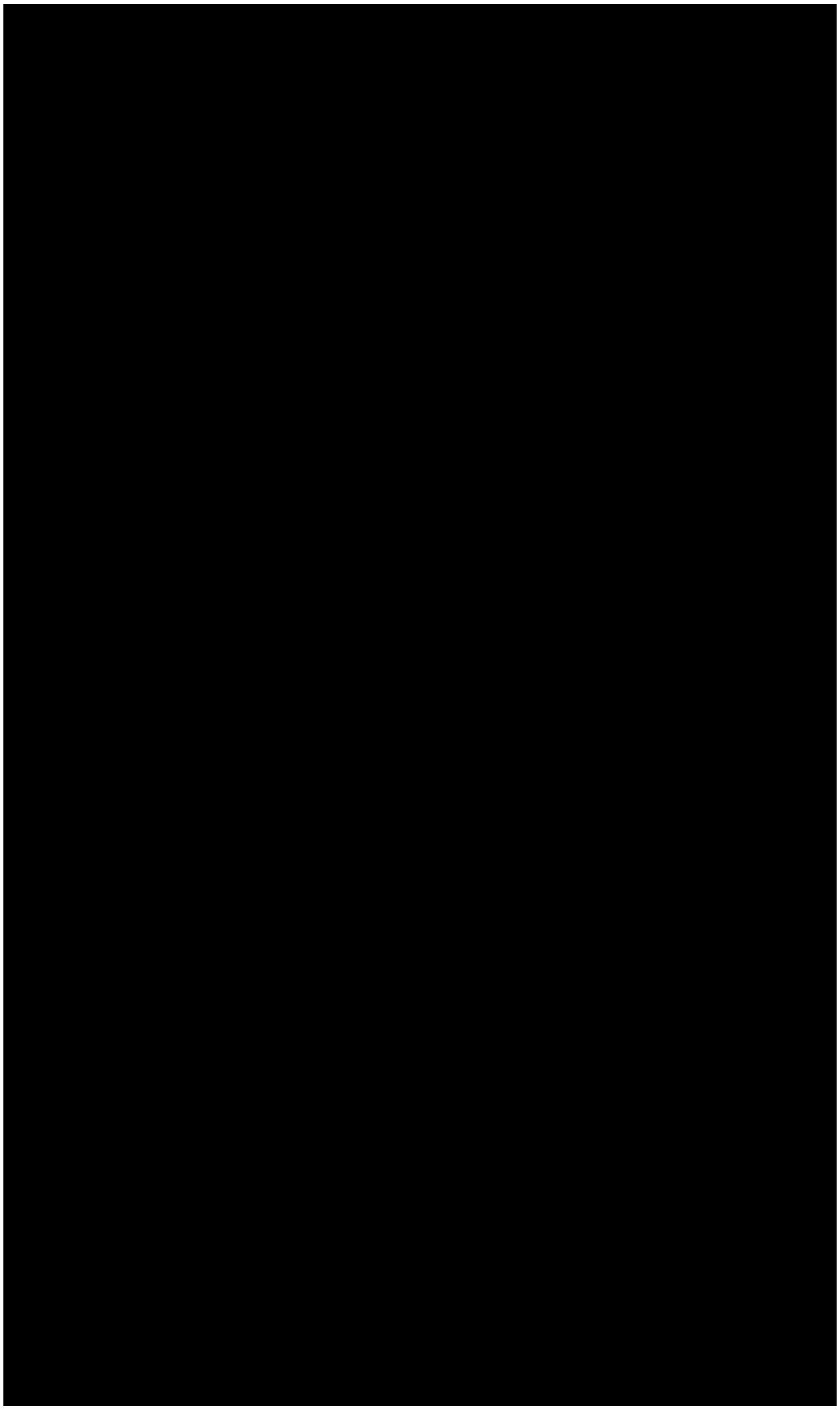

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক , এটি কখনও দেওবন্দী আকিদা নয়। দেওবন্দী আকিদার সাথে এধরনের বক্তব্যের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যারা মিথ্যাচারের মাধ্যমে এসব আকিদাকে দেওবন্দী আকিদা বলে প্রচার করে দেওবন্দী আলেমদের বদনাম করার চেষ্টা করে , এদের বিচারের ভার মহান আল্লাহর দরবারে ন্যস্ত করছি। তিনি মিথ্যুক ও অপবাদদাতাদের যথার্থ শাস্তি দিবেন।

মতিউর রহমান মাদানীর পোস্টমর্টেম : দেওবন্দী আকিদা নামে মতির মিথ্যাচার (পর্ব - 5)

July 18, 2014 at 8:37 PM

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে দেওবন্দী আলেমদের অবস্থান : স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনও এক নয়

===

দেওবন্দী বুজুর্গদের মাঝে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর প্রতি বাতিল ফেরকাগুলোর আক্রোশ বেশি। তার নামে বাতিলের মিথ্যাচারও একটু বেশি। মতিউর রহমান মাদানী শুরুতে বলেছে , দেওবন্দী আলেমদের আকিদায় বিদয়াতী কুফুরী ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা রয়েছে। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক মনে করে। মাদানী এরপর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সম্পর্কে বলেছে ,

“”

প্রথম আকিদা যে আকিদা যে আকিদাটি ইসলামী আকিদা নয় , যে আকিদা শুধু বিদয়াতী আকিদা নয় , বরং কুফুরী , বিদয়াতী আকিদা। এই আকিদা মওজুদ রয়েছে , বিদ্যমান রয়েছে দেওবন্দীদের মধ্যে ; সেই আকিদা হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। আরবীতে তাকে বলা হয় , ওয়াহদাতুল উজুদ। ওয়াহদা ওয়াহিদ থেকে। এক হয়ে যাওয়া। উজুদ মানে হচ্ছে অসিত্ব। পৃথিবীতে যা কিছু আছে আসমান-জমিন, আরশ কুরসী, আল্লাহ পাক , খালেক মাখলুক , আল্লাহর সৃষ্টিজগত , সৃষ্টিজগতের মধ্যে আবার আ্যা ....যাদের জীবন আছে যেমন মানুষ জীন , পশু -প্রাণি , যতো রকমের হাইয়ান রয়েছে , জীবজন্তু রয়েছে , পাখি রয়েছে , ইত্যাদি , সমস্ত কিছু , এগুলো হচ্ছে অস্তিত্ব -উজুদ। সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব হচ্ছে , শুধু সৃষ্টির অস্তিত্ব নয় ,

সমস্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্ব হচ্ছে ওয়াহদা এক। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের শাব্দিক অর্থ করলাম, আর এটি হচ্ছে তার ডিটেইলস বা বিস্তারিত। যা সংক্ষেপে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বললাম। ওয়াহদাতুল উজদু মানে খালেক আর মাখলুকের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, আল্লাহ এবং মাখলুক সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক নয়, বরং সব কিছুই হচ্ছে এক। সব কিছুই এক। অর্থাৎ যে কোন বস্তু দেখছেন, যে কোন মানুষকে দেখছেন, যে কো প্রাণীকে দেখছেন, তাতেই আল্লাহ আছে। এ হচ্ছে ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদায় এসে বেরলবী দেওবন্দী সবাই এসে এক সঙ্গমে সাক্ষাৎ করেছে। মিলে গেছে এসে। বোঝেন তো সঙ্গম? নাহ? দু'টো রাস্তা এসে এক জায়গায় এসে মিলে গেলো। দুইটি ফেরকা তো বেরিয়ে গেছে কিন্তু এখানে এসে এরা মিলে গেছে। বেরেলভীরাও বলে, ওয়াহদাতুল উজুদের প্রতি তাদের ইমান রয়েছে, আর দেওবন্দীদের কিতাবাদীতে ভরপুর রয়েছে, ওয়াহদাতুল উজুদ।

দেওবন্দীদের কয়েকজন শিরোমণি আলেমের নাম বলে দেই, তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে যে, তাদের কিতাবাদীতে এসব আকিদা পাবেন। তাদের সবচেয়ে শিরোমণি আলেম হচ্ছেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী । তিনি মক্কায় থাকতেন, আর ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা শুধু নিজেই রাখতেন না, এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে প্রচার করতেন। বড় তবলীগ করতেন। মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি এই ওয়াহদাতুল উজুদের। যতো দেওবন্দী ভারত, বাংলাদেশ পাকিস্তান, অখন্ড ভারত থেকে মক্কায় আসতো হজ্জ মৌসুমে বা অন্য কোন মৌসুমে, আসার পরে তার থেকে বাইয়াত নিয়ে যেত। বড় বড় আলেমরা এসে তার মুরীদ হয়েছে। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর। ওয়াহদাতুল উজুদের আকিদা যদি তাদের কিতাবে দেখতে হয়, বিশেষ করে একটি কিতাব যেই ওয়াহদাতুল উজুদের প্রমাণের জন্য লেখা হয়েছে, তা হচ্ছে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর কিতাব, কিতাবের নাম হচ্ছে শামাইমে মুহাম্মদী। এই কিতাবটি লেখাই হচ্ছে ওযাহদাতুল উজুদের জন্য ।

""

এবার হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করবো। মতিউর রহমান সাহেব শামাইমে মুহাম্মাদিয়া নামে একটা বইযের নাম বলেছেন। বইয়ের সঠিক নাম শামাইমে মুহাম্মাদিয়া নয়, বরং শামাইমে ইমদাদীয়া। শামাইমে মুহাম্মাদিয়া নামে কোন বই আদৌ আছে কি না, আমাদের জানা নেই। মতিউর রহমান সাহেব হয়তো ভুলে শামাইমে মুহম্মাদিয়ার কথা বলেছেন। যাই হোক, শামাইমে ইমদাদিয়া বইয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ওযাহদাতুল উজুদের উপর লেখা ফার্সী বইয়ের উর্দু অনুবাদ করা হয়েছে। পরবর্তী কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া নামে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর দশটি বই সংকলন করা হয়েছে। এই দশটি বইয়ের মাঝে ওযাহদাতুল উজুদের উপর ফারসি ভাষায় লেখা বইটিও রয়েছে। আমরা এই বই থেকে মাদানী সাহেবের মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করবো। সে যেভাবে এসব আলেমদের নামে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে আলেমদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

করার চেষ্টা করে, এটি কখনও ইসলামী দাওয়াত হতে পারে না। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিযে কার স্বার্থে তিনি সাধারণ মানুষকে আলেমদের থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করেন? কার স্বার্থে তিনি নিজে মিথ্যা বলে অন্যদেরকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেন? আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

ওয়াহদাতুল উজুদ সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর বক্তব্য

=====================================

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক মনে করা কুফুরী:

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. তার " রিসালা দর বয়ানে ওয়াহদাতুল উজুদ" নামক পুস্তকে লিখেছেন,

" জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে প্রকৃত একাত্মতার কথা বলে এবং উভয়ের মাঝে সব ধরনের পার্থক্য অস্বীকার করে, সে কাফের, ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদ। আবেদ (ইবাদতকারী বান্দা) ও মা'বুদ (আল্লাহ), সাজিদ (সেজদাকারী বান্দা) ও মাসজুদ (যার জন্য সেজদা করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা) এর মাঝে পার্থক্য না করার এই আকিদা বাস্তবতা বিরোধী। আমরা এধরনের কুফুরী আকিদা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি"

[কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া, পৃ.২২২]

এধরনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থাকার পরও যারা এসব বুজুগর্দের নামে মিথ্যাচার করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. আরও লিখেছেন,

" গবেষক আলেমদের বক্তব্য ও পরিভাষা অনুযায়ী স্রষ্টা ও সৃষ্টি অস্তিত্বের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন। স্রষ্টা সৃষ্টি হয়ে যাননি, কিংবা সৃষ্টি স্রষ্টা হয়ে যায়নি। আল্লাহ তায়ালা আল্লাহই রয়েছেন। সৃষ্টি সৃষ্টিই রয়েছে। সৃষ্টি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে, সৃষ্টির অস্তিত্ব অপূর্ণ ও অধীন। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বাধীন ও পরিপূর্ণ। এটিই ওয়াহদাতুল উজুদের বাস্তবতা। এ সম্পর্কে ইমাম জা'মী রহ. এর একটি পংক্তি রয়েছে, [অনুবাদ] অস্তিত্বের দিক থেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের অস্তিত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন হুকুম রয়েছে। যদি উভয়ের মাঝে পার্থক্য না করো, তাহলে এটি যিন্দিকী ও ধর্মদ্রোহিতা। "

[কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া, পৃ.২২২]

২. ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যা:

===============

"আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ওযাহদাতুল উজুদের বিশ্বাসটি সঠিক। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এর বাস্তবতা তখনই উপলব্ধি করা যায়, যখন আল্লাহপর পথের যাত্রী কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, অল্প আহার, গভীর মগ্নতা এবং আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু পরিত্যাগের মাধ্যমে যখন আত্মপরিচয় ভুলে যায়, তখন সৃষ্টির কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। মানুষ যখন এই স্তরে এসে নিজেকে ভুলে যায়, তখন তার অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি খেয়াল থাকে না। তখন সে শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকে। সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে যখন সে মুক্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। তখন সে শুধু আল্লাহর প্রতি মনযোগী থাকে। এ অবস্থায় সে আল্লাহ আল্লাহ বলার পরিবর্তে আনা আনা (আমি, আমি) বলতে শুরু করে। এ অবস্থাকে ফানা দর ফানা বলে।...........এ অবস্থার কারণে বায়জিদ বোস্তামী বলেছিলো, " আমি মহা পবিত্র, আমার মর্যাদা কতো উচু"। এবং মনসুর হাল্লাজ বলেছিলো, আনাল হাক বা আমিই সত্য। "

এই কথাগুলো ওয়াহদাতুল উজুদের ব্যাখ্যায় খুবই স্পষ্ট। একই কথা আরও স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। আমরা এখানে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। পরবর্তীতে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বক্তব্য নিয়েও আলোচনা করা হবে।

মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক:

https://ia600708.us.archive.org/2/items/Kulliyat-e-ImdadiyahByHajiImdadullahMuhajirMakkir.a/Kulliyat-e-ImdadiyahByShaykhHajiImdadullahMuhajirMakkir.a.pdf

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট:

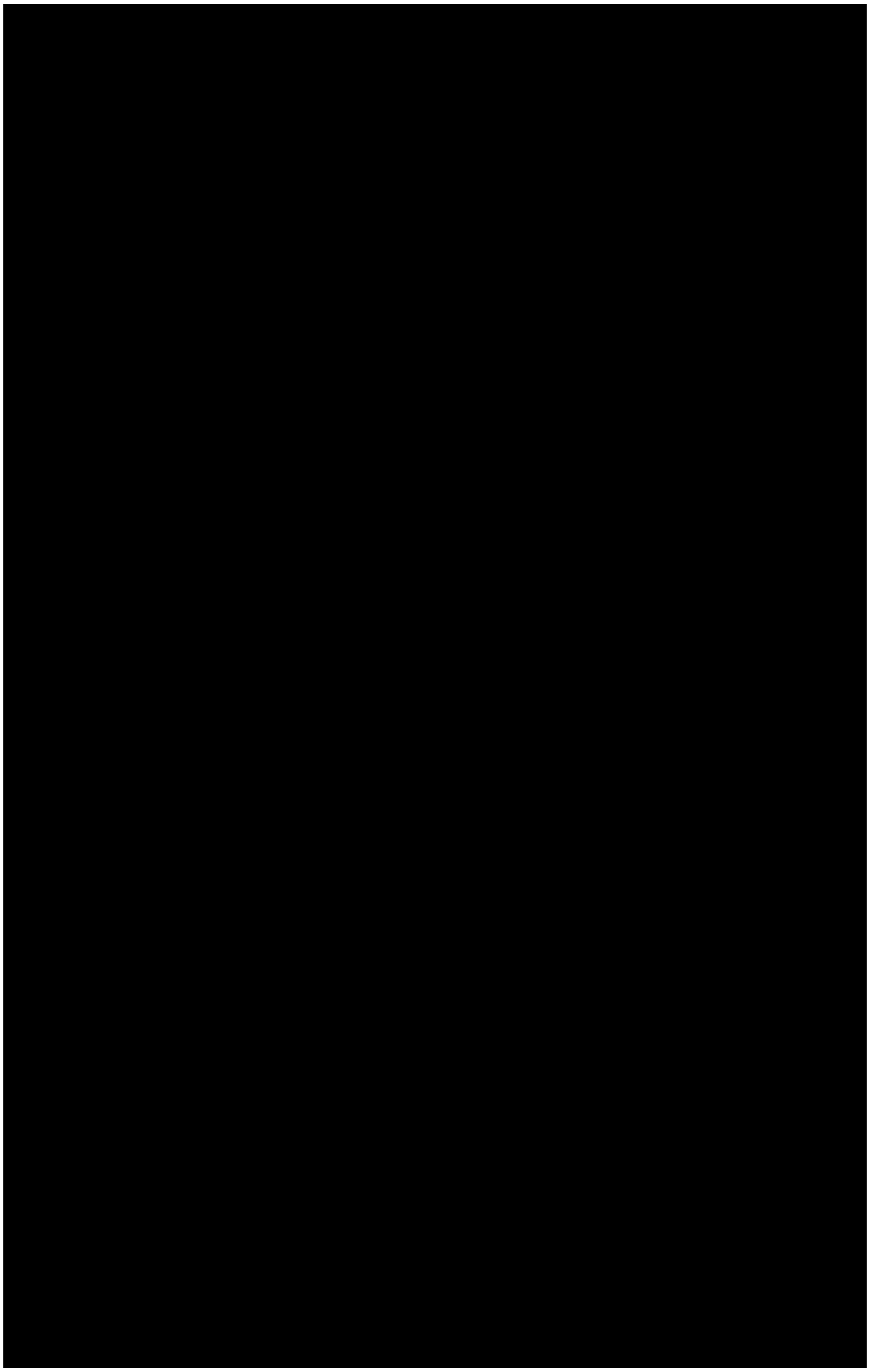

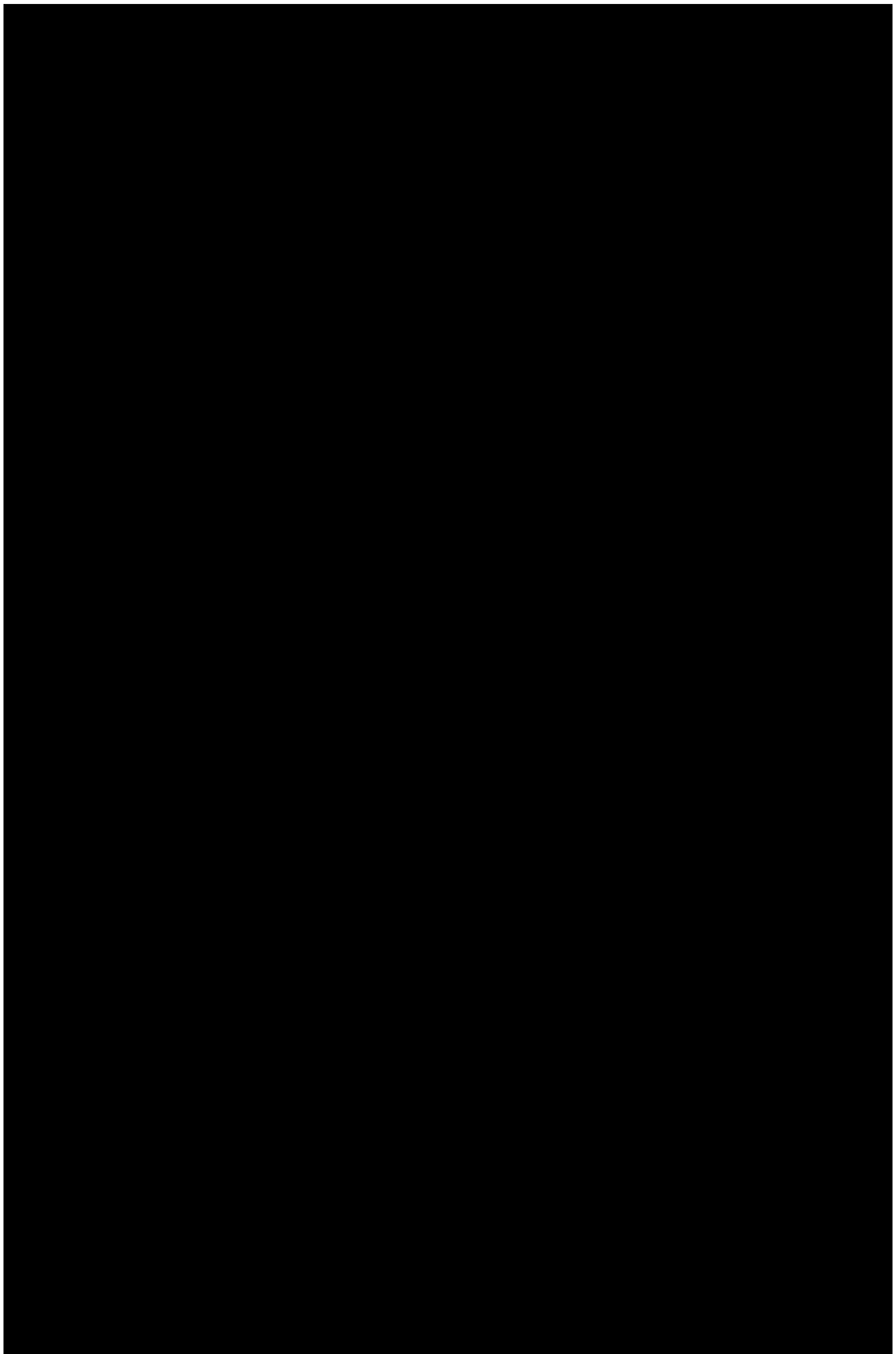

===============

الْفَنَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " : نَوْعٌ لِلْكَامِلِينَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ؛ وَنَوْعٌ لِلْقَاصِدِينَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَنَوْعٌ لِلْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ الْمُشَبِّهِينَ

(فَأَمَّا الْأَوَّلُ) فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ إرَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ " بِحَيْثُ لَا يُحِبُّ إلَّا اللَّهَ . وَلَا يَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ وَلَا يَتَوَكَّلُ إلَّا عَلَيْهِ . وَلَا يَطْلُبُ غَيْرَهُ ؛ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقْصَدَ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي يَزِيدَ حَيْثُ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ إلَّا مَا يُرِيدُ . أَيْ الْمُرَادُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَنْ لَا يُرِيدَ وَلَا يُحِبَّ وَلَا يَرْضَى إلَّا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ وَأَحَبَّهُ وَهُوَ مَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ ؛ وَلَا يُحِبُّ إلَّا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ : { إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } قَالُوا : هُوَ السَّلِيمُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ يُسَمَّ هُوَ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَآخِرُهُ. وَبَاطِنُ الدِّينِ وَظَاهِرُهُ .

[illegible] إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [illegible]

[illegible]

[illegible]

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي : فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِّوَى " . وَهَذَا يَحْصُلُ لِكَثِيرِ مِنْ السَّالِكِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ لِفَرْطِ انْجِذَابِ قُلُوبِهِمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ أَنْ تَشْهَدَ غَيْرَ مَا تَعْبُدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا تَقْصِدُ ؛ لَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ غَيْرُ اللَّهِ ؛ بَلْ وَلَا يَشْعُرُونَ ؛ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ : { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } قَالُوا : فَارِغًا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى . وَهَذَا كَثِيرٌ يَعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ أَمْرٌ مِنْ الْأُمُورِ إمَّا حُبٌّ وَإِمَّا خَوْفٌ . وَإِمَّا رَجَاءٌ يُبْقِي قَلْبَهُ مُنْصَرِفًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَمَّا قَدْ أَحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ طَلَبَهُ ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْعُرُ بِغَيْرِهِ . فَإِذَا قَوِيَ عَلَى صَاحِبِ الْفَنَاءِ هَذَا فَإِنَّهُ يَغِيبُ بِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُعَبَّدَةُ مِمَّنْ سِوَاهُ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزُلْ وَهُوَ الرَّبُّ تَعَالَى . وَالْمُرَادُ فَنَاؤُهَا فِي شُهُودِ الْعَبْدِ وَذِكْرِهِ وَفَنَاؤُهُ عَنْ أَنْ يُدْرِكَهَا أَوْ يَشْهَدَهَا . وَإِذَا قَوِيَ هَذَا ضَعُفَ الْمُحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ فِي تَمْيِيزِهِ فَقَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ مَحْبُوبُهُ كَمَا يُذْكَرُ : أَنَّ رَجُلًا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى مُحِبُّهُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ : أَنَا وَقَعْتُ فَمَا أَوْقَعَكَ خَلْفِي قَالَ : غِبْتُ بِكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِي

[illegible]

[illegible]

وَفِي هَذَا الْفَنَاءِ قَدْ يَقُولُ : أَنَا الْحَقُّ أَوْ سُبْحَانِي أَوْ مَا فِي الْجُبَّةِ إلَّا اللَّهُ إذَا فَنِيَ بِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ . وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ عِرْفَانِهِ . كَمَا يَحْكُونَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي مَحَبَّةِ آخَرَ فَوَقَعَ الْمَحْبُوبُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى الْآخَرُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَوْقَعَك خَلْفِي ؟ فَقَالَ : غِبْت بِك عَنِّي فَظَنَنْت أَنَّك أَنِّي . وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقَعُ السُّكْرُ الَّذِي يُسْقِطُ التَّمْيِيزَ مَعَ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ كَمَا يَحْصُلُ بِسُكْرِ الْخَمْرِ وَسُكْرِ عَشِيقِ الصُّوَرِ . وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْفَنَاءُ بِحَالِ خَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ كَمَا يَحْصُلُ بِحَالِ حُبٍّ فَيَغِيبُ الْقَلْبُ عَنْ

شُهُودِ بَعْضِ الْحَقَائِقِ وَيَصْدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ مِنْ جِنْسِ أُمُورِ السُّكَارَى وَهِيَ شَطَحَاتُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ : كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : أَنْصِبُ خَيْمَتِي عَلَى جَهَنَّمَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلشَّرْعِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا غَيْرَ مَأْثُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ أَمْرَ خُفَرَاءِ الْعَدُوِّ وَمَنْ يُعِينُ كَافِرًا أَوْ ظَالِمًا بِحَالِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ . وَيَحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا . وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي عُقَلَاءِ الْمَجَانِينِ والمولهين الَّذِينَ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ مَقَامًا دَائِمًا كَمَا أَنَّهُ يَعْرِضُ لِهَؤُلَاءِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ حَتَّى تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ . إنْ كَانَ زَوَالُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِثْلِ الْإِغْمَاءِ بِالْمَرَضِ أَوْ أُسْقِيَ مُكْرَهًا شَيْئًا يُزِيلُ عَقْلَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمِ . وَكَمَا أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَلَا حَمْلُ كَلَامِهِمْ وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ هُمْ فِي الْخَاصَّةِ مِثْلُ الْغَافِلِ وَالْمَجْنُونِ فِي التَّكَالِيفِ“

[illegible]

[illegible]

-"قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من ا لحلول والاتحاد .. لماورد عليه ماغيب عقله أولإناه عما سوى محبوبه. ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورًا غير معاقب عليه مادام غيرعاقل... وهذا كما يحكى : أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم , فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أناوقعت, فما الذي أوقعك ؟ فقال: غبت بك عني, فظننت أنك أني.

فهذه الحال تعتري كثيرً امن أهل المحبة والإرادة في جانب الحق, وفي غيرجانبه... فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه , وبمذكوره عن ذكره... فلا يشعر حينئذ بالتميز ولابوجوده , فقد يقول في هذه الحال : أنا الحق أوسبحاني أومافي الجبة إلا الله ونحوذلك ...

“কিছু মাজযুবের উপর যখন তাদের হালত প্রবল হয়ে যায়, তাদের থেকে এমন কিছু কথা প্রকাশ পায় যা “হুলুল” (অনুপ্রবেশ) ও ইত্তেহাদ (সত্ত্বাগত একাত্মতা) এর অন্তর্ভূক্ত। তার উপর আরোপিত বিষয়ের কারণে তার আক্কল চলে যায়, অথবা তাঁর মাহবুবের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণে। এটি তার পক্ষ থেকে কোন গোনাহর কারণে নয়। এক্ষেত্রে তিনি মা’জুর এবং যতক্ষণ তিনি আক্কলহীন থাকবেন ততক্ষণ কোন শাস্তির যোগ্য হবেন না। তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ঘটনার মত যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, দু’ব্যক্তি একে অপরকে মহব্বত করত। প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও সাগরে পড়ে যায়। তখন প্রেমাস্পদ বলল, আমি পড়ে গেছি, তোমাকে কে ফেলল? প্রেমিক বলল- আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি ধারণা করেছি, আমি তুমিই। ...এ সমস্ত অবস্থা মহব্বত ও ইরাদার অধিকারী অনেককে হকের পথে পরিচালিত করে, অনেককে তা অন্য দিকে পরিচালিত করে। কেননা সে তার প্রেমাস্পদের মাঝে হারিয়ে যায় এমনিক নিজের প্রেম ও অস্তিস্ত ¡ সম্পর্কে ভুলে যায়, যিকিরের মাধ্যমে সে আল্লাহর ইশকের মাঝে হারিয়ে যায়, তখন তার কোন পার্থক্য জ্ঞান থাকে না এবং সে নিজের অস্তিস্ত ¡ বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় কখনও তারা বলে থাকে যে, আমি হক্ক, আমার সত্ত্বা মহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই নয় ইত্যাদি। [মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২, পৃষ্ঠা-৩৯৬]

বেদয়াতের কবলে নবীজীর নামায (পর্ব-১)

July 24, 2014 at 10:16 PM

ভূমিকা :

=====

পৃথিবীর মানুষকে রাসূল স . একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান উপহার দিয়েছেন। অন্যান্য নবী - রাসূলগণের সাথে রাসূল স . এর একটি বিশেষ পার্থক্য হলো , অন্যান্য নবীর উম্মত নবীর মৃত্যুর পর তাদের ধর্ম ভুলে গেছে। ধর্মের বিধি -বিধান পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। কিন্তু রাসূল স . এর আনীত দ্বীনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো , এটি কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। সর্বদা একটি দল রাসূল স . এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে আকড়ে থাকবে। রাসূল স . এর ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম রা . দ্বীনকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় তাবেয়ীগণের নিকট পৌছে দিয়েছেন। একইভাবে তাবেয়ীগণ তাবে -তাবেয়ীগণের নিকট দ্বীন পৌছে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল স . এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে শুধু বক্তব্যের মাধ্যমেই অন্যের কাছে পৌছে দেননি। বরং রাসূল স . এর আমল অন্যের কাছে পৌছানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূণর্ মাধ্যম হলো , বাস্তব জীবনে হুবহু রাসূল স . এর সুন্নাহের উপর আমল। সাহাবায়ে কেরাম শুধু মৌখিক বণর্নার মাধ্যমেই দ্বীনের বিধানাবলী বণর্না করেননি , বরং তারা সকলে রাসূল স . এর সুন্নাহের উপর পরিপূণর্ আমল করে অন্যদেরকে রাসূল স . এর আমল শিক্ষা দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কখনও এটা কল্পনাও করা যায় না যে , তারা রাসূল স . কে একটি আমল করতে দেখে নিজেরা তার বিপরীত আমল করবেন। একারণেই ইমাম মালিক রহ . মদীনার আমলকে শরীয়তের একটি দলিল মনে করতেন। কারণ অনেক হাদীস মাত্র এক ব্যক্তির বণর্না দ্বারা বর্ণিত , কিন্তু প্রচলিত আমলগুলো হাজার সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মাধ্যমে বণির্ত । হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের আমলের বিপরীতে একক বর্ণনার কোন হাদীস দলিল হতে পারে না। এজন্যই মুহাদ্দিসগণের একটি নীতি হলো , ألف عن ألف خير من واحد عن واحد অর্থাৎ এক হাজার লোক যখন অপর এক হাজার লোক থেকে কোন একটি বিষয় বণর্না করে , এটি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে বনির্ত হাদীস বা আমলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। এক হাজার সাহাবার আমলের বিপরীতে একক সনদে বর্নিত হাদীস কখনও দলিল হতে পারে না। শরীয়তে যেসব আমল এতো অধিক সংখ্যক লোকের মাধ্যমে বণির্ত যে , একই সাথে এতো সাহাবী ও তাবেয়ীকে ভুল সাব্যস্ত করা অসম্ভব , সেগুলোকে আমলে মুতাওয়ারিসা বলে। ইসলামের বিধি -বিধান সংরক্ষণে আমলে মুতাওয়ারিসার গুরুত্ব অপরিসীম । রাসূল স . এর থেকে মুতাওয়াতির বা অসংখ্য লোকের বর্ণনার মাধ্যমে যেমন পবিত্র কুরআন বর্ণিত হয়েছে , তেমনি হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের আমল ও বর্ণনার মাধ্যমে রাসূল স . এর আমল বর্ণিত হয়েছে। এই ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে , রাসূল স . এর আমল কেবল বর্তমানের হাদীসের কিতাবে লিখিত হাদীসের মাধ্যমেই সংকলিত হয়েছে। বরং রাসূল স . এর আমল সংরক্ষণের সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি ছিলো , প্রচলিত আমল বা আমলে মুতাওয়ারিসা। রাসূল স . এর থেকে সাহাবায়ে কেরাম নামাযের পদ্ধতি শিখেছেন , সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেয়ীগণ , তাবেয়ী থেকে তাবে -তাবেয়ীগণ নামায শিখেছেন । নামায শেখার পদ্ধতিই হলো , দেখে দেখে শেখা। নামায বই পড়ে শেখার বিষয় নয় আর সুন্নাহসম্মত

নামায বই পড়ে শিখাও সম্ভব নয়। যারা রাসূল স. এর থেকে দেখে নামায শিখেছে, এবং তাদের থেকে অন্যরা যখন দেখে নামায শিখেছে, তখন নামাযের পদ্ধতির মাঝে বিদয়াতের অনুপ্রবেশের সুযোগ কম ছিলো। বিভিন্ন নতুন নতুন ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের সুযোগও কম ছিলো। কিন্তু বর্তমানে একটা শ্রেণি ইসলামে বিকৃতির হাত প্রসারিত করেছে। তারা হাদীস অনুসরণের নামে ইসলামের স্বত:সিদ্ধ বিষয়গুলোকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে রাসূল স. এর সুন্নাহ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অথচ তাদের মস্তিষ্ট প্রসূত এই বিষয়গুলো আদৌ রাসূল স. এর

সুন্নত নয়। এগুলো গর্হিত বিদয়াত আমল। তারা প্রচলিত আমল থেকে দূরে নিজের বিকৃত বুঝকে

প্রাধান্য দিয়ে এগুলো করছে। এদের সাথে রাসুল স. এর সুন্নতের কোন সম্পর্ক নেই।

বর্তমানে নবীজী স. এর সুন্নাহসম্মত নামাযে বিদয়াত অনুপ্রবেশের মৌলিক কারণ দু'টি।

১. রাসূল স. এর থেকে প্রচলিত আমলের বিপরীতে নিজেদের মনগড়া মতবাদের প্রচলন।

২. কুরআন ও হাদীসের শব্দের প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে নিজেদের বিকৃত ব্যাখ্যাকে রাসূল স. এর সুন্নতের নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা। এক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহের শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অর্থ বা বুঝ কুরআন সুন্নাহের নয়। বরং এটি সম্পূর্ণ তার নিজের আবিষ্কৃত বুঝ। কুরআন ও হাদীসের বুঝের সাথে তার এই নব আবিষ্কৃত বুঝের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

বর্তমানের অধিকাংশ বেদয়াতের ক্ষেত্রে এই দু'টি কারণই মৌলিক হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে এই দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা করবো।

রাসূল স. থেকে প্রচলিত আমলের গুরুত্ব:

=====================

সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে শুরু করে পূর্ববর্তী কেউ-ই শুধু হাদিস বর্ণনা আমলের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং তারা দেখনতেন, হাদিসের উপর আমল করা হয়েছে কি না? পূর্বে

আল্লামা যাহেদ আল -কাউসারি রহ . এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন , ফিকাহের থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক রাবির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। তারা কোন হাদিস আমলযোগ্য এবং কোনটি আমলযোগ্য নয়, তা পার্থক্য করতে পারত না। ”[১]

এটি একটি বিস্তর বিষয়। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে আবি যায়েদ কাইরাওয়ানী রহ . (৩৮৪ হি :) এর বক্তব্য কিতাবুল জামে থেকে উল্লেখ করবো। সেই সাথে কাজি ইয়াজ রহ . এর বক্তব্যও তারতিবুল মাদারেক থেকে উদ্ধৃত করবো। এখানে তারা সালাফে সালেহিনের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সালাফে -সালেহিন কেবল সেসব হাদিসের উপর আমল করতেন , যার উপর পূর্বে কেউ আমল করেছে। কিন্তু যেসব হাদিসের উপর কেউ আমল করেনি , হাদিসগুলো বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হলেও তারা তার উপর আমল করতেন না।ইমাম ইবনে আবি যায়েদ রহ . আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা , আদর্শ ও রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ,

والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم من مذهبه

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি দ্বারা হাদিসের বিরোধিতা করা যাবে না। কিয়াস দ্বারা হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম যার উপর আমল করেছেন , আমরাও তার উপর আমল করি। তারা যার উপর আমল করেননি, আমরাও তার উপর আমল করি না। তারা যা থেকে বিরত থেকেছেন , তা থেকে বিরত থাকা আমাদেরও কর্তব্য। তারা যেসব বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন , আমরা তার আনুগত্য করি। তারা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মাসআলা গ্রহণ করেছেন , আমরা তার অনুসরণ করি। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন কিংবা যার ব্যাখ্যায় মতানৈক্য হয়েছে , সেক্ষেত্রে আমরা পূর্ববর্তীদের জামাত থেকে বের হই না।উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বক্তব্য। এটি ফিকাহ ও হাদিসের ইমামগণের অভিমত। এগুলো ইমাম মালেকেরও বক্তব্য। কিছু বিষয় সরাসরি তাঁর থেকে বর্ণিত এবং কিছু বিষয় তাঁর গৃহীত মাজহাব থেকে আহরিত।ইমাম মালেক রহ. বলেন, একটি হাদিসের উপর ফকিহদের মতানুযায়ী আমল করা নিজস্ব মতানুযায়ী আমলের চেয়ে শক্তিশালী।

তিনি আরও বলেন, আমি যেসব হাদিসের উপর আমল করি, তার ব্যাপারে একথা বলা কঠিন যে, আমার কাছে এর বিপরীত অমুক অমুক বর্ণনা করেছে। কেননা তাবেয়িদের অনেকের কাছে বিভিন্ন সূত্রে হাদিস বর্ণিত হলেও তারা বলতেন, "আমি হাদিসটি সম্পর্র্কে সম্যক অবগত আছি। কিন্তু এর বিপরীত আমল চলে আসছে।" মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযাম রহ. তাঁর ভাইকে কখনও কখনও বলতেন, তুমি এ হাদিস অনুযায়ী কেন ফয়সালা করলে না? তিনি উত্তর দিতেন, আমি মানুষকে এর উপর আমল করতে দেখিনি।ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বলেন, আমি যদি সাহাবাগণকে কব্জী পর্যন্ত ওজু করতে দেখতাম, তবে আমিও তাই করতাম; যদিও আমি কনুই পর্যন্ত ওযুর আয়াত পাঠ করি। কেননা তাদের ব্যাপারে সুন্নত পরিত্যাগের অভিযোগ করা সম্ভব নয়। তারা ইলমের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহী। সুতরাং নিজ ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহপোষণকারী ছাড়া কেউ তাদের ব্যাপারে এ অভিযোগ করার দু:সাহস দেখাবে না।ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, মদিনাবাসীর মাঝে প্রচলিত সুন্নত, হাদিসে বর্ণিত সুন্নত থেকে উত্তম। ইমাম ইবনে উয়াইনা বলেন, ফকিহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদিস ভ্রষ্টতার কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অন্যরা হাদিসকে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করে। অথচ অন্য হাদিসের আলোকে এ হাদিসের বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। অথবা, হাদিসের বিপরীতে সূক্ষ্ম দলিল রয়েছে যা তার কাছে অস্পষ্ট। হাদিসটি অন্য কোন দলিলের আলোকে পরিত্যাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ সব বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ফকিহ ছাড়া অন্যরা অবগত নয়। ইমাম ইবনে ওহাব রহ. বলেন, যে মুহাদ্দিসের কোন ফকিহ ইমাম নেই, সে ভ্রষ্ট। আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে ইমাম লাইস ইবনে সা'য়াদ ও ইমাম মালেকের দ্বারা মুক্তি না দিতেন, তবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। [২]

ইমাম ইবুন আবি যায়েদ বলেন, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, মদিনায় এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না, যিনি কখনও দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আশহাব বলেন, ইমাম মালেক রহ. এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, কোন মুহাদ্দিস এমন হাদিস বর্ণনা করতেন না, যার উপর আমল করা হয় না।[৩]

কাজি ইয়াজ রহ. তারতিবুল মাদারেক-এ লিখেছেন, باب ما جاء عن السلف والعلماء في الرجوع إلى عمل أهل المدينة في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة وكونه حجة عندهم وإن خالف الأكثر روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: احرج بالله على رجل روى حديثاً العمل على خلافه.قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث، قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره، قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث

كذا؟ فيقول بلى.فيقول أخوه فما لك لا تقضي به؟ فيقول فأين الناس عنه، يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث، قال ابن المعذل سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون لمَ رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.

"পরিচ্ছেদ : অধিকাংশের আমল বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা বাসীর আমল গহণ ও তা হুজ্জত হওয়া প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের বক্তব্য।বর্ণিত আছে , হজরত উমর রা. মিম্বারে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছেন , আল্লাহর শপথ , আমি ঐ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করবো , যে এমন হাদিস বর্ণনা কওে যার উপর সাহাবাদের আমল নেই।ইমাম ইবনে কাসেম ও ইবনে ওহাব রহ . বলেন, ইমাম মালেক রহ . এর কাছে প্রচলিত আমল বর্ণিত হাদিস থেকে অধিক শক্তিশালী। ইমাম মালেক রহ. বলেন, অনেক তাবেয়ি এমন ছিলেন যারা হাদিস বর্ণনা করতেন , এরপর তাদের কাছে এর বিপরীত হাদিস উল্লেখ করা হলে তারা বলতেন , আমি হাদিসটি সম্পর্র্কে সম্যক অবগত আছি। কিন্তু এর বিপরীত আমল চলে আসছে।ইমাম মালেক রহ . বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনে হাযাম রহ . কে দেখেছি , তিনি একজন বিশিষ্ট কাজি ছিলেন। তাঁর ভাই আব্দুল্লা ছিলেন সত্যবাদী ও বড় মাপের মুহাদ্দিস। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রহ . যখন এমন কোন ফয়সালা করতেন, যার বিপরীতে হাদিস রয়েছে , তখন আব্দুল্লাহ রহ . তাকে ভর্ৎসনা করে বলতেন , এ ব্যাপারে তো এই হাদিসটি বর্ণিত আছে ? তিনি বলতেন , হ্যাঁ। আব্দুল্লাহ রহ . জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে এ অনুযায়ী বিচার করলেন না কেন ? তিনি বলতেন , এ ব্যাপারে মদিনাবাসীর আমল কি? অর্থাৎ মদিনার আলেমগণ কোনটির উপর আমলের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো , মদিনার আলেমগণের মাঝে প্রচলিত ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের উপর আমল করা হাদিসের উপর আমলের চেয়ে শক্তিশালী।ইমাম ইবনুল মুয়াজ্জাল বলেন , এক ব্যক্তি ইবনুল মাজিশুনকে জিজ্ঞাসা করলো , তোমরা হাদিস বর্ণনা করে তা পরিত্যাগ করো কেন ? তিনি উত্তর দিলেন , যেন লোকদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেই যে , হাদিসটি সম্পর্র্কে আমাদের অবগতি থাকা সত্ত্বেও আমরা তার উপর আমল করিনি।ইমাম ইবনে মাহদি রহ . বলেন, মদিনাবাসীর মাঝে পূর্ব থেকেই প্রচলিত সুন্নত হাদিস থেকে উত্তম। তিনি আরও বলেন , একটি বিষয়ে অনেক হাদিস আমার সংগ্রহে থাকে। কিন্তু ইসলামের শুরু থেকে প্রচলিত আমল যদি এর বিপরীত হয় , তখন হাদীসগুলি আমার কাছে দুর্বল বিবেচিত হয়।ইমাম রবীয়া ’ রহ. বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির বর্ণনার চেয়ে এক হাজারের লোক থেকে অপর এক হাজার লোকের বর্ণনা অধিক উত্তম। কেননা আমার আশঙ্কা হয় এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির বর্ণনা তোমাদের থেকে সুন্নত ছিনিয়ে নেবে।ইবনে আবি হাযেম রহ . বলেন, আবু দারদা রহ . কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো। তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন। অত :পর তাঁকে বলা হতো , আমাদের কাছে তো এই হাদিস এভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন , আমিও হাদিসটি শুনেছি , কিন্তু প্রচলিত আমল এর বিপরীত।ইমাম ইবনে আবিয যিনাদ রহ . বলেন, উমর বিন আব্দুল আযিয রহ . ফকিহদেরকে একত্র করতেন। যেসব হাদিস ও সুন্নতের উপর আমল করা হয় , তাদেরকে সেসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এরপর তিনি তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা করতেন। যেসব হাদিসের উপর আমল করা হয় না, সেগুলো পরিত্যাগ করতেন , যদিও তা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হতো।
[৪]উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো কাযি ইয়াজ রহ . বর্ণনা করেছেন। এবার খতিব বাগদাদি রহ . এর

বক্তব্যের প্রতি লক্ষ করুন। তিনি আল-ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-এ শিরোনাম দিয়েছেন, “যেসব কারণে খবরে ওয়াহিদকে পরিত্যাগ করা হবে।” তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা তাব্বা’ রহ. এর বক্তব্য দিয়ে পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ঈসা রহ. ছিলেন ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র; একজন বিশিষ্ট ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তিনি বলেন,“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিসের উপর আমলের ব্যাপারে কোন সাহাবি থেকে যদি কোন বর্ণনা না পাওয়া যায়, তবে হাদিসটি পরিত্যাগ করো।”[৫]

[১] ইমাম হাযেমী রহ. কৃত শুরুতুল আইম্মাতিল খামসা এর উপর ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ. এর টীকা সংযোজন। পৃ.৩৬।

[২] কিতাবুল জামে, পৃ.১১৭।

[৩] কিতাবুল জামে’. পৃ.১৪৬।

[৪] তারতীবুল মাদারেক, খ.১, পৃ.৬৬।

[৫] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ। খ.১, পৃ.১৩২।

নিজের বিকৃত বুঝকে কুরআন-সুন্নাহের নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা:

=====================================

ইসলামের বিশুদ্ধ বিধি-বিধানকে বিকৃত করার জন্য এই পদ্ধতিটি বাতিল দলগুলো লুফে নিয়েছে। তারা তাদের নতুন আবিষ্কৃত বিদয়াত চালুর জন্য কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীস ব্যবহার করে, কিন্ত এর ব্যাখ্যা তারা নিজেরা করে। তাদের এসব নতুন নতুন বিকৃত ব্যাখ্যার সাথে তাদের ব্যবহৃত কুরআন ও হাদীসের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকে না। অনেক বাতিল দলগুলো তাদের বিদয়াত চালুর জন্য বিকৃত ব্যাখ্যার পাশাপাশি মিথ্যাচারের আশ্রয় নেই। নবীজী স. এর সুন্নাহের মাঝে নিজেদের আবিষ্কৃত বিদয়াত চালু করার ক্ষেত্রে বিকৃত

ব্যাখ্যা ও মিথ্যাচার বর্তমানে একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের এই বিকৃত ব্যাখ্যা এবং মিথ্যা উদ্ধৃতি যাচাই করার সুযোগ হয় না। একারণে সাধারণ মানুষ কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দেখে ধোকায় পড়ে যায়।

আসুন কুরআন ও হাদীসের নামে কীভাবে ইসলামকে বিকৃত করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার কিছু নমুনা দেখে নেই। এসব বিকৃতির ক্ষেত্রে কুরআনের শব্দ ব্যবহার করছে, হাদীসের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিজের মস্তিষ্ক থেকে। এখানের বাতিলপন্থীদের সাথে আমাদের মতভেদ। আমরা বলি, আমরা কুরআন ও হাদীস যেমন সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছি,কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাও সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবেয়ীন থেকে নিবো। বাতিল পন্থীদের দাবী হলো, কুরআন ও হাদীস তারা সাহাবাদের কাছ থেকে নিবে, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা তারা নিজেরা করবে। আর এভাবেই তারা ইসলামকে বিকৃত করে চলেছে।

আমরা জানি যে, ইহুদী, খ্রিষ্টান প্রত্যেক ধর্মের লোকের জন্য কুরআন বোঝার অধিকার আছে। মুসলিম বিশ্বে যে সমস্ত খ্রিষ্টান মিশনারী কাজ করে, তাদের সম্পর্কে যারা জানেন তাদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, তারা মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টবাদের দিকে আহক্ষান করার সময় কুরআন থেকে প্রমাণ পেশ করে। কুরআন থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। তারা বলে, কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ) কে “কালিমাতুল্লাহ” বলা হয়েছে। আল্লাহর একটি সত্তাগত গুণ হল, সিফতে কালাম। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর সত্তার একটি অংশ বা সিফত। কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ) কে “রুহুল্লাহ” বা আল্লাহর রূহ বলা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রুহ ছিলেন। আর হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এমন যেমন দেহ ও আত্মার সম্পর্ক। আর কুরআনে বলা হয়েছে, আমি ঈসা (আঃ) কে রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করেছি। আর এর দ্বারা তারা ঐ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে, রুহুল কুদুস হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর কবুতরের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখুন! খোদা, কালেমা ও রুহুল কুদুস এ তিনটি মৌলিক উপাদানই কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হল। অর্থাৎ যে কুরআন ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী, এই নতুন ব্যাখ্যার বদৌলতে স্বয়ং কুরআনের দ্বারাই এ অসার আক্বীদার প্রমাণ মিলে গেল। এখন শুধু থেকে গেল, কুরআনের ঐ আয়াত যাতে স্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যেহেতু ত্রিত্ববাদের আক্বীদা প্রমাণিত হয়ে গেল, তাহলে বলা যায়, এই আয়াতে প্রকৃত ত্রিত্ববাদের কথা নিষেধ করা হয়েছে। আর একথা খোদ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও স্বীকার করে যে, খোদা মূলতঃ তিন জন নয় বরং এ তিনটি মৌল উপাদানের সমন্বয়ে মূলতঃ একজনই। আর কুরআনে যে বলা হয়েছে, যারা মসীহ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ বলবে, তারা কাফের’ এটা মূলতঃ মনোফেসি ফেরকার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে নাসারাদের জাহান্নামের আযাবের কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্যাথলিক ফেরকা নয় বরং এর দ্বারা মনোফেসি ফেরকাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বাকী রইল

একথা যে, কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলিতে চড়ান হয়নি, এটাও ঠিক। খ্রিস্টানদের সাধারণ আক্বীদা হচ্ছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদান শূলিতে চড়ান হয় নি। শুধু পেট্রিপেশন ফেরকা এই আক্বীদা পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে নিহিত খোদায়ী মৌল উপাদানের সমষ্টিকে শূলিতে চড়ান হয়েছিল। কুরআনে এটাই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আঃ) এর শরীর সম্পর্কে কথা হল, কুরআনে তার গঠানাকৃতিকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কথা অস্বীকার করা হয় নি।[১]

এই ধারাবাহিকতায় খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য বিষয়গুলিও তারা খুব সহজে কুরআনের দ্বারা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করে থাকে। আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী “আাসরে হাজের মে ইসলাম কেইসে নাফেয হোঁ” নামক কিতাবে পাকিস্তানে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন,“পাকিস্তানে ‘ইসলামী গবেষণা পরিষদের মহাপরিচালক ড.ফজলুর রহমান তার লিখিত ‘ইসলাম’ গ্রন্থে অত্যন্ত জোরালোভাবে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

তার মতে ইসলামে মৌলিকভাবে মূলতঃ তিন ওয়াক্তের নামায ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর জীবনের শেষ বছরে আরও দু‘ওয়াক্তের নামায সংযোজন করা হয়। এজন্য নামাযের রাকাতেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ‘মোট কথা এই সত্যতা যে মৌলিকভাবে শুধু তিন ওয়াক্তের নামাযই ফরয ছিল, এর সাক্ষ্য ঐ ঘটনা দ্বারা দেয়া সম্ভব যে, এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (সঃ) কোন কারণ ছাড়াই চার নামাযকে দু’ওয়াক্তের নামাযে জমা করেছিলেন। সুতরাং নববী যুগের পরে নামাযের সংখ্যা অত্যন্ত কঠোরভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়। আর সত্য কথা হল, মৌলিকভাবে নামায তিন ওয়াক্ত, হাদীসের
¯ ্রােতের টানে যা পাঁচ ওয়াক্তের বর্ণনায় তলিয়ে গেছে।”

অতঃপর আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) লিখেছেন,“সংস্কারবাদীদেও তাফসীরের নমুনা দেখনু! সেখানে আপনি নতুন ব্যাখ্যার স্বরূপ দেখতে পাবেন। ওই লোকদের কাছে ‘ওহী’ হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর কালাম, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি। ইবলিস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পশুত্ব শক্তি। ইনসান দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সত্যলোক। মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তন্দ্রা, জিল্লতি ও কুফর। জিন্দা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সম্মান ফিরে পাওয়া, হুশ ফিরে আসা বা ইসলাম গ্রহণ করা। পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করার অর্থ হল, লাঠির উপর ভর করে পাহাড়ে আরোহণ করা। এই তাফসীরের কথা মাথায় রেখে চিন্তা করুণ যে, খ্রিষ্টানদের ব্যাখ্যার সাথে এদের ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই’ এ বিষয়ে আমি অতিরঞ্জিত কিছু বলেছি কি না?”[২]

মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত কাজী জাহান মিয়ার আল -কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব -১। নিচে সমকাল পর্ব -১ থেকে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল-মেজর কাজী জাহান মিয়ার সমকাল পর্ব -১ এ লিখেছেন ,

“ইয়াজুজ -মাজুজ কোন অতিপ্রাকৃতিক জীব নয় , সাধারণ মানুষ। যারা আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা আল্লাহর দুনিয়া হতে আল্লাহর আইনকে মুছে দিয়ে তাদের নিজস্ব আইন প্রচলন করে এবং সম্পদের একচ্ছত্র ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সাধারণ মানুষের রিযিক হরণ ও জন জীবন অশান্তি ও ক্ষতি সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরিণামে ইসলামের মূলোৎপাটন যাদের কার্যক্রম ধাবিত হয় , কোরআনের পরিভাষায় তারাই ইয়াজুজ! প্রচলিত ধারণায় পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ার ভয়ঙ্কর জীবদের তথা সত্য নয় Ñ কল্পনাপ্রসূত ! সিঙ্গার ফুৎকারে কিয়ামত হয়ে যাওয়া (ইয়াজুজ -মাজুজের সাথে সংশ্লি আয়াত ১৮ :৯৯) এর ধারণাও সত্য নয়। সুস্পষ্টভাবে এটি এষড়নধষরুধঃরড়হ বা এক বিশ্বায়নের চিত্র। ”[৩]

এখানে তিনি তাঁর বিকৃত , মনগড়া, কল্পনাপ্রসূত একটি ধারণাকে প্রমাণ করতে গিয়ে ইসলামে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সকল বিষয়কে অস্বীকার করেছেন । এমনকি সিঙ্গা ফুৎকারে কিয়ামত হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ এর প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হল ,“এই সেই ফিইফা ”কাযী জাহান মিয়া তার বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে কুরআনের ১৭ নং সুরার ১০৪ নং আয়াতকে উপস্থাপন করেছেন । কুরআনের আয়াত ও তার অর্থ ¤œ প্রদান করা হল -وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيْ إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفاً অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা ভূ -পৃষ্ঠে বসবাস কর , এরপর যখন পরকালের প্রতিশ্র “তিকাল এসে পড়বে, তখন আমি সবাইকে একত্রিত করে উপস্থিত করবো। আর কাযী জাহান মিয়াঁ এ আয়াতের অনুবাদ করেছেন ,“অতঃপর আমি বনি ইসরাইলকে বলিলাম, পৃথিবীতে তোমরা বসবাস করিতে থাকে এবং যখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে তষন তিনি তোমাদের সকলকে “ফিইফা ”-তে একত্রিত করিবেন। (১৭:১০৪) পরবর্তীতে তিনি বলেছেন , কোরআন প্রতিশ্র “ত ফি-ই -ফা কি? (فِيْفاً) (faifa/faifan) এর আভিধানিক অর্থ হলো অর্থ মরুভূমি। কিন্তু (فيفة) (ভধরভধ/ভধরভধহ) শব্দটির আরো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করেছেন F.Steingass-dangerous desert কিংবা dangerous plain সুতরাং ১৭ :১০৪ আয়াতে বনি ইসরাইলের একত্রিকরণের প্রতিশ্র “ত বিষয়টি অবশ্যই একটি বিপজ্জনক একত্রিকরণ , যা মূলত ইসরাইল জাতির সর্বনাশের সঙ্গে জড়িত। ”[৪]

সুধি পাঠক ! কুরআন ব্যখ্যার কারিশমা দেখুন ! কাজী জাহান মিয়া কোন কুরআন পাঠ করেছেন আল্লাহ পাকই ভাল জানেন । আমরা জানি না , তার উপর নতুন কোন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কি না। আমরা যে কুরআন পাঠ করি এবং রাসুলের (সঃ) উপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে , তাতে "লা ফি ফা" আছে। অথচ জাহান মিয়ার কুরআনে লাম নেই । তিনি এ নতুন কুরআন কোথায় পেলেন কে জানে ? লাম বাদ দিয়ে "ফি-ইফা" নিয়ে কত কী না লিখেছেন ।সুধি পাঠক ! পৃথিবীর সব কুরআনে লাফিফা আছে। আর আরবী ভাষায় 'লাফিফা' অর্থ হল , একত্র করা। মূল ধাতু হলো , ف - ف - ل (লাম-ফা-ফা)। আরবী জানা একটা শিশুও বুঝবে যে , ধাতুর মূল অক্ষর ফেলে দিয়ে শব্দ -ই ঠিক থাকে না। নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এধরণের গবেষক বুদ্ধিজীবিরা কত কিছুরই না আশ্রয় নিয়ে থাকেন । মাঝে মাঝে কুরআন তৈরি করেন । কুরআনের অর্থ তৈরি করেন । কখনও হাদীস অস্বীকার করেন । কুরআন অস্বীকার করে থাকেন । কাজী জাহান মিয়া তার বইয়ে এয়াজুজ মা 'জুজ সম্পর্কে লিখেছেন ,কাজী জাহান মিয়া আহমদ , তিরমিযী বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন । যেখানে বলা হয়েছে , সর্বশেষ ইনশাআল্লাহ বলার বদৌলতে ইয়াজুজ Ñ মাজুজ দেওয়াল ভাঙতে পারবে। এ সম্পর্কে কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন ,"আহমেদ, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসের উদ্ধৃতিতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর রেয়ায়েত হতে বর্ণিত একটি হাদীস এ যুগে একটি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসাবাদের সৃষ্টি করে। (এর পর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন , অবশেষে তিনি লিখেছেন)" এ হাদীস বা উদ্ধৃতিগুলো কি সত্য ?"এর সহজ উত্তর Ñ না। " (নাউযুবিল্লাহ) [৫]ইয়াজুজ মা 'জুজের ব্যপারে তিনি একটা সূত্র দিয়েছেন ,বনি ইসরাইলের একত্রিকরণ ইয়াজুজ মা 'জুজের দুনিয়া জোড়া নিয়ন্ত্রণ !অর্থাৎ ইয়াজুজ -মা 'জুজ= দুনিয়ার শীর্ষতম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যারা (রাষ্ট্র , জাতি , সম্প্রদায় , ব্যক্তি) প্রচলিত তাফসীরসমূহের কতকে ইয়াজুজ Ñ মাজুজ সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে , উঁচু উঁচু পাহাড় হতে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসবে একটি বিশেষ জীব যার লক্ষ্যবস্তু হবে মুসলমান । তারা এসে এক সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত পানি চুষে খেয়ে ফেলবে। কোরআন এমন সব ব্যাখ্যায় কোন দায়িত্ব বহন করে না। " একই পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন , "অতএব গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি সত্তাই হবে কোরআনের উপসর্গ অনুযায়ী ইয়াজুজ Ñ মাজুজ। "[৬]

কাজী জাহান মিয়া লিখেছেন, বলা দরকার যে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইবনে খালদুন হতে প্রাপ্ত শিক্ষায় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সুবিশাল অংশ একে একটি হযরত ঈসা (আঃ) বা তার পরবর্তী ঘটনা বলে মনে করেন। মূলতঃ এমন কতিপয় হাদীস আছে, যে সব হাদীস সমূহকে ভুল বোঝা হয়েছে এই কারণে যে, এখন থেকে মাত্র ১০ কিংবা ৫ বছর পূর্বেও ঐসব হাদীসের আবেদন সুস্পষ্ট ছিল না। কারণ হিসেবে ঘটনার সাদৃশ্যহীনতা এবং আকস্মিক বৈচিত্র এবং যুক্তিযুক্ততা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অভাব। বর্তমানে বিবিধ ঘটনাসমূহ ঘটার কারণেই কেবল ঐ হাদীসগুলোর নিঁখুত সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। হাদীসসমূহ মূলত দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ ও শেষকালে খৃষ্টান-ইহুদী আক্রমণ ও মুসলমানদের নির্ঘাত-পরাজয় সংক্রান্ত”[৭]

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন, আরেকজন বুদ্ধিজীবির কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তিনি হলেন, ডক্টর মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ। বইয়ের নাম হলো, “কুরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান”। লেখক পরিচিতি দেওয়া আছে, প্রথম জীবনে শিক্ষকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে, পরবর্তীতে পাট গবেষণাগারে গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন,“ইবলিশ বা শয়তান এবং গন্ধম খাওয়া হল রূপক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইবলিশকে সৃষ্টি করলে ইবলিশের কি করে ক্ষমতা হলো সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করার?......এর ব্যাখ্যায় পরবর্তীতে তিনি লিখেছেন,“ ইবলিশ বা শয়তান হলো, মানুষের দেহে বিভিন্ন প্রকারের হরমোন সৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে যে “ইচ্ছা” সৃষ্টি হয়। এই ইচ্ছাটিকে যখন অন্যভাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকেই বলা হয় ইবলিশ বা শয়তান। আদম (অর্থাৎ প্রথম পুরুষ) এবং হাওয়া (প্রথম নারী) যখন ছোট ছিল, তখন তাদের মধ্যে কোন সেক্স ছিল না। এরা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সেক্স হরমোন সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক সংবিধান অনুযায়ী।”[৮]

তিনি অন্য জায়গায় লিখেছেন, “ফেরেস্তা এবং হুর পরীও রূপক। ফেরেস্তা হলো রেকর্ডিং এজেন্ট। কোরআনেই উল্লেখ আছে, আমরা যা করছি বা বলছি তা ফেরেস্তা রেকর্ড করে রাখছে। কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ফেরেস্তার কাগজ কলম কোথায় এবং তারা কি সব ভাষাই জানে? প্রকৃত ঘটনা হল, ফেরেস্তা হলো, আলো ও বাতাস।”[৯] তিনি লিখেছেন,“ পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ পৃথিবীতে মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের সীমাহীন অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এবং ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক মানুষের কাছে ধর্মগ্রন্থের মূল বাণী প্রচার না করে ও রূপকের অর্থ না বুঝে রূপককেই সত্য বলে প্রচার করা। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের ছুরা ইমরান আয়াত-৭ কতকবাণী সংবিধান, এটিই মূল কিতাব ও অপর অংশ রূপক। রূপক নিয়েই যত মতবিরোধ, ফেরেস্তাদের আবির্ভাব, হযরত মুছার নদী পার হওয়া ও ফেরাউনদের ডুবানো, হযরত ঈসার জন্ম, শবে-মেরাজ, আদমের গন্ধম

খাওয়া, বেহেস্ত দোযখের বিবরণ, মৃত্যুর পর পুনরায় শরীর গঠন, (পুনঃজন্ম), কবরের যাওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদ এবং আজাব। আত্মা ও রূহ সৃষ্টিকর্তার আদেশ হলে বৈধ অবৈধ বলি কেন? এবং তা নিয়ে এত হট্টগোল কেন?[১০]

ডঃ মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশের বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হয়ে তিনি যদি মাটি নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে হয়ত এভাবে তার জীবনটা মাটি হয়ে যেত না।

নবীজী স. এর নামাযের মধ্যেও যে বিভিন্ন ধরনের বিদয়াত চালু করা হয়েছে, এগুলোও কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে করা হয়েছে। বিদয়াত চালুর ক্ষেত্রেও হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয় নিজেদের পক্ষ থেকে। এসব বিকৃত ব্যাখ্যার সাথে রাসূল স. এর সুন্নতের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকে না। এজন্য দ্বীন পালনে কে কতোগুলো আয়াত মুখস্থ বলল, কিংবা কে কতগুলো হাদীস মুখস্থ এগুলো মুখ্য বিষয় নয়, বরং কে কুরআন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাব বুঝেছে এবং কে হাদীসের সঠিক বুঝ অর্জন করেছে এটিই মুখ্য বিষয়। বর্তমানে মুখস্থ উদ্ধৃতি বলা, সম্পর্কহীন রেফারেন্স বলা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব মুখস্থ উদ্ধৃতি শুধু তোতা-পাখির মতো বলা হচ্ছে। কুরআন ও সুন্নাহের বুঝের সাথে এসব তোতা-পাখিদের কোন সম্পর্ক নেই। পূববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ হাদীসের বুঝকেই সর্বদা প্রাধান্য দিতেন। তাদের নিকট এটিই ছিলো মূখ্য বিষয়। কুরআন ও হাদীসের সহীহ বুঝই হলো মৌলিক বিষয়। ইসলামে যতো বাতিল ফেরকার উদ্ভব হয়েছে, সব বাতিল ফেরকার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এরা কুরআন ও সুন্নাহকে নিজেদের উদ্ভাবিত বুঝ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে। তারাও কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল দিয়েছে, কিন্তু তাদের বুঝ ছিলো সম্পূর্ণ নিজস্ব বিকৃত বুঝ। এজন্য ইসলামে কে কোন আয়াত বা হাদীসের উদ্ধৃতি দিচ্ছে, সেটি মুখ্য নয়, বরং আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে কার বুঝ বিশুদ্ধ সেটিই মূখ্য ও মৌলিক।

রেফারেন্স:

[১] আধুনিক যুগে ইসলাম। পৃষ্ঠা-১৪১

[২]আধুনিক যুগে ইসলাম, মুফতী তাকী উসমানী, পৃষ্ঠা-১৪২

[৩] পৃষ্ঠা -১৮ [৪] পৃষ্ঠা -১৯ [৫] পৃষ্ঠা -৩৯ [৬] আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব -১, পৃষ্ঠা Ñ ৩৫ [৭] আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব -১, পৃষ্ঠা -৩০ [৮] কোরআনের আলোকে সত্যের সন্ধান , ড. মোহাম্মাদ আলী খান মজলিশ , পৃষ্ঠা -২৭,২৮ [৯] কোরআনের আলোকে সত্যের স›ন্ধান , ড. মোহাম্মাদ আলী �

বেদয়াতের কবলে নবীজীর নামায (পর্ব -২)

August 16, 2014 at 7:49 AM

নামাযে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখা :

===================

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফতোয়া বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ও মুফতী ড .বকর আবু যায়েদ লা জাদিদা ফি আহকামিস সালাহ (নামাযের বিধি -বিধানে কোন নতুনত্ব নেই) নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এই কিতাবে তিনি নামাযের বিধি -বিধানে বর্তমান সময়ে সৃষ্ট কিছু বিদয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিছু বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যজ্য মতামতকে সুন্নত হিসেবে চালিয়ে দেয়ার হীন প্রচেষ্টার কঠোর সমালোচনা করেছেন। ড .বকর আবু যায়েদ তার এই কিতাবের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমরা তার বক্তব্যের চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরছি।

১. ড.বকর আবু যায়েদ লিখেছেন ,

“ বর্তমান সময়ে কিছু লোক বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত বক্তব্যের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে। তারা এগুলো প্রচার করে , এর দ্বারা দলিল প্রদান করে থাকে। এসব বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত বক্তব্যের দিকে মানুষকে উৎসাহের সঙ্গে দাওয়াত দেয়। অথবা তারা এমন কিছু জন বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত সরল মাসআলা (রুখসত) অবলম্বন করে , যেগুলো শরীয়তে নিন্দনীয়। অথচ তারা এগুলোকে প্রসিদ্ধ বানানোর চেষ্টা করে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিষয়গুলোকে ব্যাপক ও পরিচিত বানানোর পিছে সীমাহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে ”। সালাফে সালেহীন ও পূর্ববর্তী আলেমগণ এসব বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত বক্তব্য গ্রহণকারী সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উল্লেখ করেছেন , এবং তাদেরকে যে পরিমাণ ভৎসনা করেছেন , আমাদের জন্য তাদের এসব বক্তব্যই যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে শরীয়তের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব নির্ধারণে নতুন নতুন মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। প্রকাশ্য ইবাদতসমূহ ও শরীয়তের বড় বড় বিধি -বিধানে এমনসব নতুন নতুন বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেগুলোর কোন অস্তিত্ব ছিলো না। এগুলোর সাথে উলামায়ে কেরাম পরিচিতিও ছিলেন না। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে , এসব মাসআলা যুগ যুগ ধরে পরিত্যক্ত হয়ে আসছে। এসব মাসআলা ভ্রান্ত হওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে , “এসব বক্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের বক্তব্যের বিপরীত ”।

কালেমার পরে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত রুকন ‘নামাযের’ মাঝে এমন কিছু আমল, পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলো পালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় মুসল্লী অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা ও বাস্তবতা বিরোধী কাজের সম্মুখীন হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, “ আমি আপনাকে অস্বাভাবিক কষ্টের মুখোমুখি করবো না”। রাসূল স. বলেন, “ আমাকে একটি উন্নত ও স্বভাবজাত ধর্মসহ প্রেরণ করা হয়েছে”।

তাদের এসব নতুন আবিষ্কৃত কিছু মাসআলা এমন রয়েছে যেগুলো পালন করতে গিয়ে মুসল্লী অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হয়। অথচ নামায হলো, ধীর-স্থিরতা, খুশু- খুজু ও আল্লাহর সম্মুখে বান্দার বিনয় প্রকাশের মাধ্যম।

নামাযের বিধি-বিধানে এসব নব আবিষ্কৃত মাসআলার উদ্ভাবকগণ অনেক সময় বলে থাকেন, ইসলামের শুরু থেকে রাসূল স. এর উম্মতগণ এই সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে, সুতরাং আমরা এসব মাসআলার দ্বারা ইসলামের এই অপূর্ণতা দূর করতে চাই। প্রকারান্তরে তারা এই বক্তব্যের দ্বারা রাসূল স. এর সমস্ত উম্মতকে গোনাহগার সাব্যস্ত করে থাকে”

নামাযে নব আবিষ্কৃত বিদয়াতের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. বকর আবু যায়েদ লিখেছেন, “ নামাযের অধিকাংশ নব আবিষ্কৃত মাসআলার ক্ষেত্রে কিছু মানুষ যে ভ্রান্ত বুঝের স্বীকার হয়েছে এর মৌলিক কারণ হলো, হাদীসের বুঝ অর্জনে বাড়াবাড়ি, প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ, আরবী ভাষার গ্রহণযোগ্য ব্যবহার ও মূলনীতি, হাদীসের মূলনীতি ও ফিকহের মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। দলিল প্রদানে সুস্থ ধারার ব্যত্যয় এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয়ংকর পরিণতি হলো এসব নতুন আবিষ্কৃত বিদয়াতসমূহ। সেই সাথে নামাযের ধীরস্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রচলিত সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকা, ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে দূরে থাকা এবং ইমামগণের মতবিরোধ সম্পর্ক অনবহিত থাকার একটি মারাত্মক পরিণতি হলো নামাযের শরীয়তের বিধি-বিধানে এসব বিদয়াতের সৃষ্টি। অথচ ফিকহের কিতাব ও ইমামগণের মতবিরোধ সম্পর্কে অবগত হলে সে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা আহরণের উৎস, পদ্ধতি ও সুস্থ ধারা সম্পর্কে সচেতন থাকার কারণে এসব বিদয়াত থেকে দূরে থাকতো”

প্রথম বিদয়াত: নামাযে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখা

নামাযে নতুন সৃষ্ট একটি বিদয়াত হলো পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়ানো। চৌদ্দ শ’ বছরের ইতিহাসে তথাকথিত আহলে হাদীসদের পূর্বে কেউ এই মাসআলার উপর আমল করেনি। চার মাজহাবের একটি মাজহাবেও এই মাসআলা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে আহলে হাদীস ও তথাকথিত আলবানী পন্থী কিছু সালাফী এই বিদয়াত চালু করেছে। রাসূল স. এর সুন্নতের সাথে এর বিন্দুমাত্র কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানে আহলে হাদীসদের আমল থেকে দেখা যায়, তারা সম্পূর্ণ নামাযে

পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়ায় না, বরং পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলের সাথে অপরের কনিষ্ঠাঙ্গুল মিলিয়ে দাড়ায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল মিলিয়ে দাড়াবার কথা ইসলাম শরীয়তের কোথাও নেই। এটি আহলে হাদীসদের মনগড়া একটি আবিষ্কার।

আমরা প্রথমে এবিষয়ে সালাফী আলেমসহ বিখ্যাত আলেমদের ফতোয়া উল্লেখ করবো। এরপর হাদীস, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সালাফে-সালেহীনের আমলের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে বিখ্যাত আলেমগণের বক্তব্য:

১. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য:

=========================

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফয়জুল বারীতে আহলে হাদীসদের সৃষ্ট এ মাসআলাকে তাদের নিজস্ব আবিষ্কার আখ্যায়িত করেছেন এবং বুকের উপর হাত বাধার মতো এটিকেও একটি বিদয়াত সাব্যস্ত করেছেন। [ফয়জুল বারী, খ.২, পৃ.৩২]

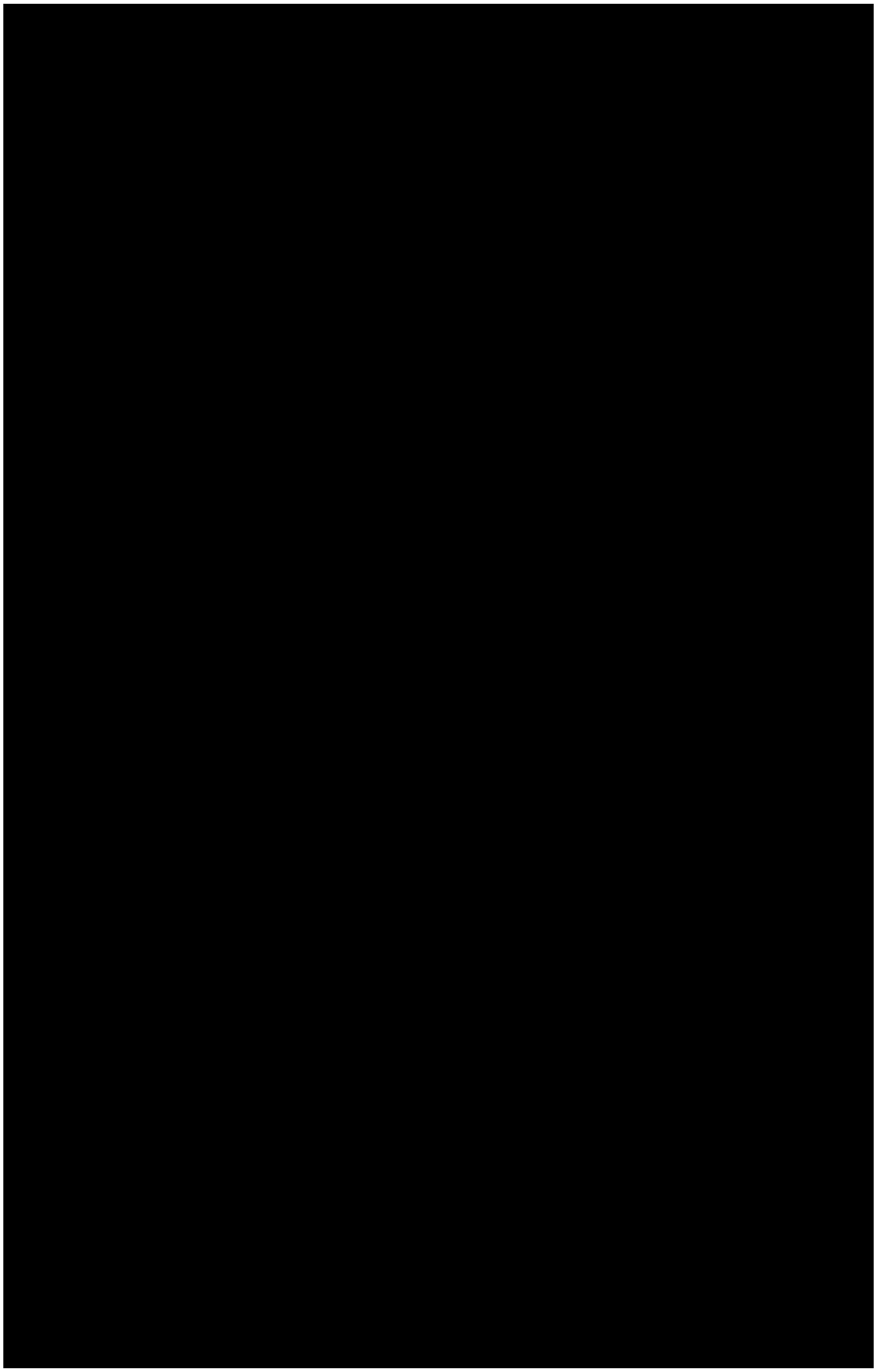

[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]:

================

সালাফী শায়খ সালেহ আল -উসাইমিনকে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন হয় —

“ কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে সঠিক কোনটি ? পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের মাধ্যমে কাতার সোজা করতে হবে, না কি গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলাতে হবে ? পাশের মুসল্লীর পায়ের সাথে পা মিলানো কি সুন্নত ?”

শায়খ ইবনে উসাইমিন এর উত্তরে লিখেছেন ,

“الصحيح أنّ المعتمد في تسوية الصف ، محاذاة الكعبين بعضهما بعضا ، لا رؤوس الأصابع ، و ذلك لأنّ البدن مركب على الكعب . و الأصابع تختلف الأقدام فيها ، فقدم طويل و آخر صغير فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض ، أي : أنّ كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة . و اهذا إذا تمت الصفوف و قام الناس ،ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق و يبقى ملاصقا له في جميع الصلاة. و من الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه و يفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجة ، فيخالف السنة في ذلك. و المقصود أنّ المناكب و الأكعب تتساوى.

“ কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো , গোড়ালীসমূহ বরাবর রাখা। পায়ের আঙ্গুলসমূহ মেলানোা বা বরাবর রাখা সঠিক পদ্ধতি নয়। কেননা মানুষের গোড়ালী একই গঠনের হয় অর্থাৎ কিছুটা উত্থিত ও গোলাকার। কিন্তু পায়ের আঙ্গুলসমূহ বিভিন্ন রকম হয়। কারও পা বড় হয, কারও পা ছোট হয়। সুতরাং কাতার সোজা করার জন্য পায়ের গোড়ালীসমূহ বরাবর রাখাটাই সঠিক পদ্ধতি। পাশের মুসল্লীর গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মেশানোর মাসআলা হলো , নি :সন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম রা . থেকে এটি বর্ণিত। কেননা তারা কাতার সোজা করার জন্য গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মেলাতেন। অর্থাৎ কাতার সোজা হয়েছে কি না এটা দেখার জন্য তারা গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মেলাতেন। মানুষ যখন কাতার সোজা করবে এবং নামাজের জন্য দাড়াবে তখন একজন অপরজনের গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়ে দেখবে যে কাতার সোজা হয়েছে কি না। গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মেলানো দ্বারাকখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে , সব সময় গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়ে রাখবে এবং সম্পূর্ণনামাযে এভাবে লাগিয়ে রাখবে। এই মাসআলায় কিছু মানুষ বাড়াবাড়ি করে থাকে। তারাএকজনের গোড়ালীর সাথে অপরের গোড়ালী লাগিয়ে রাখে এবং দু ’পায়ের মাঝে অস্বাভাবিকফাকা রাখে , ফলে তাদের দু ’জনের কাধের মাঝে ফাকা থাকে। এক্ষেত্রে তারা সুন্নতেরবিরোধী কাজ করে থাকে। মূল উদ্দেশ্য হলো , কাধ ও গোড়ালী বরাবর থাকবে। “

মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া , খ.১৩, ফতোয়া নং ৪২৮

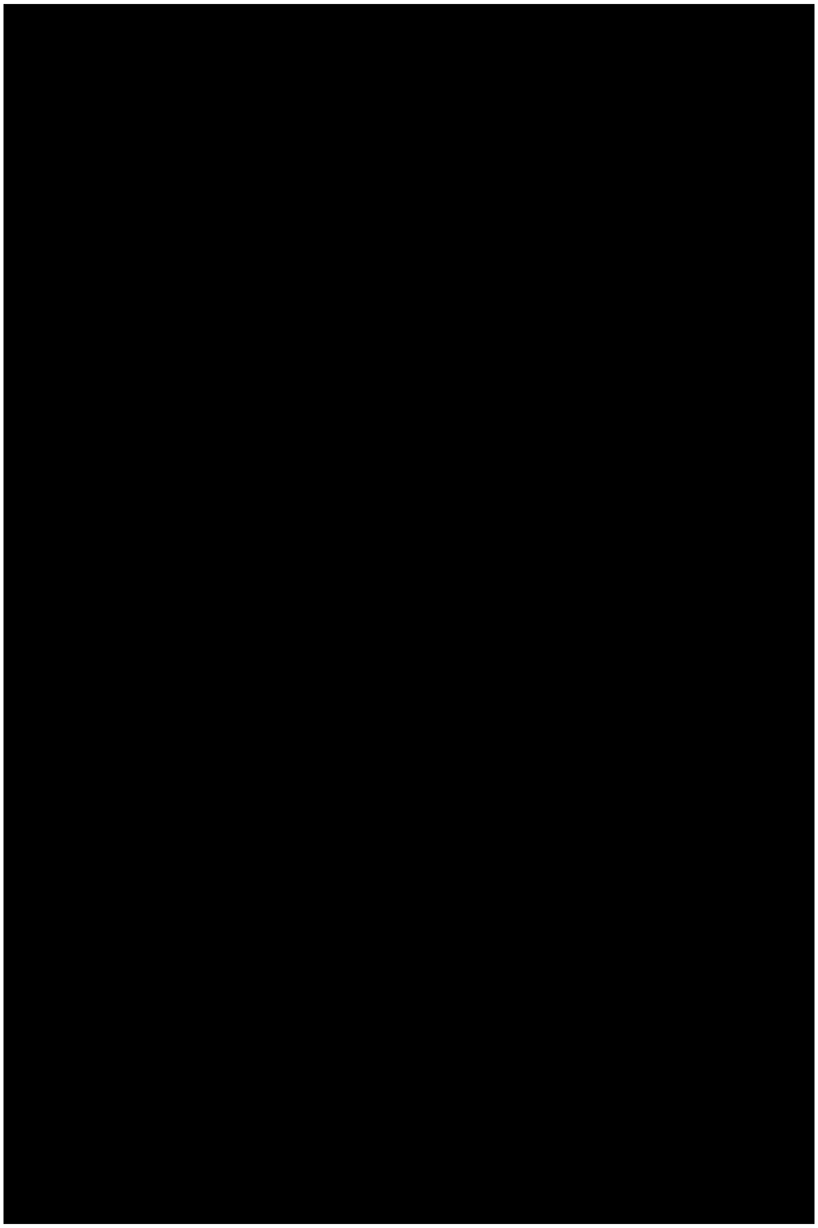

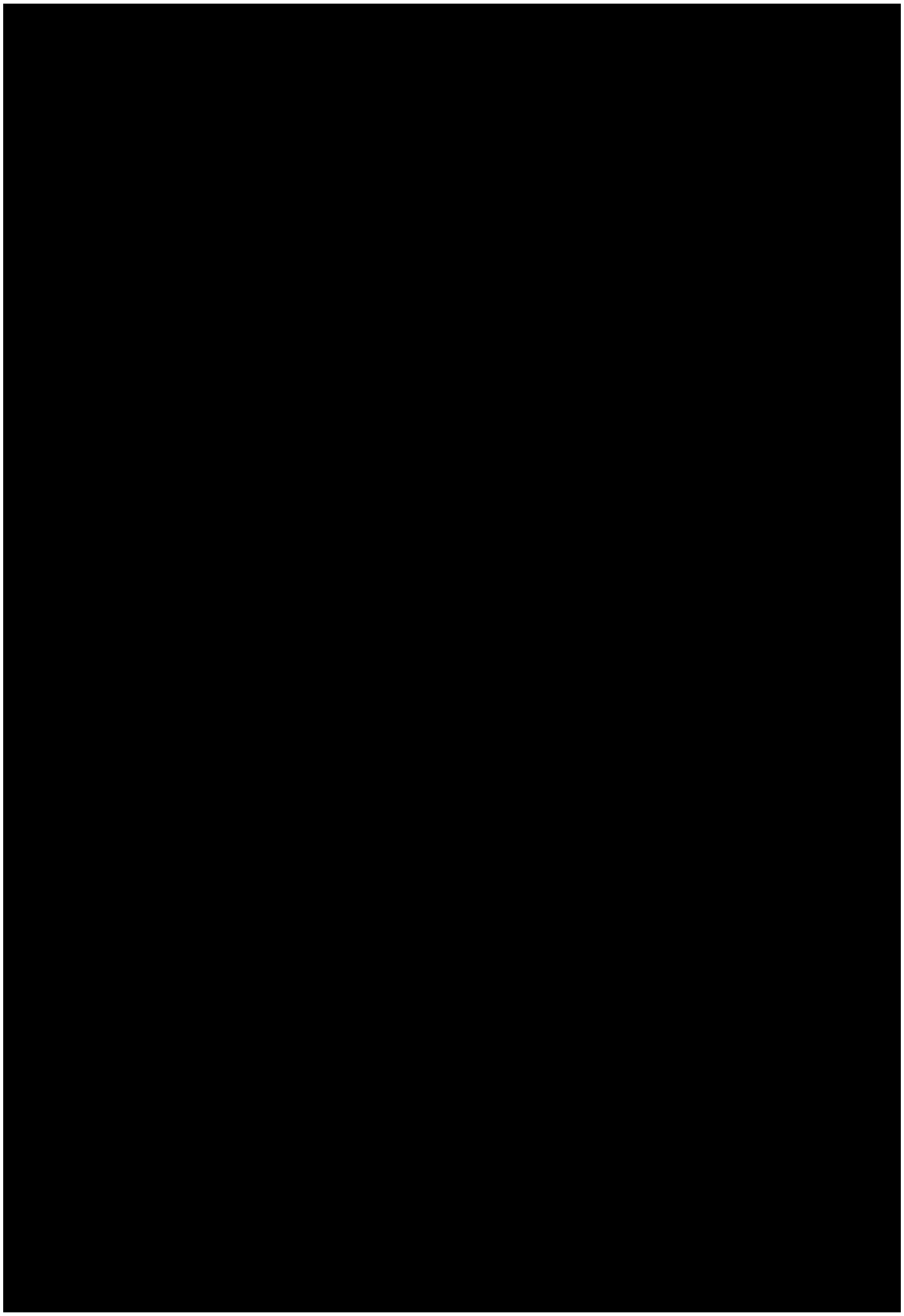

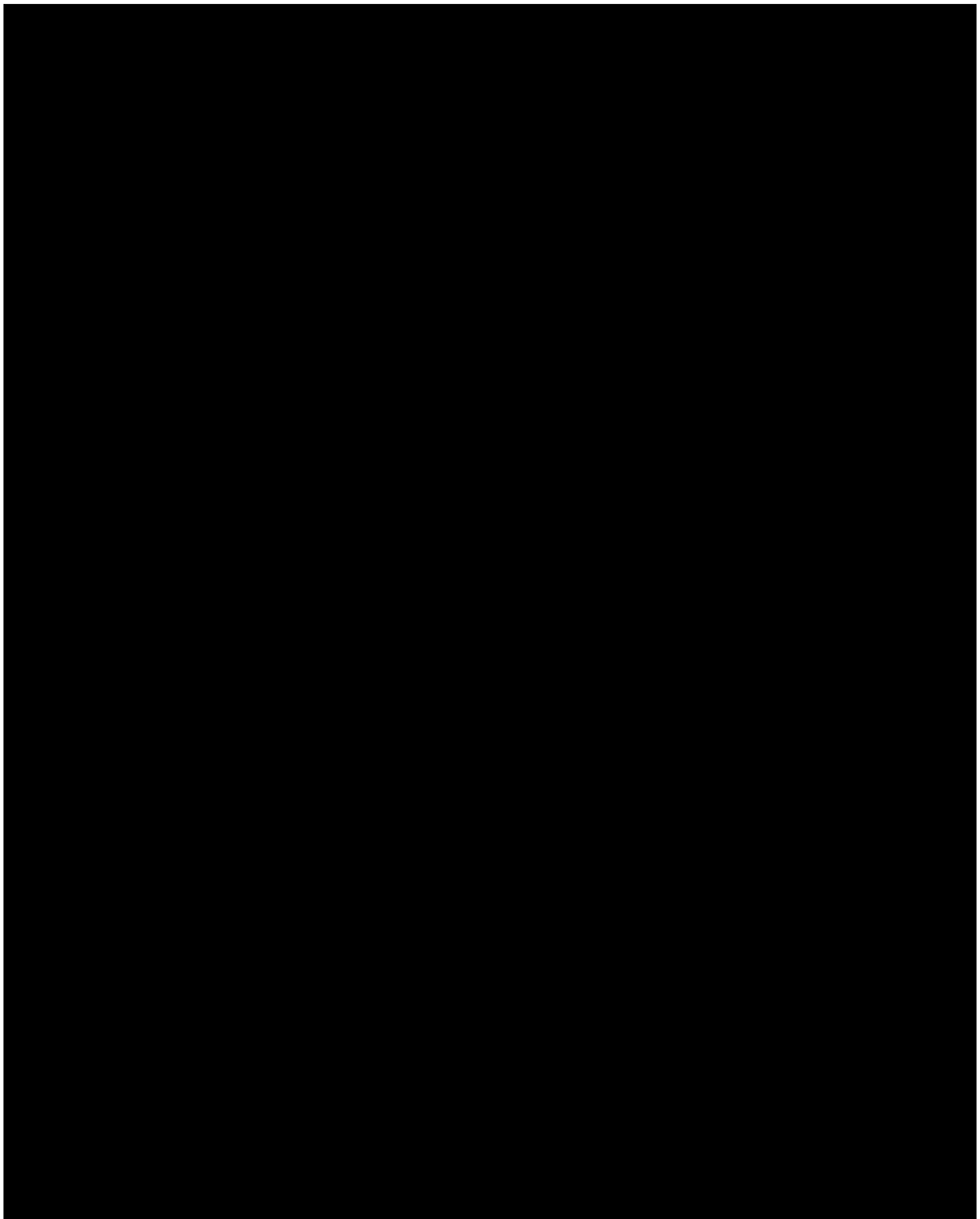

[illegible]:

==============

ইবনে বাজ রহ . কে পায়ের সাথে পা মিলানোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তথাকথিত আহলে হাদীসদের এই বেদয়াতী মতবাদ খন্ডন করেন।

س: ما هي السنة في رص الصفوف للمصلين هل يضع المصلي بين قدمه مقدار أربعة أصابع أم يلزق قدمه بقدم الذي بجانبه؟

ج: السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام تكون قدمه ملزقا بقدم صاحبه من غير إيذاء ، من غير محاكة ولا إيذاء، بل يقرب قدمه من قدمه ولا يفشح يقوم بجملته كله بعض الناس يفشح يأخذ مكان اثنين ، هذا لا يصلح، ولكنه يقرب منه كل واحد يدنو من الآخر حتى يسدوا الفرجة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: « "تراصوا وسدوا الخلل وسدوا الفرج ولا تتركوا فرجات للشيطان" » قال أنس، وكان الرجل ليلزق قدمه بقدم صاحبه، يعني يسدون الخلل، وليس معناه أن يحاكه ويؤذيه لا، لا يحاكك الرجل بالرجل، ولكنه يلزقها حتى لا تكون فرجة بينهما.

প্রশ্ন : কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে সুন্নত নিয়ম কী ? মুসল্লী নিজের উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল ফাকা রাখবে না কি পাশের মুসল্লীর পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাড়াবে ?

উত্তর : সুন্নত হলো কাতারগুলো সোজা রাখা এবং অন্যের পা স্পর্শ করা , তাকে কষ্ট দেয়া অথবা পায়ের সাথে ঘষাঘষি করা ব্যতীত অপর মুসল্লীর পায়ের বরাবর পা রাখবে যেন উভয পায়ের মাঝে বেশি ফাকা না থাকে। এমনভাবে পা রাখবে যেন অন্যের পায়ের কাছাকাছি হয়। তবে এক্ষেত্রে নোংরাভাবে দাড়াবে না। সাধারণভাবে দাড়াবে। কিছু কিছু মানুষ নিকৃষ্ট ও নোংরাভাবেদাড়ায়। পায়ের সাথে পা মিলাতে গিয়ে দু ’জনের জায়গা নিয়ে দাড়ায়। এটা সঠিক নয়। বরংএকে অপরের কাছাকাছি দাড়াবে যেন উভয়ের মধ্যকার ফাকা জায়গা বন্ধ হয়। এজন্যরাসূল স. বলেছেন, তোমরা পরস্পর মিলে দাড়াও। মাঝের ফাকা জায়গা বন্ধ করো।শয়তানের জন্য কোন ফাকা জায়গা রেখো না। হযরত আনাস রা . বলেন, সাহাবায়ে কেরামএকজনের পায়ের সাথে অপরের পা মিলাতেন। কিন্তু পায়ের সাথে পা মিলোনার অর্থ এই নয়যে , একজনের পা অপরজনের পাশের সাথে স্পর্শ করাতেন এবং তাকে কষ্ট দিতেন।এক্ষেত্রে একজন অপরজনের পা স্পর্শ করবে না। বরং এমনভাবে মিলিয়ে দাড়াবে যেনমাঝে ফাকা না থাকে ”

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট :

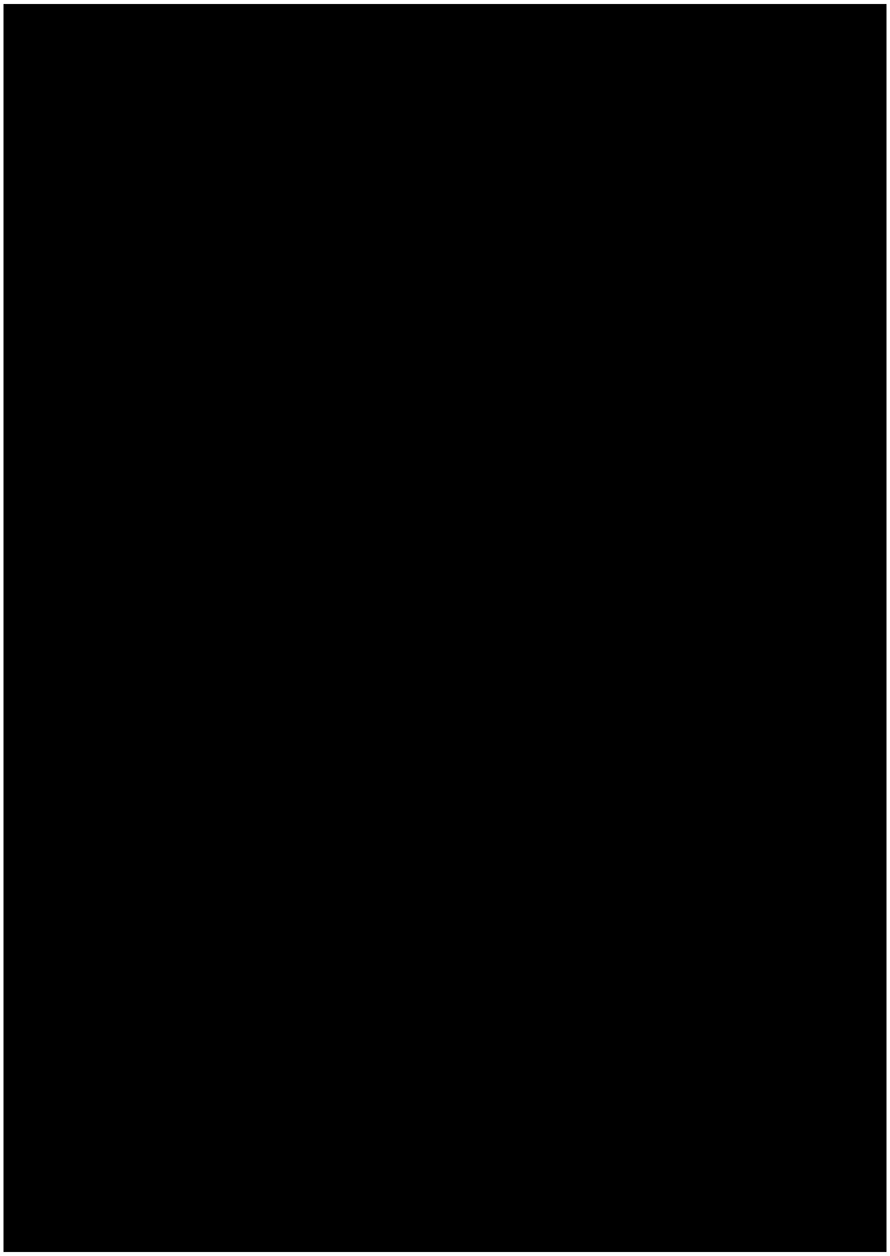

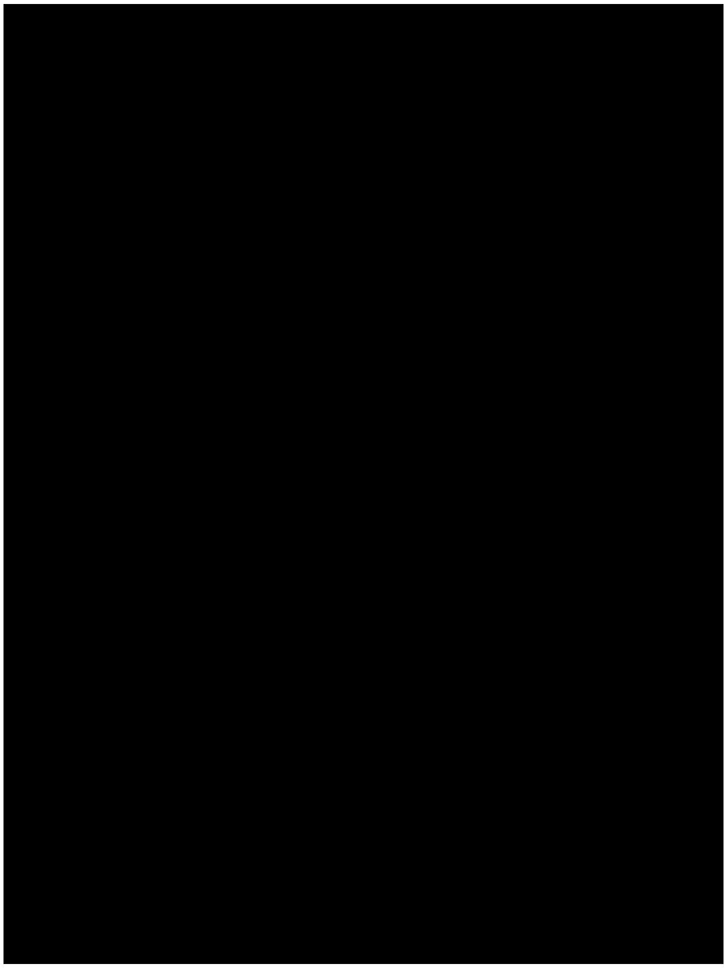

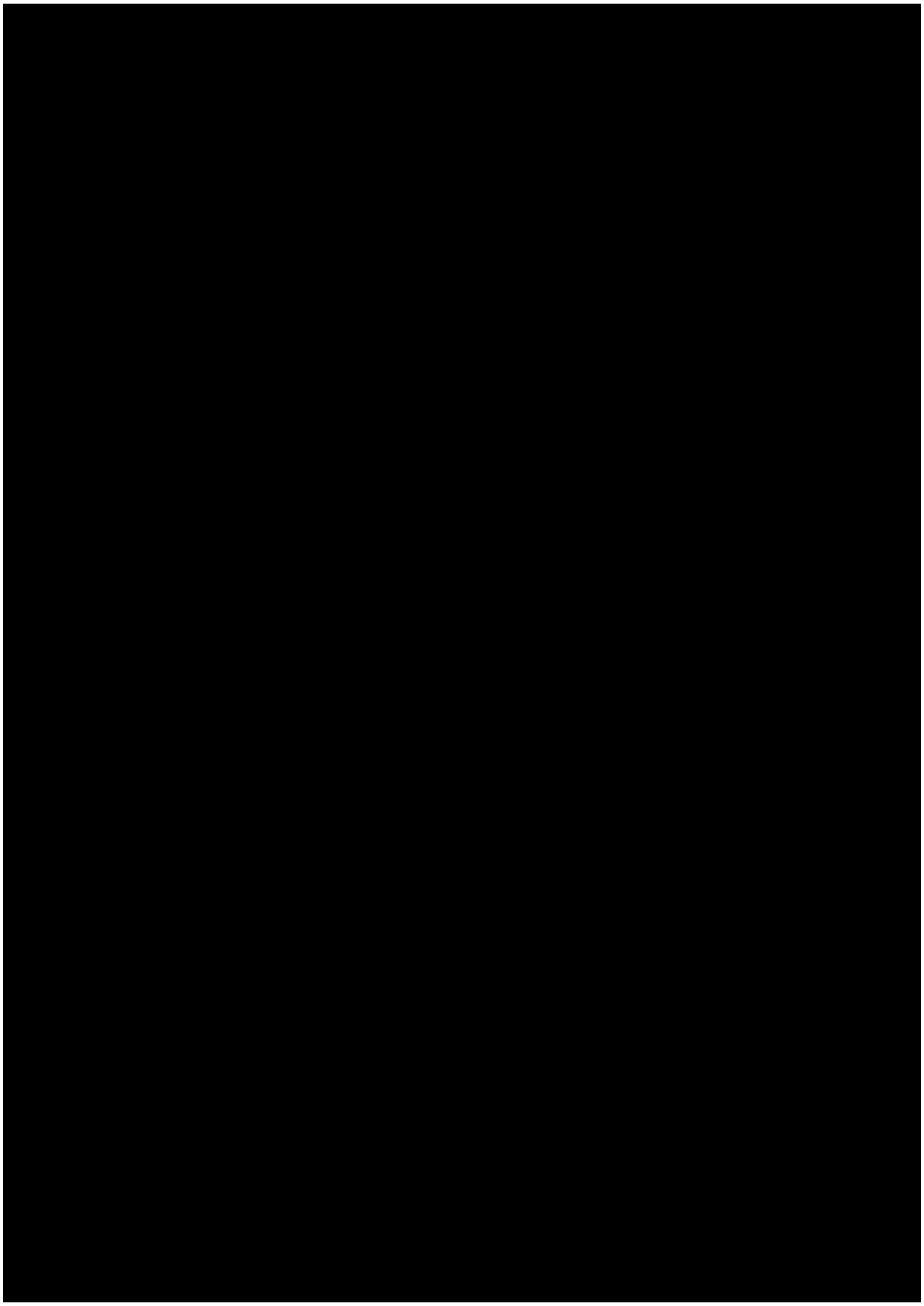

স্বভাবজাত ধর্ম নিয়ে এসেছেন। তিনি এধরনের কদর্য নোংরা দ্বীন নিয়ে আসেননি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিনয়ের সঙ্গে দাড়ানোর নিদের্শ দিয়েছেন। অথচ আহলে হাদীসরা বিদয়াতী পদ্ধতিতে এমন ঔদ্ধত্যের সাথে দাড়ায় যাকে ইবনে বাজ রহ . ফাহিশা বা নোংরা আখ্যায়িত করেছেন। এধনরের একটি নোংরা নামাযের পদ্ধতি দেখুন ,

৪. শায়খ আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া নাজমীর বক্তব্য :

" كذلك أيضاً من المساواة أن تجعل بين قدميك شبراً - بس- فإذا جعلت بين قدميك شبراً فإنه يكون مع القدمين بقدر منكبيك، لا تجمع القدمين سواء فتأخذ منكبيك مساحةً أكثر من مساحة القدمين، ولا تجعل قدميك متباعدة؛ فإذا باعدت بين قدميك حينئذ لا يمكن أن يكون جارك يتمكن من وضع منكبه مع منكبك مساوياً له"

“ পরস্পর সোজা হয়ে দাড়ানোর একটি অংশ হলো উভয় পায়ের মাঝে এক বিঘাত পরিমাণ ফাকা রাখা। ব্যাস। যখন আপনি উভয় পায়ের মাঝে এক বিঘাত পরিমাণ ফাকা রাখবেন তখন তা আপনার কাধের সমান হবে। উভয় পা একেবারে মিশিয়ে রাখবে না , তখন আপনার কাধের পরিমাণ পায়ের থেকে বেশি হবে। আবার উভয় পা খুব বেশি ছড়িয়ে রাখবে না। যদি উভয় পা বেশি ছড়িয়ে দাড়ান , তখন আপনার পাশের মুসল্লী আপনার কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে দাড়াতে পারবে না ”।

“আদদাওরাতুল ইলমিয়্যা বিহুফরিল বাতিন , ক্যাসেট নং ৫ , শায়খ নাজমী ”।

৫. ড. বকর আবু যায়েদের বক্তব্য *:*

সৌদি মুফতী বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ড . বকর আবু যায়েদ তার লা জাদিদা ফি আহমকামিস সালাহ (নামাযের বিধানে নতুনত্ব নেই) বইয়ে লিখেছেন ,

“ কোন দলিল ছাড়া নামাযে কাতার সোজা করার নতুন একটি পদ্ধতির আবিষ্কৃত হয়েছে। যেটি আমরা বর্তমানে কিছু মুসল্লীকে করতে দেখি। তারা ডান ও বামপাশের মুসল্লীর পায়ের পিছনের অংশের সাথে নিজের পায়ের পিছনের অংশ মিলিয়ে দাড়ায় , যেন তাদের গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলে থাকে। এটি হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি। সুন্নাহ অনুসরনে এটি সীমাহীন বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

[লা জাদিদা ফি আহকামিস সালাহ , পৃ .১২]

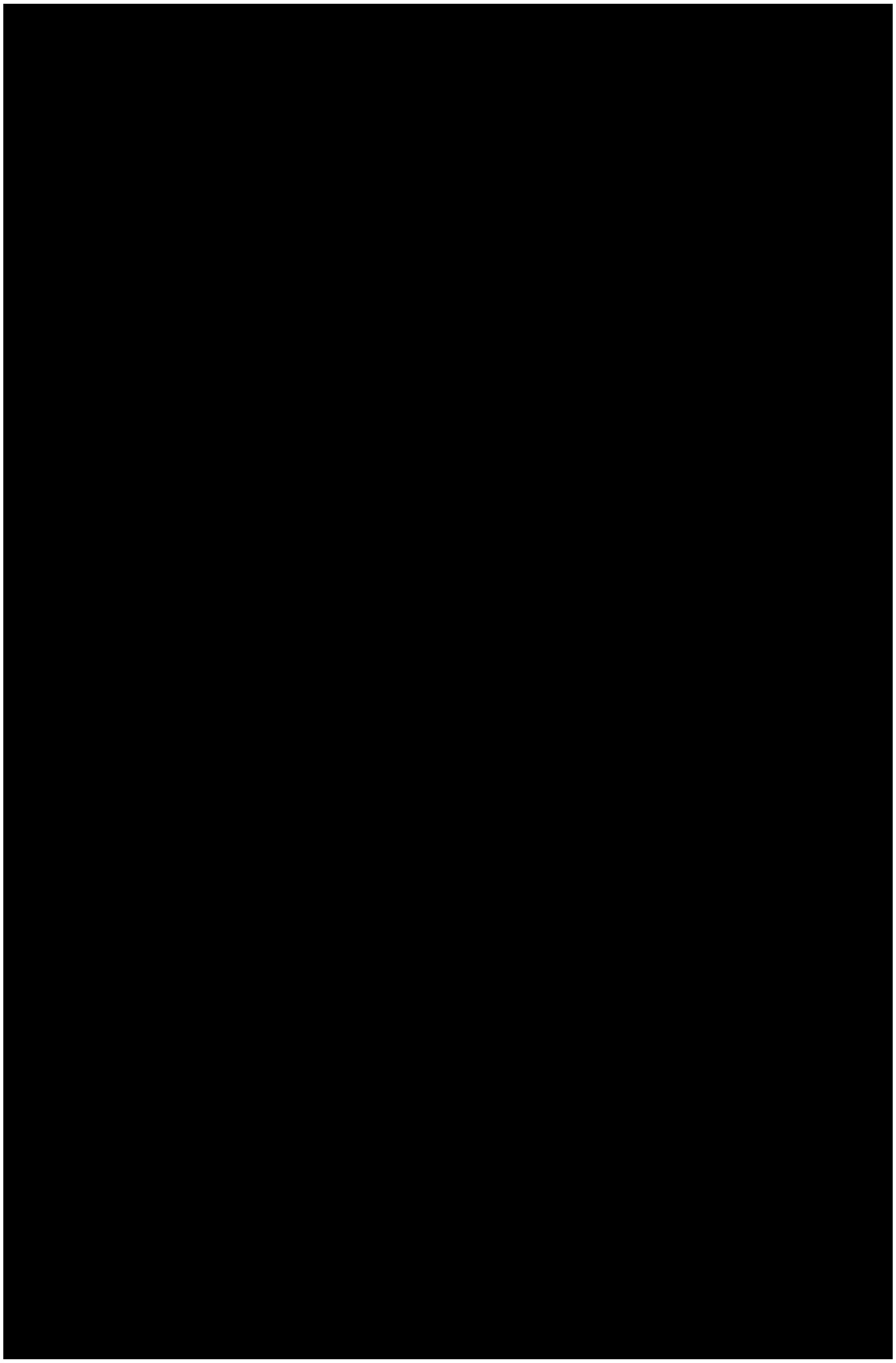

৬. মাজলিসুল উলামা সাউথ আফ্রিকার ফতোয়া :

[illegible]

One of the erroneous practices of the Salafis is their act of spreading their legs wide apart during Salaat. In the bid to touch the toes of the musalli standing adjacent to them, they disfigure their stance and ruin their composure with the mental preoccupation of touching the toes of the musallis standing on both sides in the Saff during Jamaat Salaat. Even when performing Salaat alone, they stretch the legs hideously apart. But for this innovation they have absolutely no Shar’i evidence. A solitary Hadith which makes reference to ‘foot with foot’ has been grievously misunderstood and misinterpreted by them. Besides their misinterpretation, they have intentionally ignored all the other Shar’i proofs which refute their interpretation. A perusal of the relevant Ahadith on this subject will convince every unbiased Muslim that the Salafi interpretation of the Hadith is a concoction of the nafs. It is a concoction designed and prepared by shaitaan to create rifts and discord in the Ummah. When people opt to abandon the practices which the Aimmah Mujtahideen have reported on the basis of the authority of the Sahaabah, then shaitaani manipulation is evident.

All four Math-habs of the Ahlus Sunnah Wal Jama’ah unanimously refute the Salafi contention on the position to be adopted when standing for Salaat. None of the Math-habs teaches that the legs should be

spread out widely when standing for Salaat nor that the toes of the Musalli alongside should be touched. Some of the Salafis go to great lengths in spreading their legs in the bid to touch the next man’s toes causing annoyance and much irritation.

“ [illegible]

প্রবৃত্তির পূজা ছাড়া কিছুই নয়। মুসলিম উম্মাহের মাঝে অনৈক্য ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এটি মূলত : শয়তানের একটি দূরভিসন্ধিমূলক ব্যাখ্যা। সাহাবায়ে কেরাম থেকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যেসব আমল বর্ণনা করেছেন , একজন মানুষ যখন এগুলো পরিত্যাগ করে , তখন শয়তানী ব্যাখ্যা তার নিকট দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়।

সুন্নী চার মাজহাবের সবগুলো মাজহাব সালাফীদের নামাযে দাড়ানোর নতুন আবিষ্কৃত এ পদ্ধতি খন্ডন করেছে। কোন মাজহাবে একথা নেই যে , নামাযে দাড়ানোর সময় পা এতো বেশি ফাকা রাখতে হবে যেন পাশের মুসল্লীর পা স্পর্শ করে। কিছু কিছু সালাফী পাশের মুসল্লীর পায়ের অগ্রভাগ স্পর্শের জন্য এতো বেশি পা ফাকা করে যে এটি মানুষের মাঝে বিরক্তি ও উপদ্রবের কারণ হয় ”।

ফতোয়ার লিংক:

http://ia600500.us.archive.org/3/items/February2010/TheFeetInSalahASalafiError.pdf

৭. মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ ডাংকা এর ফতোয়া :

শায়খ মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ ডাংকা নামাযে পায়ের সাথে পা মিলানোর বিষয়ে একটি ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে তিনি হাদীস , খোলাফায়ে রাশিদীন ও সালাফে - সালেহীনের আমল থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে নামাযে কাধের সাথে কাধ মিলানো সুন্নত। পায়ের সাথে পা মিলানো সুন্নত নয়। তিনি উপসংহারে লিখিছেন ,

In conclusion, it is proven from the Ahadith related from the Prophet , the sayings and actions of the Khulafaa Rashideen and other Companions and the rulings of the Salaf Saliheen رحمه الله تعالى اجمعين

that the joining of the feet in Salah with congregation is not from amongst the Sunnahs of performing Salah.

“উপসংহারে আমরা বলবো, রাসূল স . এর বেশ কয়েকটি হাদীস , খোলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের আমল ও বক্তব্য এবং সালাফায়ে সালেহীনের সিদ্ধান্ত থেকে এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে নামাযে পায়ের সাথে পা মিলানো নামাযের কোন সুন্নত নয় ”।

বিস্তারিত ফতোয়া :
https://archive.org/details/ShoulderToShoulderAndNotFeetToFeetMuftiMuhammadYusufBinYaqoobDanka

বেদয়াতের কবলে নবীজীর নামায (পর্ব -৩)

September 12, 2014 at 12:31 AM

হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে পায়ের সাথে পা মিলানো :

মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে কিছু পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা জরুরি।আমাদের এই আলোচনা বোঝার জন্য নিচের আরবী কিছু শব্দের অর্থ ও পরিচিতি জানা আবশ্যক।

১. গলা: আরবী ভাষায় গলার আরবী হলো, উনুকুন (عنق) এর বহুবচন হলো , আ’নাকুন (أعناق)। হাদীসে বহুবচন আ'নাক ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজীতে একে নেক বলে। আরবী যে কোন ডিকশনারী থেকে দেখে নিতে পারেন , গলার আরবী কী? অথবা উনুকুন শব্দের অর্থ গলা কি না। নীচে উনুকুন বা গলার একটি চিত্র দেয়া হলো।

২. হাটু : আরবী ভাষায় হাটুর আরবী হলো , রুকবাতুন (ركبة)। যে কোন আরবী অভিধান দেখে আপনিও বের করে নিতে পারেন । নীচের চিত্র দেখুন ।

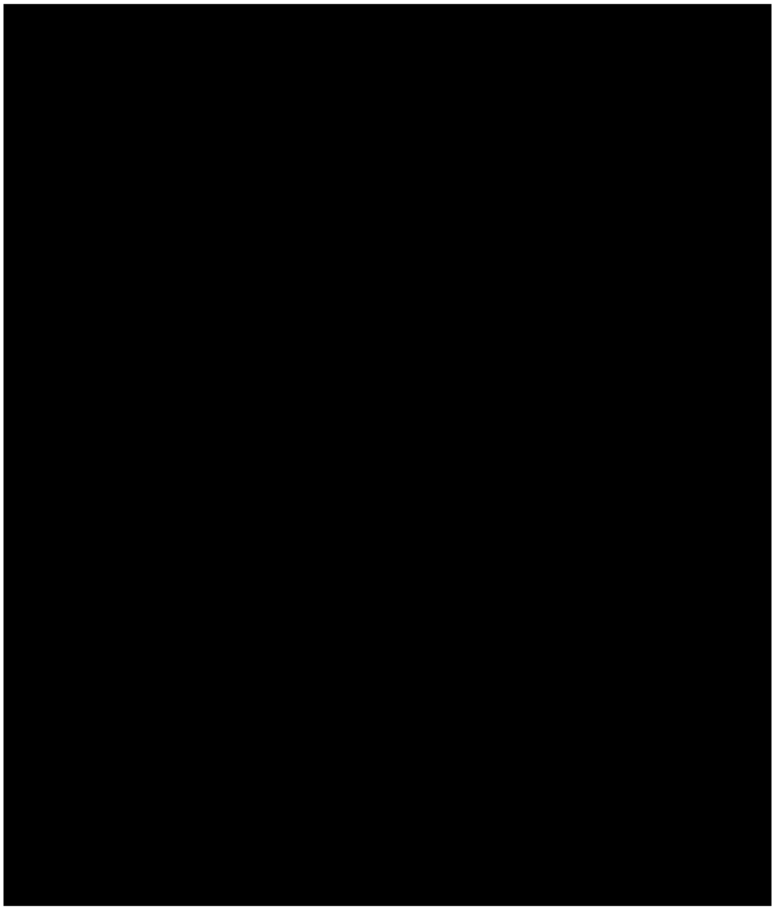

৩. টাখনু বা গোড়ালী : মানুষের পায়ের পিছনে যে উত্থিত হাড় থাকে , একেই টাখনু বলেন । টাখনু এর আরবী হলো, □□’□□□(كعب)। চিত্র দেখুন ,

৪. কাধ: কাধের আরবী হলো, মানকিবুন (منكب)। এর বহুবচন হলো , মানাকিবুন (مناكب)। যে কোন আরবী অভিধান দেখে নিশ্চিত হতে পারেন । চিত্রে কাধের পরিচয় দেয়া আছে।

সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে হাদীসগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপা হাদীসের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ইসলামী ফাউন্ডেশনের অনুবাদ দেখে তো পুরো হতবাক। এতো জগা-খিচুড়ী অনুবাদ তারা কীভাবে ছেপেছে ? ইসলামী ফাউন্ডেশনের ভুল ধরা মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং রাসূল স . এর হাদীসের মৌলিকত্ব ঠিক রাখার জন্য তাদের ভুল নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। শুধু পায়ের সাথে পা মিলানোর হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে তারা কতগুলো ভুল করেছে , স্বচক্ষে দেখুন।

হাদীস অনুবাদে ইসলামী ফাউন্ডেশনের ভুল :

ভুল -১:

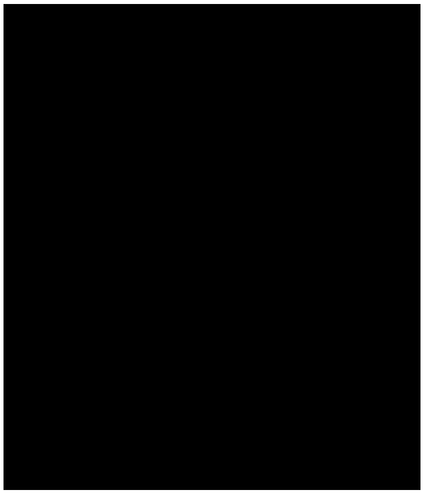

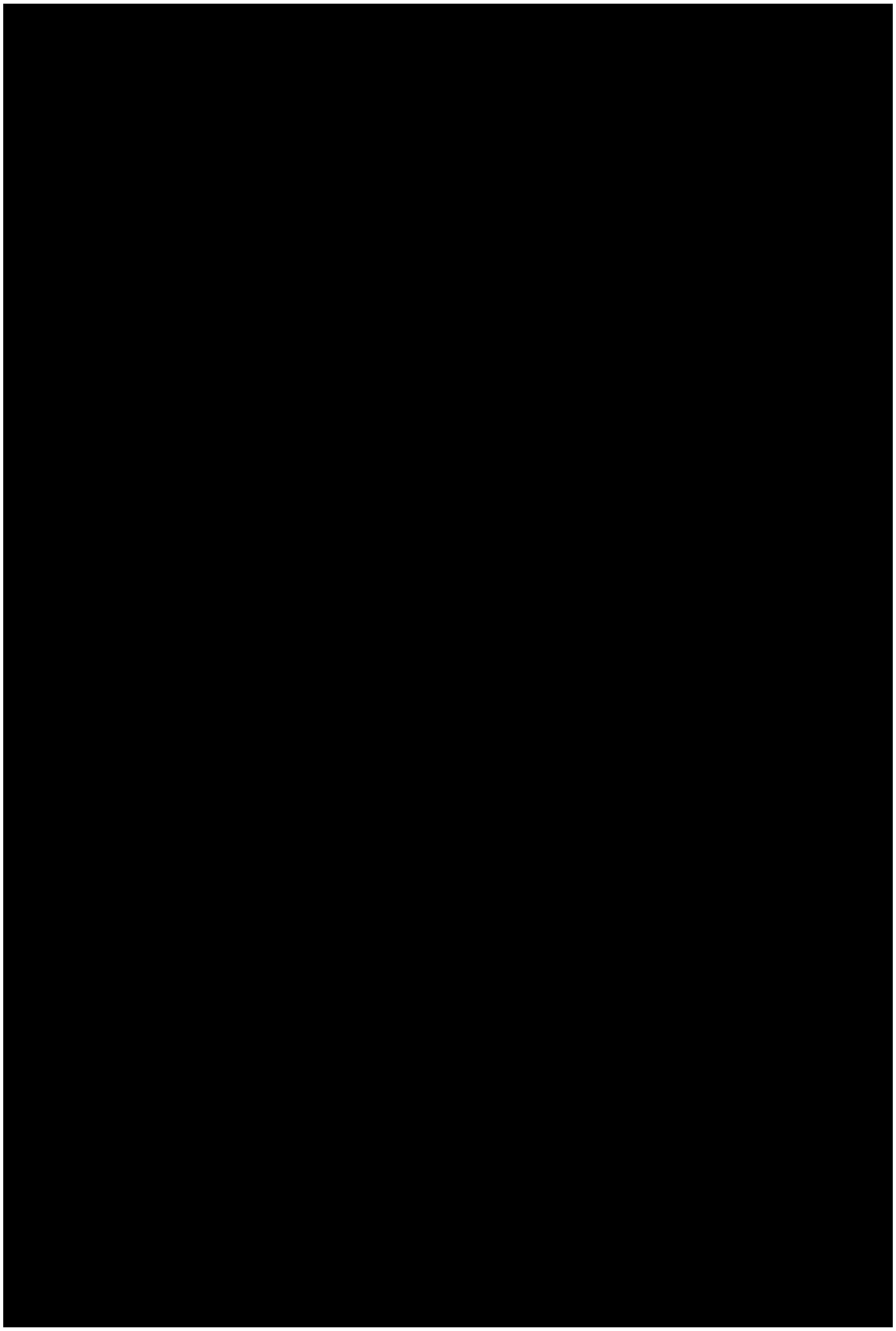

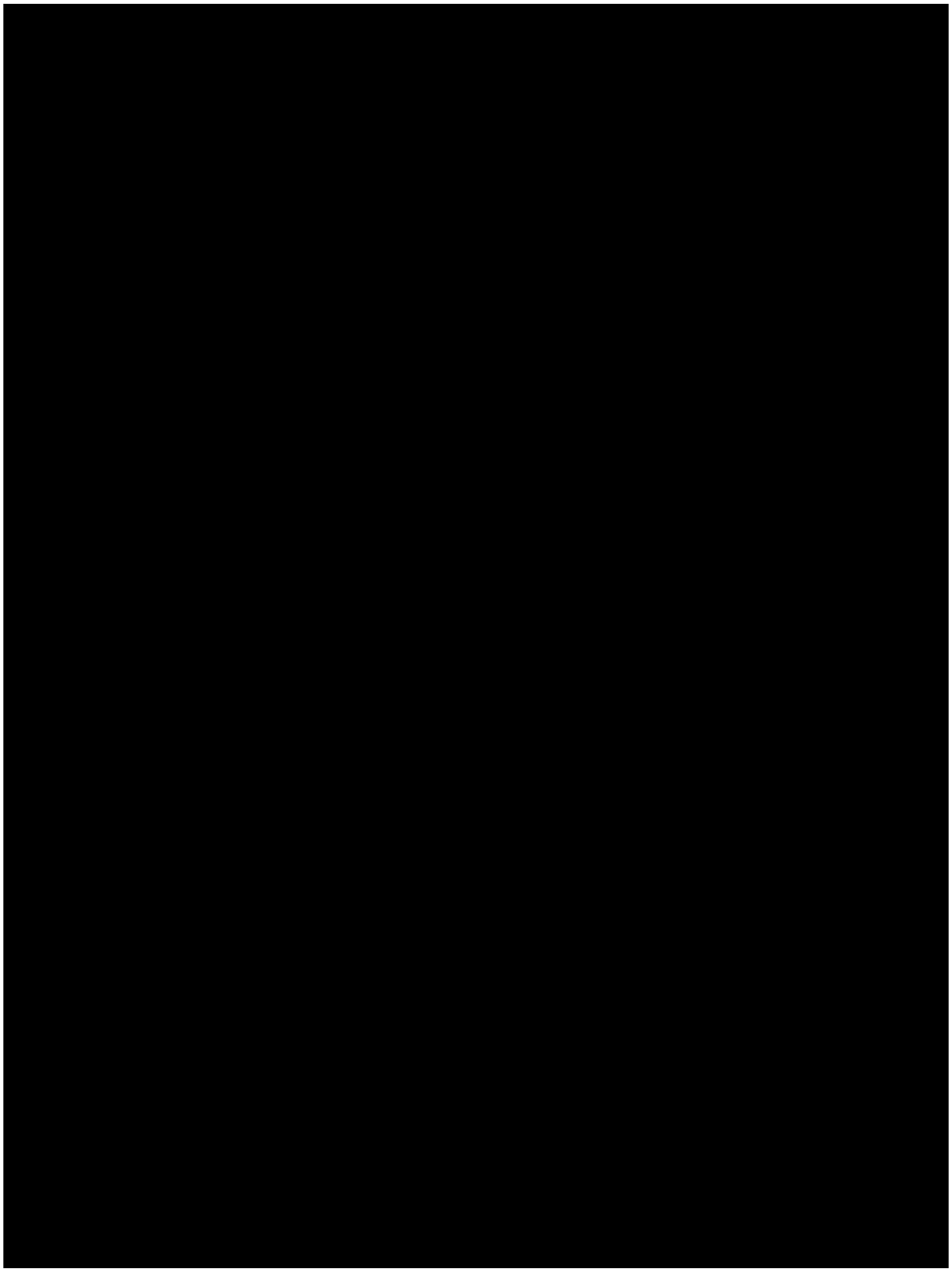

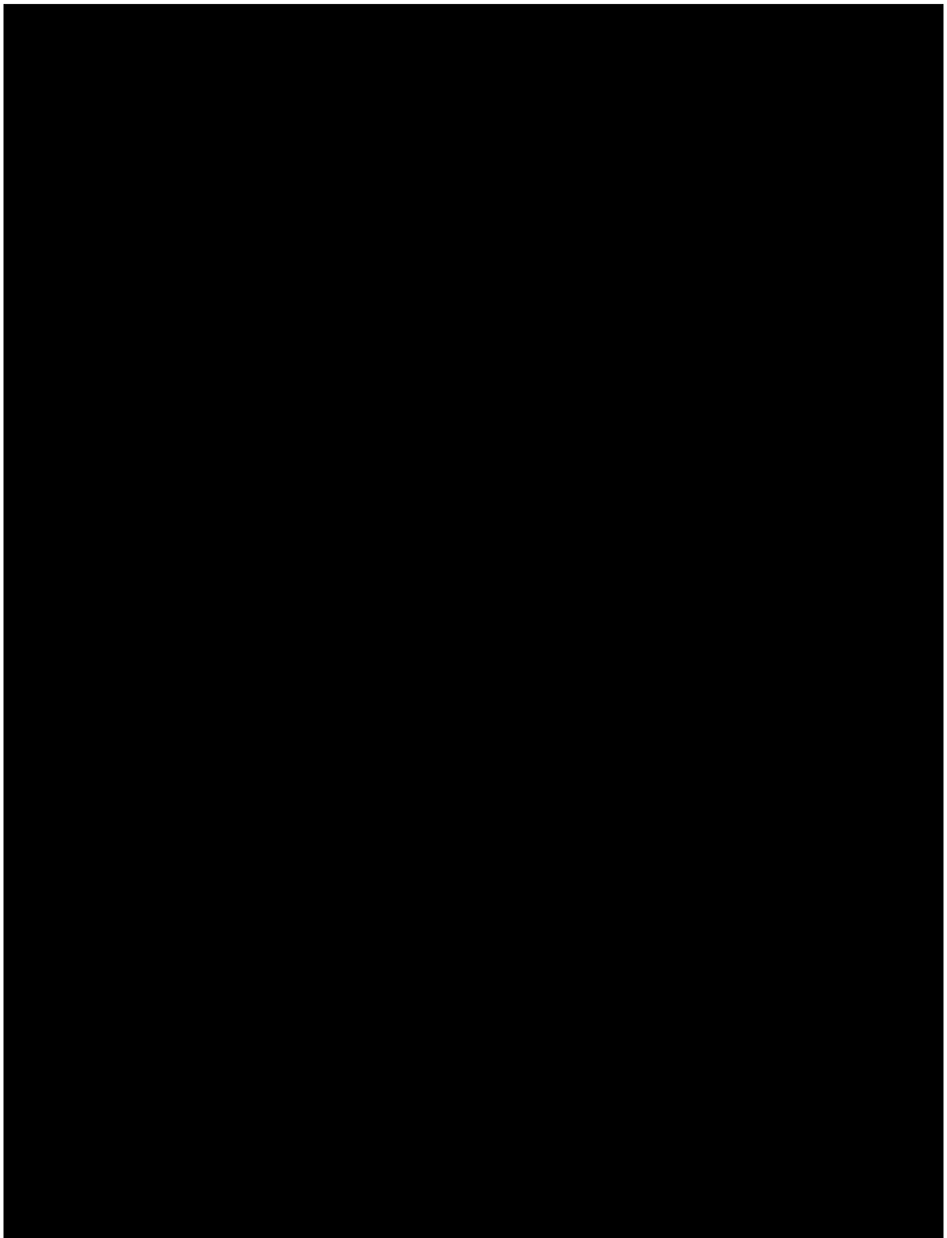

১. গলার সাথে গলা মিলানো: আবু দাউদ শরীফের ৬৬৭ নং হাদীস ও নাসায়ী শরীফের ৮১৬ নং হাদীসে গলার সাথে গলা মিলিয়ে দাড়ানোর কথা রয়েছে।

২. কাধে কাধ, হাটুর সাথে হাটু ও পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলানো:

আবু দাউদ শরীফের ৬৬২ নং হাদীসে হযরত নু’মান ইবনে বাশীর রা. এর হাদীসে কাধে কাধ, হাটুর সাথে হাটু ও পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলানোর কথা রয়েছে।

৩. বোখারী শরীফে হযরত নু’মান্ ইবনে বাশীর রা. এর হাদীসে টাখনুর সাথে টাখুন মিলানোর কথা রয়েছে। এবং হযরত আনাস রা. এর হাদীসে পায়ের সাথে পা মিলানোর কথা রয়েছে।

এসব হাদীস থেকে নামাযে মোট পাচটি জিনিস মিলিয়ে দাড়ানোর কথা রয়েছে,

১. গলার সাথে গলা।

২.কাধের সাথে কাধ।

৩. হাটুর সাথে হাটু।

৪. টাখনুর সাথে টাখনু।

৫. পায়ের সাথে পা

আহলে হাদীসরা কী আমল করে?

আমাদের দেশের আহলে হাদীস ভাইয়েরা রাসূর স. এর হাদীসের কোন আংশে আমল করে না। এদের অধিকাংশ পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাথে অন্যের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল স্পর্শের চেষ্টা করে। কনিষ্ঠ আঙ্গুল মিলিয়ে দাড়ানোর কথা আদৌ কোন হাদীসে নেই। মানুষের পায়ের সামনের দিক পেছের দিক থেকে বেশ চওড়া ও প্রশস্ত। পায়ের সাথে পা মিলানোর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পায়ের এই প্রশস্ত অংশ মিলে যায়। কিন্তু গোড়ালীর দিকের অংশ ফাকা থেকে যায়। আর যদি গোড়ালীর দিকের অংশ মিলিয়ে দাড়াতে যায, তাহলে পা কেবলামুখী থাকে না। পা বাকা হয়ে কেবলা থেকে সরে যায়। অথচ নামাযে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেবলামুখী রাথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

মোটকথা, আহলে হাদীস ভাইয়েরা নামাযে দাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনভাবেই হাদীসের উপর আমল করে না। প্রথমত: গলার সাথে গলা মিলানো, কাধের সাথে কাধ মিলানো, হাটুর সাথে হাটু মিলানো এবং গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলানোর ক্ষেত্রে তাদের একজনও এগুলোর উপর আমল করে না। অর্থাৎ তারা মোট চারটি সুন্নত ছেড়ে রীতিমত ছেড়ে দিয়ে থাকে। পায়ের সাথে পা মিলাতে গিয়ে পায়ের অগ্রভাগ মিলিয়ে দাড়ায়, অথচ রাসূল স. এর হাদীসে টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাড়ানোর কথা আছে। তাদের কেউ যদি একই সাথে টাখনু ও পায়ের অগ্রভাগ মিলিয়ে দাড়ায়, তাহলে

সে আরেকটা সুন্নতের বিপরীত করে। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার পা কেবলা থেকে সরে যায়। সুতরাং আহলে হাদীসরা এ মাসআলা মোট ছয়টি সুন্নতের বিপরীত আমল করে। যথা-

১. তারা গলার সাথে গলা মিলিয়ে দাড়ায় না। অথচ আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের হাদীসে গলার সাথে গলা মিলিয়ে দাড়ানোর নির্দেশ রাসূল স. দিয়েছেন।

২. তারা কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে দাড়ায় না। অথচ এ সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেকটা হাদীসে কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে দাড়ানোর কথা আছে। তারা উভয় কাধের মাঝে এতো বেশি ফাকা রাখে যে এর মাঝে অন্তত: দু’জন শয়তান দাড়াতে পারবে। (হাদীসের ভাষ্য অনুযাযী। কারণ হাদীসে রাসূল স. বলেছেন, উভয় ব্যক্তির মাঝে ফাকা থাকলে সেখানে শয়তান প্রবেশ করে)।

৩. তাদের কেউ কখনও হাটুর সাথে হটু মিলিয়ে নামায পড়ে না। তারা এ হাদীসের উপর কখনও আমল করে না।

৪. তাদের কেউ কখনও টাখনু বা গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়ে দাড়ায় না। সুতরাং তারা এক্ষেত্রে সুন্নতের উপর আমল করে না।

৫. নামাযে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়ালে অবশ্যই সেটি কেবলা থেকে সরে যাবে। এভাবে পা বাকা করে নামায পড়া সুন্নতের খেলাফ। অথচ তারা এভাবেই নামায আদায় করে থাকে।

৬. তারা সিজদার সময় পা গুটিয়ে সিজদা করে থাকে। তখন আর তারা পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখে না। এ অবস্থায় তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা সুন্নতের খেলাফ আমল করে।

৭. সিজদা থেকে দাড়িয়ে তারা পায়ের সাথে পা মিলানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং নামাযে প্রত্যেক রাকাতে পায়ের জায়গা পবিবর্তন করে থাকে। এভাবে নামাযে নড়া-চড়া করা সুন্নতের খেলাফ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করতে বলেছেন। অথচ খুশু-খুজুর বিপরীতে তারা প্রত্যেক রাকাতে তারা পায়ের জায়গা পরিবর্তন করে এবং এর জন্য নামাযে নড়া-চড়া করে থাকে।

ড. বকর আবু যায়েদের বিশ্লেষণ:

সৌদি সর্বোচ্চ মুফতী বোর্ডের সদস্য ড. বকর আবু যায়েদ তার “ লা জাদিদা ফি আহকামিস সালাহ” (নামাযের মাসআলায় কোন নতুনত্ব নেই) বইযে পায়ের সাথে পা মিলানোকে একটি নতুন সৃষ্ট আমল বলেছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমানে নতুন সৃষ্ট এ আমলের সাথে রাসূল স. এর সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। ড. বকর আবু যায়েদ লিখেছেন,

“কাতারের নিজের পা পাশের ব্যক্তির পায়ের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রাখা যেন তা পুরোপুরি সেটে থাকে, এরূপ করাটা প্রকাশ্য ভুল। এক ধরনের বাড়াবাড়ি এবং একটা নব্য ধারণা

(বিদয়াত)। এর দ্বারা সুন্নাহ পালনে এক ধরনের গোড়ামী, বাড়াবাড়ি ও অহেতুক বিরক্তির সৃষ্টির হয়। শরীয়তবিরোধী বিষয়কে শরীয়ত মনে করে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা হয়। এছাড়াও মুসল্লীদের কাতারের মাঝে ফাকা জায়গা সৃষ্টি করা হয়। কাজেই এটা সুন্নতের নামে বাড়াবাড়ি, যা শরীয়ত অনুমোদন করেনি।

দ্বিতীয়ত: রাসূল স. যেমন কাধ ও গোড়ালী মিলিয়ে দাড়াতে বলেছেন, একইভাবে গলার সাথে গলা মিলিয়ে দাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন নাসায়ী শরীফে (হাদীস নং ৮১৪) হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। রাসূল স. এর এসকল নির্দেশের অর্থ হলো, কাতার সোজা করবে, বরাবর দাড়াবে, আকা-বাকা করবে না এবং কাতারের মাঝে ফাকা রাখবে না। কিন্তু এসব নির্দেশ থেকে কখনও এটা প্রমাণিত হয় না যে, বাস্তবিক রাসূল স. এসব অঙ্গ স্পর্শ করে দাড়াতে বলেছেন। কেননা গলার সাথে গলা মেলানো অসম্ভব। সব সময় কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে রাখাটাও এক ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার। তেমনি হাটুর সাথে হাটু মেলানো অসম্ভব। দাড়ানো অবস্থায় গোড়ালী সাথে গোড়ালী মেলানোও সাধারণত সম্ভব নয়। এগুলো পরস্পর মেলানো যেমন অসম্ভব তেমনি নামাযে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাও শরীয়ত পরিপন্থী।

সুতরাং স্পষ্ট বিষয় হলো, গলা, কাধ, হাটু ও গোড়ালী মেলানো একই পর্যায়ের। এগুলো দ্বারা রাসূল স. এর মূল উদ্দেশ্য হলো, কাতার সোজা করার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা, কাতারকে বরাবর ও সামন্তরাল করা। কাতারের কোথাও আকা-বাকা বা বক্রতা না থাকা। সেই সাথে কাতারের মাঝে ফাকা না রাখা। এটিই মুলত: রাসূল স. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

ড. বকর আবু যায়েদ আরও লিখেছেন,

“ ইমাম বোখারী রহ. তার কিতাবে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

কাধের সাথে কাধ ও পায়ের সাথে পা মেলানোর অধ্যায়। নু’মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি আমার এক সাথীকে দেখেছি, সে তার সাথীর পায়ের গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়েছে”।

ইমাম বোখারী রহ.এর এই শিরোনাম সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকানী রহ. বলেন,

এর দ্বারা বাস্তবে পায়ের সাথে পা মেলানো উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, কাতার সোজা করার ব্যাপার অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং কাতারের মাঝে ফাকা জায়গা বন্ধের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

[ফাতহুল বারী, খ.২,পৃ.২৪৭]

ইমাম বোখারীর শিরোনাম সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন এটি সঠিক। এর প্রমাণ হলো, ইমাম বোখারী রহ. হযরত নু’মান ইবনে বাশীর রা. এর যে আংশিক হাদীস উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু দাউদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এর পূর্ণরুপ উল্লেখ করেছেন। যেমন আবু দাউদ (হাদীস নং ৬৪৮) ইবনে খোজাইমা (হাদীস নং ১৬০) ও দারে কুতনী (খ.১, পৃ.২৮২)। সকলেই হযরত নু’মান ইবনে বাশীর রা. এর হাদীস উল্লেখ করেছেন এভাবে,

“ আমি কোন কোন ব্যক্তিকে দেখেছি, তারা কাধের সাথে কাধ, হাটুর সাথে হাটু এবং গোড়ালীর সাথে গোড়ালী লাগিয়েছ”। এটি আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসের শব্দ। বাহ্যত: হাটুর সাথে হাটু মেলানো অসম্ভব। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায়, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাতার সোজা করা, বক্রতা না রাখা এবং ফাকা জায়গা না রাখা। বাস্তবে অঙ্গগুলোকে অন্যের অঙ্গের সাতে স্পর্শ বা মিলানো উদ্দেশ্য নয়”।

মূল বইযের স্ক্রিনশট:

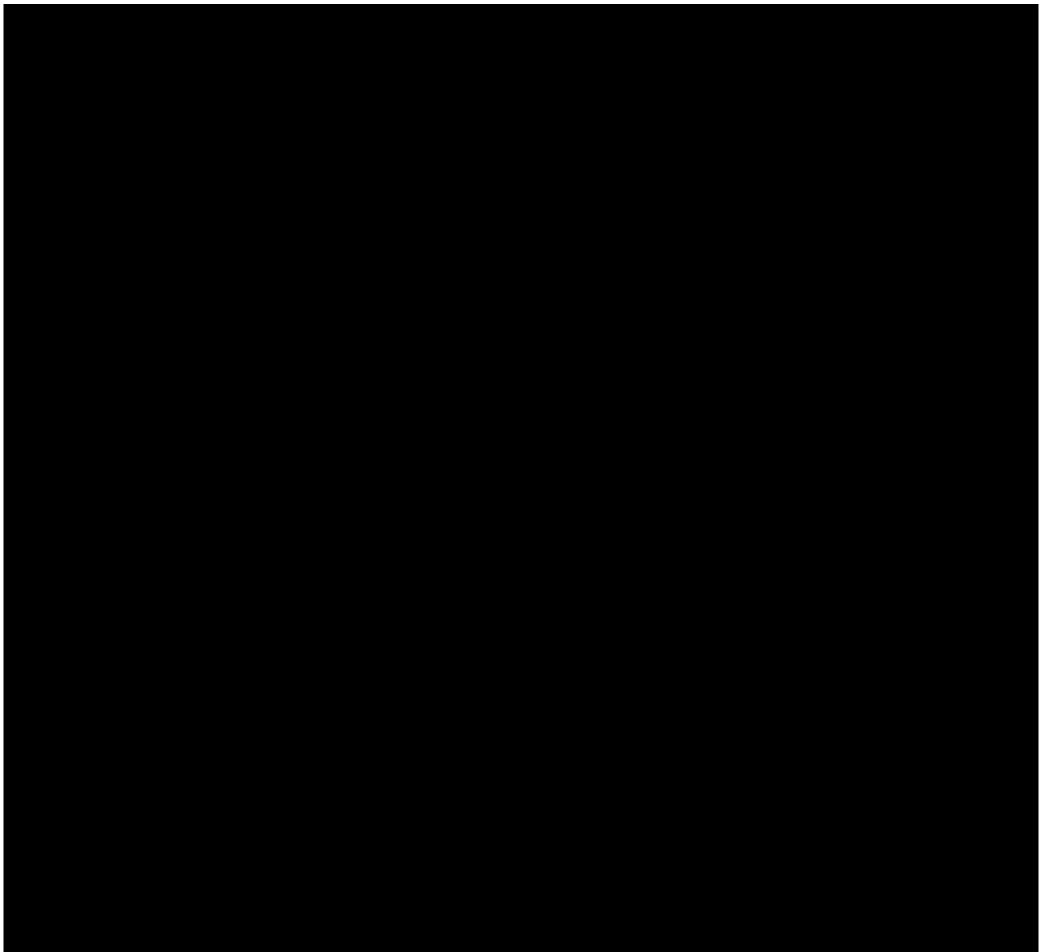

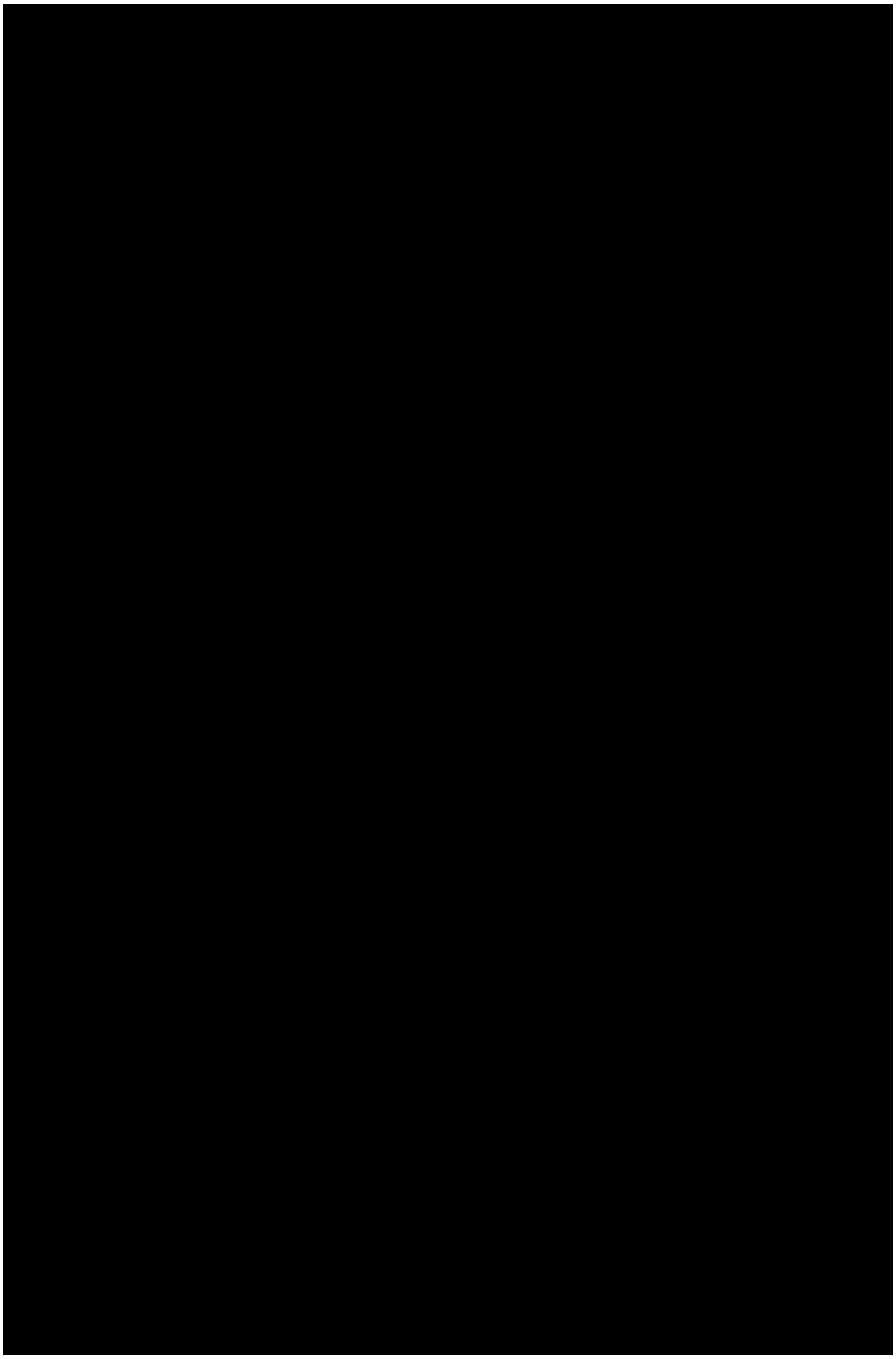

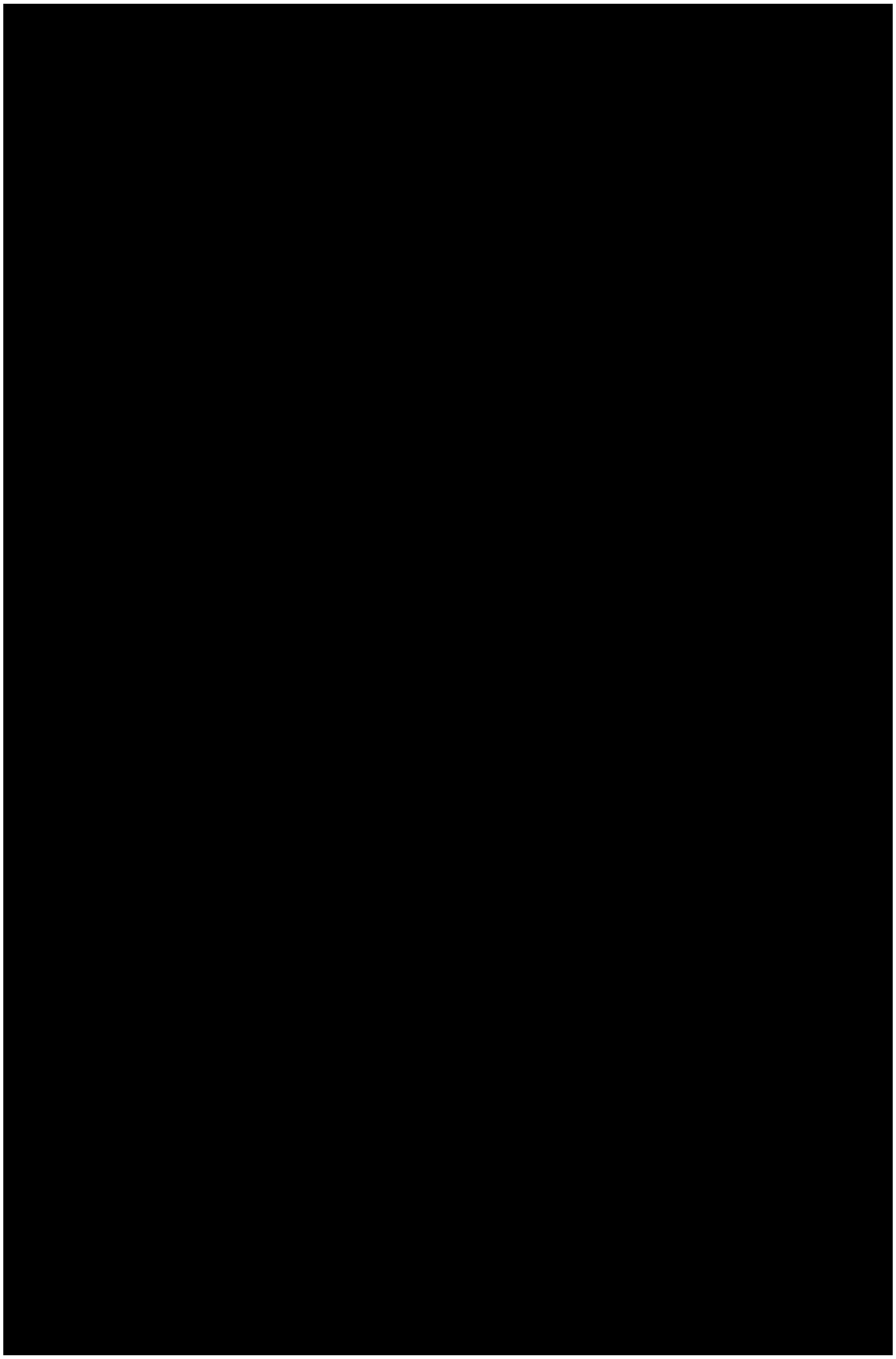

সারকথা হলো, রাসূল স. কখনও উম্মতকে অসম্ভব জিনিসের নির্দেশ দিতে পারেন না। রাসূল স. নামাযে এমন কোন জিনিসকে সুন্নত বলেননি যেটা পালন করা অসম্ভব, যেটা অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর। আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা এসব হাদীসের কোন অংশের উপর আমল না করে তারা

নতুন একটি বিদয়াত চালু করেছে। তারা গলার সাথে গলা মেলানো, হাটুর সাথে হাটু, গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মেলানোর কথা আদৌ বলে না। এমনকি তাদের দু’জন মুসল্লীর কাধের মাঝে এতো বেশি ফাকা থাকে যে, অনায়াসে এক ব্যক্তি সেখানে দাড়াতে পারে। এভাবে রাসূল স. এর অনেকগুলো সুন্নত থেক মুখ ফিরিয়ে নতুন বিদয়াত চালু করার কী অর্থ আছে?

শরীয়তে রাসূল স. যেহেতু কোন অসম্ভব কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না, অথচ এক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো অসম্ভব নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং এখানে নির্দ্বিধায় বলা যায়, রাসূল স. এসব শব্দ বাস্তবে মেলানো উদ্দেশ্য নেননি। বরং এগুলো ব্যবহার করে তিনি কাতার সোজার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আহলে হাদীস ভাইয়েরা যদি গোড়ামী করে তাদের বিদয়াত চালু রাখতে চায়, তাহলে তাদেরকে বলবো, রাসূল স. যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন, সেভাবে দু’রাকাত নামায পড়ে দেখান। গলার সাথে গলা মিলিয়ে, হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে, গোড়ালীর সাথে গোড়ালী মিলিয়ে এবং কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে তারা যদি দাড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের এই বিদয়াতের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হতো।

ড. বকর আবু যায়েদের বক্তব্য অনুযায়ী নামাযে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়ালে যেসব সুন্নাহ বিরোধী কাজ হয়:

১. এটি ইসলামে নতুন সৃষ্ট একটি মতবাদ। সুন্নাহ পালনে নতুন সৃষ্ট এসব মাসআলা অবশ্যই বর্জনীয়।

২. এভাবে দাড়ানোটা এতটা অস্বাভাবিক যে, এতে নিজে যেমন কষ্টের মুখোমুখি হয়, অন্যকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়।

৩. নামাযে খুশু-খুজুর বিপরীতে পা মিলানো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

৪. উভয় মুসল্লীর মাঝে অস্বাবাবিক পরিমাণ ফাকা জায়গা থাকে। মুসল্লী যখন সিজদায় যায় তখন বোঝা যায় তাদের মাঝে কতো ফাকা জায়গা রয়েছে।

৫. সিজদা থেকে দাড়িয়ে নতুনভাবে পা মেলানোর জন্য পায়ের জায়গা বদল করতে হয়। এর জন্য অনর্থক নড়া-চড়া করতে হয়। এটি কখনও সুন্নাহ হতে পারে না।

৬. সর্বোপরি এভাবে দাড়ানোর কারণে পায়ের অগ্রভাগ কেবলামুখী থাকে না।

৭. নতুন বিদয়াত চালু করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে অন্যের পা পাড়ানো হয়। এগুলি সব সুন্নাহ বিরোধী কাজ।

এছাড়া আহলে হাদীসদের মতে মহিলা ও পুরুষের নামায একই রকম। সুতরাং তাদের পুরুষরা যেমন পা চ্যাগিয়ে দাড়ায়, তাদের মহিলারা এভাবে দাড়ায় কি না? তাদের মহিলারা যদি এভাবে দাড়িয়ে থাকে, তাহরে এর চেয়ে নোংরা দৃশ্য আর হতে পারে না। ইসলাম কখনও এধরনের নোংরামি সমর্থন করে না। দ্বিতীয় পর্বে ইবনে বাজ রহ. এর বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে। তিনি

ইস্তেওয়া শব্দের সঠিক অর্থ এবং সালাফীদের অপপ্রচার (পর্ব -১)

August 21, 2014 at 7:05 PM

ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের পরতে পরতে রয়েছে আরবী অলংকার শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গিক প্রয়োগ। আল-কুরআনের মতো এতো উচ্চাঙ্গিক ও ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ কিতাব পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জ্ঞান, দীর্ঘ অনুশীলন ও প্রায় সতেরটি বিষয়ের উপর ব্যাপক দক্ষতা। পৃথিবীতে ইসলামের শুরু থেকে কিছু বড় বড় আলেম কুরআনের বুঝ অর্জনের পিছে তাদের জীবন ব্যয় করেছেন। কুরআনের তাফসীর লিখেছেন, কুরআন থেকে সংকলিত মাসআলার গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, কুরআনের শব্দের অভিধান রচনা করেছেন, কুরআনের গ্রাম্যাটিকাল প্রয়োগের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেছেন, কুরআন অবতীর্ণের পেক্ষাপট বা শানে নুজুল আলোচনা করেছেন এবং কুরআনের অলংকার শাস্ত্রের উপর বিস্তর কিতাব লিখেছেন। যারা কুরআনের উপর এই অসামান্য খেদমতের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে ঋণী করেছেন, তাদেরকে আমরা মুফাসসির বা কুরআনের ব্যাখ্যাকার হিসেবে জানি। পবিত্র কুরআনের প্রকৃত বুঝ অর্জনে আমরা মুফাসসিরগণের শরণাপন্ন হয়ে থাকি। মুফাসসিরগণের পাশাপাশি আরবী অভিধান প্রণেতা ও ভাষাবিদগণের বক্তব্য কুরআন বুঝতে সহায়ক। আরবী ভাষার উচ্চাঙ্গিক প্রয়োগ বুঝতে অবশ্যই আরবী অভিধান ও ভাষাবিদদের বক্তব্য আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে। ইসলামী আকিদার ক্ষেত্রে মুজাসসিমা (যারা আল্লাহ তায়ালা দেহ ও অঙ্গা-প্রতঙ্গ সাব্যস্ত করে) ও মুয়াত্তিলা (যারা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করে) আবির্ভাব ছিলো একটি ভয়ংকর অধ্যায়। তাবেয়ীনগণের যুগেই এই ফেতনা দু'টির আবির্ভাব ও প্রসার হয়েছিলো। সালাফে-সালেহীনের যুগেই আকিদার অঙ্গনে ভয়ংকর ফেতনা দু'টি জেকে বসেছিলো। ইমাম আবু হানিফা রহ. এসম্পর্কে বলেন,

"أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه

অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে আমাদের নিকট দু'টি নিকৃষ্ট মতবাদ এসেছে। ১. জাহাম ইবনে সাফওয়ানের মতবাদ যে ছিলো মুয়াত্তিলা (আল্লাহর গুণ অস্বীকারকারী)। ২. মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের মতবাদ যে ছিলো মুশাববিহা (আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদানকারী)। [তারীখে বাগদাদ, খ.১৩, পৃ.১৬৪]

মুজাসসিমা ও মুশাববিহাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে "দেহবাদী আকিদার স্বরূপ বিশ্লেষণ (১-৫) "পড়ুন।

বর্তমান সময়ের সালাফী ও আহলে হাদীসরা মূলত: পূর্ববর্তী ভ্রান্ত মতবাদ মুজাসসিমা ও কাররামিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস লালন করছে। পূর্ববর্তী বাতিল আকিগুলোকে নুতন নামে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সালাফী আকিদা নতুন কোন আকিদা নয়। এটি মুশাববিহা ও কাররামিয়াদের মতবাদই অনুলিপি। অনেক ক্ষেত্রে এরা কাররামিয়াদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কাররামিয়াদের একটি বাতিল আকিদা হলো, ১. তারা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট দিক সাব্যস্ত করে অর্থাৎ তাদের মতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপরের দিক বা মাথার দিকে রয়েছেন। একে তারা উলু বলে থাকে। ২. আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন। তাদের কেউ কেউ বলে আল্লাহ তায়ালা আরশে এমনভাবে বসেছেন যে, আরশের চার আঙ্গুল পরিমাণ খালি রয়েছে। এই চার আঙ্গুল পরিমাণ খালি জায়গায় আল্লাহ তায়ালা নিজের পাশে রাসূল স. কে বসাবেন।

মুজাসসিমারা তাদের এই বাতিল আকিদা দু'টি প্রমানের জন্য কিছু দুর্বল ও জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়েছে। সেই সাথে কুরআনের কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকে। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে। সাধারণ মানুষকে বলে যে, কুরআনে এটা আছে। অথচ সে কুরআনের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আজকের আলোচনায় আমরা সালাফীদের একটি বহুল প্রচলিত দলিল সম্পর্কে আলোচনা করবো। সালাফীদের ব্যাপক অপব্যাখার শিকার পবিত্র কুরআনের ইস্তেওয়া সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইস্তেওয়া সম্পর্কে সাদামাটা কিছু কথা:

===================

১. আরবী ভাষায় ইস্তেওয়া শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। ইস্তেওয়ার সাথে অব্যয় পদ (ইলা, আলা) ইত্যাদির ব্যবহারের পার্থক্যের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, ইস্তেওয়া আলা এর অর্থ বিশ্লেষণ করা।

২. পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত তাফসীরসমূহে "ইস্তেওয়া আলা" এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। ১. কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ২. মর্যাদাগতভাবে সমুন্নত হওয়া। ইস্তেওয়ার আরেকটি অর্থ হলো, পরিপূর্ণতায় পৌছানো।

৩. আমার ক্ষুদ্র তাহকীক অনুযায়ী, পৃথিবী বিখ্যাত কোন তাফসীরে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্ব-হা বা অন্য আয়াতের ইস্তেওয়ার অর্থ বসা, সমাসীন হওয়া, অধিষ্ঠিত হওয়া, অধিষ্ঠান

গ্রহণ করা ইত্যাদি অর্থ করা হয়নি। আরবী ভাষায় সমাসীন হওয়া বা বসার আরবী হলো , জালাসা (جلِس), কায়াদা (قعد)। বিখ্যাত কোন তাফসীরে ইস্তেওয়ার এই বসার অর্থ করা হয়নি।

৪. আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে প্রায় ১২০ জন বিখ্যাত মুফাসসিরের বক্তব্য উল্লেখ করবো যারা তাদের তাফসীরসমূহে ইস্তেওয়ার অর্থ করেছেন , কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

৫. ইস্তেওয়ার একটি ভ্রান্ত ও বাতিল অর্থ হলো , বসা বা সমাসীন হওয়া। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে এধরনে বাতিল বিশ্বাস ইমানের জন্য ভয়ংকর। আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া অবশ্যই কুফুরী। সুতরাং এধরনের ইমান বিধ্বংসী বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে হবে। কুরআনের কোন বাংলা অনুবাদক ভুল করে বা না জেনে এধরনের অর্থ করে থাকতে পারেন। তবে কেউ যদি ইচ্ছা করে এধরনের বাতিল বিশ্বাস রাখে তবে সে অবশ্যই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে ভ্রান্ত ফেরকা মুজাসসিমাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৬. আরবী ভাষার প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ব্যবহারে সমাসীন বা বসার অর্থে কখনও ইস্তেওয়া ব্যবহৃত হয় না। বরং এর জন্য জালাসা (جلِس), কায়াদা (قعد) ব্যবহৃত হয় । আরবী অভিধান অনুযায়ী ইস্তেওয়ার অর্থ বসা করাটাও অপ্রচলিত ও অপ্রসিদ্ধ ব্যবহার গ্রহণ করা হয় । অধিকাংশ অভিধানবিদ তাদের অভিধানে ইস্তেওয়ার এই অপ্রচলিত অর্থটি লেখেননি।

7. সালাফে -সালেহীনের কারও থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইস্তেওয়ার অর্থ বসা বা সমাসীন হওয়া পাওয়া যায় না। মূলত : ইস্তেওয়ার এই অর্থটি মুজাসসিমা ও কাররামিয়াদের সৃষ্টি।

৮. সালাফীদের বিখ্যাত ফতোয়ার সাইট ইসলাম ওয়েব এ বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তারা এর উত্তরে লিখেছেন ,

وأما تفسيره بالجلوس فليس مشهورا ولا معروفا عنهم

" সালাফে -সালেহীন থেকে প্রসিদ্ধ বা পরিচিত কোন বর্ণনায় ইস্তেওয়ার শব্দটি বসা বা সমাসীন হওয়ার অর্থে পাওয়া যায় না। "

ফতোয়ার লিংক:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=172147

বিখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে ইস্তেওয়ার অর্থ :

বিখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে ইস্তেওয়ার অর্থ :

=========================

১. আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনুল মুবারক *[মৃত : ২৩৭ হি :]* এর তাফসীর*:*

বিখ্যাত ভাষাবিদ ও আরবী ব্যাকরণবিদ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনুল মুবারক [মৃত : ২৩৭ হি :] তার " গারিবুল কুরআন ও তাফসীরুহু " -তে লিখেছেন ,

: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [سورة طه:5] استوى: استولى" اهـ}

" সূরা ত্ব -হা এর পাঁচ নং আয়াত : দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। "ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো , ইস্তাওলা তথা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা "

[গারিবুল কুরআন ও তাফসীরুহু , পৃষ্ঠা .২৪৩, আলামুল কুতুব]

২. ইবনে জারীর ত্ববারী রহ *. [মৃত : ৩১০ হি :]* এর তাফসীর*:*

==============================

ইমাম ইবনে জারীর ত্ববারী রহ . তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ "জামিউল বয়ান" এ ইস্তেওয়া শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন । আরবী ভাষায় ইস্তেওয়া শব্দের বিভিন্ন ব্যাবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইবনে জারীর ত্ববারী রহ . এর বক্তব্য অনুযায়ী আরবী ভাষায় ইস্তেওয়ার একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো ইস্তাউলা বা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

আরবী ভাষায় ইস্তেওয়ার এর অনুগামী অব্যয়ের কারণে এর অর্থের পবির্তন হয় । ইস্তেওয়ার অনুগামী অব্যয় পদ যখন "ইলা" (إلي) হয়, তখন তিনি এর অর্থ গ্রহণ করেছেন সমুন্নত হওয়া বা উঁচু হওয়া। তিনি স্পষ্টভাষায় লিখেছেন , সমুন্নত হওয়া দ্বারা স্থান বা অবস্থানগত সমুন্নত বা উচু হওয়া উদ্দেশ্য নয় । বরং সমুন্নত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য মর্যাদা , ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে সমুন্নত হওয়া। এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম ত্ববারী রহ ,

দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে , আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র । তিনি উচু বা সমুন্নত হওয়ার দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে , তিনি স্থানগত দিক থেকে উচু বা সমুন্নত হয়েছেন । বরং আল্লাহর সমুন্নত হওযার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদাগত সমুন্নত হওয়া। ইবনে জারীর ত্ববারী রহ . সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ,

علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال.اهـ " তিনি নিজের কর্তৃত্ব , মালিকানা ও ক্ষমতার দিক থেকে আসমান সমূহের উপর সমুন্নত হয়েছেন । সমুন্নত হওয়া হওয়া দ্বার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া কিংবা এক জায়গা থেকে সরে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় ।”

[তাফসীরে ত্ববারী , খ.১, পৃ .৪২৯-৪৩০, তাহকীক, আহমাদ শাকের]

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট :

মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক :

https://archive.org/details/TafsirTabariShakir

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট :

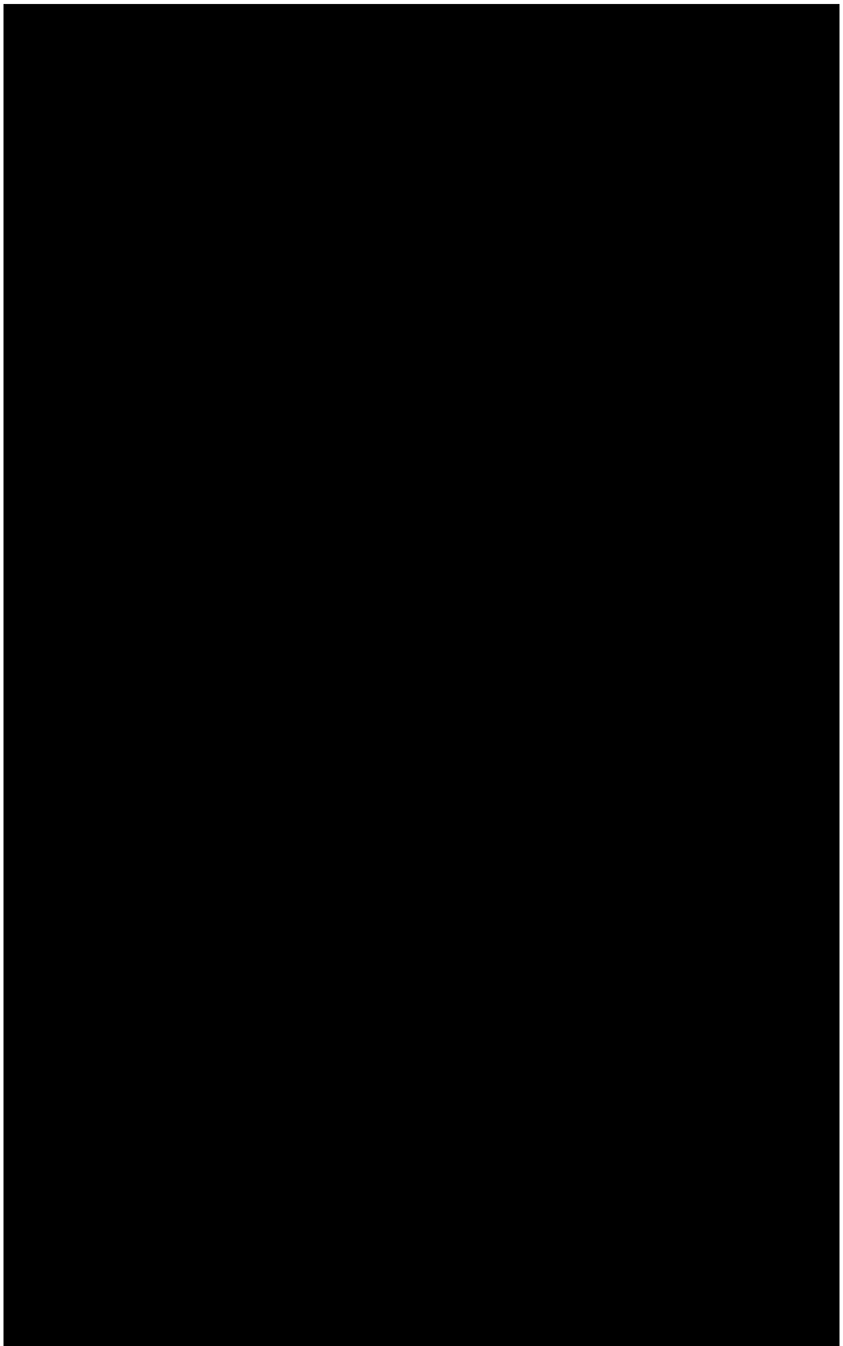

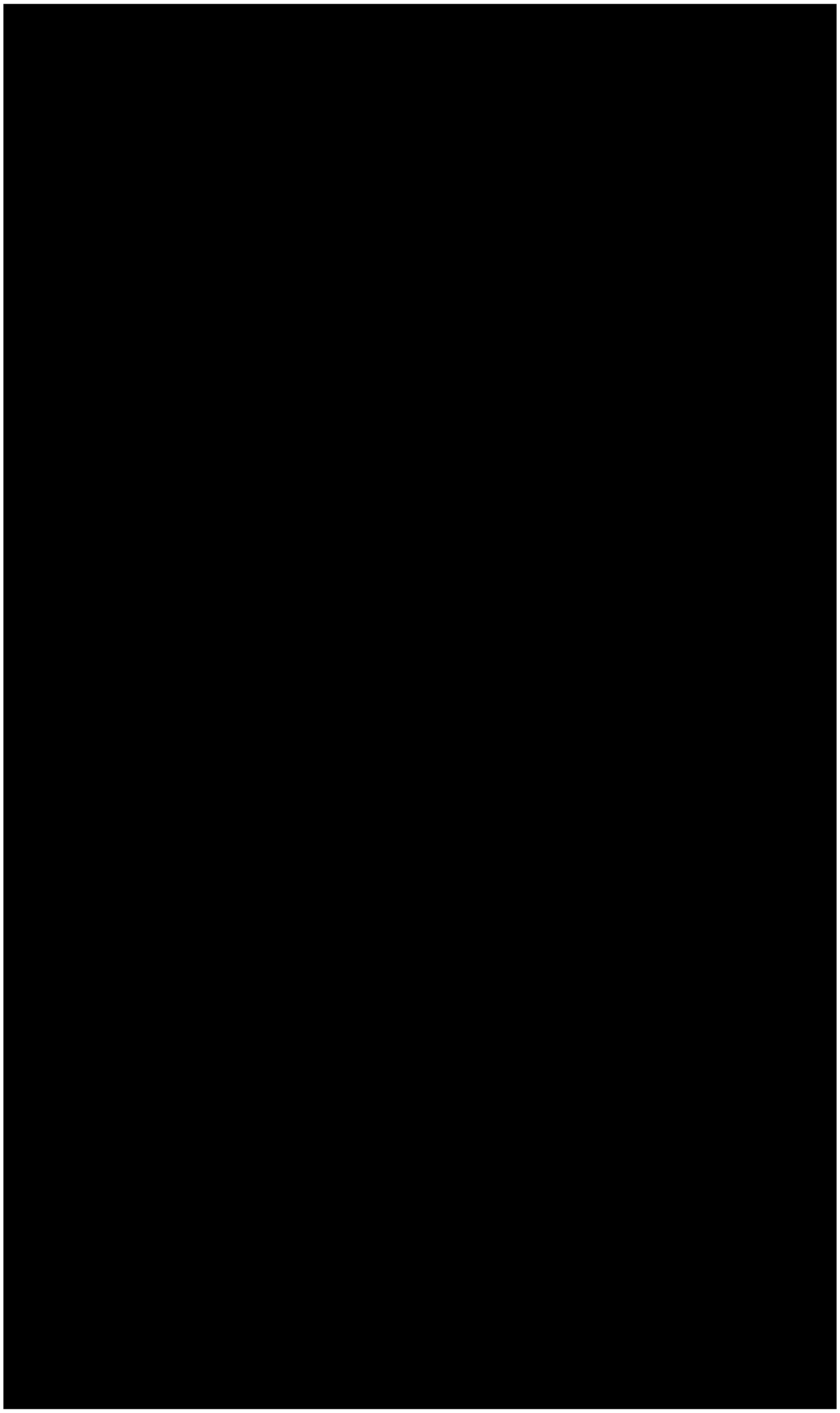

এছাড়াও ইমাম ত্ববারী রহ. স্পষ্টভাষায় তার তারীখে ত্ববারীর ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালাকে দিক থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। ইমাম ত্ববারী রহ. তারীখে ত্ববারীর ভূমিকায় বলেন,

" لاتحيط به الأوهام ولا تحويه الأقطار و لا تدركه الأبصار "

অর্থাৎ কারও ধ্যান -ধারণা আল্লাহকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না , কোন দিক আল্লাহকে বেষ্টন করে না , কোন চোখ তাকে অবলোকন করতে পারে না। ”

[তারীখে ত্বাবারী , খ.১, পৃ .৩, তাহকীক, মুহাম্মাদ আবুল ফজল ইব্রাহিম]

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট :

#মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক :

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=8541

#মূল কিতাবের স্ক্রিনশট :

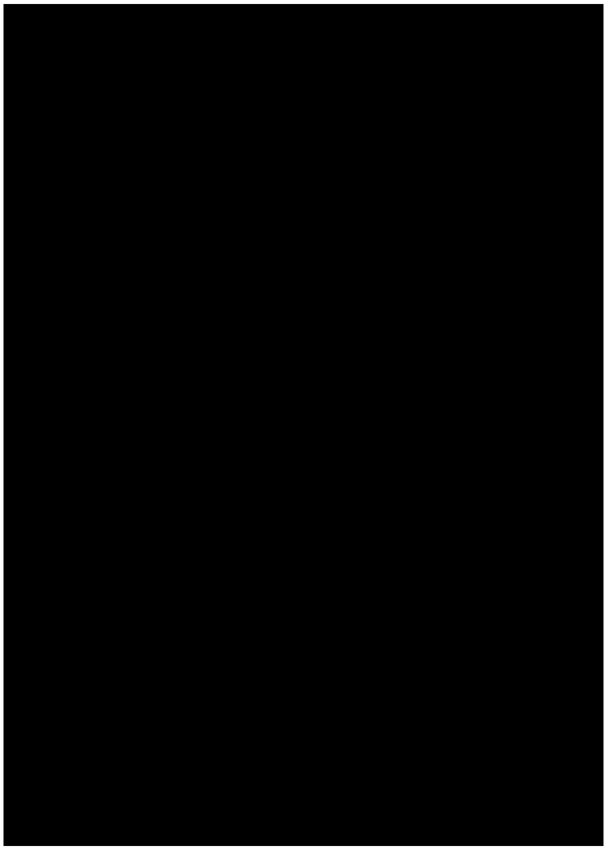

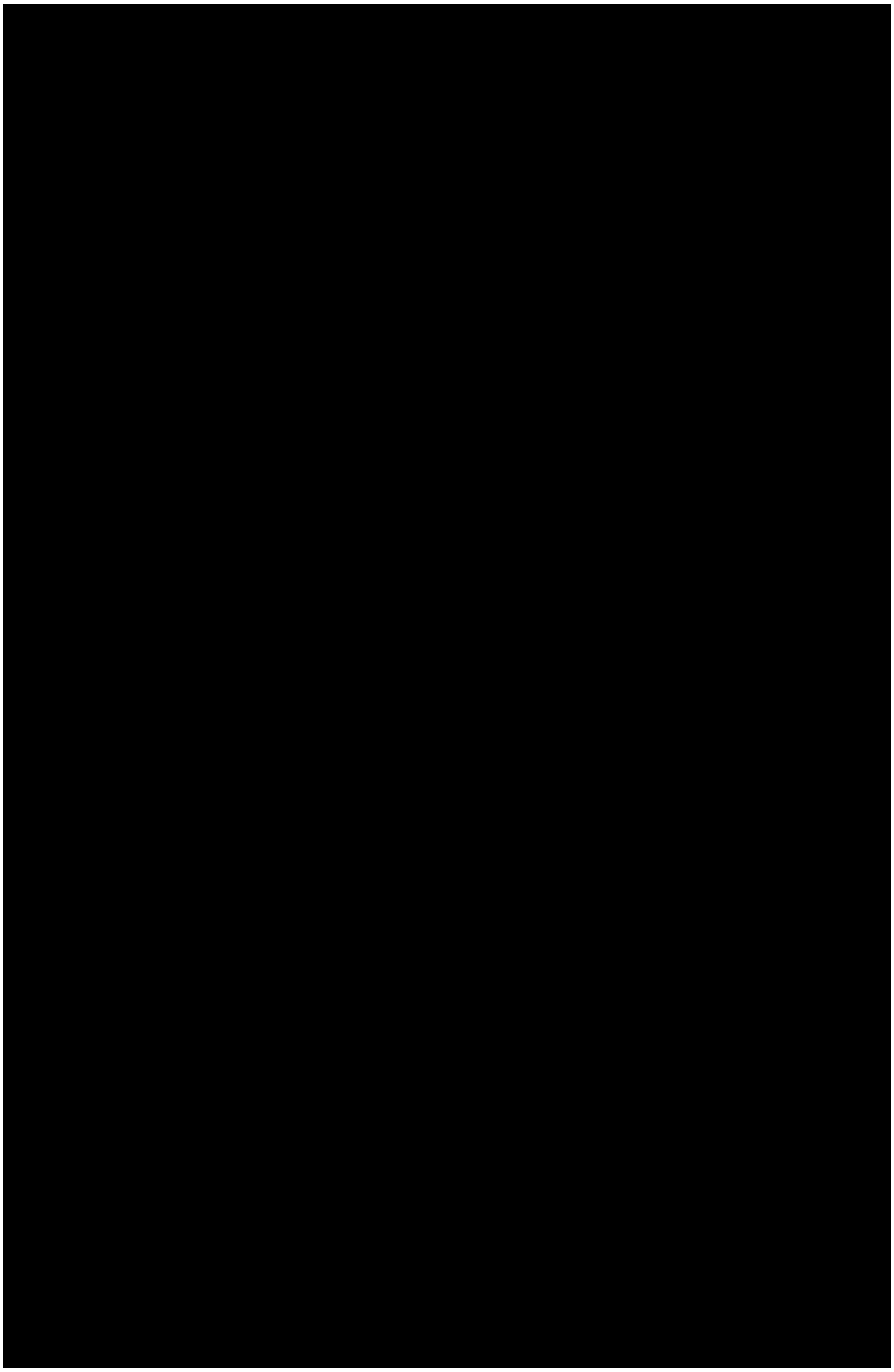

সুতরাং ইবনে জারীর ত্ববারী রহ. এর নিকট আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধারণা থেকে উর্ধ্বে।
মানুষ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব কল্পনা করে তিনি তা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা

সমস্ত দিক থেকে পবিত্র। কোন দিকেই আল্লাহ তায়ালা অবস্থান করেন না। কোন দিকই আল্লাহ তায়ালাকে পরিবেষ্টন করে না। তিনি স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। দুনিয়াতে চর্মচোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা অসম্ভব।

3. ইমাম আবু ইসহাক ঝুজাজ রহ .*[*মৃত *:* ৩১১*]* এর তাফসীর*:*

==

ইমাম ঝুজায রহ . আরবী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ। ইমাম যাহাবী [মৃত ৭৪৮ হি :] তার সম্পর্কে বলেন , "তিনি তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ ছিলেন " [সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.১৪, পৃ .৩৬০]। ইমাম ঝুজায রহ . তাঁর "মায়ানিল কুরআন ও ই 'রাবুহু " নামক কিতাবে লিখেছেন ,

وقالوا: معنى استوى استولى اهـ

অর্থাৎ " ইস্তেওয়ার অর্থ হলো ইস্তাউলা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা "

[মায়ানিল কুরআন ও ই 'রাবুহু , খ.৩, পৃ .৩৫০, তাহকীক, ড. আব্দুল জলীল আব্দুহ]

#মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক :

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1404

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট :

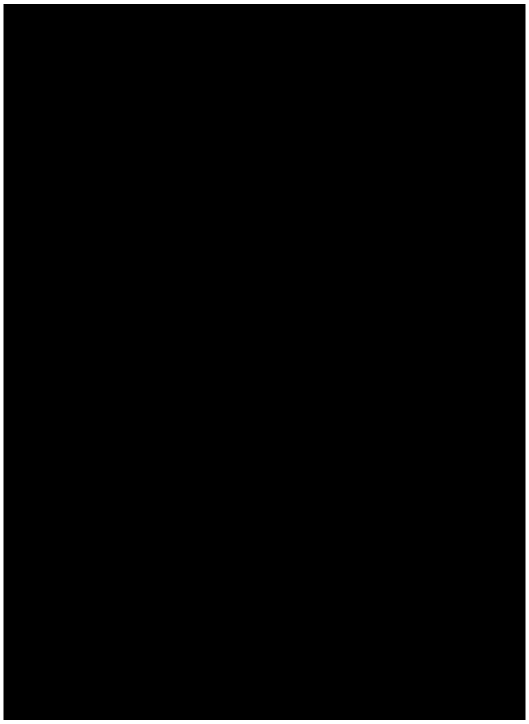

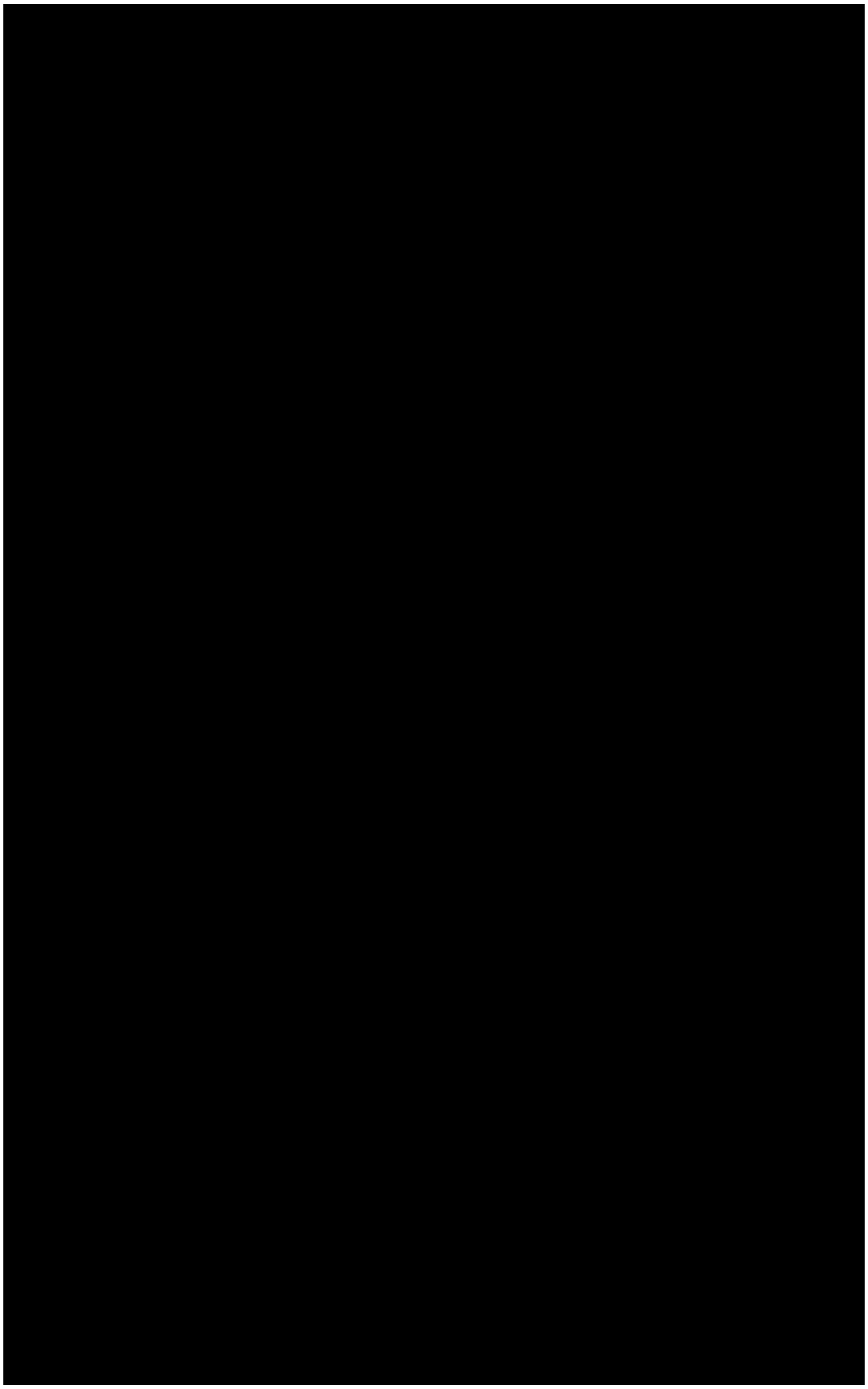

৪. ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদি হানাফী রহ . [মৃত :৩৩৩ হি] এর বক্তব্য :

==

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিখ্যাত ইমাম ও যুগশ্রেষ্ঠ আকিদাবিশারদ ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদী তার যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর "তা'বীলাতু আহলিস সুন্নাহ" নামক কিতাবে লিখেছেন, ইস্তেওয়ার একটি অর্থ হলো কর্তৃত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি সূরা ত্বহার ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইস্তেওয়ার আরো দু'টি অর্থ লিখেছেন। অর্থাৎ ক্ষমতা ও মর্যাগতভাবে সমুন্নত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, আরশের মাধ্যমে সৃষ্টিকে পরিপূর্ণতায় পৌছানো।

[তা'বীলাতু আহলিস সুন্নাহ, খ.৭ পৃ.২৬৭, তাহকীক, ড.মাজদী বাছলুম।]

মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক:

https://archive.org/details/Tafsirmaturidi

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট:

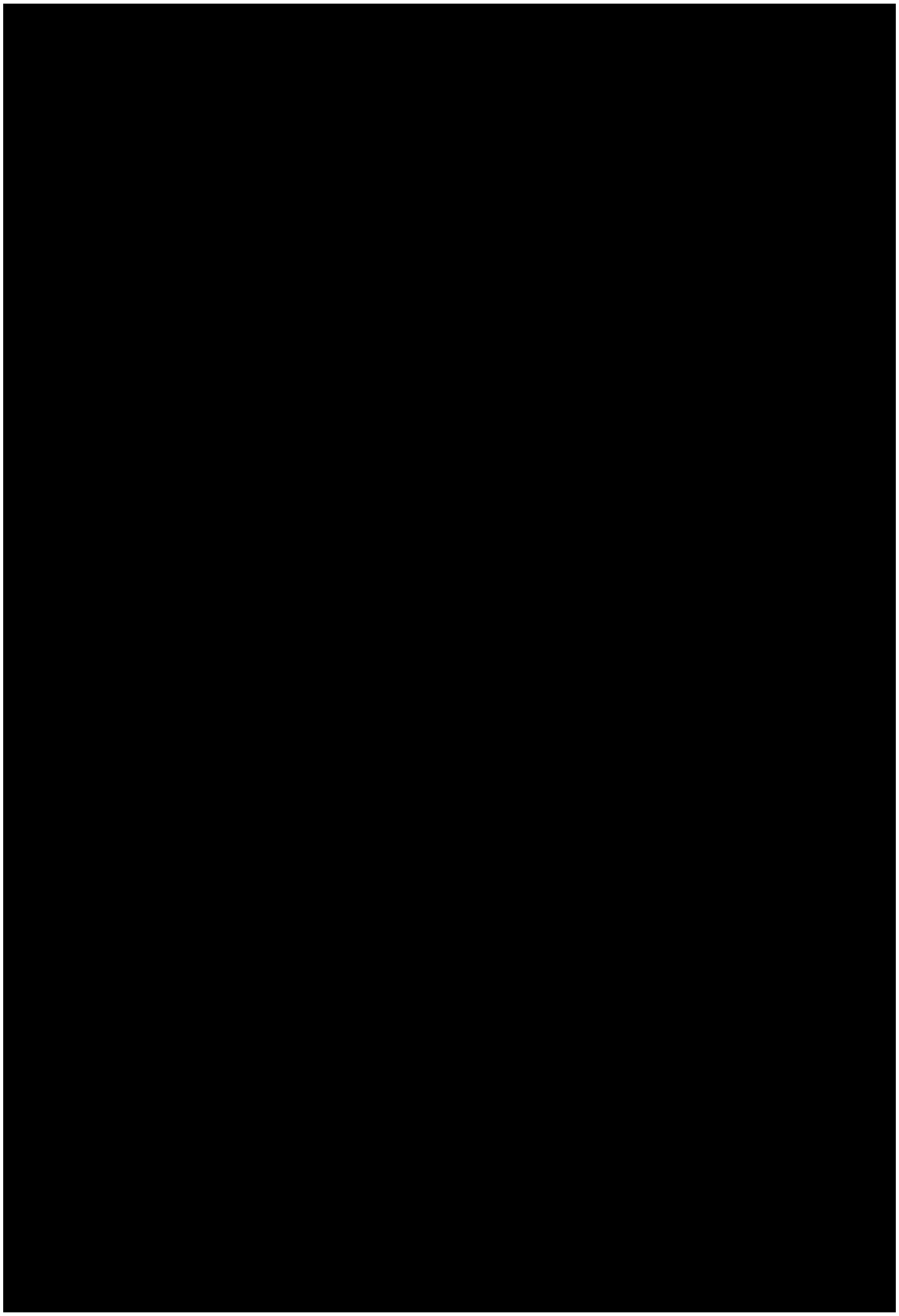

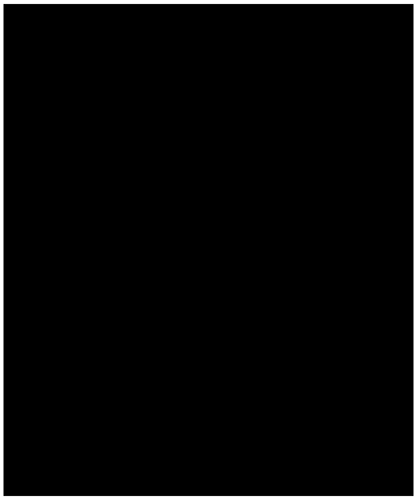

৫. আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আয -ঝুযাযী রহ . [মৃত :৩৪০ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক রহ . বিখ্যাত একজন আরবী ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ,

"شيخ العربية وتلميذ العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وهو منسوب إليه"اهـ

" ইমাম আবুল কাসেম আরবী ভাষার শায়খ ছিলেন এবং তিনি ইমাম ঝুযাযের বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। " [সিয়ারু আ 'লামিন নুবালা , খ.১৫, পৃ .৪৭৫।

ইমাম আবুল কাসেম ঝুযাযী রহ . তার "ইশতেকাকু আসমাইল্লাহ "-তে লিখেছেন ,

" আল্লাহর দু 'টি গুণগত নাম হলো আলী (علي) ও আ'লী (عالي)। এর অর্থ হলো , কোন কিছুর উপর ক্ষমতাধর বা কর্তৃত্ববান । আরবরা বলে থাকে, علا فلان فلانا অর্থাৎ অমুক অন্যের উপর কর্তৃত্ববান বা ক্ষমতাশীল হয়েছে। যেমন কবি বলেছেন ,

فلما عَلَونا واستوينا عليهم ** تركناهم صرعى لنسر وكاسرِ

" আমরা যখন তাদের উপর ক্ষমতাশালী হলাম এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলাম , আমরা তাদের মৃতদেহ গুলোকে শকুন ও বাজপাখীর জন্য রেখে দিলাম "

[illegible]

[illegible]:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1862

[illegible]:

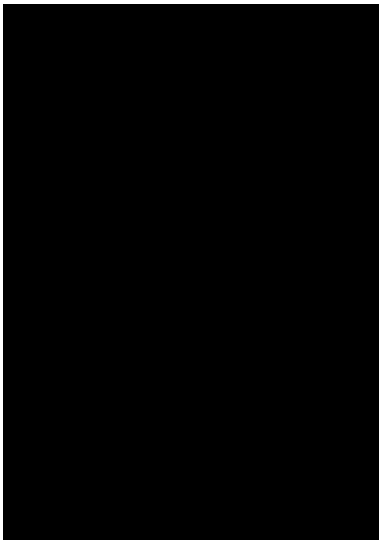

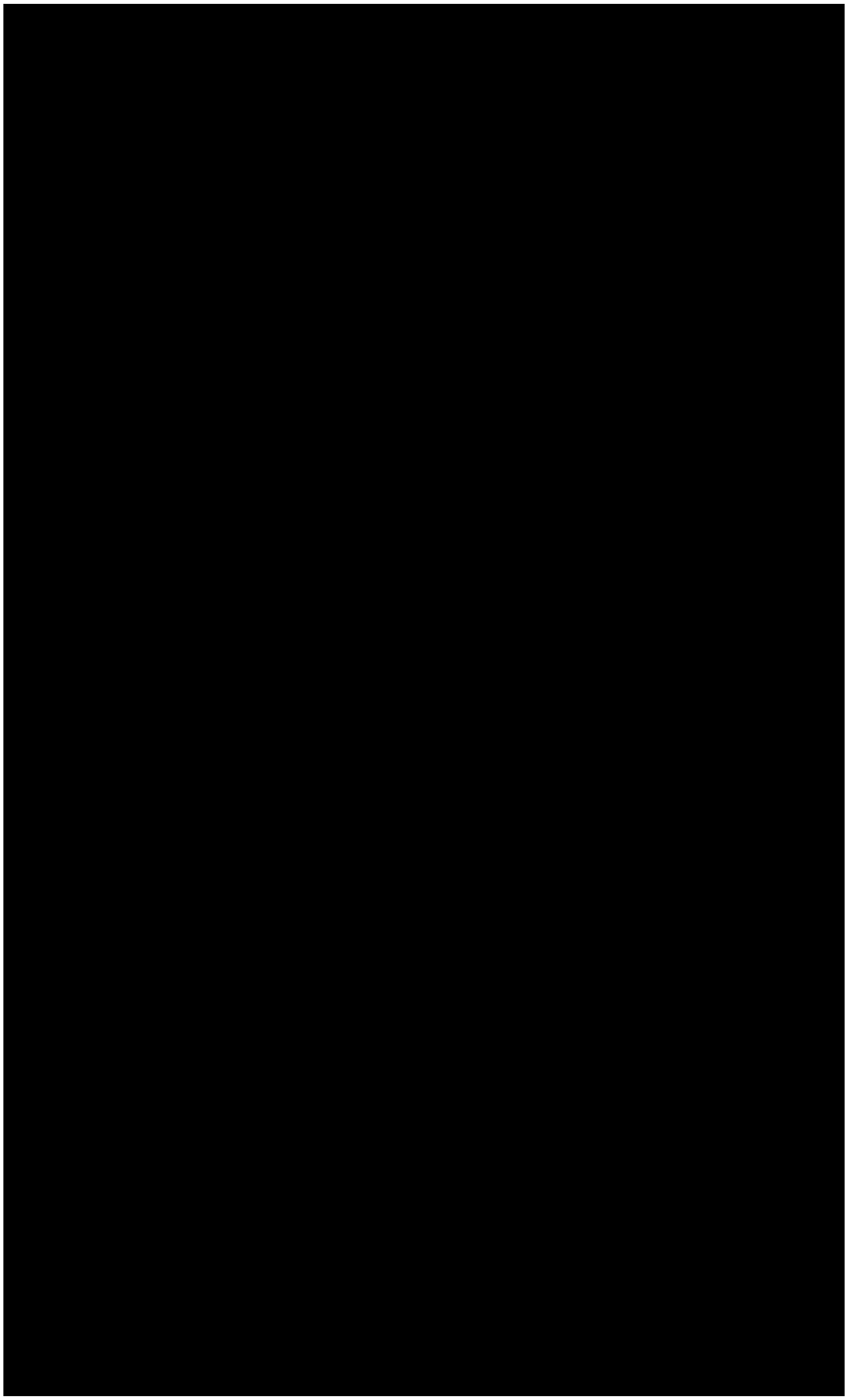

বি .দ্র : আমরা ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে ১২০ জন বিখ্যাত মুফাসসিরের বক্তব্য উল্লেখ করবো। তারা সকলেই ইস্তেওয়ার অর্থ করেছেন , কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা মর্যাগতভাবে সমুন্নত হওয়া। পরবর্তী পর্ব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ইস্তেওয়া শব্দের সঠিক অর্থ ও সালাফীদের অপপ্রচার (পর্ব -২)

August 28, 2014 at 1:05 AM

[পূর্বের পর থেকে ...]

পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহার ৫ নং আযাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

"দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন "।

এই আয়াত ব্যবহার করে বাতিল আকিদার কিছু লোক বলে থাকে , আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন নাউযুবিল্লাহ। এধরনের বাতিল বক্তব্যের সাথে এই আয়াতের কোন দূরতমত সম্পর্ক নেই। যারা এধরনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে মানুষের আকিদা নষ্ট করার চেষ্টা করছে তাদের ব্যপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমরা ইস্তেওয়া শব্দের অর্থের উপর সংক্ষিপ্ত কিছু পর্যালোচনা বিগত পর্বে উল্লেখ করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ প্রথম পর্ব দেখতে পারেন। আমরা এই ধারাহাবিক আলোচনায় ইনশাআল্লাহ ১২০ জন বিখ্যা মুফাসসিরের বক্তব্য উল্লেখ করবো , যারা প্রত্যেকেই ইস্তেওয়া শব্দের সঠিক অর্থ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাদৃশ্যবাদীদের আকিদা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

৬. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ত্বরানী (মৃত :৩৬০ হি :) তার তাফসীরে কাবীরে বলেন ,

والاستواء: الاستيلاء، ولم يـزل الله سبحانه مستوليا على الأشياء كلها، إلا أن تخصيص العرش لتعظيم شأنه

অর্থাৎ ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ , ইস্তিলা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তায়ালা সদা -সর্বদা সমস্ত বস্তুর উপর নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। তবে এখানে বিশেষভাবে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে , আরশের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

[আত-তাফসীরুল কাবীর , ইমাম ত্বরানী , খ.৩, পৃ .৩৭২]

৭. ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ . [মৃত :৩৭০ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম আবু বকর জাসসাস তার বিখ্যাত কিতাব আহকামুল কুরআনে লিখেছেন ,

": قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [سورة طه:5] قال الحسن: استوى بلطفه وتدبيره، وقيل: استولى.اه

অর্থাৎ মহান আল্লাহর বাণী : দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। (সূরা ত্ব -হা , আয়াত নং৫)। ইমাম হাসান বলেন , তিনি নিজের দয়া , নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণতা দান করেছেন। এবং কারও মতে ইস্তেওয়ার অর্থ হলো , কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

[আহকামুল কুরআন, খ.৩, পৃ .৩২৫]

৮. ইমাম আবুল লায়স সামরকন্দী রহ (মৃত :৩৭৫ হি :) এর তাফসীর:

ইমাম আবুল লায়স বলেন ,

ويقال استوى استولى

অর্থাৎ ইস্তেওয়ার আরেকটি অর্থ বলা হয় , ইস্তাওলা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

[তাফসীরে সমরকন্দী বা বাহরুল উলুম , খ.২, পৃ .৩৭৬]

৯. ইমাম আবু বকর ইবনে ফাউরক [মৃত :৪০৬ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম আবু বকর ইবনে ফাউরক তার মুশকিলুল হাদীস কিতাবে বলেন ,

: لأن استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكن والاستقرار، بل هو على معنى العلو بالقهر والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة، على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق. اهـ

অর্থাৎ আরশে র উপর আল্লাহর ইস্তেওয়া দ্বারা কখনও এটি উদ্দেশ্য নয় যে তিনি আরশের উপর অবস্থান করেন বা আরশের উপর স্থির হয়েছেন। বরং কর্তৃত্ব , নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার দ্বারা সমুন্নত হওয়া এবং গুণগত মর্যাদা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক ও ভিন্ন।

[মুশকিলুল হাদীস , পৃ .২২৯]

১০ইমাম আবু মনসুর নাইসাপুরী রহ . [মৃত : ৪২১] এর বক্তব্য :

ইমাম আবু মনসুর নাইসাপুরী রহ . বলেন ,

إن كثيرا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة

আমাদের পরবর্তী অনেক আলেম এমত গ্রহণ করেছেন যে , ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো , কর্তৃত্ব , ক্ষমতা ও প্রতাপ।

[আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ .৩৭২]

১১. ইমাম আবু মুহাম্মাদ জুয়াইনী (মৃত : ৪৩৮ হি :) এর বক্তব্য :

ইমাম জুয়াইনী রহ . বলেন,

"ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ পূর্ণক্ষমতা দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেষ্টণ করা। এর দ্বারা কখনও আল্লাহর স্থান , দিক, অবস্থানের জায়গা কিংবা সীমা উদ্দশ্যে নয়। "

[ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন , খ.২, পৃ .১১০]

১২.ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী রহ . [মৃত : ৪৫০ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী রহ . বলেন,

: { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } [سورة الأعراف: 54]: فيه قولان: ...والثاني: استولى على العرش كما قال الشاعر :

قد استوى بِشْرٌ على العِراقِ ** من غير سَيفٍ ودمٍ مُهراقِ"اهـ

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের বাণী : অত:পর আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। [সূরা আ 'রাফ, ৫৪]। ইমাম মাওযারদী বলেন , ইস্তেওয়া শব্দের দু 'টি অর্থ রয়েছে। ...। দ্বিতীয় অর্থ হলো , আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন কবি বলেছেন,

বিশর ইরাকের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন তরবারী চালনা কিংবা রক্তপাত ব্যতীতই।

[আন-নুকাতু ওয়াল উয়ূন , খ.২, পৃ .২২৯]

১৩. ইমাম আবু বকর বাইহাকী রহ . [মৃত : ৪৫৮ হি :] এর বক্তব্য :

ইমাম বাইহাকী রহ . বলেন

أن الاستواء هو القهر والغلبة، ومعناه أن الرحمن غلب العرش وقهره، وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته، وأنها لم تقهره، وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم المملوكات، فنبه بالأعلى على الأدنى، قال: والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة، كما يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلها، وقال الشاعر في بشر بن مروان: قد استوى بشر على العراق * * من غير سيف ودم مهراق۔ اهـ يريد أنه غلب أهله من غير محاربة

অর্থাৎ ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো , কর্তৃত্ব ও ক্ণমতা বজায় রাখা। এর অর্থ হলো , আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং একে নিজের ক্ণমতার অধীন করেছেন। আয়াতে বিষয়টি উল্লেখের বিশেষ ফায়দা হলো , আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে জানিয়েছেন , আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর ক্ণমতার অধীন। এবং তিনি কারও অধীন নন। আর এক্ণেত্রে বিশেষভাবে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে , আরশ আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। সুতরাং তিনি সবচেয়ে বড় সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে সতর্ক করে দিয়েছেন যে , সমস্ত ছোট সৃষ্টিও আল্লাহর ক্ণমতা ও কর্তৃত্বের অধীন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অর্থে ইস্তেওয়া শব্দটির ব্যবহার আরবী ভাষায় ব্যাপক পরিচিত। যেমন বলা হয় , , অমুক উক্ত অন্চলের উপর ইস্তেওয়া করেছে বা নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশর ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে কবি বলেন , বিশর ইরাকের উপর নিজের ক্ণমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন রক্তপাত ও যুদ্ধ -বিগ্রহ ছাড়াই। এখানে কবি

উদ্দেশ্য নিয়েছেন , কোন যুদ্ধ ছাড়া বিশর ইরাকের মানুষের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

[আল-আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ .৪১২]

১৪. ইমাম আবুল হাসান নাইসাপুরী রহ . [মৃত : ৪৬৮ হি :]এর তাফসীর:

ইমাম আবুল হাসান নাইসাপুরী রহ . তার আল-ওজীয নামক তাফসীরে লিখেছেন ,

{ اسْتَوَى } أي استولى.اهـ

ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো ইস্তাউলা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

১৫. ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী রহ . [মৃত : ৪৭৬ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম আবু ইসহাক শিরাজী রহ . বলেন,

الاستواء بمعنى الاستيلاء، استوى على العرش أي استولى عليه، يقال استوى فلان على الملك أي استولى عليه

অর্থাৎ ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইস্তাওয়া আলাল আরশ এর অর্থ হলো , আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরবী ভাষায় বলা হয় , অমুক ব্যক্তি দেশে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

[আল-ওয়াজীয, খ.২, পৃ .১৫]

لأن استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكن والاستقرار، بل هو على معنى العلو بالقهر : والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة، على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق. اهـ

ইস্তেওয়া শব্দের সঠিক অর্থ ও সালাফীদের অপপ্রচার (পর্ব -৩)

September 1, 2014 at 8:55 PM

[প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যারা পড়েননি , তারা দয়াকরে পড়ে নিবেন]

১৬. ইমাম হুসাইন ইবনে আহমাদ আদ -দামিগানী হানাফী রহ .[মৃত :৪৭৮ হি :] এর তাফসীর:

ইমাম দামিগানী রহ . তার ইসলাহুল উজুহ কিতাবে লিখেছেন ,

الاستواء بمعنى القهر والقدرة، قوله تعالى في سورة طه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى }، أي قدر وقهر. اهـ

অর্থাৎ ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো , কর্তৃত্ব , ক্ষমতা ও কুদরত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহায় বলেন , "দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ এখানে ইস্তেওয়ার অর্থ হলো , ক্ষমতা ও কুদরত প্রকাশ করা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

[ইসলাহুল উজুহ , পৃ .২৫৫]

১৭. ইমাম আবুল মায়ালী জুয়াইনী রহ. [মৃত : ৪৭৮ হি :] এর বক্তব্য :

ইমাম জুয়াইনী রহ. তার আল-ইরশাদ কিতাবে লিখেছেন,

فإن استدلوا بظاهر قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [سورة طه:5]، فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها، منها قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} [سورة الحديد: 4] وقوله تعالى: {

أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} [سورة الرعد: 33] فنسائلهم عن معنى ذلك، فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم، لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة، وذلك شائع في اللغة، إذ العرب تقول استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه اعظم المخلوقات في ظن البرية، فنص عليه تنبيها بذكره على ما دونه. ...ـ ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق، والتزام ذلك كفر."اهـ

অর্থ : যদি মুজাসসিমারা সূরা ত্বহার ৫ নং আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বিপরীতে সেসব আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলো এই আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তারা এগুলোর ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। [সূরা হাদীদ, আযাত নং ৪]। আল্লাহ তায়ালা সূরা রাযাদ এর ৩৩ নং আয়াতে বলেন, তাদের কর্মসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা কি প্রত্যেক নফস বা আত্মার উপর দন্ডায়মান নন? আমরা তাদেরকে এসব আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করবো। তারা যদি এসব আয়াত দ্বারা রুপক অর্থ নেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ইলম ও পরিবেষ্টন দ্বারা আমাদের সাথে রয়েছেন, তাহলে আমরাও বলবো, ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ হলো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ক্ষমতা প্রয়োগ করা বা অধীন করা। আরবী ভাষায় এর ব্যবহার রয়েছে। কেননা আরবরা বলে থাকে, استوى فلان على الممالك অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি দেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জনগণকে নিজের অধীন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা আরশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, সৃষ্টির মধ্যে আরশ সবচেয়ে বড়। এটি উল্লেখ করে তিনি বুঝিয়েছেন, অন্যান্য ছোট সৃষ্টিও তার ক্ষমতার অধীন। ..... ইস্তেওয়া শব্দের অর্থ যদি করা হয়, আল্লাহর সত্তা স্থির হয়েছেন বা স্থান গ্রহণ করেছেন, তাহলে এটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্বে অস্থির বা গতিশীল ছিলেন। আর এধরনের অর্থ সুস্পষ্ট কুফুরী।

১৮. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল হাসান আলী ইবনে ফাজ্জাল আল-মুজাশায়ী [মৃত : ৪৭৯ হি :] তার আন-নুকাতু ফিল কুরআনিল কারীমে ইস্তেওয়ার অর্থ করেছেন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

[আন-নুকাতু ফিল কুরআনিল কারীম , পৃ .১৭৪-১৭৫]

১৯. জগৎ বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ইমাম রাগেব ইসপাহানী [মৃত : ৫০২ হি :] তার " আল-মুফরাদাত " নামক কিতাবে লিখেছেন ,

"ومتى عدّي- أي الاستواء – بـ "على" اقتضى معنى الاستيلاء كقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [سورة طه]"اهـ

অর্থাৎ ইস্তেওয়া শব্দটি যখন 'আলা' অব্যয় সহ ব্যবহৃত হয় , তখন এর অর্থ হয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন , " দয়াময় আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। [সূরা ত্ব -হা , আয়াত নং-৫] [আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন , পৃ .২৫১]

২০. ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আল -মুতাওয়াল্লী [মৃত : ৪৭৮ হি :] তার আল-গুনইয়া নামক কিতাবে ইস্তেওয়ার অর্থ করেছেন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

[আল-গুনিয়া ফি উসুলিদ্দীন , পৃ .৭৮]

২১. ইমাম গাজালী রহ . [মৃত : ৫০৫ হি :] তার বিখ্যাত কিতাব ইহইয়াউ উলুমিদ্দীনে লিখেছেন ,

"وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء" اه

"পবিত্র কুরআনের ইস্তেওয়া মূলত : ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থেই গৃহীত হবে "

[ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন , ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন , খ.১পৃ .১৮৬]

২২. ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী হানাফী রহ . [মৃত : ৫০৮ হি :] তার বিখ্যাত কিতাব " তাবসিরাতুল আদিল্যা "-তে লিখেছেন ,

"فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه: استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له"، ثم قال: وتزييف (بعض) الأشعرية هذا التأويل لمكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف. وهذا لا يتصور في الله تعالى، ونسبتهم هذا التأويل إلى المعتزلة ليس بشىء، لأن أصحابنا أولوا هذا التأويل ولم تختص به المعتزلة. وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن هذا عبارة عن استيلاء عن ضعف في

اللغة، بل ذلك يثبت على وفاق العادة كما يقال علم فلان، وكان ذلك في المخلوقين بعد الجهل، ويقال قدر، وكان ذلك بعد العجز، وهذا الاطلاق جائز في الله تعالى على إرادة تحقق العلم والقدرة بدون سابقة الجهل والعجز، فكذا هذا. "اهـ.

" ইস্তেওয়ার অর্থ হলো , আল্লাহ তায়ারা আরশের উপর নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরশ আল্লাহর সবচেয়ে বড় মাখলুক। আরশকে বিশেষভাবে উল্লেখের ফায়দা হলো , আরশের বড়ত্ব প্রকাশ করা। কিছু কিছু আশআরী ইস্তেওয়ার এই ব্যাখ্যাকে এভাবে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে যে , কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তো বোঝা যায় , আল্লাহ তায়ালা পূর্বে দুর্বল বা কর্তৃত্বহীন ছিলেন। অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে এটি কল্পনাও করা যায় না। কেউ কেউ এ ব্যাখ্যাকে মু 'তাজিলাদের দিকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। কেননা বহু আহলে সুন্নতের উলামায়ে কেরাম এই ব্যাখ্যা করেছেন। এটি শুধু মু 'তাজিলাদের ব্যাখ্যা নয়। বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা কর্তৃত্বহীন ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে দেখি। কিন্তু আরবী ভাষা কখনও এটি বোঝায় না। বরং এটি সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ঘটে থাকে। যেমন বলা হয় , অমুক জ্ঞানী হয়েছে। মাখলুকের ক্ষেত্রে পূর্বে মূর্খ থাকলেই কেবল বলা হয় সে জ্ঞান অর্জন করেছে। আমরা বলে থাকি , সে শক্তিশালী হয়েছে। মাখলুক ক্ষমতাহীন অবস্থা থেকে ক্ষমতা অর্জন করলেই কেবল এটা বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে ইলম ও কুদরত শব্দ এই শর্তে ব্যবহার করা জায়ে যে , আল্লাহর ক্ষেত্রে পূর্বে অক্ষমতা বা মূর্খতার কল্পনাও করা যাবে ন। একইভাবে ইস্তেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। "

[তাবসিরাতুল আদিল্লাহ , খ.১, পৃ .২৪২]

[চলবে......]

ইমাম আবু হানিফা রহ . কে যেভাবে জাহমী -মু 'তাজেলী বানালেন খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব !!!

September 21, 2014 at 8:13 PM

ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

বাংলাদেশে সালাফী মতবাদের অন্যতম প্রচারক ড . খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব সম্প্রতি আল -ফিকহুল আকবার এর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা বের করেছেন। এদেশে সালাফী

মতবাদ প্রচার ও প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তাদের শীর্ষে রয়েছেন। বিশেষভাবে সালাফীদের বাতিল আকিদা প্রচারে তিনি বহু চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা বইটি ছিলো সালাফী মতবাদ প্রচারের সূচনা। এরপর তিনি আল-ফিকহুল আকবারকে আশ্রয় করে সালাফীদের সকল বাতিল মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সহীহ আকিদাকে বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদা তিনি প্রচার করে চলেছেন। ইতিহাসে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বিকৃত করার চেষ্টা অনেকেই করেছে। কিন্তু এতো ব্যাপকভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাবের ব্যাখ্যার নামে তার আকিদাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন সম্ভবত এই প্রথম। যেসমস্ত আকিদার সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দূরতম সম্পর্ক নেই, আল-ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যার নামে সেগুলোকেও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইমামগণের বক্তব্যকে বিকৃত করে বাতিল আকিদা প্রচার থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

তথাকথিত সালাফীদের বাতিল আকিদার সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদার কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম আবু হানিফা রহ. সালাফীদের বাতিল আকিদার অনেক ক্ষেত্রে তিনি খন্ডন করেছেন। একারণে সালাফী শায়খরা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আল-ফিকহুল আকবার সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে আলোচনা করেছেন। আল-ফিকহুল আকবার সম্পর্কে সালাফীদের অবস্থান আলোচনা করা হলো,

১. সম্প্রতি সৌদি আরবের উম্মুল কুরা ইইনিভার্সিটি আক্বিদা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আব্দুল আজিজ বিন আহমাদ আল-হুমাইদী একটি কিতাব লিখেছেন।

কিতাবের নাম হলো, বারাআতুল আইম্মাতিল আরবায়া মিনাল মাসাইলিল মুবতাদায়া। কভার পেজ দেখুন।

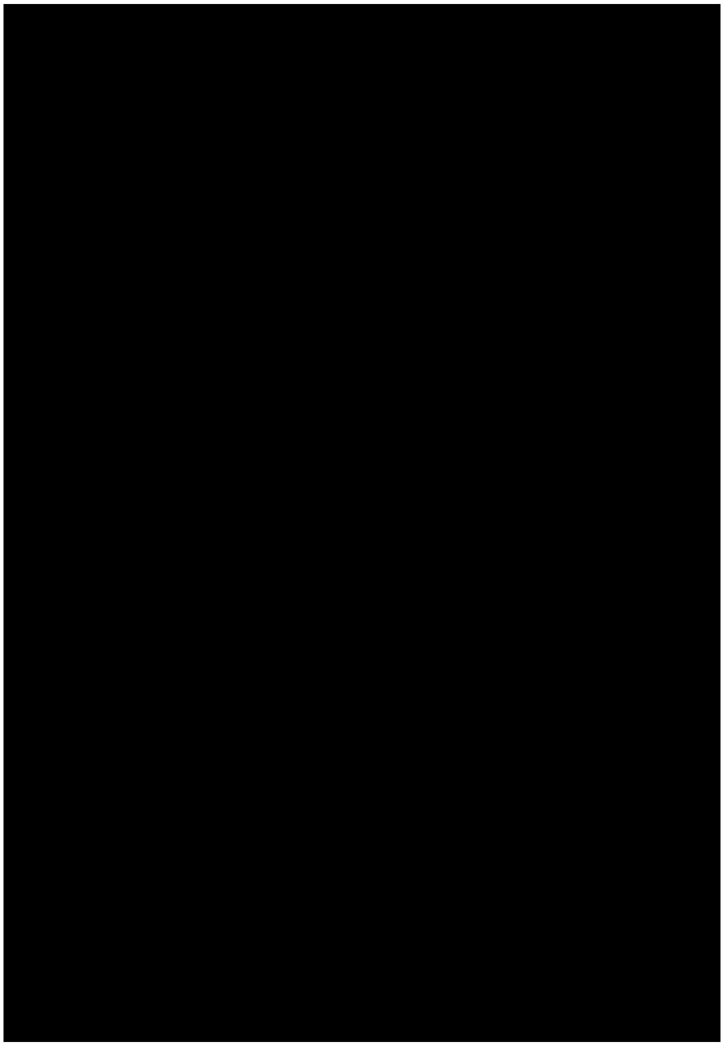

মূল কিতাবের ডাউনলোড লিংক:

http://www.archive.org/details/zad120

এই কিতাবে তিনি ফিকহুল আকবার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো, এখানে তিনি এমন আটটি মাসআলা আলোচনা করেছেন, যা মেনে নিলে সালফিদের মাযহাবই টিকবে না। এখন, একটা মানতে গিয়ে যদি সালাফীদের মূল মতবাদই ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে সালাফিয়াত আর টিকবে না। সালাফীদে আকিদা বিরোধী মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] -[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[[illegible] [illegible] [illegible], [illegible].[illegible]]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], “[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]” *[[illegible] [illegible] [illegible], [illegible].[illegible]]*

ড. আব্দুল আজিজ এর মতে ইমাম আবু হানিফা রহ. আল-ফিকহুল আকবার কিতাবটিতে সালাফীদের মৌলিক আকিদার বিপরীত অনেক আকিদা রয়েছে। ছোট্র এই কিতাবে এতো সালাফী আকিদা বিরোধী বক্তব্য ড. আব্দুল আজিজকে বিস্মিত করেছে। তার ভাষায়, আহলে সুন্নতের আকিদা বিরোধী এই কিতাব কখনও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাব হতে পারে না। এধরনের আকিদা বিরোধী বক্তব্য কিতাবটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কি না, এ বিষয়ে তাকে সংশয়ে ফেলেছে।

উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক সালাফী আকিদা বিরোধী যেসব বক্তব্য আল-ফিকহুল আকবারে পেয়েছেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. আমাদের মুখে উচ্চারিত কুরআন মাখলুক (লাফজুনা বিল কুরআনি মাখলুকুন)।

২. কুরআন আল্লাহর কালাম, এটি কাদীম (অনাদী)।

৩. আল্লাহ তায়ালা কোন উপকরণ, শব্দ ও অক্ষর ব্যতীত কথা বলেন। অক্ষরসমূহ সব মাখলুক বা সৃষ্টি।

৪. আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে দেহ বিহীন, কোন মৌল উপাদন (জাওহার) বা আপেক্ষিক উপাদান (আরজ) বিহীন বিশ্বাস করা।

৫. আল্লাহ তায়ালাকে বান্দাগণ পরকালে তাদের চোখে দেখবে। এই দেখার কোন অবস্থা বা সাদৃশ্য থাকবে না। আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন স্থানগত দূরত্বও থাকবে না।

৬. আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও দূরত্ব স্থানগত নয়। (অর্থাৎ স্থানের দিক থেকে আল্লাহ তায়ালা কারও দূরবর্তী বা নিকটবর্তী নন)।

ড. আব্দুল আজিজ স্পষ্টভাবে লিখেছেন, আল-ফিকহুল আকবার ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কিতাব নয়। তিনি এর স্বপক্ষে দু'ধরনের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত: কিতাবটি ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে সহীহ ন সনদে প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত: এই কিতাবে সালাফী আকিদা বিরোধী অনেক আকিদা রয়েছে। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. এসব বক্তব্য সহীহ ইসলামী আকিদা। কিন্তু সালাফীদের মতের বিরোধী হ্ওয়ার কারণে ড. আব্দুল আজিজ এগুলোকে অস্বীকার করেছেন। এসব সহীহ আকিদা সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদার বিরোধী হওয়ার কারণেই মূলত: ইমাম আবু হানিফা রহ. এর এসব বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর যখন এই কিতাব ব্যাখ্যা করেছেন, এসমস্ত সালাফী আকিদার বিরোধী আকিদা সম্পর্কে কী করেছেন? তিনি কি এগুলোর ব্যাপারে সালাফীদের সঠিক অবস্থান তুলে ধরেছেন? না কি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বিকৃত করে সালাফী মতবাদ ঠিক রেখেছেন?

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি, সালাফীরা ইস্তেওয়া শব্দের কয়েকটি অর্থ করে থাকে। যেমন,

১. বসা।

২. স্থির হওয়া বা স্থিতি গ্রহণ করা।

৩. উচু হওয়া বা উর্ধ্বে উঠা।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে ইস্তেওয়ার অর্থ হলো, মর্যাদাগতভাবে সমুন্নত হওয়া বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে স্থানগত উচু হওয়া উদ্দেশ্য নয়।
কেননা আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।

ইমাম আবু হানিফা রহ. সালাফীদের প্রথম দু'টি অর্থকে বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত শক্তভাবে খন্ডন করেছেন। তিনি ইস্তেওয়ার তৃতীয় অর্থ সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। ইমাম আবু হানিফা রহ. তার "ওসীযাত" কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বসা ও স্থিতি গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদার ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে খোন্দকার জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম আবু হানিফা রহ. কেই মুতাযিলী-জাহমি বানিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ।)। আল-ফিকহুল আকবারের ২৫৬ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব বলেছেন, আরশের উপর আল্লাহর স্থিতি গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করে মূলত: জাহমী মু'তাজিলীগণ।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আল-ফিকহুল আকবারের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

"" জাহমী-মু'তাযিলীগণ এ বিশেষণ অস্বীকার করেছেন। তারা দাবী করেন, আরশের উপর অধিষ্ঠান বাস্থিতি গ্রহণ কোনভাবেই মহান আল্লাহর বিশেষণ হতে পারে না। কারণ মহান আল্লাহর জন্য এভাবে অবস্থান পরিবর্তন বা কোন কিছুর উপর স্থিতি গ্রহণের মত মানবীয় কর্ম অশোভনীয় এব তার অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। ""

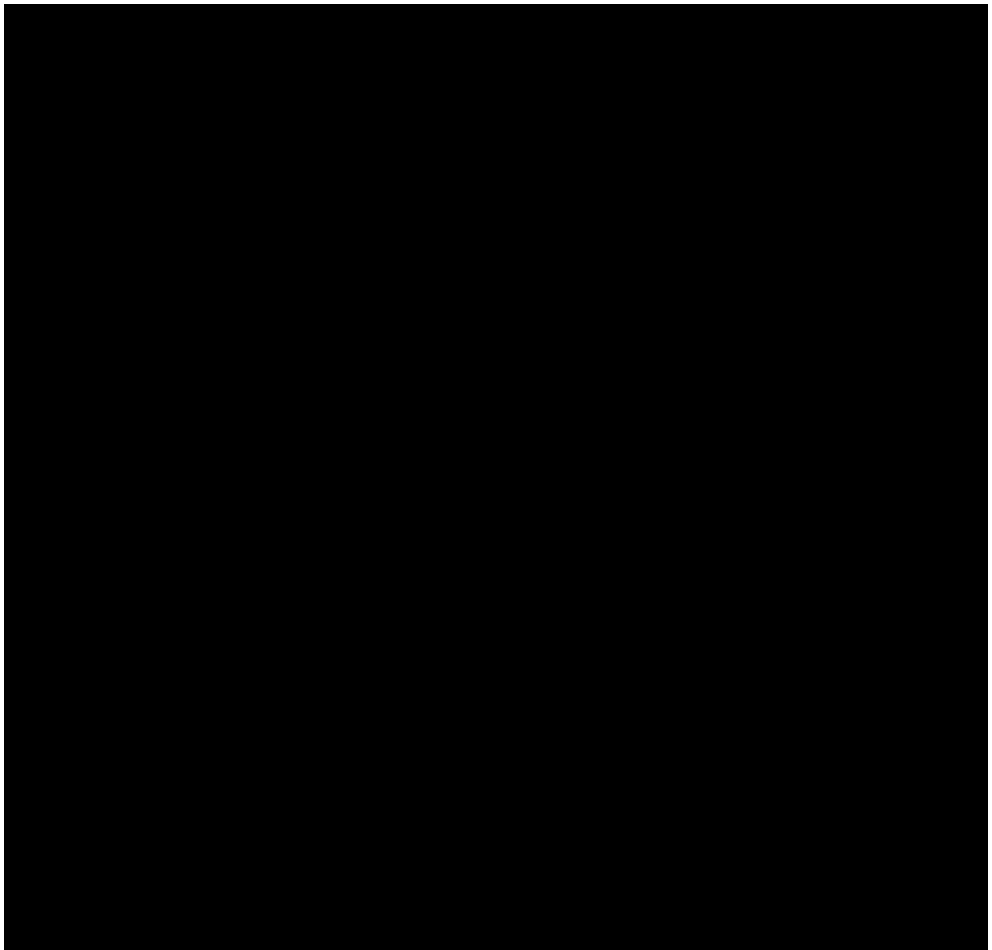

প্রিয় পাঠক, জাহাঙ্গীর সাহেবের শব্দের প্রতি খেয়াল করুন। আরশের উপর স্থিতি গ্রহনের কথা যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে তিনি জাহমী-মুতাযেলী আখ্যায়িতি করেছেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. স্পষ্টভাষায় বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর স্থিতি গ্রহণ থেকে পবিত্র। সুতরাং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. যেহেতু আল্লাহর আরশে স্থিতি গ্রহণের আকিদা অস্বীকার করেন, একারনে তিনি জাহমী বা মুতাজিলী। নাউযুবিল্লাহ।

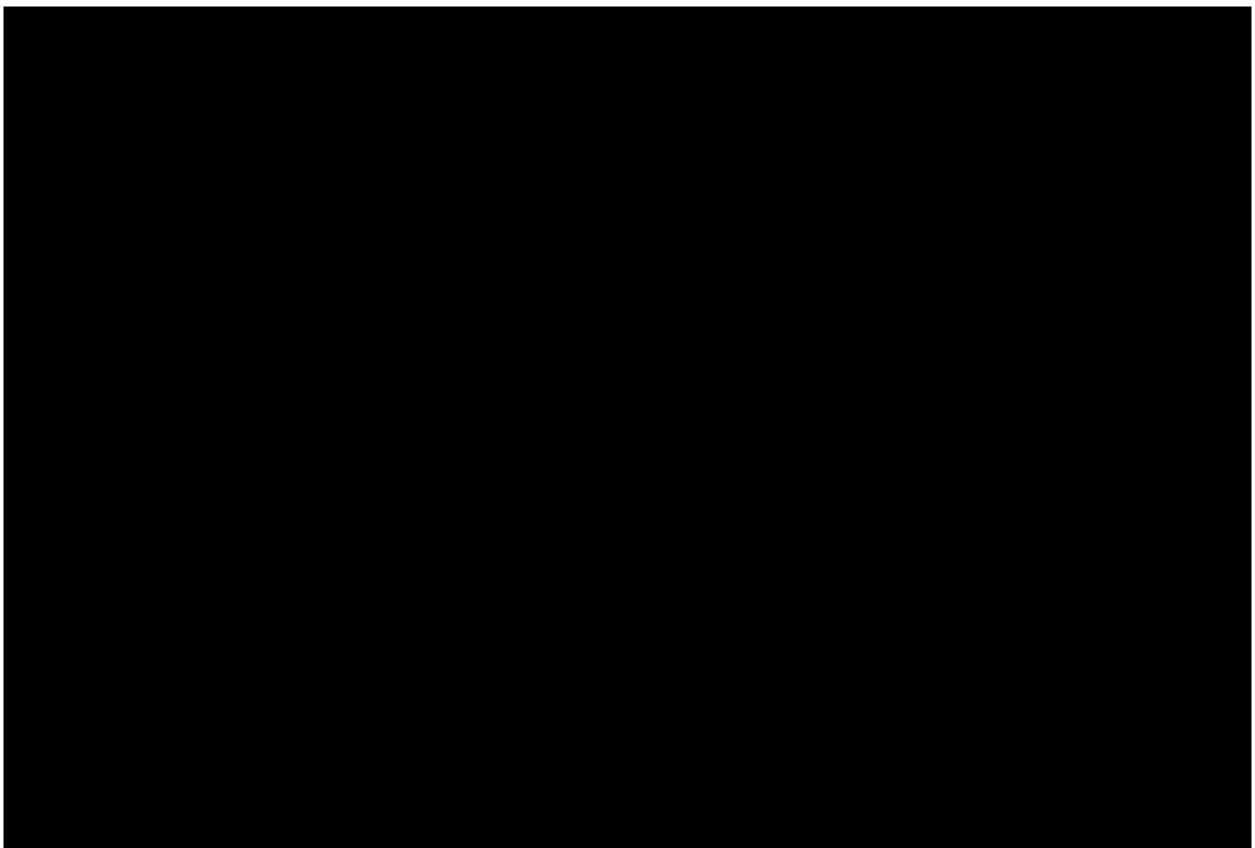

স্থিতি গ্রহণ ব্যতীত। ইমাম আবু হানিফা রহ. স্পষ্টভাষায় আরশের উপর স্থিতি গ্রহণের আকিদা অস্বীকার করেছেন। সুতরাং ড. জাহাঙ্গীর সাহেবের ২৫৬ পৃষ্ঠার বক্তব্য অনুযায়ী, ইমাম আবু হানিফা রহ. জাহমী মুতাজেলী হলেন। (নাউযুবিল্লা)।

বিষয়টি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা নেয়ার জাহাঙ্গীর সাহেবের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা দেখুন। এ বইয়ের ৫৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. উক্ত বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানে পৃথকভাবে অনুবাদ করেছেন। এখানে তিনি লিখেছেন, " আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন, আরশের প্রতি তার কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে" [কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ.৫৮৯, ২৬৯ [পিডিএফ]]

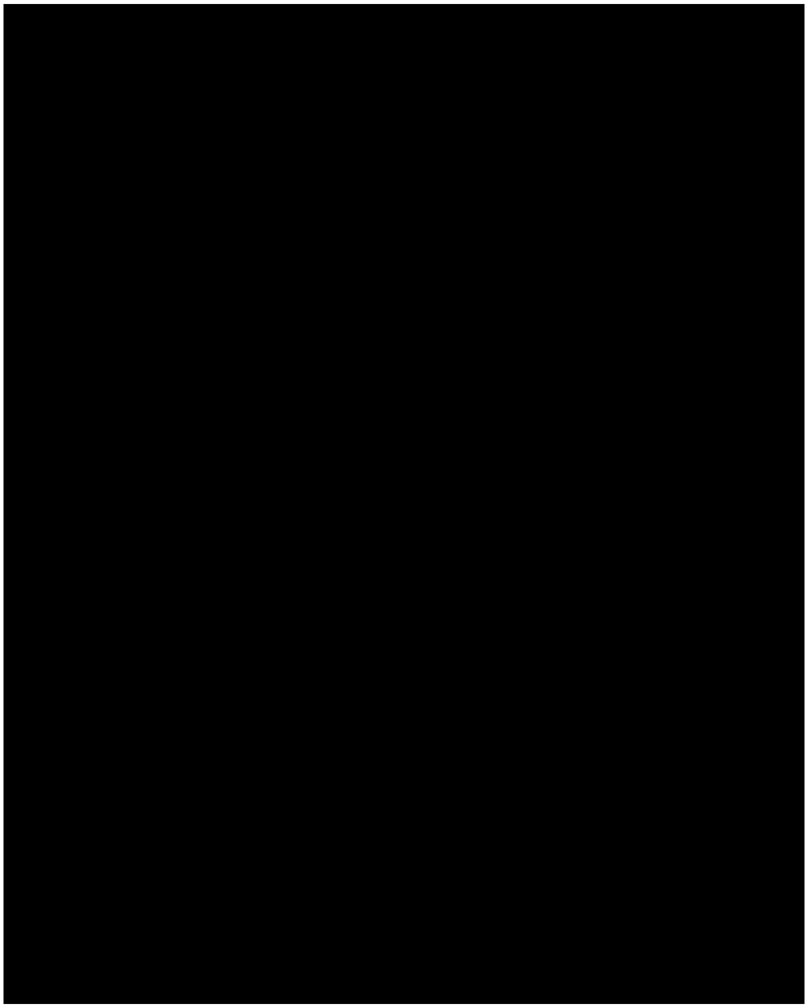

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর আকিদার নামে জাহাঙ্গীর স্যারের জাল বর্ণনা প্রচার!!!
September 22, 2014 at 4:22 PM

ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

ইতোপূর্বে অনেক আলোচনায় উল্রেখ করেছি যে, সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলো জা্ল ও দুর্বল বর্ণনায় ভরা। সালাফী শায়খদের তাহকীকে প্রকাশিত তাদের মৌলিক কিতাবগুলোর অধিকাংশতে পঞ্চাশ-ষাট ভাগ জাল ও দুর্বল বর্ণনা রয়েছে। কোনটাতে সত্তর-আশি ভাগ। এধরনের জাল বর্ণনার কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে থাকে । অধিকাংশ জাল বর্ণনাতে রয়েছে মারাত্মক সব ভ্রান্ত আকিদা। ভয়ংকর সব ইসরাইলী রেয়াতের সমাবেশ ঘটেছে তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলোতে। সালাফীরা এসব জাল বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও অনেকেই সেগুলো প্রচার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। দুর্বল ও জাল বর্ণনায় ভরা এধরনের একটি কিতাব হলো ইমাম যাহাবীর আল-উলু কিতাব। এই কিতাব ইমাম যাহাবী রহ. তার প্রথম জীবনে রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ কিতাব থেকে নিজেই ফিরে আসেন। ইমাম যাহাবী এ কিতাব থেকে ফিরে এলেও দুর্বল ও জাল বর্ণনায় ভরা এ কিতাবটি সালাফীরা এখনও প্রচার করে যাচ্ছে।

আল-উলু কিতাবের হস্ত লিপিকার আল্লামা ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী [মৃত:৮০৪ হি:] এই কিতাবের প্রচ্ছদে ইমাম যাহাবী রহ. এর ফিরে আসার কথা লিখেছেন। ইমাম যহাাবীর ফিরে আসার বিষয়টি ইমাম সাখাবী রহ. তার বিখ্যাত কিতাব আজ-জউল লামে তে উল্লেখ করেছেন। [আজ-জউল লামে, খ.৮, পৃ.১০৩]।

ইমাম যাহাবী স্পষ্ট লিখেছেন, " এই কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলো দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে সতর্ক করেছে। সেই সাথে অনেক আলেমের এমন কিছু উক্তি রয়েছে, যেগুলোতে তারা ভাষাগত বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন, আমি তাদের এসব বক্তব্য সমর্থন করি না। এসব ক্ষেত্রে আমি তাদের অনুসরণও করি না। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মাফ করুন। কালের পরিক্রমায় আমি যা করেছি, সেগুলোর উপর আমি অবিচল নই। আমার দ্বীন ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালার সাথে তুলনীয় কিছুই নেই।"

আল-উলু কিতাব থেকে ফিরে আসার প্রমাণ:

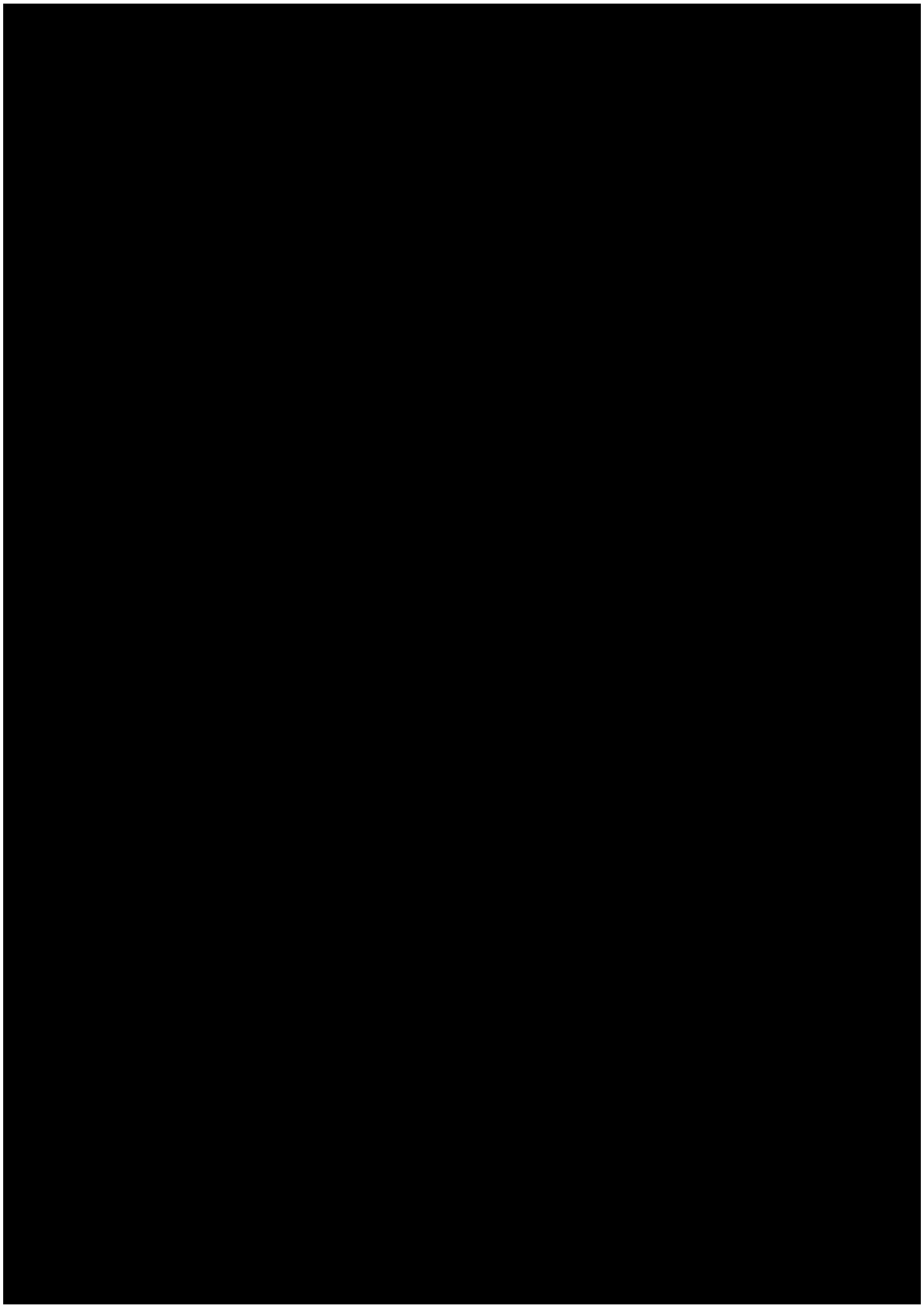

ইমাম যাহাবী এই কিতাব থেকে ফিরে আসার পরও সালাফীরা এই কিতাব প্রচার করে থাকে। যেমন শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী মুখতাসারুল উলু নামে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেছে। এই কিতাব থেকে অনেক জাল উদ্ধৃতি সালাফীরা তাদের কিতাবে প্রচার করে থাকে। বিশেষভাবে ড. আব্দুর রহমান আল-খামীস ই'তেকাদু আইম্মাতি আরবায়া (চার ইমামের আকিদা বিশ্বাস) নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এখানে ইমামদের নামে বহু জাল ও দুর্বল বর্ণনা এনেছেন। আল্লাহ

পাক আমাদেরকে সহীহ আকিদার নামে ভ্রান্ত আকিদা প্রচারকারীদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদা ব্যাখ্যার নামে আল-ফিকহুল আকবার নামে যে কিতাব লিখেছেন, এটি আসলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদার ব্যাখ্যা নয়। মূলত: ইমাম আবু হানিফার নামের আড়ালে সালাফীদের বাতিল আকিদা প্রচারই এই কিতাবের মূখ্য বিষয়। এই কিতাবের প্রত্যেকটি আলোচনা তাই প্রমাণ করে। ড. জাহাঙ্গীর সাহেব সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করতে গিয়ে ইমামদের নামে বিভিন্ন জাল ও দুর্বল বর্ণনাও এই কিতাবে এনেছেন। আজকের আলোচনায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নামে সালাফীদের বহুল প্রচারিত একটি জাল বর্ননা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশে সালাফী মতবাদের অন্যতম প্রচারক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার আল ফিকহুল আকবারের ২৭০ পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উক্তিটি এনেছেন। স্ক্রিনশট:

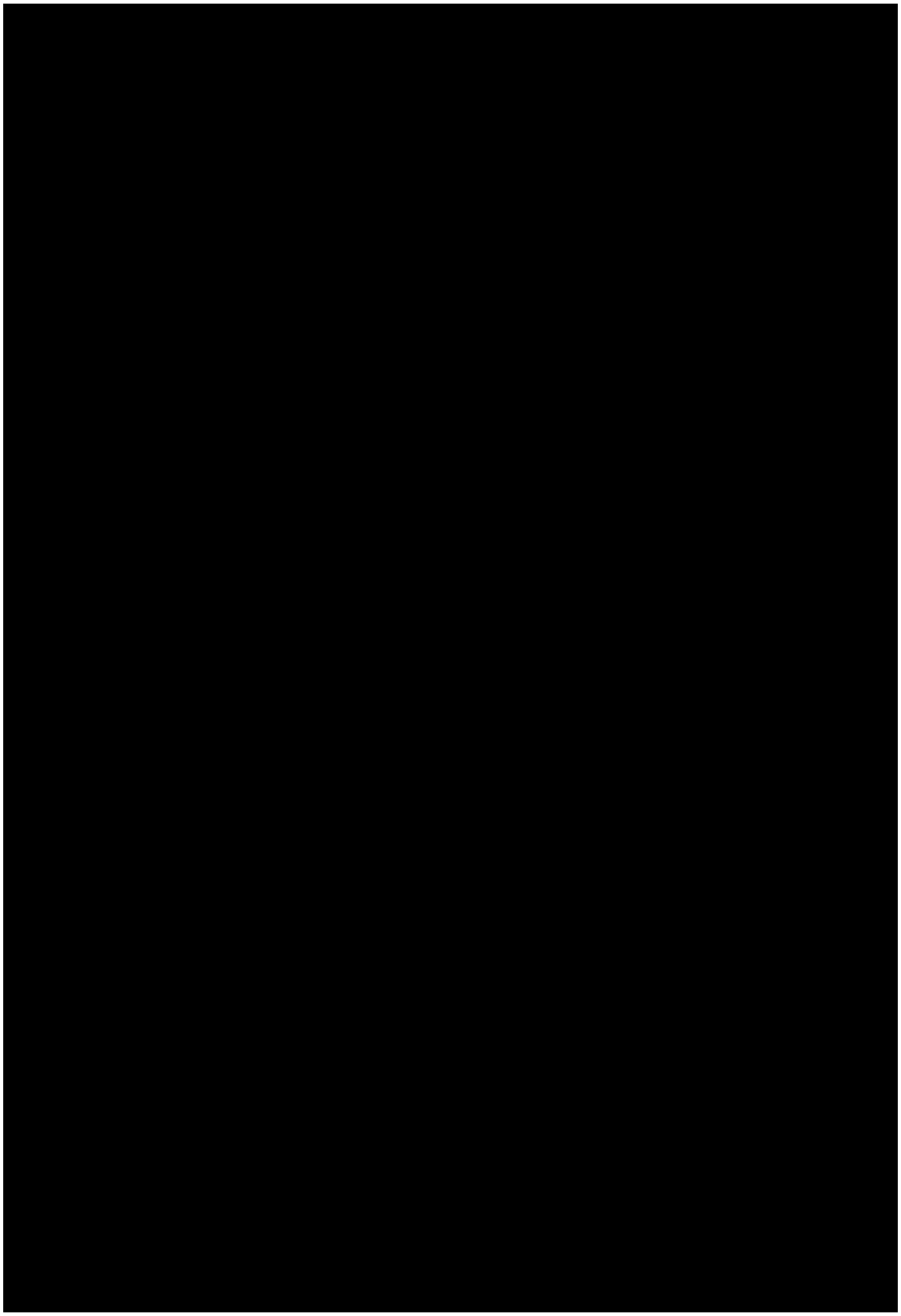

বর্ণনাটির সনদ বিশ্লেষণ :

ঘটনাটি ইমাম যাহাবী তার আল -উলু কিতাবে এবং ইবনুল কাইয়্যিম তার "ইজতেমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়া " কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনার সনদ :

روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري ، والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الاقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء .

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন: আমি যে তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাদেরকে ঐ তরিকার উপর পেয়েছি যেমন সুফিয়ান সাওরী , মালিক প্রমখগণ তা হল - এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে , আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন হক মা ’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল আর আল্লাহ্‌ তিনি আসমানে আরশের উপর রয়েছেন। তিনি তার বান্দার

নিকটবর্তী হন যে ভাবে ইচ্ছা করেন এবং যে ভাবে চান ঠিক সেভাবেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ...।

এই সনদের প্রথম বর্ণনাকারী হলেন ,

১. আলী ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল-হাক্কারী

সে ছিলো একজন মিথ্যুক ও জালকারী।

তার সম্পকের্ ইমামগণের বক্তব্য :

ইমাম যাহাবী তার বিখ্যাত কিতাব মিযানুল ই 'তেদালে লিখেছেন , খ.৩, পৃ .১১২ ইমাম ইবনুন নাজ্জার বলেছেন , সে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবঙ সে সনদ বানানোর ব্যাপারেও অভিযুক্ত ।

আরবী পাঠ:

وقال ابن النجار : متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد

ইমাম আবুল কাসেম ইবনে আসাকির বলেছেন , সে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত নয়।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ . লিসানুল মিযান পৃ .১৯৫ এ বলেছেন, সে গরীব ও মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে। তার হাদীসে জাল বর্ণনা রয়েছে। আমি মুহাদ্দিসগণের লেখায় দেখেছি , সে ইস্পাহানে হাদীস জাল করতো।

আরবী পাঠ:

وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات ، وفي حديثه أشياء موضوعة ورأيت بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان

২. এই বক্তব্যের আরেকজন বর্ণনাকারী হলো , আবু মুহাম্মাদ আল -মাকদিসী , সে মুজাসসিমা হওয়ার কারণে উলামায়ে কেরাম তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন । দেখুন , আব শামা মুকাদ্দেসী এর লেখা আয -যায়িল আলার রাওযাতাইন , পৃ .৪২ ও ৪৭।

এই বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে আবু শুয়াইব। সে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মৃত্যুর দু'বছর পরে জন্মগ্রহণ করে। দেখুন, তারীখে বাগদাদ,৯, পৃ.৪৩৬

এই বর্ণনাটি যে ইমাম শাফেয়ী এর নামে জালিয়াতি ও বানানো ইমাম যাহাবী নিজে তা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, মিযানুল ই'তেদাল, খ.৩, পৃ.৩৭৬

ইমাম মালিক রহ. এর নামে জাহাঙ্গীর স্যারের ভিত্তিহীন আকিদা প্রচার
October 21, 2014 at 11:53 AM

সহীহ আকিদা ও সহীহ হাদীসের দাবীদারগণ অন্যকে আক্রমণ করার জন্য সব সময় সহীহ সহীহ করলেও নিজেদের ভ্রান্ত আকিদা প্রমাণে তারা জাল বর্ণনা উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হন না। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের নিকট দুর্বল বর্ণনা দ্বারা কোন আমলের ফজিলত প্রমাণিত হয় না ঠিকই, কিন্তু জাল ও দুর্বল বর্ণনা দ্বারা তারা তাদের সহীহ (?) আকিদা প্রমাণ করে থাকেন। ইমামগণের আকিদার নামে ভিত্তিহীন বর্ণনা ও আকিদা প্রচার এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। চার ইমামের আকিদা নামে তারা যেসব কিতাব লিখেছে, অধিকাংশ আকিদা ইমামগণের নামে মিথ্যাচার ও জালিয়াতি বৈ কিছুই নয়। ড. আব্দুর রহমান আল-খামীস, ই'তেকাদু আইম্মাতিল আরবায়া (চার ইমামের আকিদা-বিশ্বাস) নামে একটি কিতাব লিখেছেন। এটি ২০০৪ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে চার ইমামের নামে যেসব জাল ও দুর্বল বর্ণনা এবং ভিত্তিহীন আকিদা লিখেছেন, এগুলো সম্পর্কে প্রায় প্রত্যেক যুগেই উলামায়ে কেরাম সতর্ক করেছেন। উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট লিখেছেন যে, এগুলো জাল ও ভিত্তিহীন। এরপরও তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইয়েরা সেগুলো চার ইমামের আকিদা নামে ঘটা করে প্রচার করেন। আল্লামা যাহিদ আল-কাউসারী রহ. এর কিতাব সমূহে এ কিতাবে উল্লেখিত অধিকাংশ বর্ণনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। এছাড়াও আরও বিখ্যাত ইমামগণের কিতাবে এসবের বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের সহীহ আকিদার সালাফী ভাইয়েরা এগুলো জানার পরও ইমামগনের নামে ভিত্তিহীন বর্ণনাগুলো প্রচার করে থাকেন। ড. আব্দুর রহমান আল-খামীসের কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। এগুলো নিয়মিত প্রচারও করা হচ্ছে। কিন্তু এসব আকিদার সনদের মান কখনও যাচাই করা হয় না। এই হলো তথাকথিত সহীহ (?) আকিদার সহীহ (?) অবস্থা।

ড. আব্দুর রহমান আল-খামীসের কিতাবটি ২০০৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ২০০৫ সালে বিখ্যাত হানাফী আলেম শায়খ ওহবী সুলাইমান আল-গাউজী রহ. এর কিতাব, ইজাহুদ দলিল প্রকাশিত

হয়েছে। এ কিতাবের ভূমিকায় তিনি ইমামদের নামে কী ধরনের মিথ্যাচার করা হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের সালাফী ভাইয়েরা এগুলো জানেন না, বিষয়টি এমন নয়। তারা জানলেও চোখ বন্ধ করে ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রচার করে থাকেন সহীহ আকিদার নামে। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নামে জাল বর্ণনা প্রচারের বিষয়ে ইতোপূর্বে একটি নোট লিখেছি। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের আল-ফিকহুল আকবারের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ২০১৪ সালে। এতো দীর্ঘ সময়, এতো সমালোচনার পরও তিনি তার কিতাবে ইমামদের নামে জাল বর্ণনাগুলো এনেছেন। এতো বড় খিয়ানত করার পরও তাদের আকিদা সহীহ থাকে কীভাবে?

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি আল্লামা যাহিদ আল-কাউসারী রহ. এর তাহকীক কৃত আল-ফিকহুল আকবার বা আল-ফিকহুল আবসাত থেকে উদ্ধৃতি এনেছেন। কিন্তু আল্লামা যাহিদ আল-কাউসারী রহ. এই কিতাবের টীকায় ইমামদের নামে মিথ্যাচার করে যেসব বর্ণনা প্রচার করা হয়েছে, সেগুলোর যে বিশ্লেষণ করেছেন, সেগুলোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। অর্থাৎ তিনি জেনে-শুনে সজ্ঞানে এই খিয়ানতগুলো করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে যে ভিত্তিহীন আকিদা প্রচার করেছেন জাহাঙ্গীর স্যার, এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

মোট কথা, অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে আমাদের তথাকথিত সহীহ আকিদার ভাইয়েরা শত শত জাল ও দুর্বল বর্ণনা প্রচার করে যাচ্ছেন। তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলো এসব জাল ও দুর্বল বর্ণনার জ্বলন্ত সাক্ষী। তাদের আলেমরা এগুলো তাহকীক করার পরও এসব ভিত্তিহীন বিষয় প্রচারে তারা কুণ্ঠিত হন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সহীহ আকিদার নামে ভ্রান্ত আকিদা প্রচারকদের ভ্রান্তি থেকে হেফাজন করুন। আমীন।

তথাকথিত সালাফী মতবাদের প্রচারক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে লিখেছেন,

ইমাম মালেক রহ. বলেন,

"আল্লাহ আসমানে (উর্ধ্বে) এবং তার জ্ঞান সকল স্থানে। কোন স্থানই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়"

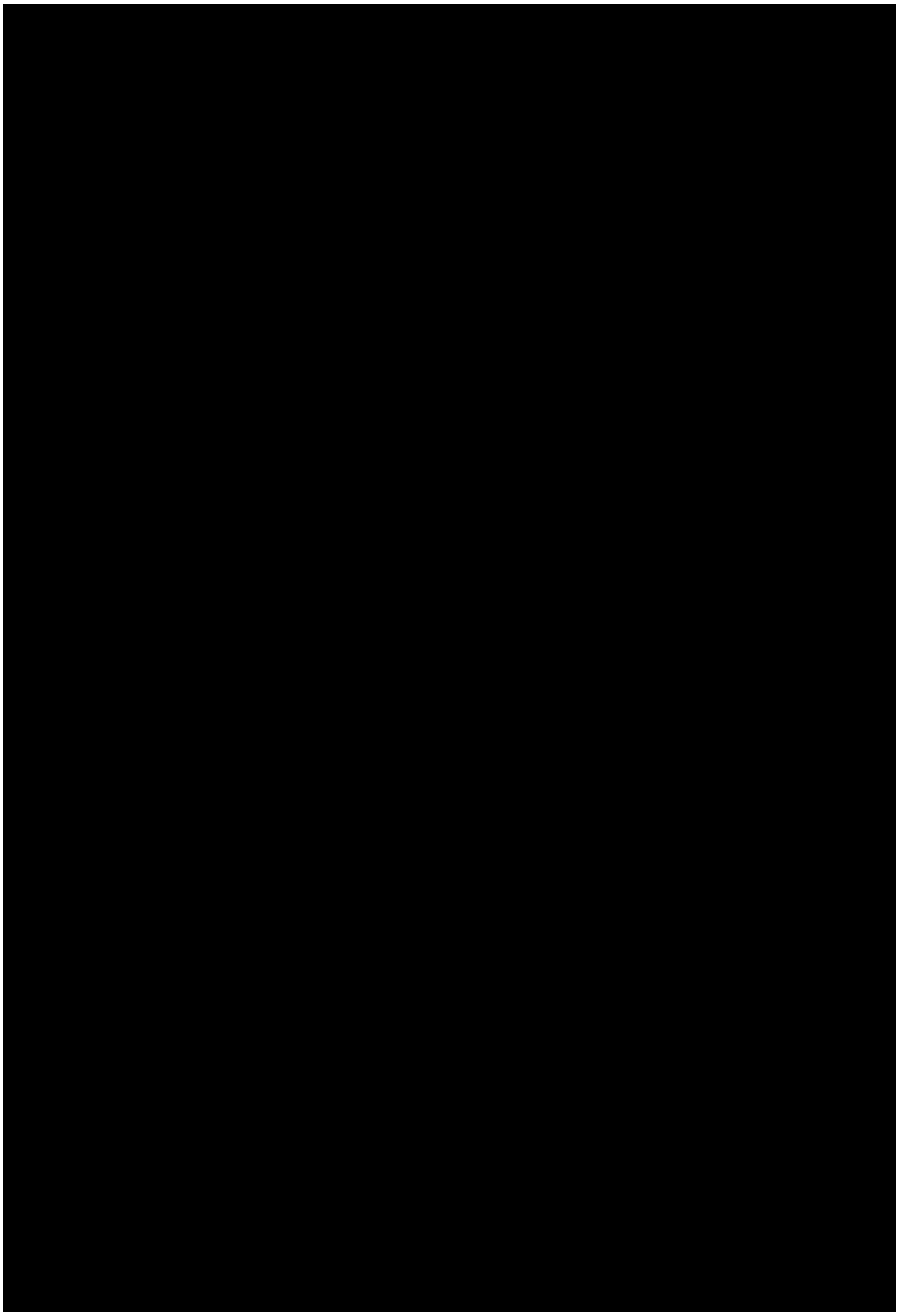

[redacted]

উক্ত বর্ণনার সনদ বিশ্লেষণ :

ইমাম মালিক থেকে উক্তিটি বর্ণনা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে। আব্দুল্রাহ । আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে থেকে বর্ণনা করেছে , সুরাইজ ইবনে নু 'মান। সুরাইজ ইবনে নু 'মান থেকে অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিক রহ . থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছে। এ বর্ণনার কোন মুতাবি বা শাহিদ বর্ণনা নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত :

=================================

১. ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেছেন ,

ضعفوه

অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তাকে যয়ীফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

২. ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী বলেন ,

روي مناكير

অর্থ : সে মুনকার হাদীস সমূহ বর্ণনা করতো।

৩. ইমাম বোখারী রহ . তাকে মুকারুল হাদীস বলেছেন।

৪. ইমাম নাসায়ী রহ . তার সম্পর্কে বলেন ,

متروك

অর্থ : সে পরিত্যক্ত।

[সূত্র : আল-কাশিফ, ইমাম যাহাবী রহ ., পৃ .৬০৩]

অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার হেফজ বা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কথা লিখেছেন। অনেকে তার শেষ জীবনে ভ্রমগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

মূলত : আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এর উক্ত বর্ণনাটি ইমাম মালিক রহ . থেকে সুপ্রমাণিত বক্তব্যের বিপরীত। ইমাম মালিক রহ . কে ইস্তেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান। এবং প্রশ্নকারীকে তিনি বিদযাতী আখ্যায়িত করেন। সুতরাং ইমাম মালিক রহ . কখনও একথা বলতে পারেন না যে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন। তার যদি এটিই আকিদা হতো , তাহলে তিনি ঘর্মাক্তও হতেন না বা তাকে বিদয়াতীও বলতেন না।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন :

=========

যদি মেনে নেই যে, ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন। আমরা জাহাঙ্গীর সাহেবসহ সকল সালাফীকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কি ইমাম মালিক রহ. এর এ কথা বিশ্বাস করেন?

যদি বলেন, হ্যা, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে এবার নীচের ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فمن اعتقد أنّ الله فِي جوف السّمَاء محصور محاط به......فَهُوَ ضال مبتدع جاهل

" কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন, আসমান দ্বারা পরিবেষ্টিত বা আবদ্ধ রয়েছেন, তবে সে পথভ্রষ্ট, বিদযাতী, মূর্খ"।

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৫, পৃ.২৫৮]

সুতরাং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যদি বলেন যে, তিনি ইমাম মালিক রহ. এর উক্ত বক্তব্যে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালা আসমানে বা আকাশে রয়েছেন, তাহলে তিনি পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী প্রমাণিত হবেন।

আর যদি বলেন, আমরা এটি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে তিনি ইমাম মালিক রহ. উক্ত বক্তব্য কীভাবে উদ্ধৃত করেন? তিনি নিজেই যেটা বিশ্বাস করেন না, সেটার প্রতি অন্যজনকে কেন দাওয়াত দেন?

ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের বিকৃতি:

=======================

সালাফী মতবাদের প্রচারক ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার " কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা" ও " আল-ফিকহুল আকবার" এর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার অসংখ্য জায়গায় একটি বিষয় সীমাহীন গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। বিষয়টি হলো, আল্লাহর গুণের ক্ষেেত্রে তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা বইয়ে তিনি তা'বীল বা ব্যাখ্যা করাকে বিদয়াত বলেছেন। আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেছেন, কোন গুণের তা'বীল বা রুপক অর্থে গ্রহণ সেটিকে অস্বীকার করা বা সেটিকে বাতিল করার নামান্তর।

তা'বীল বা ব্যাখ্যা করার কারণে সালাফীরা আশআরী-মাতুরী উলামায়ে কেরামকে কাফির পর্যন্ত বলে থাকে। এমনকি ইমাম বোখারী সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যার কারণে তার এই ব্যাখ্যাকে নাসীরুদ্দীন আলবানী বলেছে, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না।

তা'বীল বা রুপক অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে জাহাঙ্গীর স্যারের কিছু বক্তব্য দেখুন,

আল্লাহর সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে তা'বীলকে সালাফীরা কুফুরী, বিদয়াত, জামহিয়া, মুয়াত্তিলা ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকেন। অথচ প্রয়োজনের সময় অসংখ্য জায়গায় তারা নিজেরাও রুপক অর্থ নিয়ে থাকেন। এসব সালাফী ভাইয়েরা নিজেদের রুপক অর্থ গ্রহণকে কখনও কুফুরী, বিদয়াতী বা জাহমিয়া-মুয়াত্তিলাদের কাজ বলে উল্লেখ করেন না। নিজেদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কখনও বলেন না যে, এটি বক্তব্যের বিকৃতি, বা অস্বীকার। ইমাম মালিক রহ. বলেছেন,

"আল্লাহ আসমানে বা আকাশে রয়েছেন।"

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব আসমানের একটি রুপক অর্থ নিয়েছেন, উর্ধ্বে। এই রুপক অর্থ তিনি আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন। ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই রুপক অর্থকে তিনি ব্র্যাকেটে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর

বক্তব্যের ক্ষেত্রে শুধু রুপক অর্থটিই রেখেছেন। জাহাঙ্গীর স্যার বা সালাফী মতবাদের অনুসারীদেরক কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা আশআরী- মাতুরী আলেমগণ ব্যাখ্যা করলে, সেটা ওহীর বিকৃতি, অস্বীকার হয়, সেটা কুফুরী হয়, সেটা অমুসলিমদের বক্তব্য হয়ে যায়, অথচ আপনারা যেসব রুপক অর্থ নিয়ে থাকেন, এর দ্বারা কি বক্তব্যের বিকৃতি হয় না? আপনাদের রুপক অর্থ কি এতটাই পূন্যের হয়ে গেছে সেটা নিন্দনীয় হয় না? আমাদেরটা কুফুরী হলেও আপনাদেরটা ঠিকই সহীহ আকিদার হয়ে যায়?

সুতরাং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার নিজের ফতোয়া অনুযায়ী ইমাম মালিক রহ. সহ অন্যান্য ইমামের বক্তব্য বিকৃত বা অস্বীকার করে বিদযাতী কাজ করেছে, জাহমিয়া- মুতাজিলীদের কাজ করেছে।

আকিদারস্বরূপ িবশ্লেষণ (পবর্-১)
October 28, 2014 at 10:38 PM

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমী (মৃত:২৮০ হি:)

শুরুতেই একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি এবং সুনানে দারিমি এর লেখক একই ব্যক্তি নন। সুনানে দারিমির লেখকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান। তিনি ২৫৫ হি: মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি মৃত্যু বরণ করেন ২৮০ হি:।

তার জীবনী গ্রন্থসমূহে তার রচিত দু’টি আক্বিদার কিতাবের নাম পাওয়া যায়। ১. আর রদ্দু আলাল-জাহমিয়া। ২. আর-রদ্দু আলাল বিশর আল-মারিসি। সালাফীরা উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমীকে তাদের প্রথম শ্রেণির আক্বিদার ইমাম মনে করে এবং তার এই কিতাব দু’টিকে তাদের আক্বিদার কিতাব সমূহের মৌলিক কিতাব হিসেবে গন্য করে। আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া কিতাবটি শায়খ বদর আল-বদর ১৯৮৫ সালে আদ-দারুস সালাফিয়্যা থেকে তাহকীকসহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে শায়খ যুহাইর আশ-শাবিশ আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে এটি প্রকাশ করেন। সউদী আরবের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র মাহমুদ মুহাম্মাদ আবু রহীম ১৯৮৩ সালে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির আক্বিদা বিশ্লেষণ করে একটি উচ্চতর গবেষণাপত্র লেখেন। এই থিসিসের উপর তিনি উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে। তার থিসিসের নাম হলো, আল-ইমাম উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি ও দিফাউহু আন আক্বিদাতিস সালাফ অর্থাৎ ইমাম উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি ও সালাফে-সালেহীনের আক্বিদা সংরক্ষণে তার পদক্ষেপ। বর্তমান সালাফীদের কাছে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির এই দুটি কিতাব এতটা

গুরুত্বপূর্ণ যে এর উপর সউদী শেইখরা নিয়মিত দরস দিয়েছেন। সালাফী শায়খ ড. আব্দুল্লাহ গুনাইমান ২০১০ সালে এই কিতাবের উপর দরস দিয়েছেন। [১]

সালাফীদের আরেক শায়খ ফয়সাল বিন কাযযার আল-জাসিম ২০০৬ সালে আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া কিতাবের উপর দরস প্রদান করেছেন। [২]

উসমান ইবনে সাউদ আদ-দারিমির দ্বিতীয় আর-রদ্দু আলাল মারিসিও সালাফীদের নিকট খুবই গুরুত্ব। এটি তাদের মৌলিক আক্বিদার কিতাবের অন্যতম কিতাব। ড. আলী সামী আন-নাশশার এটি তাহকীক করে প্রকাশ করেন। সালাফীরা শুধু তার তাহকীকের উপরই সন্তুষ্টি হয়নি পরবর্তীতে আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া এর প্রধান শায়খ হামেদ ফকী এই কিতাবটি তাহকীক করে প্রকাশ করেন। সালাফীদের কাছে কিতাবটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্বোক্ত দু’জনের তাহকীকে তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি, পরবর্তীতে মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি থেকে ড. রশীদ বিন হাসান আল-মায়ী এটি তাহকীক করে মুমতাজ নাম্বার পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তার এই কিতাবে ভূমিকা লেখে দিয়েছে সালাফী শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি। মোট কথা উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির এই কিতাব দু’টি সালাফী আক্বিদার মৌলিক কিতাব এবং এগুলো তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূণ। কিতাব দু’টির গুরুত্ব সম্পর্কে সালাফী আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো,

সালাফী শায়খদের নিকট দারিরিম কিতাবের গুরুত্ব:

সালাফী শায়খ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি বলেন,

يعتبر هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة من أهم الكتب المصنفة في العقيدة علي مذهب أهل السنة و الجماعة

অর্থ: উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির আর-রদ্দু আলাল মারিসি (৩ খন্ড বিশিষ্ট) কিতাবটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদার উপর লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। [৩]

এখানে আহলুস সুন্নাহ দ্বারা তথাকথিত সালাফী আক্বিদা উদ্দেশ্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, বর্তমানের সালাফী আক্বিদা মূলত: কাররামিয়াদের আক্বিদা নতুন নামে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ এর দিকে সম্পৃক্ত করলেও আহলুস সুন্নাহ এর সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি পরবর্তীতে উসমান ইবেন সাইদ এর কিতাব দু’টি সম্পর্কে বলেন,

وقد أثني العلماء علي هذين الكتابين ونقلوا عنهما و إستشهدوا بما فيهما ، كما قال العلامة إبن القيم الجوزية رحمه الله تعالي :

(كتابا الدارمي : النقض على بشر المريسي والرد على الجهمية – من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها وينبغي لكل طالب سنة , مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعين والأئمة أن يقرأ كتابيه . وكان شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهما أشد الوصية ، ويعظمها جدا ، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما)

و كان شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله ينقل من هذا الكتاب الصفحات في مؤلفاته و ردوده كما في كتابه الذي لا نظير له في بابه : درء تعارض العقل و النقل و كما نقل عنه العلامة إبن القيم في كتابه: إجتماع الجيوش الإسلامية علي غزو المعطلة و الجهمية و كما نقل غيرهما من أهل العلم

অর্থ : আলেমগণ এই দুই কিতাবের ব্যাপারে খুবই প্রশংসা করেছেন। এখান থেকে তারা উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এই কিতাবের আক্বিদা -বিশ্বাস সঠিক হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ .বলেন, "উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির কিতাব , আন-নকজু আলা বিশর আল-মারিসি ও আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া , আক্বিদা বিষয় লিখিত শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে উপকারী কিতাবের অন্যতম। আক্বিদা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী প্রত্যেক ছাত্র যে সাহাবা , তাবেয়ীন , ও তাবে -তাবেয়ীন ও ইমামদের আক্বিদা সম্পর্কে জানতে চায় , সে যেন এই কিতাব দু ’টো পড়ে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ . এই কিতাব দু ’টো পড়ার যারপর নাই গুরুত্বের সঙ্গে ওসিয়ত করতেন। তিনি কিতাব দু ’টোকে খুবই সমাদর করতেন। কিতাব দু ’টোতে আল্লাহর একত্বতা , নাম ও গুনাবলী বিভিন্ন বর্ণনা ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে , যা সাধারণত : অন্য কিতাবে পাওয়া যায় না। ”[৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ . এই কিতাব দু ’টি থেকে তার রচনা ও জবাবমূলক বইগুলোতে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন তার অনন্য কিতাব দরউ তায়ারুজিল আকলী ওয়ান নকল -এ তিনি এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একইভাবে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ . তর ইজতেমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া কিতাবে দারিমির এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য আলেমরাও এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। [৫]

সালাফী শায়ক ড .রশীদ বিন হাসান এই কিতাবের ছয়টি ইলমী গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। এবং সর্বশেষ তিনি লিখেছেন , ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ . এই কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই কিতাবের ইলমী মর্যাদার জন্য সেটিই যথেষ্ট। এরপর তিনি ইবনুল কাইয়্যিম রহ . উপর্যুক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া রহ . তার দরউ তায়ারুজিল আকলী ওয়ান নকলি কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে ৪৯ -৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ৬৬ -৭৩ পর্যন্ত দারিমির এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একইভাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ . তার ইজতেমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়া কিতাবে ৮৯ -৯০ পৃষ্ঠায় এই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী আলেমগণও এই কিতাব থেকে দলিল প্রদান করেছেন। যেমন আদ -দুরারুস সুন্নিয়া ফিল আজইবাতুন নজদিয়া কিতাবের তৃতীয় খন্ডে ১০৯ -১১১ পৃষ্ঠায় এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। [৬]

একইভাবে সালাফী শায়খ হামিদ আল -ফকী ও শায়খ বদর আল-বদর এই কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শায়খ ফয়সাল বিন কাজজার আল-জাসিম আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া সম্পর্কে বলেছেন ,

وهذا الكتاب من الكتب الأصلية كما يقال أو من الكتب التي هي المرجع في بيان معتقد أئمة السنة من الصحابة رضي الله عنهم و التابعين و أتباعهم وهو كتاب نفيس

“দারিমির এই কিতাবটি আক্বিদার কিতাব সমূহের মাঝে মৌলিক কিতাব। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমামগন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের আক্বিদা বর্ণনায় এটিই মৌলিক উৎস। কিতাবটি খুবই মূল্যবান। [৭]

সউদী সরকারী মুফতী বোর্ড তথা আল-লাজনাতুত দাইমা লিল-বুহুসি ওয়াল ইফতার পক্ষ থেকে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির এই কিতাবগুলোকে সীমাহীন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তারা এই কিতাব সম্পর্কে বলেছেন,

فهذه الكتب هي الدواء الشافي والنور الهادئ في ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة.

অর্থ: “অজ্ঞতা ও শিরকের অন্ধকারে এই কিতাবগুলো আরোগ্যদানকারী ঔষধের ন্যায় এবং হেদায়াত দানকারী আলোর ন্যায়। এই কিতাবগুলোতে কুরআনের আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন, ইবনে খোজাইমা রহ. এর কিতাবুত তাউহীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কিতাবুস সুন্নাহ, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া। একইভাবে ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীসহ হক্কের দিকে আহ্বানকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের কিতাব সমূহ।”[৮]

এই ফতোয়ায় সাক্ষ্যর করেছে আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শায়খ আব্দুল্লাহ বিন কুউদ। তাদের কাছে উল্লেখিত কিতাবগুলো এতোটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোকে শিরকের অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলো দানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছে। আমরা তাদের এই দাবীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ করবো ইনশাআল্লাহ।

মোট কথা, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির এই কিতাব দু’টি সালাফীদের মৌলিক আক্বিদার কিতাব এবং এগুলো তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আক্বিদার কিতাব হওয়ায় এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, বর্তমানের সালাফীরা হলো কাররামিয়াদের উত্তরসূরী। এই কিতাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা বিরোধী যেসব আক্বিদা রয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

দারিমির কিতাবে শরীয়া বিরোধী আক্বিদাসমূহ:

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমির কিতাব দু’টিতে প্রচুর পরিমাণ জাল ও যয়ীফ বর্ণনা রয়েছে। কিছু কিছু বর্ণনাতে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো কুফুরী শিরকী আক্বিদা বহণ করে। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে কিতাব দু’টিতে উল্লেখিত ভ্রান্ত আক্বিদাগুলো উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহর জন্য হরকত বা নড়া -চড়া সাব্যস্ত করেছে।

২. আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করেছে।

৩. আল্লাহ তায়ালা ও সৃষ্টির মাঝে দূরত্ব সাব্যস্ত করেছে।

৪. আল্লাহ তায়ালার জন্য হদ বা সীমা সাব্যস্ত করেছে।

৫. যারা আল্লাহ তায়ালার জন্য সীমা সাব্যস্ত করেনি, তাদেরকে কাফের বলেছে।

৬. সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালাকে বহন করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মাহমুল।

৭. আল্লাহ তায়ালার জন্য স্পর্শ সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্পর্শ করেন।
তার মতে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ .কে নিজ হাতের স্পর্শ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
[রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল -মারিসি , পৃ .২৬, ২৯।]

৮. দূরত্বের বিবেচনায় আল্লাহ তায়ালা উপরের দিকে রয়েছেন। এমনকি পাহাড়ের উপরের অংশ নিচের অংশ থেকে আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী।

৯. আরশকে অনাদি সাব্যস্ত করেছে। [রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল -মারিসি , পৃ .১২২।]

১০. সে বলেছে , আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মাছির উপরও বসতে পারেন , তাহলে তিনি আরশ উপর কেন বসতে পারবেন না ?

১১. সে বলেছে আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর বসেন এবং আরশ থেকে তিনি চার আঙ্গুল বড়। [রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল-মারিসি , পৃ .১১২।]

১২. আল্লাহ তায়ালা কখনও আরশের উপর বসেন কখনও কুরসীর উপর বসেন। [রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল-মারিসি , পৃ .৭২।]

১৩. সে আল্লাহর কথা বলার জন্য জিহ্বা সাব্যস্ত করেছে। [রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল -মারিসি , পৃ .৭৪।]

১৪. সে বলেছে , আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা চলা -ফেরা করেন , যখন ইচ্ছা দাঁড়ান , যখন ইচ্ছা বসেন। [রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল -মারিসি , পৃ .২০, তাহকীক হামেদ আল-ফকী।]

আল্লাহ তায়ালার জন্য স্থান সাব্যস্তকরণ :

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি বলেছে ,

كيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده

অর্থ : বিশর কীভাবে তাউহীদের হেদায়াত পাবে , সে তো তার প্রভূর স্থান সম্পর্কে জানে না।
[৯]

আল্লাহ তায়ালার সীমা :

উসমান ইবনে সাইদ একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছে , বাবুল হদ্দি ওয়াল আরশি অর্থাৎ আল্লাহর সীমা ও আরশের পরিচ্ছেদ। এ পরিচ্ছেদে তিনি আল্লাহর সমাপ্তি ও সীমা সাব্যস্ত করেছেন। এবং যারা আল্লাহর সীমা সাব্যস্ত করে না , তাদেরকে কাফের বলেছেন। উসমান ইবনে সাইদ লিখেছে ,

وادعي المعارض ايضا أنه ليس لله حد ولاغاية و نهاية

অর্থ : প্রতিপক্ষ দাবী করেছে যে , আল্লাহ তায়ালার কোন সীমা , পরিসীমা ও সমাপ্তি নেই।
[১০]

এরপর সে লিখেছে ,

قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره . و لا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه . ولكن نؤمن بالحد . ونكل علم ذلك إلى الله . والمكانة أيضا حد ، وهو على عرشه فوق سمواته . فهذان حدان اثنتان

“আল্লাহ তায়ালার সীমা রয়েছে। তিনি ছাড়া এই সীমা সম্পর্কে কেউ জানে না। কারও জন্য নিজের অন্তরে আল্লাহর সীমার সমাপ্তি কল্পনা করা জায়েজ নয়। বরং আমরা আল্লাহর সীমার উপর ঈমান আনবো এবং এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করবো। আল্লাহর স্থানও একটি সীমা। তিনি আসমানের উপরে তার আরশের উপরে রয়েছেন। এই হলো আল্লাহ তায়ালার দু ’টি সীমা। ”[১১]

সে আরও লিখেছে,

وقد اتفقت كلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك

অর্থ : মুসলমান ও কাফের সবাই একমত যে আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন এবং তারা এভাবেই আল্লাহ তায়ালার সীমা সাব্যস্ত করেছে। [১২]

যারা আল্লাহ তায়ালার সীমা সাব্যস্ত করে না তাদেরকে সে কাফের বলেছে। সে লিখেছে ,

هذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله

অর্থ : এগুলো হলো আল্লাহর সীমার দলিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সীমা সাব্যস্ত করে না সে আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআনের ব্যাপারে কুফুরী করে এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে। [১৩]

আল্লাহ তায়ালা দাঁড়ান ও বসেন **:**

لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا يشاء ؛ ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا يشاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك . كل حي متحرك لا محالة . وكل ميت غير متحرك لا محالة .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلق، ولم يحمله العرش عظما ولا قوة، ولا حملة العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه، ولكنهم حملوه بقدرته، وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات ولا الأرض ولا من فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والأرض

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], Ibn Taymiyya's mosquito and the Gospel of St John [illegible]

I'm not sure where mosquitos come in. But if God could settle on a mosquito's back, why could he not take flesh and dwell amongst us?

[illegible]

[illegible]

[illegible], The Refutation of him [Ibn Taymiyya] who attributes direction to Allah [Al Raddu ala Man Qala bil Jiha]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله

অর্থ : “এই অজ্ঞ অভিযোগকারীকে বলা হবে , তোমাকে কে বলেছে , পাহাড়ের উপরের অংশ পাহাড়ের নিচের অংশ থেকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী নয় ? কেননা যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে যে , আল্লাহ আসমান সমূহের উপরে আরশের উপরে রয়েছেন সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে , পাহাড়ের উপরের অংশ নিচের অংশ থেকে অধিক নিকটবর্তী। ”[১৯]

ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ . এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য লিখেছেন ,

فعند إمام المجسمة هذا ، من علا في الجو بالطائرة يكون أقرب إلي معبوده من هذا وذاك ويدل كلامه هذا علي أنه كان يتطلع إلي معبوده من رؤوس الجبال و المآذن و المراصد كما هو صنيع الصائبة الحرانية عبيدة الأجرام العلوية وأما المسلمون فهم يعتقدون أن الله منزه عن المكان وأن نسبته إلي الأمكنة سواء فليس القرب منه بالمسافة وليس البعدعنه بالمسافة قال الله تعالي واسجد و اقترب وقال النبي صلي الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وغيره أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ...ومن الذي يجهل أن سمت رأس هذا الواقف علي هذا الجبل في هذا القطر يعاكس كل المعاكسة إتجاه رأس ذلك الواقف علي رأس ذلك الجبل في أمريكا مثلا

অর্থ : ভ্রান্ত মুজাসসিমা ফেরকার ইমামমের নিকট যে বিমান বা হেলিকপ্টারে উপরের দিকে উঠবে সে অন্যদের চেয়ে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হবে। তার এ কথা থেকে বোঝা যায় সে পাহাড় , মিনার ও বড় বড় অট্টালিকার উপর উঠে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতো। যেমন হাররানী সায়েবারা আজরামে আলিয়া বা মহাজগতিক কিছু বস্তুর পূজা করতো। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালা স্থান থেকে পবিত্র। আল্লাহ তায়ালার জন্য সমস্ত মাখলুক বা স্থান সমান। আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা পরিমাপ বা স্থানগত নৈকট্য বোঝায় না এবং আল্লাহর দূরত্ব দ্বারা পরিমাপ বা স্থানগত দূরত্ব উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন [অনুবাদ], সেজদা দাও এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হও। [২০]

ইমাম নাসায়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ রাসূল স . থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন [অনুবাদ]: সিজদারত অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।

একথা কে না জানে যে , কোন এক মেরুর কোন পাহাড়ের উপরে কেউ থাকলে ঠিক তার বিপরীত মেরু অনুযায়ী সে নিচে রয়েছে। যেমন আমেরিকার কোন পাহাড়ে কেউ থাকলে সে আমাদের ঠিক নিচে রয়েছে। [২১]

ইমাম যাহেদ আল-কাউসারী রহ . আরও লিখেছেন,

فتبا لهذا العقل الوثني لهذا الهرم وتبا ثم تبا لعقول الذين يتابعونه في ذلك أو يثنون عليه

অর্থ : “ এই হিন্দুয়ানী চিন্তা এবং পিরামিডিও ধারণা ধ্বংস হোক। ধ্বংস তাদের জন্য যারা এই চেতনা অনুসরণ করে অথবা এগুলোর প্রশংসা করে। [২২]

দারিমির কিতাবে যেসব আক্বিদা লেখা আছে সেগুলো মুসলমানদের আক্বিদা নয়। এগুলো সব কাররামিয়া ও মুজাসসিমাদের আক্বিদা। বর্তমান সালাফীরা এসব ভ্রান্ত কুফুরী শিরকী আক্বিদাকে নতুন নাম দিয়ে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করছে। বর্তমানের সালাফীরা মূলত: কাররামিয়াদের আক্বিদাগুলো মানুষের সামনে প্রচার করছে। তাদের সাথে কাররামিয়াদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ পাক পুরো মুসলিম উম্মাহকে এসব হিন্দুয়ানী আক্বিদা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।

উসমান ইবনে সাইদ সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত:

ঐতিহাসিক ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি (মৃত:২৮০ হি:) এর জিবনী লিখেছেন এবং অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন। তবে ইমাম যাহাবী রহ. আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে তার বাড়া-বাড়ির কথা স্বীকার করেছেন।[২৩] সালাফী শায়খ আলবানীও দারিমির এই বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছে।[২৪]

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকী রহ. লিখেছেন, তিনি কাররামিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন এবং তাদের বিরোধীতা করেছেন। ইমাম সুবকির বক্তব্য থেকে একটা বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি মূলত: কাররামিয়াদের বিরুদ্ধে লিখেছেন, এজন্য কাররামিয়ারা তার নামে দুর্নাম করার জন্য এই বিষয়গুলো তার কিতাবে ঢুকিয়েছে। বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কাররামিয়ারা তার কিতাবে এসব কুফুরী আক্বিদা ঢুকিয়েছে, তাহলে উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি এসব ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে আমরা মেনে নেবো। কিন্তু তিনি যদি এগুলো লিখে থাকেন, তাহলে তিনিই অবশ্যই ভ্রান্ত আক্বিদার অনুসারী মুজাসসিমা ছিলেন।

উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি এগুলো লিখেছে কি না, সেটা বড় বিষয় নয়। বরং যারা কুফুরী শিরকে ভরা এসব কিতাবের প্রশংসা করছে, এগুলো প্রকাশ করছে এবং এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়া দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের কী রাখা উচিৎ?

প্রথমত: স্পষ্ট কুফুরী শিরকে ভরা এসব কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে, এগুলোর প্রশংসা করে এবং এগুলোর প্রকাশ, তাহকী এবং প্রচারের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তারা মূলত: এগুলো প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা মানুষকে ভ্রান্ত আক্বিদার দিকে দাওয়াত দেয়। সাধারণ মানুষের মাঝে এগুলো প্রকাশ, প্রচার ও এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যারা এগুলো করছে তারা সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা এসব কিতাব প্রচার করে সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট কুফুরীর দাওয়াত দিচ্ছে। এসব কিতাব যেহেতু সালাফী আক্বিদার মৌলিক কিতাব, সুতরাং বর্তমানের তথাকথিত সালাফী আক্বিদা মূলত: পথভ্রষ্ট কাররামিয়া ফেরকারই নতুন রূপ। কাররামিয়অ ফেরকা যেমন পথভ্রষ্ট, বর্তমানের সালাফী আক্বিদাও বাতিল ও পথভ্রষ্ট। যারা সালাফী আক্বিদার নামে এগুলো প্রচার করেছেন বা করছেন, তাদের জন্য তওবা করে সহীহ আক্বিদা গ্রহণ করা জরুরি।

উদ্ধৃিতসমূহ:

[১] ইউটিউবের এই লিংকে তার দরস রয়েছে। https://www.youtube.com/watch? v=tfBzsPKLXGQ

[২] এই লিংকে তার অডিও দরস পাওয়া যাবে। https://archive.org/details/jasim-jahmiah-darimi

[৩] নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি এর ভূমিকা।

[৪] ইজতেমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, পৃ.৯০।

[৫] নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহি এর ভূমিকা

[৬] নকজু উসমান ইবনে সাইদ আলা বিশ আল-মারিসি, পৃ.৯৯, তাহকীক, ড.রশীদ বিন হাসান আল-মায়ী।

[৭] https://archive.org/details/jasim-jahmiah-darimi

[৮] ফাতাওয়া আল-লাজনাতুত দাইমা, খ.৭, পৃ.৩৫৬। ফতোয়া নং ৪০৮৩।

[৯] নকজু উসমান ইবনে সাইদ আদ-দারিমি, খ.১, পৃ.১৪২।

[১০] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.২৩।

[১১] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.২৩।

[১২] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.২৫।

[১৩] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.২৪।

[১৪] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.২০। তাহকীক, হামেদ আল-ফকী।

[১৫] রদ্দুদ দারিমি আলা বিশর আল-মারিসি, পৃ.৮৫। তাহকীক, হামেদ আল-ফকী।

[১৬] বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া, খ.১, পৃ.৫৬৮। খ.২, পৃ.১৬০।

[১৭]
http://blogs.telegraph.co.uk/culture/christopherhowse/9382627/ibn_taymiyyas_mosquito _and_the_gospel_of_st_john/

[১৮] Dr. G. F. Haddad, The Refutation of Him Who Attributes Direction to Allah, Aqsa Publications, Birmingham, UK, 2008, p. 83.

[১৯] রদ্দুদ দারিমি আল বিশর আল-মারিসি, পৃ.১০০।

[২০] সূরা আলাক, আয়াত নং ১৯।

[২১] মাকালাতুল কাউসারী, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ. এর প্রবন্ধ সংকলন, পৃ.২৬৪-২৬৫।

[২২] মাকালাতুল কাউসারী, পৃ.২৬৫।

[২৩] আল-উলু, খ.১, পৃ.১৯৫।

[২৪] মউসুআতুল আল্লামা আলবানী, খ.১, পৃ.১৩৮।

এসো আহলে সুন্নতের আকিদা শিখি (পর্ব-১)
September 11, 2014 at 3:52 PM

মুফতী ইজহারুল ইসলমা আল-কাউসারী

প্রথম আকিদা: আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।

সমস্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে যেমন আল্লাহ তায়ালা কোন স্থানে অবস্থান ব্যতীত ছিলেন, এখনও তিনি আছেন। আসমান-জমিন ধ্বংসের পরেও আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। আল্লাহ তায়ালাকে কোন স্থানে বা দিকে বিশ্বাস করা গোমরাহী। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের মাখলুক থেকে পবিত্র। তিনি কোন মাখলুকের মাঝে প্রবেশ করেন না, তার মাঝেও কোন কিছু প্রবেশ করে না। আল্লাহ তায়ালার জন্য সৃষ্টির কোন বৈশিষ্ট্যও প্রযোজ্য নয়। সৃষ্টির অবস্থানের জন্য স্থানের প্রয়োজন হয়, সৃষ্টি কোন সুনির্দিষ্ট দিকে থাকে, দু'টি সৃষ্টির মাঝে দুরত্ব থাকে, একটি আরেকটি থেকে পৃথক বা কাছাকাছি থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এসব অবস্থা থেকে পবিত্র। একইভাবে সৃষ্টির কোনটি ছোট বা বড়, কোনটি লম্বা বা খাট আল্লাহ তায়ালার জন্য এর কোনটিই প্রযোজ্য নয়। মোটকথা আল্লাহ তায়ালা কোন দিক থেকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। তার সদৃশ কিছুই নেই। তার সত্ত্বা, গুণাবলী, অবস্থান কোন দিক থেকেই কেউ তার সাদৃশ্য রাখে না। তিনি কোন জায়গায় অবস্থানের মুখাপেক্ষী নন। এগুলোই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস।

ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন,

تعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

[illegible]

[illegible]

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود"

[illegible]

[হিলয়াতুল আউলিয়া , খ.১, পৃ .৭৩]

মূল কিতাবের স্ক্রিনশট :

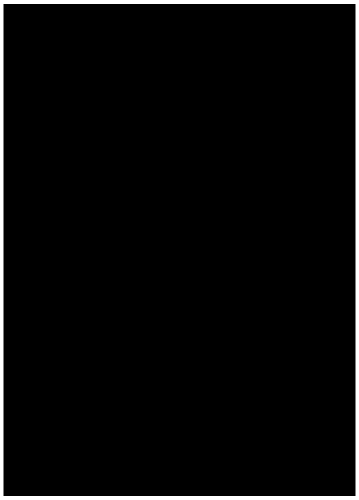

"أنت الله الذي لا يَحويك مكان"

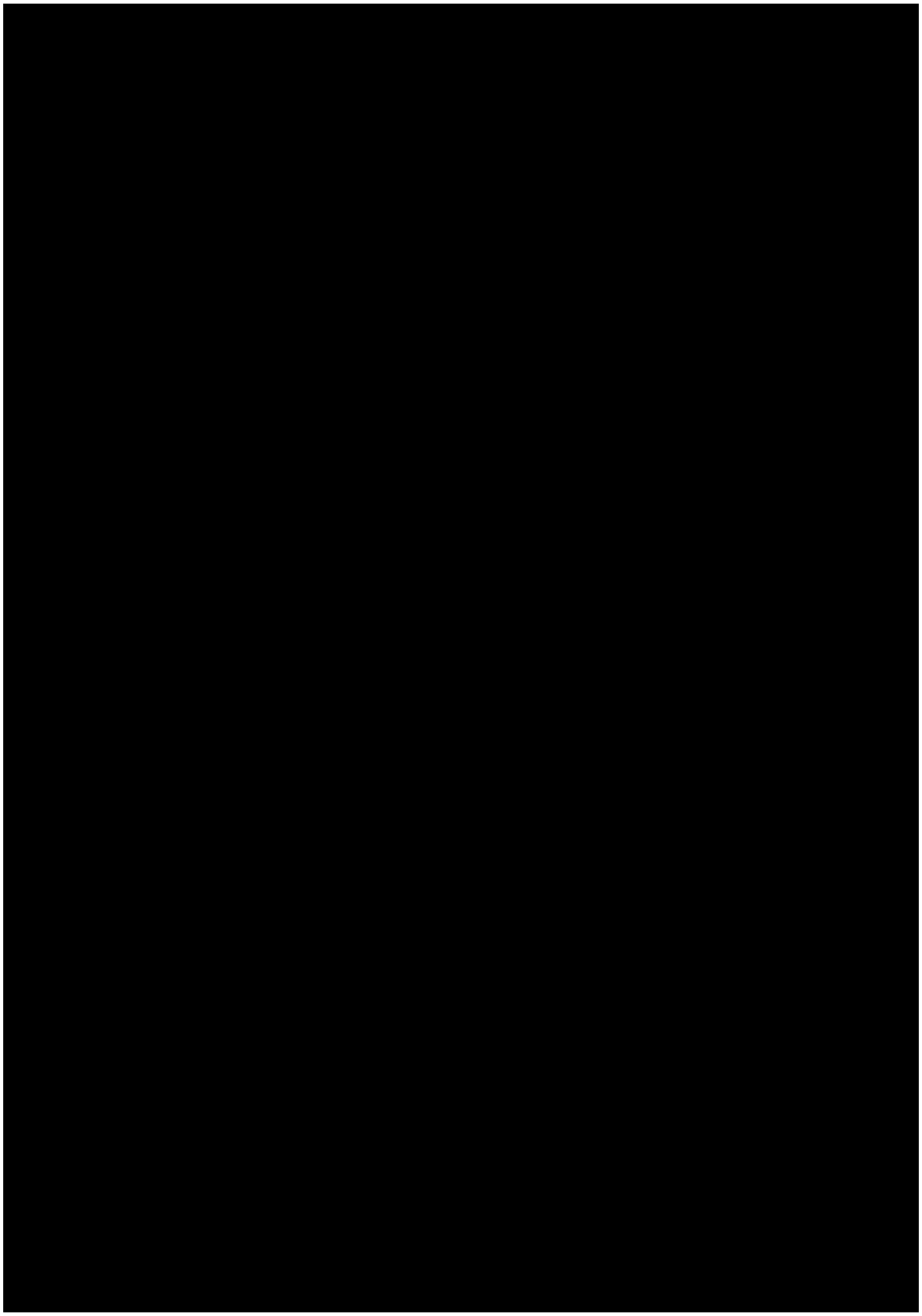

২. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যাইনুল আবেদীন [মৃত : ৯৪ হি :] বলেন,

"أنت الله الذي لا يَحويك مكان"

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি সেই সত্ত্বা, কোন স্থান যাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

[ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, আল্লামা মোর্তজা জাবিদী, খ.৪, পৃ .৩৮০]

তিনি আরও বলেন,

"أنت الله الذي لا تُحَدُّ فتكونَ محدودًا"

অর্থ : আপনি সেই সত্ত্বা যার কোন হদ বা সীমা নেই। সীমা থাকলে তো আপনি সসীম হয়ে যাবেন।

[ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, খ.৪, পৃ .৩৮০]

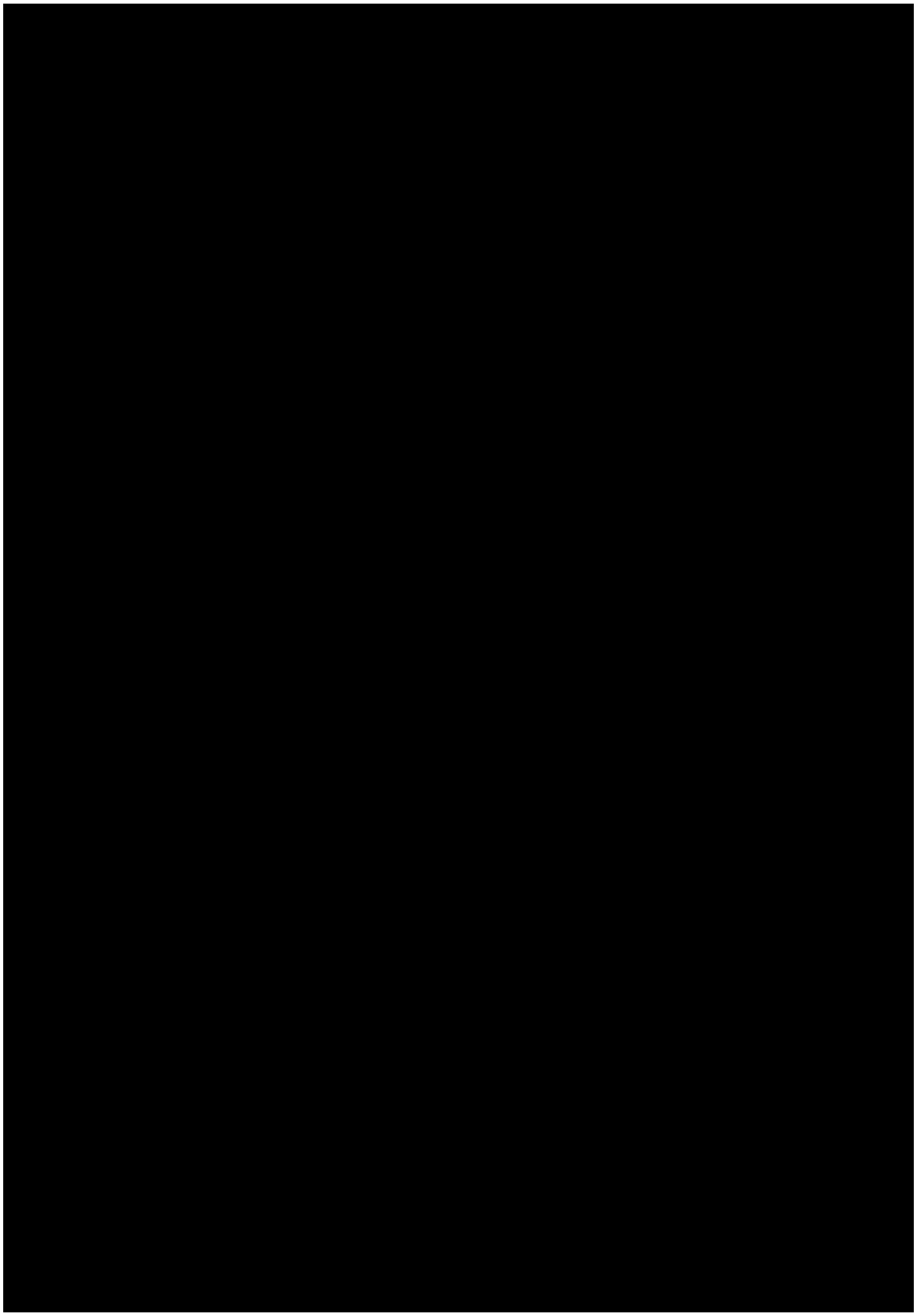

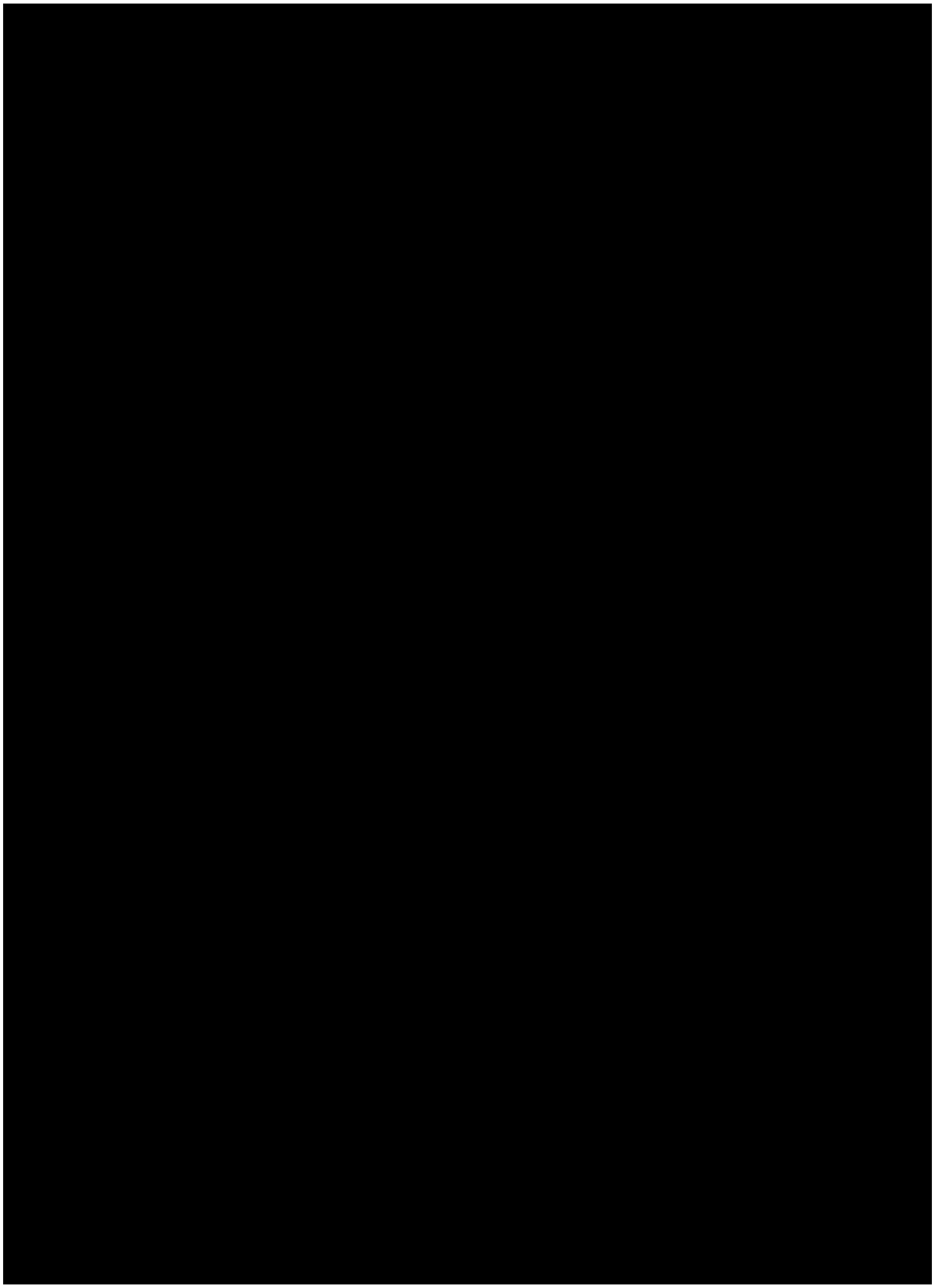

[illegible]

"قلتُ: أرأيتَ لو قيل أين الله تعالى؟ فقال ـ أي أبو حنيفة ـ : يقال له كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خَلْق ولا شىء، وهو خالق كل شىء"

অর্থ: যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ তায়ালা কোথায়? ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উত্তরে বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে, যখন কোন স্থানই ছিলো না, তখনও আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। আল্লাহ তায়লা তখনও ছিলেন যখন কোন সৃষ্টি ছিলো না, এমনকি 'কোথায়' বলার মতো স্থানও ছিলো না। সৃষ্টির একটি পরমাণুও যখন ছিলো না তখনও আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টা" [আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ.২০, আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারীর তাহকীক]

এটিই সমস্ত আহলে সুন্নতের আকিদা। যখন কোন স্থান ছিলো না, তখন আল্লাহ তায়ালা ছিলেন কি না? অবশ্যই ছিলেন। আল্লাহর অবস্থানের জন্য কোন স্থানের প্রয়োজন হয়নি। তেমনি এখনও আল্লাহর অবস্থানের জন্য কোন স্থান ব দিকের প্রয়োজন নেই। অনেক নির্বোধ একথা মনে করে থাকে, আল্লাহ তায়ালাকে স্থান ও দিক থেকে পবিত্র বিশ্বাস করলে তো আল্লাহ কোথাও নেই এটা বলা হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বই না কি অস্বীকার করা হয়। এই নির্বোধকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যখন কোন স্থান বা দিকই ছিলো না, তখন আল্লাহ কোথায় ছিলেন? সে যদি এটা বিশ্বাস না করে যে, আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যাবে। কোন সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে আল্লাহর অবস্থানের জন্য যখন কোন স্থানের প্রয়োজন হয়নি, তাহলে এখন কেন আল্লাহ তায়ালাকে স্থানের অনুগামী বানানো হবে? আর আল্লাহ তায়ালা স্থান থেকে পবিত্র একথা বললে আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করা হবে? এসব নির্বোধের হেদায়াতের জন্য বিখ্যাত তাবেয়ী ও ইমাম আবু হানিফা রহ. তার ছোট্র একটি বক্তব্য দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।

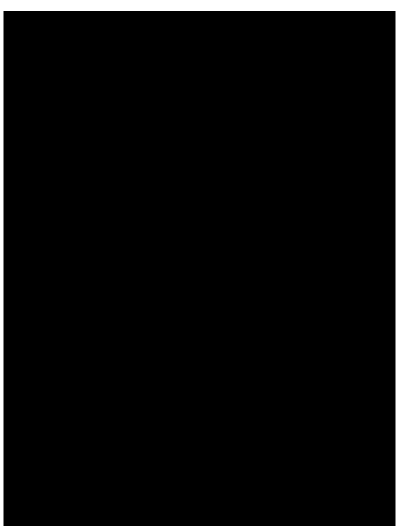

অর্থ : জান্নাতবাসীর জন্য কোন সাদৃশ্য , অবস্থা ও দিক ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার দর্শন সত্য।

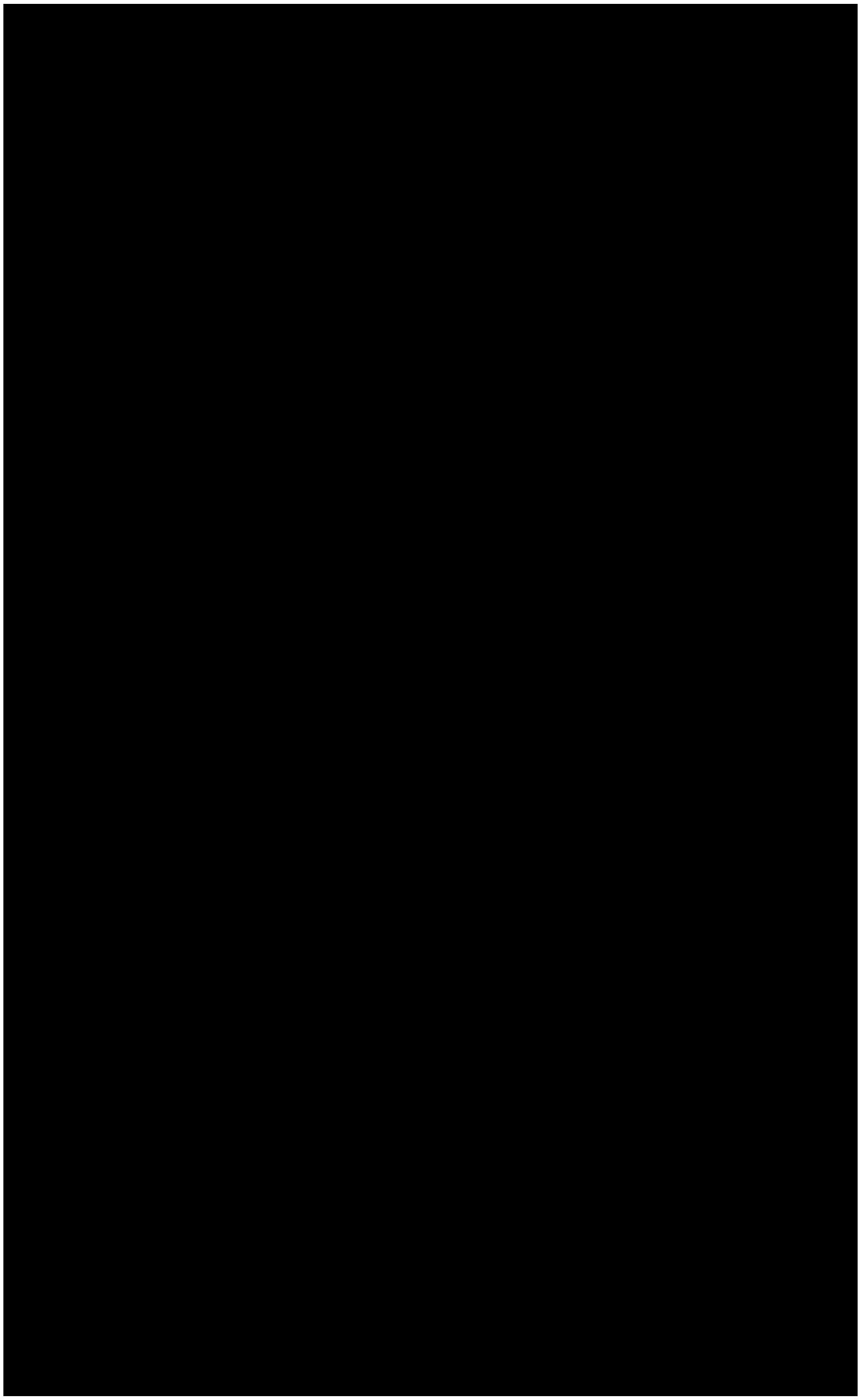

ইমাম আবু হানিফা রহ . আরও বলেন,

"ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهةٍ حقٌّ"

অর্থ : জান্নাতবাসীর জন্য কোন সাদৃশ্য , অবস্থা ও দিক ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার দর্শন সত্য।

[কিতাবুল ওসিয়্যা, পৃ .৪, শরহে ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারী, পৃ .১৩৮]

ইমাম আবু হানিফা রহ. স্পষ্ট লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা দিক থেকে পবিত্র। পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে দেখার জন্য আল্লাহর কোন দিকে থাকার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতো বিখ্যাত তাবেয়ীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাবেয়ীগণের আকিদাও এটি ছিলো। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।

৫. বিখ্যাত সূফী ইমাম জুন-নুন মিসরী রহ. [মৃত : ২৪৫ হি :] বলেন,

"ربي تعالى فلا شيء يحيط به * وهْو المحيط بنا في كل مرتصد

لا الأين والحيث والتكييف يدركه * ولا يحد بمقدار ولا أمد

وكيف يدركه حد ولم تره * عين وليس له في المثل من أحد

أم كيف يبلغه وهم بلا شبه * وقد تعالى عن الأشباه والولد"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালাকে কোন কিছু পরিবেষ্টন করে না।

তিনি সর্বাবস্থায় আমাদেরকে পরিবেষ্টন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

কোথায়, কেমন, কীভাবে, কী অবস্থা.. এগুলো থেকে আল্লাহ পবিত্র।

কোন পরিমাপ-পরিমিতি দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধও নন।

আল্লাহ তায়ালার সীমা কীভাবে নির্ধারণ করবে? অথচ তাকে চক্ষু দেখেনি এবং তার তুলনীয় কিছুই নেই?

কোন সাদৃশ্য ছাড়া কেউ আল্লাহ তায়ালাকে কীভাবে কল্পনা করবে? অথচ আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সাদৃশ্য ও সন্তান থেকে পবিত্র।

[হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.৯, পৃ.৩৮৮]

৫. ইমাম ইবনে জারীর তবারী (মৃত: ৩১০ হি) বলেন,

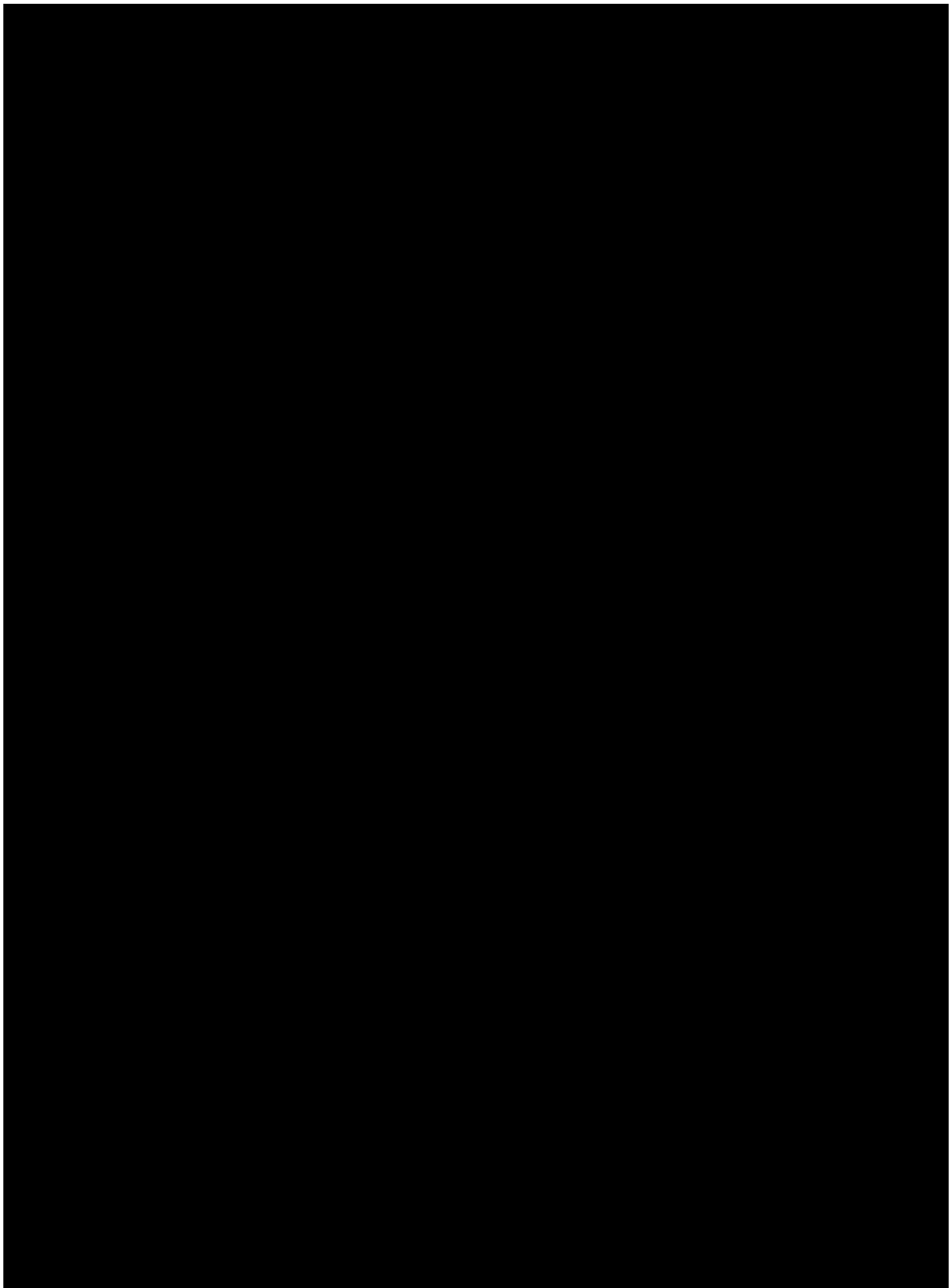

"فتبيَّن إذًا أن القديم بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شىء، وهو الكائن بعد كلّ شىء، والأول قبل كل شىء، والآخر بعد كل شىء، وأنه كان ولا وقت ولا زمان ولا ليل ولا نهار، ولا ظلمة ولا نور ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، وأن كل شىء سواه محدَث مدبَّر مصنوع، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين ولا ظهير، سبحانه مِنْ قادر قاهر"

অর্থ : স্পষ্টত : কাদীম বা অনাদী সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা , তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সব কিছুর অস্তিত্বের পূর্বে ছিলেন। তিনিই সব কিছু ধ্বংসের পরেও থাকবেন। তিনিই সবকিছুর পূর্বে , তিনিই সবকিছুর পরে। তিনি তখনও ছিলেন যখন কোন সময় ছিলো না। রাত দিন , আলো-আধার, আসমান-জমিন, চন্দ্র -সূর্য , তারকারাজি কিছুই ছিলো না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি , তার নিয়ন্ত্রণাধীন। কোন অংশীদার , সাহায্যকারী বা সহযোগী ছাড়া তিনি একাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। মহান ক্ষমতাধর ও কর্তৃত্বপরায়ণ সব সৃষ্টি থেকে পবিত্র ”

[তারীখে তবারী , খ.১, পৃ .৩০]

تعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

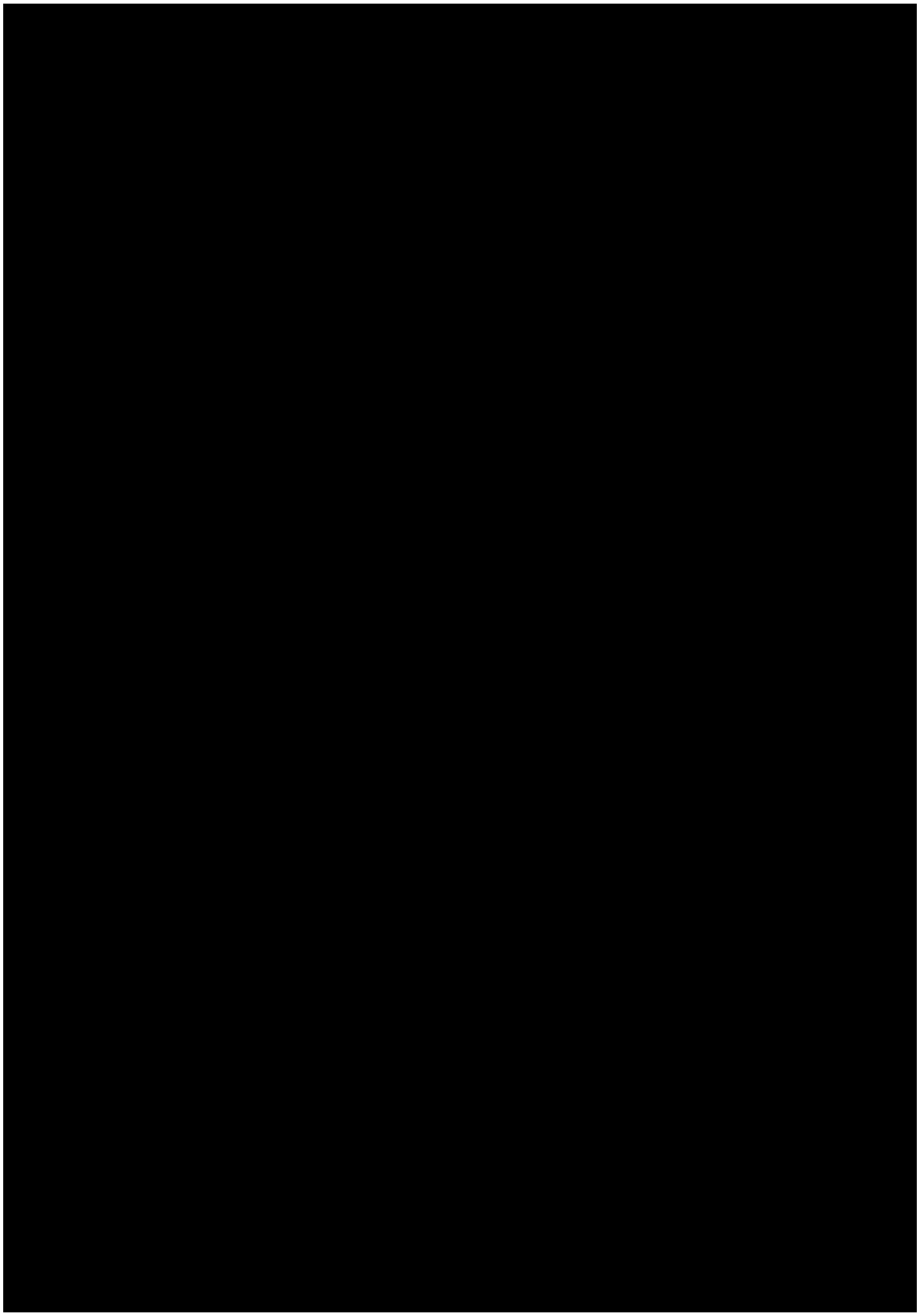

□. □□□□□ □□□□□□□□□ □□. [□□□: □□□ □□:] □□□□□,

تعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

মহান আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সীমা-পরিসীমা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ, সহায়ক বস্তু ও উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয় দিক তাকে বেষ্টন করে না। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের দিক থেকেও পবিত্র)

ইমাম ত্বহাবী রহ. তার বিখ্যাত আকিদার কিতাব "আকিদাতু ত্বহাবী" এর ভূমিকাতে বলেছেন, এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর আকিদা। তিনি এই কিতাবের শেষে লিখেছেন, এই কিতাবে যেসব আকিদা লেখা হয়েছে, সেগুলোই আমরা বিশ্বাস করি। এর বাইরে যতো আকিদা আছে, সেগুলো ভ্রষ্টতা ও গোমরহী।

ইমাম ত্বহাবী রহ. লিখেছেন,

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ، ويختم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ؛ من الذين خالفوا السنة والجماعة ، وحالفوا الضلالة ، ونحن منهم براء ، وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة.

" মৌখিক ও আন্তরিকভাবে এগুলোই আমাদের দীন ও আকিদা। আমরা যেসব আকিদা উল্লেখ করেছি, এর বিপরীত যারা আকিদা পোষণ করে আমরা আল্লাহর নিকট তাদের থেকে মুক্ত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ইমানের উপর অটল-অবিচল রাখেন। এরপরই আমাদের যেন মৃত্যু হয়। বিভিন্ন মতবাদ, প্রবৃত্তিপূজা, উদভ্রান্ত লোকদের অনুসরণ এবং নিকৃষ্ট মাজহাবসমূহ থেকে তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন। যেমন, মুশাব্বিহা [যারা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়], মু'তাজিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদারিয়া ও অন্যান্য ফেরকা। এরা সবাই আহলে সুন্নতের বিরোধিতা করেছে। ভ্রষ্টতা গ্রহণ করেছে।
আমরা এদের থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমাদের দৃষ্টিতে তারা পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট।
একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রক্ষাকর্তা।

[আকিদাতুত ত্বহাবীর সর্বশেষ আলোচনা]

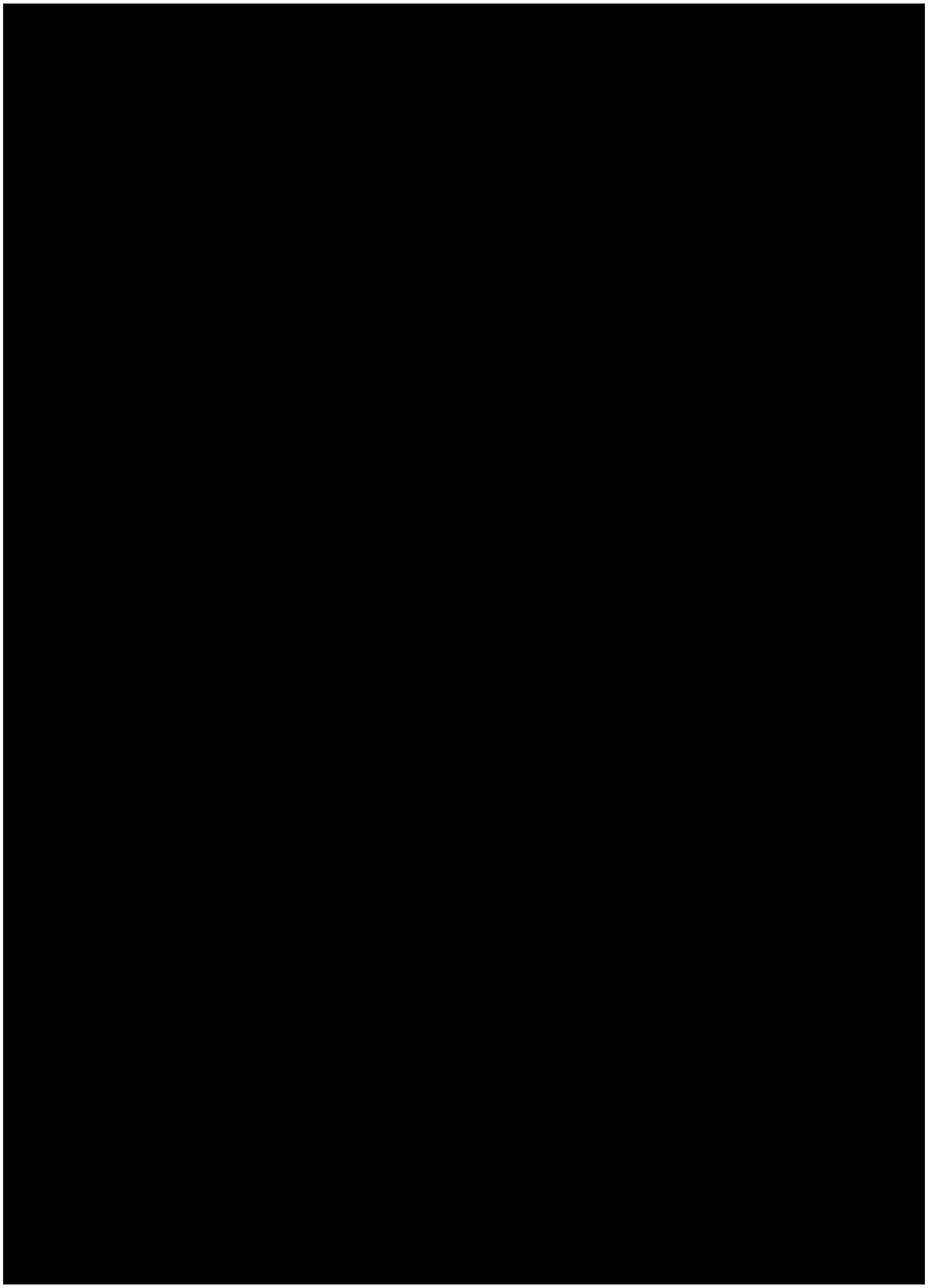

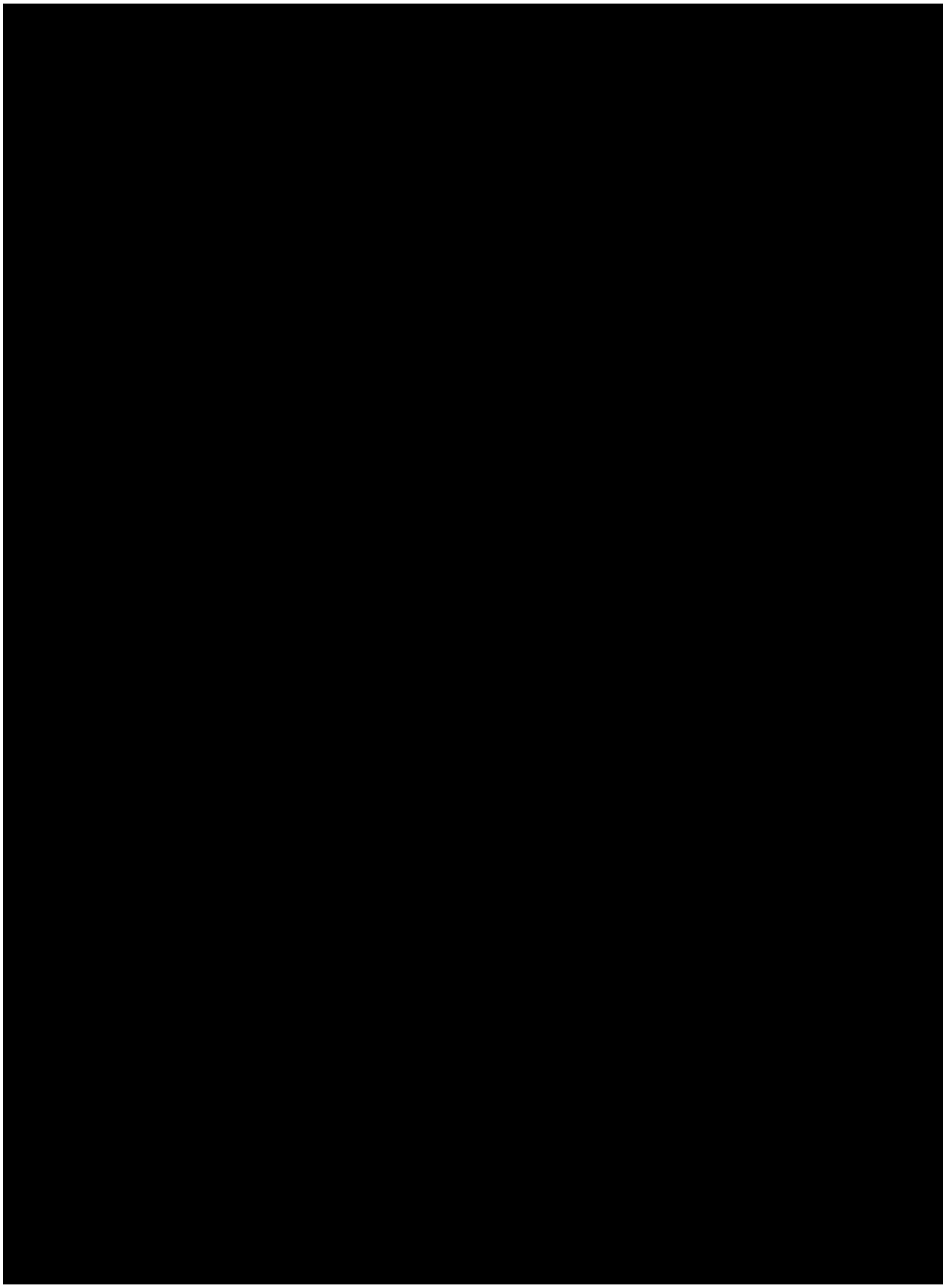

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□. □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□,

"كان الله ولا مكان فخلق العرش والكرسي ولم يحتجْ إلى مكان، وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه"

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা কোন স্থান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। এরপর তিনি আরশ-কুরসী সৃষ্টি করেছেন। কোন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তায়ালা কোন স্থানে অবস্থানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সৃষ্টির অস্তিত্বের পরও তিনি তেমনই আছেন যেমন সৃষ্টির অস্তিত্বের আগে ছিলেন।

[তাবঈনু কিজবিল মুফতারা, পৃ.১৫০]

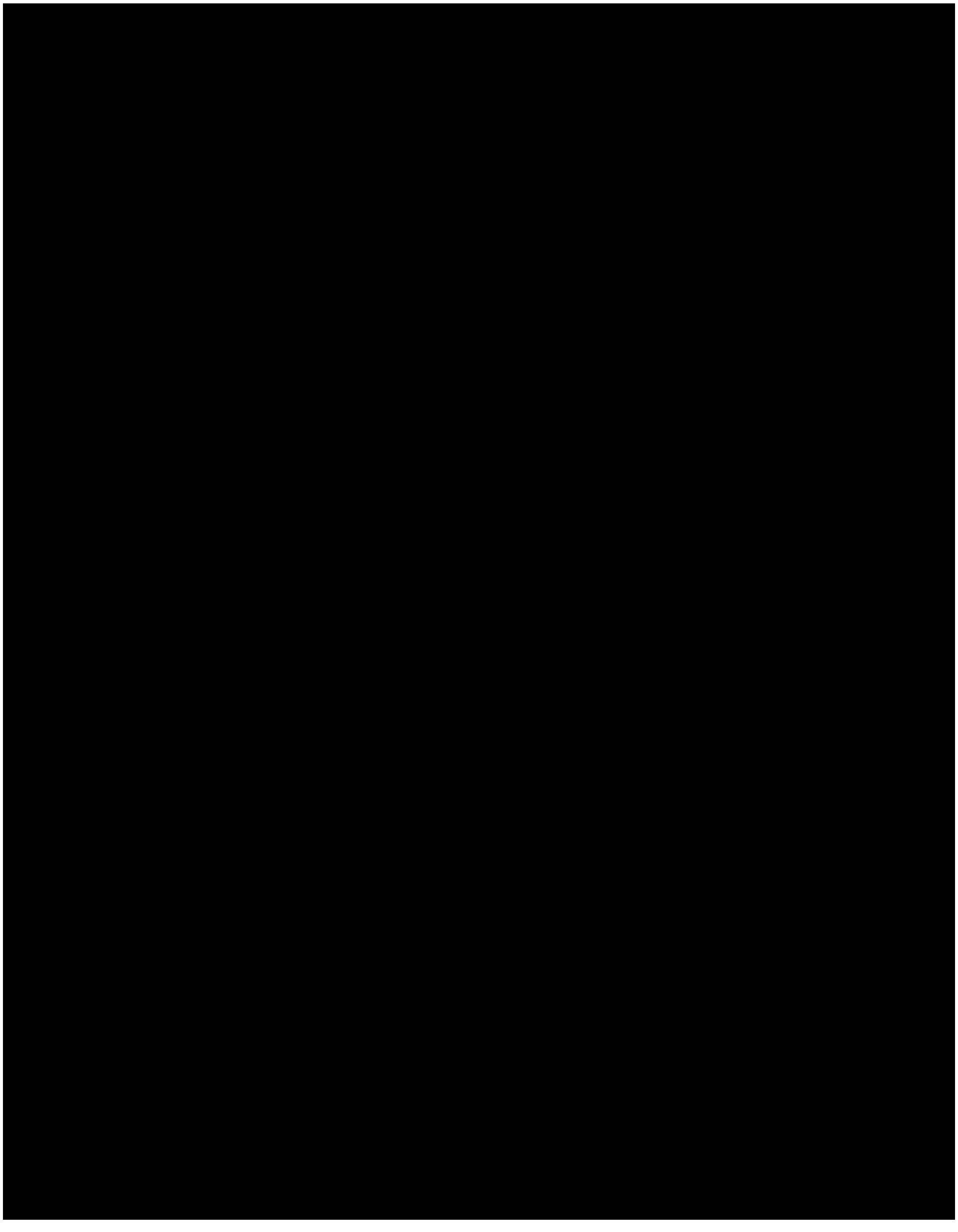

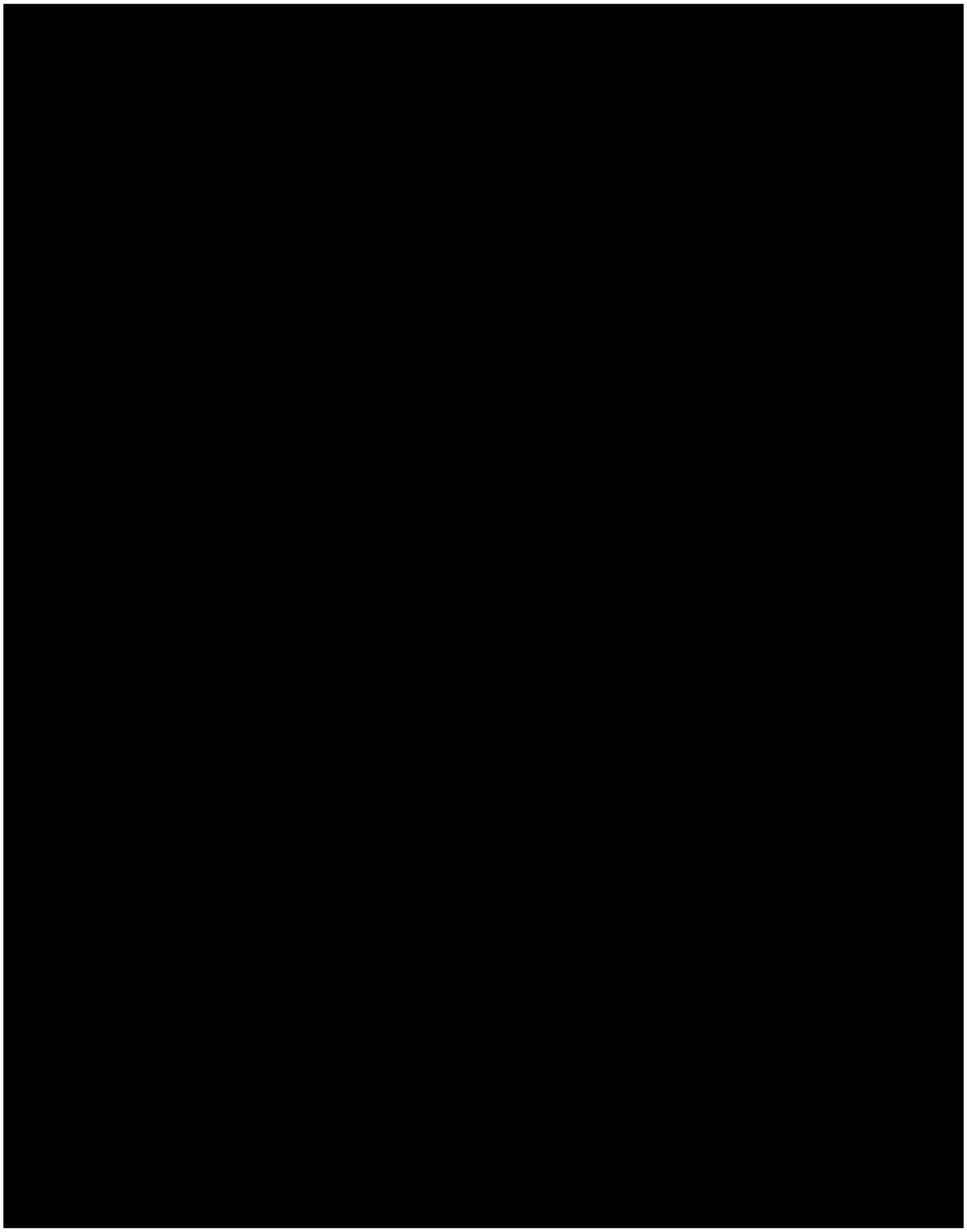

আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলবে। পরবর্তী পর্বের জন্য আইডিয়ার সাইটে নজর রাখুন।

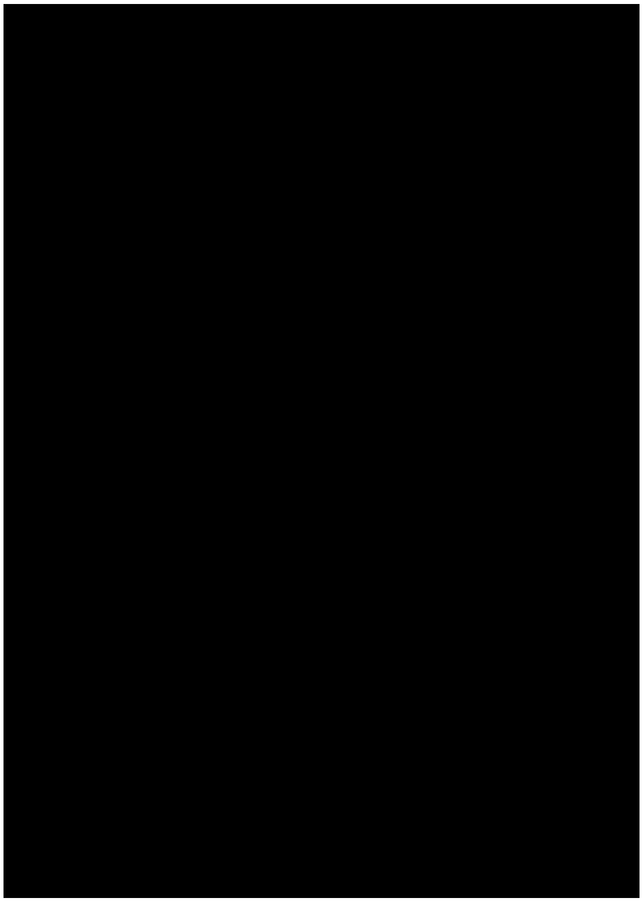

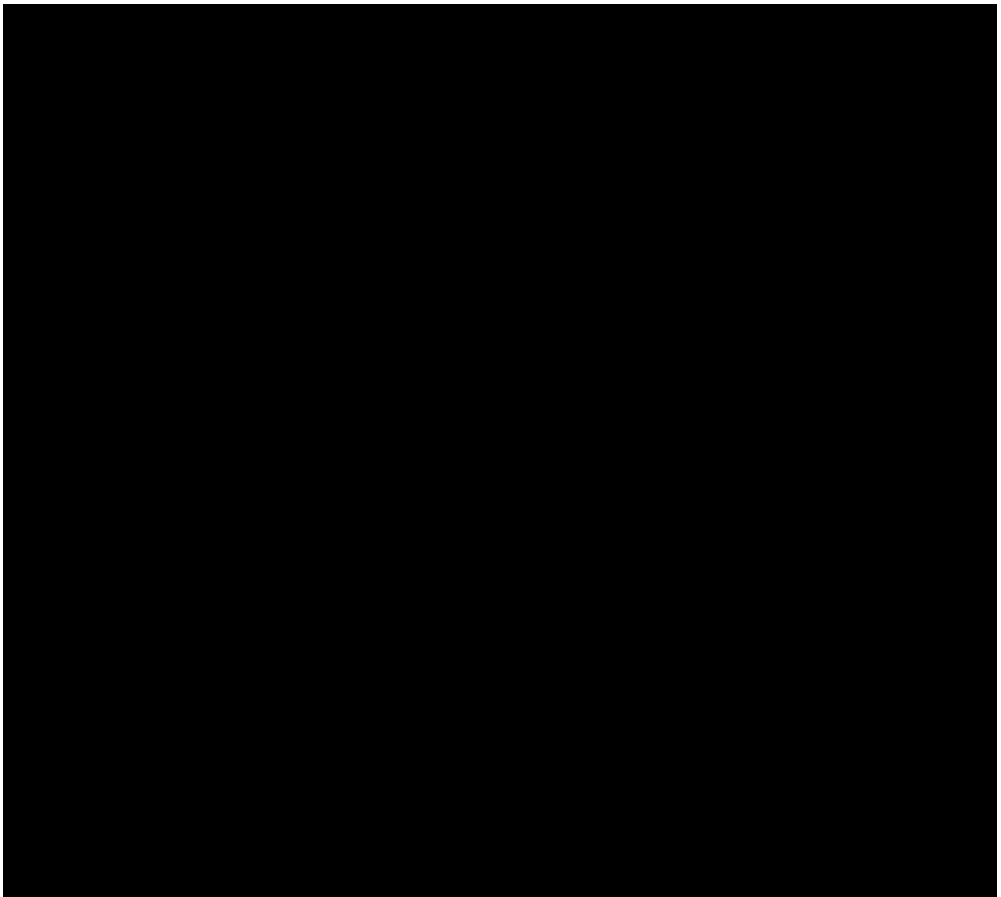

October 30, 2014 at 7:53 AM

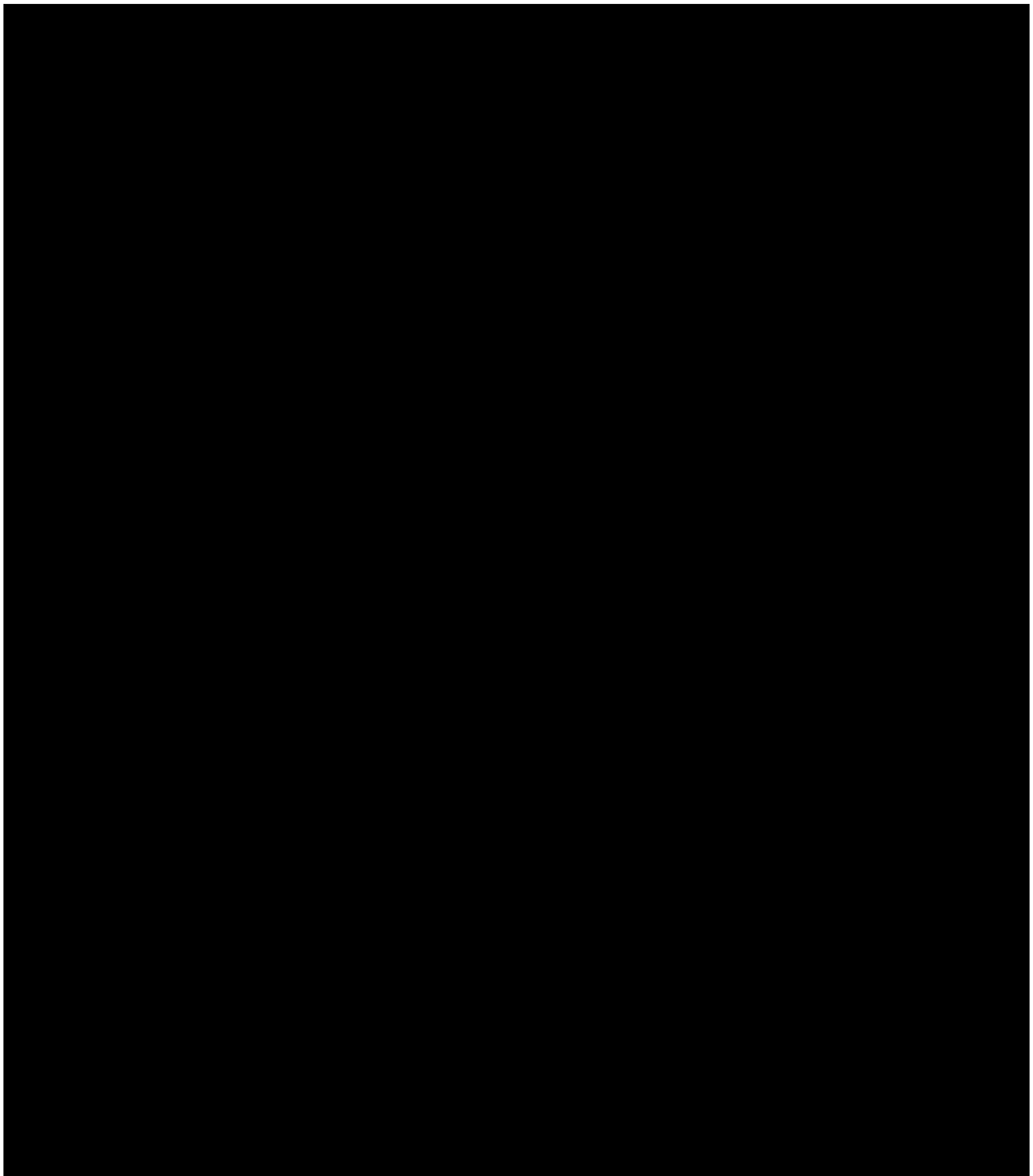

October 30, 2014 at 7:53 AM

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد ، و(التوحيد) للإمام الجليل محمد ابن خزيمة ، وكتاب (السنة) لأبي القاسم اللالكائي الطبري ، وكتاب (السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم

[illegible]

[illegible]

الحمد لله نحن أغنياء بما خلَّفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد، وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف –كما زعم هذا الكاتب -، بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله ، أمثال :صحيح البخاري، ومسلم، وبقية كتب

الحديث، ومن كتاب الله –تعالى -، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم كتب السنة، مثل :كتاب "السنة "لابن أبي عاصم، و "الشريعة "للآجري، و "السنة "لعبدالله بن الإمام أحمد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبدالوهاب. فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها .

অর্থ : আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের সালাফে সালেহীন আমাদের জন্য যেসব আক্বিদা ও দাওয়াতের কিতাব রেখে গেছেন সেগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এগুলোর রচনা শৈলি অন্ত:সার শূন্য নয়, যেমনটি এই লেখক (মুহামআমদ বিন সুরুর) ধারণা করেছে। বরং আল্লাহর কিতাব ও রাসূল স. এর সুন্নাহ অনুযায়ী তার ইলমী আঙ্গিকে রচনা করেছেন। যেমন বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব এবং আল্লাহর কুরআন, যার সম্মুখ ও পশচাতে কোন বিভ্রান্তিমূলক বিষয় নেই। এছাড়াও আমাদের আক্বিদার কিতাব রয়েছে, যেমন ইবনে আবি আসেমের ‘আস-সুন্না’, আজুররীর ‘আশ-শরিয়া’, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের ‘আস-সুন্নাহ’, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাবসমূহ, এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবসমূহ। আপনাদের জন্য এগুলো অধ্যয়ন ও তা থেকে জ্ঞান আহরণ জরুরি। [২]

সালাফীদের প্রধান মৌলিক কিতাব হলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের (?) কিতাব ‘আস-সুন্নাহ’। তারা সর্বদা এই কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে এবং এ থেকে তাদের আকিদার প্রমাণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে সালাফীদের নিকট কিতাবটি এতোটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কুরআনের পরে এই কিতাবের প্রচারকে প্রাধান্য দেয়। এই কিতাবকে তারা কতটা গুরুত্ব দেয়, তা তাদের কর্মপন্থা থেকে সহজে অনুমেয়। প্রথমে কিতাবটি আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হুসাইন আলুশ -শায়খ এর তত্ত্বাবধানে ‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবটি লাজনাতুম মিনাল মাশাইখ ওয়াল এর পক্ষ থেকে তাহকীক সহ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে তাহকীক করে প্রকাশ করেছে ড.মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানী উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছে। তার এই থিসিস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে।

ড.মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদের এই কিতাব সম্পর্কে লিখেছে,

إن هذا الكتاب من أوائل المصادر التي كتبت في عقيدة السلف فإخراجه للناس في هذا العصر من الأهمية بمكان

অর্থাৎ “ সালাফী আকিদার উপর লিখিত কিতাবসমূহের মাঝে এটি প্রথম শ্রেণির কিতাব। বর্তমান সময়ের মানুষের জন্য এটা প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।”[৩]

[illegible],

هذا الكتاب من أمهات مصادر العقيدة في كتب السلف لذا فهو من المصادر الأولى إذ لم يتقدمه إلا بعض الكتب الصغيرة..فهو من هذا الجانب ذا مكانة كبيرة حيث اعتمدت عليه كثير من الكتب التي صنفت في عقيدة السلف [illegible]فهو بحق مصدر رائد برزت قيمته في من نقل عنه وعزا إليه فهذا الكتاب صنو لهذه المصنفات التي هي اليوم تحتل مكان الصدارة بعد كتاب الله في المكتبة الإسلامية

[illegible]: “[illegible]”*[[illegible]]*

[illegible]

এই কিতাবের আকিদা বিশ্লষণের পূর্বে কিতাবটি বাস্তবে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বা তার ছেলের কি না এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইসলামের বিখ্যাত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ও তার ছেলের প্রতি যেন কারও বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয় এজন্য কিতাবটি বাস্তবে ইমাম আহমদের ছেলের কি না, সেটা জানা জরুরি।

‘আস-সুন্নাহ’ কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.এর ছেলের কিতাব?

আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বা তার ছেলের কিতাব নয়। এটি তার কিতাব হতেও পারে না। এই কিতাবে যে পরিমাণ কুফুরী শিরকী কথা রয়েছে, এটি কখনও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বা তার ছেলের কিতাব হতে পারে না। এই কিতাবের আকিদা

কোন ইমামের আকিদা হওয়া তো দূরে থাক, কোন সাধারণ মুসলমানের আকিদা হওয়ারও যোগ্য না। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন কাররামিয়ার লেখা কিতাব। যা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এই কিতাবের সনদও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বা তার ছেলে থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।

‘আস-সুন্নাহ এর সনদের মান’

সালাফীরা সর্বদা কিতাবটি ইমাম আহমাদ ইবনে রহ. এর ছেলের কিতাব হিসেবে প্রচার করে এবং তাদের সকলেই এটা বিশ্বাস করে যে এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের কিতাব। কোন সালাফী আলেম এর বিপরীত কোন বক্তব্য বা এ ব্যাপারে সংশয়ও প্রকাশ করে না। এই কিতাবের সালাফী বিশ্লেষকরাও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করে। তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে এটি আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কিতাব প্রমাণ করতে। অথচ এই কিতাব ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে প্রমাণিত হলে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর দিকে এমন কিছু নিকৃষ্ট আক্বিদা সম্পৃক্ত করা হয় যা কোন কখনও ইসলামী আকিদা হতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি না যে, এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের কিতাব। এর মূল কারণ দু’টি, ১. এই কিতাব বিশুদ্ধ সনদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলে থেকে বর্ণিত নয়।
২. এই কিতাবে বর্ণিত আকিদা কখনও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর আকিদা হতে পারে না।

এই কিতাবের এর সনদে দু’জন মাজহুল বা অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে। তারা হলো,

১. আবুন নসর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে সুলাইমান আস-সিমসার।

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে খালেদ আল-হারাবী।[৫]

প্রিয় পাঠক, নিচের বর্ণনা ও আকিদাগুলো গভীরভাবে পড়–ন এবং দেখুন পূর্ববর্তী আকিদার নামে কীভাবে মুসলমানদের মাঝে ইহুদীদের আকিদা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

‘আস-সুন্নাহ’ এর ভ্রান্ত আকিদাসমূহ:

---- - - --------- - - --------- - - ---------- - - -------

পূর্ববর্তী আকিদার নামে যেসব কিতাব প্রচার করা হয় তার অধিকাংশ পাঠের অযোগ্য কিতাব। এতে এতো বেশি পরিমাণ জাল ও জয়ীফ বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলোকে আকিদার কিতাব না বলে জয়ীফ হাদীসের সংকলন বলা যায়। আস-সুন্নাহ, আত-তাউহীদ, আল-উলু ইত্যাদি নামে যেসব কিতাব লেখা হয়েছে এগুলোর অধিকাংশ একই রকম। 'জাল ও জয়ীফ হাদীসের কবলে সালাফী আকিদা' শিরোনামে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ফজীলতের ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী রহ. কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করার কারণে সালাফীরা তার ব্যাপক সমালোচনা করে থাকে। অথচ তাদের অধিকাংশ আকিদার কিতাবে জাল ও জয়ীফ বর্ণনার ছড়াছড়ি থাকলেও এ বিষয়ে সাধারণ তারা মুখ খোলে না। এই দ্বিমুখী নীতি সত্যিই বিস্ময়কর।

ড.কাহতানীর তাহকীক অনুযায়ী আস-সুন্নাহ কিতাবের শতকরা ৫৮ টি হাদীস ও আসার দুর্বল। অনেক বর্ণনা জাল। তাহলে এবার চিন্তা করুন, এই কিতাবে আকিদার নামে আসলে কী শিখানো হয়েছে। এবার দেখুন সালাফীদের প্রধান আকিদার কিতাবে কী পরিমাণ ভ্রান্ত আকিদা শিখানো হয়েছে,

আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন:

এ বিষয়ে কিতাবুস সুন্নাহ তে পৃথক একটি পরিচ্ছেদ তৈরি করা হয়েছে। পরিচ্ছেদের নাম হলো,

سُئِلَ عَمَّا رُوِيَ فِي الْكُرْسِيِّ وَجُلُوسِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ

আমার পিতাকে কুরসী ও আল্লাহ তায়ালার বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

এই অধ্যায়ের শুরুতে লেখা আছে, আমার পিতাকে দেখেছি, এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোকে সহীহ বলেছেন। অথচ এ অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদীস দুর্বল বা মুনকার।

وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لِيَقْعُدُ عَلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قِيدُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ إِذَا رُكِبَ

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজ সনদে নবী কারীম স. থেকে বর্ণনা করেছে, তার কুরসী আসমান-জমিনকে বেষ্টন করে আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন এবং আল্লাহর বসার পর কুরসীর চার আঙ্গুল পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। তিনি যখন আরোহণ করেন তখন বাহনে আরোহণের মতো শব্দ হয়। [৬]

হাদীসটি রাসূল স. থেকে প্রমাণিত নয়। এটি ইসরাইলী রেওয়াত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অথচ এজাতীয় মুনকার হাদীস দ্বারা মারাত্মক কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মুনকার হাদীসে সেসব ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে,

১.আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন।

২. কুরসী আল্লাহ তায়ালা থেকে বড়। একারণে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাকা থাকে।

৩. বাহনে আরোহণ করলে যেমন শব্দ হয় , তেমনি কুরসীর উপর আরোহণ করলে শব্দ হয়।

একটি পাথরে আল্লাহর হেলান দেয়া :

كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب!!

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে নিজ সনদে আবু আত্তাফ থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন , আল্লাহ তায়ালা একটি পাথরে তার পিঠ হেলান দিয়ে নিজ হাতে মুসা আ . এর জন্য মতির ফলকে তাওরাত লিখেছেন। হযরত মুসা আ . কলমের লেখার শব্দ পর্যন্ত শুনেছেন। আল্লাহ তায়ালা এবং মুসা আ . এর মাঝে একটি পর্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। [৭]

নাউযুবিল্লাহ। আমরা এধরনের নিকৃষ্ট কথা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ তায়ালার সাথে এধরনে জঘন্য বেয়াদবি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আল্লাহর স্বর্ণের কুরসী ও চার আকৃতির চারজন ফেরেশতা তা বহন :

وروى ابن أحمد أيضاً بإسناده أثراً عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) رأى ربه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب

অর্থাৎ রাসূল স . আল্লাহ তায়ালাকে একটি স্বর্ণের কুরসীর উপর বসা দেখেছেন। এই কুরসীটি চারজন ফেরেশতা বহন করছে। একজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে , আরেকজন ফেরেশতা সিংহের আকৃতিতে, অপরজন গরুর আকৃতিতে এবং আরেকজন বাজপাখির আকৃতিতে। আল্লাহ তায়ালা একটি সবুজ উদ্যানে ছিলেন এবং তার নিচে স্বর্ণের বিছানা ছিলো। [৮]

আল্লাহর দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি :

خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তার দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে সৃষ্টি করেন। [৯]

১. وروى عبد الله بن أحمد أن الله يقول لداود عليه السلام يوم القيامة: (إدنه إدنه حتى يضع بعضه عليه) وفي لفظ (حتى يأخذ بقدمه)

[illegible]

[illegible]

□. أن الله وضع يديه بين كتفي النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حتى وجد بردها على قلبه ([□□]).

[illegible]

□. أن جلد الكافر يوم القيامة أربعون ذراعاً بذراع الجبار

[illegible]

□. وأن السماء ممتلئ بالله عز وجل. المصدر السابق (□/□□□).

[illegible]

□. وأن أسباب الزلازل أن الله يبدي بعضه للأرض فتتزلزل

[illegible]

□. وأنه ينـزل كل عشية ما بين المغرب والعصر ينظر لأعمال بني آدم

[illegible]

□. وأنه خلق آدم على صورته هو

[illegible]

□. وأن عرش الرحمن مطوق بحية.

[illegible]

□. وأن الكرسي كالنعل في قدميه. المصدر السابق (□/□□□).

[illegible]

□□. وأن الله يطوف في الأرض

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জমিনে তওয়াফ বা চক্কর দেন। [২০]

১১.وأن الله يضع يده في يد داود

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার হাত হযরত দাউদ আ . এর হাতে রাখবেন। [২১]

১২. ويأمره أن يأخذ بحقوه

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ . কে তার কোমর ধরার আদেশ দিবেন।[২২]

১৩. وأن هذه الرياح من نفس الرحمن. المصدر السابق (২/৫১০)

অর্থাৎ পৃথিবীর বাতাস হলো আল্লাহর শ্বাসের অংশ। [২৩]

১৪. وأنه لا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء وجهه ويستبشرون بريحه. المصدر السابق (২/৫২৪).

অর্থাৎ জান্নাতের এমন একটা তাবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহর চেহারার আলো পৌছবে না এবং তারা আল্লাহর ঘ্রাণ দ্বারা আনন্দ লাভ করবে। [২৪]

১৫. وأنه لما تجلى للجبل، بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره.=

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন পাহাড়ের উপর তাজাল্লী বর্ষণ করেন , তার হাতের তালু বিস্তৃত করেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর রাখেন। [২৫]

সালাফীদের আকিদার কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ . এর প্রতি অকল্পনীয় অপবাদ :

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি , ‘আস-সুন্নাহ ’ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব । এটি তাদের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামী লাইব্রেরীগুলোতে কুরআন -সুন্নাহের পরে এই কিতাবের স্থান দিয়েছে। প্রথমত : কিতাবটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ . বা তার ছেলে থেকে প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত সালাফীরা সর্বত্র কুফুরী -শিরকে ভরা এই কিতাব প্রচার করছে। এই কিতাবে শুধু বাতিল আকিদাই নয় , বরং কিতাবের পরতে পরতে মারাত্মক পর্যায়ের তাকফীর রয়েছে। কথায় কথায় অন্যকে কাফের বলা হয়েছে। এই কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদ হলো , আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া (জাহমিয়াদের খন্ডন) এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হলো , আর-রদ্দু আলা আবি হানিফা (আবু হানিফার খন্ডন)। আশ্চর্যের বিষয় হলো , ইমাম আবু হানিফার খন্ডনে যে পরিচ্ছেদ তৈরি করেছে সেখানে এমনসব অপবাদ ইমাম আবু হানিফা রহ . এর বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়েছে যা একজন সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করি।

তাদের আকিদার মৌলিক কিতাবের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ যদি একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার অনুসারীদের ব্যাপারে তারা কী ধারণা পোষণ করে ? তারা শুধু এই কিতাবুস সুন্নাহ এর প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে তাদের সুপ্ত বিষোদগারের উদগীরণ ঘটায়নি বরং এগুলোর উপর আলাদা বই লিখেছে। সালাফী শেইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেয়ী নাশরুস সহীফা (نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة) নামে চার শ' পৃষ্ঠার বই লিখেছে। এই বইয়ের অধিকাংশ বর্ণনা কিতাবুস সুন্নাহ থেকে নেয়া। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রতি তাদের এই জঘন্য বিষোদগার শুধু এই কিতাবুস সুন্নাহ বা নাশরুস সহীফা এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের দেশের ইমাম আবু হানিফা রহ.এর নামে কুৎসা রটনার জন্য ছোট ছোট বই ছাপিয়েছে। আহলে হাদীসদের অন্যতম নেতা খুলনার মাওলানা আব্দুর রউফ একটা বই লিখেছে। সে এর নাম দিয়েছে, ইমাম আবু হানিফা বনাম আবু হানিফা। এই বইয়ে সে কিতাবুস সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন উক্তি নিয়ে, ইমাম আবু হানিফাকে কাফের, যিন্দিক ইত্যাদি লিখেছে। এই বইটা প্রায় অধিকাংশ আহলে হাদীসের কাছে পাওয়া যায় ।

তথাকথিক সহীহ আকিদা ও হাদীস অনুসরণের নামে ইসলামের মূলে কীভাবে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে একটু ভেবে দেখুন। আমাদের আলেমরা যখন আদাবুল ইখতেলাফ লিখে মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির দাওয়াত দিচ্ছে তখন তথাকথিত সালাফীরা আমাদের ইমাম ও সব আলেমকে কাফের-মুশরিক ফতোয়া দিচ্ছে। আমরা যখন মুসলমানদের ঐক্যের উপর সেমিনার করছি, তখন তারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কুৎসা রটনা করে সমাজে মহা (?) ঐক্যের বন্দোবস্ত করছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রতি তাদের এই বিদ্বেষ দু'একজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। সালাফী শায়খ আলবানীও জঘন্যভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রতি তার বিদ্বেষের বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. কে দুর্বল প্রমাণ করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। নতুবা মুহাদ্দিসদের নীতিমালা অনুযায়ী কখনও সে এই কাজ করতে পারে না। মনের সুপ্ত বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তিপূজার কারণে তারা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে এগুলো প্রচার করে এবং এগুলোকেই তাদের মূল লক্ষ্য বানিয়েছে। তাদের সহীহ আকিদার প্রচার মূলত:এগুলোই। দুনিয়ার সবাইকে কাফের-মুশরিক প্রমাণ করা, অন্যকে দোষারোপ করা, অথচ গোপনে গোপনে জঘন্য বাতিল আকিদার চর্চা করা। কাররামিয়াদের বাতিল আকিদাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের ছদ্মাবরণ গ্রহণ করছে। একারণে বর্তমান সালাফি আকিদা বলতে তারা যে পূর্ববর্তীদের অনুসরণের কথা বলে, তারা পূর্ববর্তী নেককার লোকদের অনুসরণ করে না, ভ্রান্ত ফেরকার কাররামিয়াদের অনুসরণ করে। এজন্য তাদের সালাফী নামকরণ এই দিক থেকে শুদ্ধ যে তারা ভ্রান্ত ফেরকা কাররামিয়া ও মুজাসসিমাদের অনুসরণ করছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে তারা যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে, আমি সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করছি।

১. কাফের।

২. যিন্দিক।

৩. জাহমিয়া অবস্থায় মারা গেছে।

৪. ইসলামকে পদে পদে ধ্বংস করেছে।

৫. ইসলামে তার চেয়ে অমঙ্গলজনক কোন সন্তান জন্ম নেয়নি এবং উম্মতের জন্য তার চেয়ে ক্ষতিকর কোন সন্তান জন্ম নেয়নি।

৬. সে সব ভুলের মূল।

৭. আবু হানিফার অনুসারীদের চেয়ে মদপানকারীরা উত্তম।

৮. ডাকাতদের চেয়ে হানাফীরা মুসলমানদের জন্য অধিক ক্ষতিকর।

৯. আবু হানিফার অনুসারীরা হলো তাদের মতো যারা মসজিদে উলঙ্গ থাকে।

১০. আবু হানিফাকে আল্লাহ তায়ালা অধোমুখী করে জাহান্নামে ঢুকাবেন।

১১. আবু হানিফা হলো আবু জিফা (পচা লাশের বাপ)।

১২. আবু হানিফা ও তার অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখলে একজন মুসলমান সওয়াব পাবে।

১৩. যে শহরে আবু হানিফা রহ. এর আলোচনা করা হয় সেখানে বসবাস করা যায় না।

১৪. কোন শহরে হানাফীদের কাউকে কাযী নিযুক্ত করা হলে তা উম্মতের জন্য দাজ্জালের আবির্ভাবের চেয়েও মারাত্মক।

১৫. আবু হানিফা মুরজিয়া ছিলো।

১৬. সে উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পক্ষে ছিলো।

১৭. সে সর্বপ্রথম কুরআন মাখলুক হওয়ার কথা বলে।

১৮. সে সব মূলনীতিকে নষ্ট করেছে।

১৯. তার ভুল যদি পুরো উম্মতের মাঝে বন্টন করা হয়, তাহলে সবার ভুলের সমান হবে।

২০.সে নিজের মতের কারণে হাদীস ছেড়ে দেয়।

২১. ছোয়াচে রোগে আক্রান্ত থেকে যেমন দূরে থাকা, সেভাবে তার থেকেও দূরে থাকতে হবে।

২২.সে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলো।

২৩.আবু হানিফা ও তার অনুসারীরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল।

২৪.সে কখনও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়নি।

২৫. তাকে দু’বার বা তিনবার কুফুরী থেকে তওবা করানো হয়েছে।

২৬. যিন্দিক হওয়ার মতো কথা থেকে তাকে বহুবার তওবা করানো হয়েছে।

২৭.তার কিছু ফতোয়া ইহুদীদের ফতোয়ার মতো।

২৮. ইসলামের জন্য আবু হানিফার চেয়ে ক্ষতিকর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

২৯.আল্লাহ তায়ালা আবু হানিফার কবরের উপর জাহান্নামের আগুনের গোলা নিক্ষেপ করেছেন।

৩০.কিছু কিছু আলেম আবু হানিফার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে।

৩১. সে হলো দুরারোগ্য ব্যাধি।

৩২.তার মাযহাব হলো রাসূল স. এর হাদীস প্রত্যাখ্যানের মাযহাব।

৩৩. সে মদ ও শুকরের গোশত খাওয়া জায়েয মনে করতো।

৩৪. সে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিলো।

৩৫.অনেক আলেম আবু হানিফার প্রতি অভিশাপ দেয়াকে জায়েজ মনে করেন।

৩৬. সে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে হঠকারী ছিলো।

৩৭. আবু হানিফা মনে করতো ইবলীস ও আবু বকর রা. এর ইমান একই পর্যায়ের।

৩৮.হাম্মাদ ইবনে সালামা বলতো, আমি আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আবু হানিফাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে।

কাহতানীর তাহকীকে আস-সুন্নাহ এর ১৮০ পৃ. থেকে ২২৯ শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নামে কুৎসা রটনা করা হয়েছে। এই কথাগুলোতে ইমাম আবু হানিফার নামের জায়গায় পৃথিবীর সবচেয়ে নি¤œ স্তরের একজন মুসলমানের নামও যদি বসানো হয়, তাহলে কি কেউ এটা মেনে নিবে? সালাফী কোন শায়খের নাম যদি ইমাম আবু হানিফার নামের পরিবর্তে বসিয়ে এভাবে মিথ্যাচার করা হয়,

তাহলে সেটা তাদের কাছে কেমন লাগবে ? ইমাম আবু হানিফা রহ . এর নামে অপবাদ ছড়ানোকে যারা সওয়াবের কাজ মনে করে এবং এগুলোকে তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবে স্থান দেয় , তারা মুসলমানদের বৃহত্তর সমাজের প্রতি কী ধারণা পোষণ করে ? এভাবেই সহীহ আকিদার নামে বৃহত্তর মুসলিম সমজকে খন্ড -বিখন্ড করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে তথাকথিক সালাফী আকিদার অনুসারীগণ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এজাতীয় জঘন্য কাজ থেকে হেফাজত করুন এবং ইসলামের বড় বড় ইমামদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের তৌফিক দান করুন।

উদ্ধৃতিসমূহ :

[১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত , ইবনে বায , খ.১, পৃ .১৮।

[২] আল-আজইবাতুল মুফিদা আনিল আস-ইলাতিল মানাহিজিল জাদিদা। পৃ .৮১।

[৩] আস-সুন্নাহ এর ভূমিকা। খ .১, পৃ .১৫। তাহকীক , মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানী।

[৪] আস-সুন্নাহ এর ভূমিকা। খ .১, পৃ .৬৫-৬৬। তাহকীক , মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানী।

[৫] আস-সুন্নাহ , খ.১, পৃ .১০২। কাহতানী এর তাহকীক।

[৬] কিতাবুস সুন্নাহ খ .১, পৃ .৩০৫।

[৭] কিতাবুস সুন্নাহ , খ.১,পৃ .২৯৪, খ.২, পৃ .৪৬১।

[৮] আস-সুন্নাহ , খ.১, পৃ .১৭৬

[৯] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৭৫, খ.২, পৃ .৫১০।

[১০] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৭৫

([১১]) المصدر السابق الآثار (৪৯০).

[১২] আস-সুন্নাহ , বর্ণনা নং ৮৯০

[১৩] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৯২।

[১৪] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৫৭।

[১৫] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৭০।

[১৬] আস-সুন্নাহ , খ.২, পৃ .৪৭০।

[১৭] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৮৭২।

[১৮] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৪।

[১৯] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৫।

[২০] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৮৬।

[২১] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫০২।

[২২] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫০৩।

[২৩] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫১০।

[২৪] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫২৪।

[২৫] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫২৫।

কার ফতোয়ায় কে কাফের (শেষ পর্ব)
5 January 2014 at 14:12

কালেমা সম্পর্কে মতিউর রহমান মাদানীর জ্ঞানের দৌড়:

আমি এই আলোচনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ লিখছি। এর থেকে পাঠক বুঝতে পারবেনতথাকথিত এই তাউহীদের দাবিদাররা কালেমা সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ।

সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে কালেমার দু’টি রুকন বা মূল রয়েছে। একটাকে নফিআরেকটা ইসবাত বলে। লা ইলাহা হলো নফি, আর ইল্লাল্লাহ হলো ইসবাত। নফি এর অর্থহলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আর ইসবাতের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ তায়াকে ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করা। লা ইলাহা বলার দ্বারা সব মিথ্যাপ্রভূদেরকে অস্বীকার করা হয়। একে নফি বলে। আর ইল্লাল্লাহ বলার দ্বারা একমাত্র আল্লাহতায়ালাকে ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করা হয়।

উলামায়ে সর্বসম্মত বক্তব্য হলো কালেমার ইল্লাল্লাহ দ্বারা ইসবাত সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎএকমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে প্রভূ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। আর একারণেই তাসাউফেরবুযুর্গরা নফি-ইসবাতের যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এককভাবে ইল্লাল্লাহ বলার দ্বারাউদ্দেশ্য হলো, ইবাদতের উপযুক্ত হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মেনে নেয়া।কালেমার রুকন সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। আমি মতিউর রহমান মাদানীর অনুসরণীয় আলেমদের বক্তব্য উল্লেখ করছি। ইল্লাল্লাহ

দ্বারা তাউহিদ প্রমাণিত হয়না কি মাদানীর মতো কুফুরী মাণিত হয় , সালাফি আলেমদের বক্তব্য থেকে দেখুন।

পৃথিবীর বিখ্যাত বিভিন্ন সালাফি আলেমদের বক্তব্য নিম্নরূপ :

১. সালাফি আলেমদে শিরোমুকুট মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী আল -উসুলুস সালাসাকিতাবে লিখেছেন ,

ومعناها لا معبود بحق إلا الله " لا إله " نافياً جميع ما يعبد من دون الله .

" إلا الله " مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه

অর্থাৎ এর অর্থ হলো , আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্য মা ’বুদ নেই। “লা ইলাহা ” দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য সব মা ’বুদকে অস্বীকার করা হয়। “ইল্লাল্লাহ ” শব্দ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ইবাদতের উপযুক্ত মেনে নেয়া হয়।

[আল-উসুলুস সালাসা , পৃ .৩]

২. হাফেজ হাকামী রহ . মায়ারিজুল কুবুলে লিখেছেন ,

فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله " لا إله " نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد" إلا الله "مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة

অর্থ : লা ইলাহার অর্থ হলো , আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা ’বুদ নেই। “লা ইলাহা ” দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সব মা ’বুদকে নফি বা অস্বীকার করা হয়। “ইল্লাল্লাহ ” দ্বারা সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য একথার ইসবাস বা স্বীকৃতি দেয়া হয়। সুতরাং ইল্লাল্লাহ দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া হয় যে , ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র সত্তা হলেন আল্লাহ তায়ালা। [মায়ারিজুল কুবুল , খ.২, পৃ .৪১৬]

৩. সউদি আরবের বিখ্যাত মুফতি শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রহ . তার আদু-দুরুসুল মুহিম্মা -তে লিখেছেন ,

" لا إله " نافياً جميع ما يعبد من دون الله " إلا الله " مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له

লা ইলাহা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবংইল্লাল্লাহ দ্বারা যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা, এতে তারকোন শরিক নেই।

[আদ-দুরুসুল মুহিম্বা, পৃ.৪]

কিতাবটি বাংলায় পাওয়া যাবে।

লিংক, http://www.islamhouse.com/344661/ar/bn/books/%D8%A7%D9%84%D8%AF %D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_ %D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_ %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9

এছাড়াও শায়খ সালেহ আল ফাউজান ইয়ানাতুল মুসতাফিদ নামক কিতাবে হুবহু একই কথা বলেছেন।

এই আলোচনার পর একটু ইনসাফের সঙ্গে বলুন, মতিউর রহমান মাদানী কালেমা তাইয়্যেবাসম্পর্কে কত বিশাল জ্ঞান নিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে কাফের মুশরিক বলার ঠিকাদারিনিয়েছে? যেই লোকটা শুদ্ধভাবে কালেমার অর্থ করতে পারে না, তিনি কি না আহমাদ শফিদা.বা এর ভুল ধরতে আসে? দুনিয়া কতো প্রকারের নির্বোধ লোক থাকতে পারে এদের

[illegible]

[illegible] '[illegible]' [illegible]

[illegible] : [illegible] (... [illegible]) [illegible], [illegible] هذا هلال ([illegible]) [illegible] هلال - هلال [illegible] (...) [illegible] احد-احد ([illegible]) [illegible], [illegible] [illegible] '[illegible]" [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] '[illegible]' '[illegible]' [illegible], '[illegible]' '[illegible]' [illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] : [illegible] (مستثنى منه) [illegible] (مستثنى) [illegible],

اِلاَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بَالدِيْنَ اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ

[illegible] : [illegible], [illegible]? [illegible]?

[illegible], إِلاَّمَنْ تَوَلىَّ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ العَذَابَ الاكبر [illegible] : [illegible], [illegible]

[illegible] : [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]

১নং উদাহ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

এ আয়াতে '০' (হু) সর্বনামটি আল্লাহ পাকের দিকে ফিরেছে। অথচ পূর্বে তাঁর কোন আলোচনা হয়নি। এ ধরণের উদাহরণ কুরআন ও হাদীসে অনেক রয়েছে।

২নং উদাহরণ :

وماعلمناه الشعر ومايتبغى له

এ আয়াতে " ০" (হু) সর্বনাম দুইটি রাসূলের দিকে ফিরেছে , অথচ পূর্ববর্তী নিকটে তাঁর কথা উল্লেখ নেই ।

এ ধরণের ব্যবহার বৈধ হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় , আলোচ্য ব্যক্তি যেহেতু সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান। তাই পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা ছাড়াই সরাসরি সর্বনাম ব্যবহার করা বৈধ। (দেখুন : লিসানুল আরব ও ফিকহুল লুগাত)

আরবী সাহিত্যিকগণের নিয়মানুযায়ী যদি পূর্বে আলোচনা ছাড়াই সর্বনাম ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে যিকিরকারী আল্লাহর পাগল যার অন্তরে আল্লাহ সর্বদা বিদ্যমান । তিনি কেন শুধু الاالله 'ইল্লাল্লাহ ' এর যিকির করতে পারবেন না আর তা কেন বেদআত হবে?

৪ নং দলীল : কুরআন হাদীস ও আরবী ব্যাকরণের বহু স্থান এমন রয়েছে যেখানে বিভিন্ন শব্দকে রহিত করা হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে আছে , انتهوا عن التثليث خيرا لكم এখানে মূল ছিল , انتهوا واقصدوا خيرا لكم এ বাক্য মূল ক্রিয়া তথা انتهوا কে রহিত করে শুধু خيرا لكم উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসূফে يوسف اعرض عن هذا এখানে মূলত ছিল يا يوسف اعرض عن هذا বুখারী শরীফে আছে, إياك وكرائم اموالهم অথচ এখানে মূল ক্রিয়া ফেয়েলকে রহিত করা হয়েছে । আরবী ব্যাকরণে আছে , زيدا ضربته যা মূলত ছিল ضربت زيدا ضربته কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যাকরণে এ ধরণের আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে , যেখানে মূল ও বিশেষ বিশেষ শব্দকে রহিত করে তার পরবর্তী শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে যিকিরকারী আল্লাহর আশেকগণ বহুবার পূর্ণ لا اله إلاالله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলার পর لا اله (লা ইলাহা) কে রহিত করে শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) বললে কেন দোষ হবে? বরং কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যাকরণে যখন বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ শব্দ রহিত করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। তখন যিকিরের সময় আল্লাহকে অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) বলা যে , বৈধ হবে তা সুস্পষ্ট ।

"□" □ □ □ □ □

□ □ □ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(□.) '□ □' □ □الاالله (□) □ □ □ □ □ □
□, □ مستثنى منه □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ مستثنى □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
مستثنى منه □ □ □, □ □ □, □. □ □

□ □ □ □ □الاذخر-الاذخر □ □। □مستثنى منه □ □ □

مستثنى □ □। (□ □ □ □ الاله- مستثنى منه (□ □) □

□ □ الاالله - مستثنى (□) □ □ □।

□ □ الاالله (□) □ □ □। □ □ مستثنى منه □ □ □
□ □ □ □ (□) □ □ □ □ □ □ □ □ الاالله
(□) □ □ □। □ الاالله (□) □ □ □ □

لااله (□-□) □ □ □ □ □ □ □।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □।
□الاالله (□) □ □ لااله (□ □) □ □ □ □ □
□ □ الاالله (□) □ □ □ □ □।

(□ □ □ □, □ □,)

□ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(□.)□ □ □ □ □ □ □,□ الاالله '□' □ □ □ □।

"□" □ □ □ □ □ (□.) □ □ □

□ □ □ □ □ □ (□.) □, "□-□" □
□ □ □. □, □ إلاالله "□" □ □ □ □
□ □ □ □. إلاالله "□" □ □ : □ □ □ □

[illegible]। [illegible]? [illegible]।

[illegible] : ([illegible]) [illegible]. [illegible], [illegible]। [illegible] ([illegible].) [illegible], [illegible]! الاذخر [illegible], الاذخر [illegible], [illegible]। [illegible] "[illegible]" [illegible]'[illegible] "[illegible]-[illegible]" [illegible]'[illegible] "[illegible]-[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible]-[illegible]?

[illegible] : ([illegible]) [illegible]'[illegible] لا إله إلاالله "[illegible]-[illegible]-[illegible]" [illegible]'[illegible] لا إله إلاالله "[illegible]-[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible]। [illegible]'[illegible] "[illegible]-[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible]-[illegible]?

"[illegible]" [illegible]

[illegible] : [illegible] '[illegible]' [illegible]। [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]। [illegible], [illegible] '[illegible]' [illegible]। [illegible] '[illegible]-[illegible]' [illegible] '[illegible]' [illegible]। [illegible], [illegible] الااله '[illegible]' [illegible], [illegible]।

([illegible], [illegible],)

যিকিরের একই শব্দ বার -বার বলা কেমন

আর যে সমস্ত শব্দকে গুরুত্বের জন্য বার 'বার আনা হয়, তাকে বার 'বার আনার কোন সীমারেখা থাকে না। বিষয়টা যত গুরুত্বপূর্ণ হবে তাকে ততবেশী উল্লেখ করা হবে। যেমন অনেক বর্ণনায় এসেছে যে, কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কথাটি বার -বার বলতেন।

যেমন,

(৭৭) عن أبي بكرة عن أبيه رض قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ألا أنبئكم أكبرالكبائرثلاثا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (بخاري شريف رقم الحديث ২৬৫৪)

(৭৭) অর্থ : হযরত আবু বাকরাহ (রা .) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহ সম্পর্কে সর্তক কবর না? কথাটি তিনি তিন বার বললেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) ভাবছিলাম, হায় তিনি যদি চুপ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৬৫৪)

এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস আছে। হযরত উসামা (রা .) এক ব্যক্তিকে মুনাফেক মনে করে হত্যা করে দিলেন। ঐ ঘটনার মধ্যে এটাও উল্ল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা বারবার বলছিলেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি যখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্ল্লাাহ" নিয়ে আসবে তখন তুমি কি উত্তর দিবে? (মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ২৯৯ পৃ .)

মেশকাত শরীফের কিতাবুল জেহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরো একটা জিনিস রয়েছে যা দ্বারা জান্নাতে আল্লহ পাক বান্দার এমন একশত মর্তবা বৃদ্ধি করবেন। যার প্রতিটির দূরত্ব হল আসমান ও জমিনের দূরত্বের ন্যায়। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, ঐ জিনিসটা কি ? উত্তরে তিনি বললেন,

الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله (مشكوة شريف ج২ ص ৩৩৪)

অর্থ : আল্ল্ল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, তিনবার বললেন। যারা হাদীস পড়েন ও পড়ান তাঁদের কাছে এটা অস্পষ্ট নয়। শত -শত হাদীসে একই শব্দকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার -বার বলেছেন।

সুতরাং এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হলো অন্তরে কোন কথা বসানোর জন্য একই শব্দ বার বার বলাতে কোন অসুবিধা নেই । এ বিষয়ে আরবীতে একটা প্রবাদ রয়েছে , إذا تكرر الكلام تقرر في القلب। একটি শব্দ যখন বার বার বলা হয় , তা অন্তরে গেথে যায় ।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহেলদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন।